নির্ঘণ্ট।

প্রথম অধ্যায়।

ইঙ্গলণ্ডীয়েরা মহারাষ্ট্রীয়েরদের নিকটে শান্তির প্রস্তাব করেন তাঁহাতে ফলোদয় হয় না। জেনরল গদার্ড সাহেব বাসিন অধিকার করেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয়েরদের প্রতিকূলে যাত্রা করিয়া বোর ঘাটনামে পর্ব্বতীয় পথ অধিকার করেন। নানা ফরনবীস সন্ধি করণের ছল করেন। ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতির ঐ পথ ত্যাগ করিয়া কঙ্কনে নামিবার আবশ্যক। বঙ্গদেশস্থ সৈন্যেরা রাত্রি যোগে সিন্ধিয়ার উপর আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করে। সিন্ধিয়ার সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সন্ধি। গবর্ণমেণ্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিরোধ। কোর্টের প্রথম স্থাপনের বিবরণ। ঐ কোর্টের জজ সাহেবেরা জমীদারেরদিগকে আপনারদের এলাকার মধ্যে আনিয়া নানা বিভ্রাট জন্মান। কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা তদ্বিষয়ে নালিশ বাদশাহের মন্ত্রিরদের স্থানে করেন। পাটনার মোকদ্দমায় সুপ্রিম কোর্টের অযথার্থ বিচার। ঢাকায় ঐ কোর্টের আশ্চর্য্য কার্য্য। কাশীযোড়ার রাজার মোকদ্দমা। গবর্নর জেনরল তাবৎ জমীদারদিগকে হুকুম করেন যে সুপ্রিম কোর্টের আজ্ঞা মাননীয় না। সুপ্রিম কোর্ট গবর্নর জেনরল ও কৌন্সেলি সাহেবেরদিগকে তলপ করেন। তাঁহারা সেই তলপ হেয়জ্ঞান করেন। ভারতবর্ষে তাবৎ প্রধান২ লোকেরা সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে পার্লিমেণ্টে দরখাস্ত দেন। হেষ্টিংস সাহেব চীফ জুষ্টিস সাহেবকে সদর দেওয়ানী আদালতে প্রধান জজসাহেবের কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। পার্লিমেণ্টের আইনক্রমে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতার হ্রাস করা যায়। চীফ জুষ্টিস সাহেবকে তাঁহার কর্ম্মের জওয়াবদেওনার্থ ইঙ্গলণ্ড দেশে তলপ হয়। ফৌজদারী আদালতের রূপান্তর হয়। রাজস্ব আদায় করণের নিয়মের মতান্তর হয়। ১—১৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হেষ্টিংস সাহেব ও চৈৎসিংহ। সুবেদারেরদের পরাক্রমের উৎপত্তি। বারাণসের রাজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উপকার করেন। নবাব উজীর তাঁহার অধিকার গ্রাস করিতে উদ্যত। 1774 সালে উজীর বারাণস প্রদেশে আপনার তাবৎ স্বত্ব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে অর্পণ করেন। রাজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে অবিচ্ছেদে রাজস্ব দেন। ১৭৭৮ সালে গবর্নর্ জেনরল রাজার স্থানে অধিক সৈন্যের দাওয়া করেন। তিন বৎসরপর্য্যন্ত রাজা অত্যন্ত অনিচ্ছুকরূপে ঐ সৈন্য দেন। ১৭৮১ সালে হেষ্টিংস সাহেব রাজা চৈৎসিংহের উপর অন্যায় দাওয়া করেন। রাজা তাহাতে আপত্তি করেন। হেষ্টিংস সাহেব তাঁহাকে রাজবিদ্রোহির ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতিকূলে সৈন্য প্রেরণ করেন। হেষ্টিংস সাহেব স্বয়ং বারাণসে যাত্রা করেন। রাজার অনুনয় বিনয়। হেষ্টিংস সাহেব তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। প্রজাগণ উত্থান্বিত হইয়া অস্ত্রধারণ করে। নবাব খিড়িকীদিয়া পলায়ন করত নদী উত্তীর্ণ হইয়া রামনগরে আশ্রয় লন। হেষ্টিংস সাহেব সৈন্য সংগ্রহ করেন। তাবদ্দেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বশীভূত হয়। রাজা বিজয়গড়ে পলায়ন করেন। তাবদ্দেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অধিকার করেন। বিজয়গড় ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হয়। রাণীরদের সর্ব্বস্ব হরণ হয়। সৈন্যেরা লুঠিত তেইশ লক্ষ টাকা আপনারদের মধ্যে অংশ করিয়া লয়। সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধি হয়। অনেক কষ্টের পর মহারাষ্ট্রীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সন্ধি হয়। ঐ সন্ধি করণার্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অনেক ক্ষতি স্বীকার করেন। ১৮—৩০।

তৃতীয় অধ্যায়।

লক্ষ্ণৌর নবাব দারিদ্র্য বিষয়ে ওজোর করেন। অর্দ্ধ সৈন্যের খরচের ভারহইতে মুক্ত হন। বেগম অর্থাৎ তাঁহার মাতা ও মাতা

মন্ত্রী চৈৎসিংহের সাহায্য করেন এমত হেষ্টিংস সাহেবের অনুভব। তাঁহারদের অসংখ্য ধন হস্তগত করিতে নিশ্চয় করেন। তাঁহারদিগকে গ্রেফ্তার করিয়া তাঁহারদের সঙ্গে অতি কঠিন ব্যবহার করেন। তাঁহারদের বিশ্বস্ত চাকর ধৃত হয়। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা তাঁহারদের স্থানে লইলে তাঁহারা মুক্ত হন। লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্ট মিডল্টন সাহেব কর্ম্মচ্যুত হইয়া ব্রিষ্টো সাহেব তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হন। রহেলখণ্ডের জমীদার ফৈজুল্লা খাঁ। অধিক সৈন্য যোগাইতে তাঁহার প্রতি হুকুম হয়। তিনি নিজে অক্ষম এমত কহেন। হেষ্টিংস সাহেব তাঁহার উপর চড়াউ করিতে নবাবকে অনুমতি দেন। শেষে তাঁহার ১৫০০০০ টাকা দিতে হইল। বেগমেরদের প্রতি হেষ্টিংস সাহেবের আচার ব্যবহার বিষয়ে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা দোষারর্পণ করেন। এবং তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে হুকুম দেন। হেষ্টিংস সাহেব ঐ বিবেচনার বাধা জন্মান। নূতন রেসিডেণ্ট শ্রীযুত ব্রিষ্টো সাহেবকে নবাবের রাজকীয় ব্যাপার শুধরণ করিতে শ্রীযুত হুকুম দেন। নবাব তদ্বিষয়ে হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে নালিস করেন। হেষ্টিংস সাহেব ব্রিষ্টো সাহেবের প্রতিকূলাচরণ করেন। ব্রিষ্টো সাহেব কর্ম্মচ্যুত হন এবং উত্তর কালে কোন রেসিডেণ্ট লক্ষ্ণৌতে না থাকেন হেষ্টিংস সাহেব এমত প্রস্তাব করেন। কৌন্সেলি সাহেবেরা তাহাতে সম্মত হন। অযোধ্যায় হেষ্টিংস সাহেবের শেষ যাত্রা। বারাণস প্রদেশের দুরবস্থা তিনি স্বয়ং স্বচক্ষে দর্শন করেন। বেগমেরদিগকে জায়গীর ফিরিয়া দেন। কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা করেন। হেষ্টিংস সাহেবের আমলে রাজস্ববিষয়ের গড়বড়। মান্দ্রাজঘটিত ব্যাপার। লার্ড মকার্টনি সাহেব কর্ণাটের নবাবের তাবদধিকার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তদ্বিষয়ে নবাব হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে নালিস করেন। হেষ্টিংস সাহেব তাঁহার দেশ ফিরিয়া দিতে আজ্ঞা দেন। তদ্বিষয়ে বিপরীতাজ্ঞা কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের স্থান হইতে পঁহুছে। ৩৪—৩০।

চতুর্থ অধ্যায়।

ইঙ্গলণ্ড দেশের ঘটনা। ১৭৮১ সালে কোম্পানি বাহাদুরের নূতন চার্টর হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে ১৭৮১ সালের ১২০ ফেব্রুআরিতে পার্লিমেণ্টে প্রস্তাব হয়। তাহার বিচারকরণার্থে এক কমিটি নিযুক্ত হয়। হেষ্টিংস সাহেবের উপর দোষার্পণের প্রস্তাব দণ্ডাস সাহেব করেন। বোম্বের গবরনর হরনবি সাহেব কর্ম্মচ্যুত হন এমত প্রস্তাব দণ্ডাস সাহেব করেন। ভারতবর্ষে রাজশাসনের বিষয়ে এক ব্যবস্থা ১৭৮৩ সালের ১১ নবেম্বরে ফকস সাহেব প্রস্তাব করেন। কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা তাহা নির্ম্মূলকরণার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ করেন। দেশময় সকলেই তদ্বিষয়ে কলহ করেন। বাদশাহ তাহাতে অসম্মত হন। কমন্সর সভায় তাহা গ্রাহ্য কুলীনেরদের সভায় অগ্রাহ্য হয়।

ফকস সাহেব উজীরী কর্ম্মচ্যুত হন। পিট সাহেব উজীরী কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তিনি ভারতবর্ষের রাজকর্ম্মের বিষয়ে এক ব্যবস্থা প্রস্তুত করেন। তদ্দ্বারা অন্যান্য রাজধানী কলিকাতার তাবে রাখা যায় এবং কোম্পানি বাহাদুরের উপর কর্ত্তৃত্বকরণাভিপ্রায়ে এক বোর্ড কন্ট্রোল স্থাপিত হয়। বাণিজ্য বিষয়ভিন্ন অন্য রাজকীয় বিষয় সকল বোর্ডের অনুমতি না পাইয়া কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদিগকে নিষ্পত্তি করিতে নিষেধ হয়। ৪৩-৫৭।

পঞ্চম অধ্যায়।

মেকফরসন সাহেব গবরনর জেনরলের পদে নিযুক্ত হন। সিন্ধিয়ার সহিত ব্যাপার। ১৭৮৪ সালে পিতার সাহায্য করিতে শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র হেষ্টিংস সাহেবকে নিবেদন করেন। সিন্ধিয়ার নিকটে ঐ নিবেদন করিতে তাঁহার পুত্রকে হেষ্টিংস সাহেব পরামর্শ দেন। সিন্ধিয়া বাদশাহকে বশীভূত করেন। বাদশাহ তাঁহাকে তাবৎ মোগল রাজ্যের নাএব করিয়া দেন। কর্ণাট দেশের ব্যাপার। নবাবের কর্জ।

বোর্ড কন্ট্রোল তদ্বিষয় আপনারদের হস্তগত করিয়া অতি আশ্চর্য্য নিয়ম করেন। পার্লিমেণ্টে তাঁহারদের উপর দোষার্পণ হয়। নবাবের কর্জ বিংশতি কোটি টাকা। বিবেচনা করাতে তাঁহার ঊনিশ কোটি টাকা মিথ্যা বোধ হইল। কর্ণাটদেশ নবাবকে ফিরিয়া দিতে বোর্ডের সাহেবেরা লার্ড মাকার্টনিকে হুকুম করেন। তাহাতে লার্ড মকার্টনি মান্দ্রাজের বড়সাহেবের কর্ম্মে ইস্তফা দেন। বঙ্গদেশে গিয়া তিনি পীড়িত হন। তিনি গবর্নর্ জেনরলের পদে নিযুক্ত হন। ইঙ্গলণ্ডদেশে গিয়া তিনি ভারতবর্ষের সুধারার প্রস্তাব করেন। তিনি তৎকর্ম্মচ্যুত হন। লার্ড কর্ণওয়ালিস গবর্নর্ জেনরলের পদে নিযুক্ত হন। ভারতবর্ষের কৃতকার্য্যের বিষয়ে কুলীনেরদের সভায় হেষ্টিংস সাহেবের নামে নালিস হয়। মোকদ্দমা ১৭৮৮ সালের ১৩ ফেব্রুআরিতে আরম্ভ হইয়া সাত বর্ষ ব্যাপিয়া থাকে। ১৭৯৫ সালের ২৩ এপ্রিলে কুলীনেরদের কর্ত্তৃক হেষ্টিংস সাহেব নির্দোষী কৃত হন। কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা তাঁহাকে বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকা মুশাহেরা দেন। ৪৭—৫৪।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১৭৮৬ সালের সেপ্তম্বর মাসে লার্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌর অধিকারে তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্য থাকিতে হুকুম দেন। গন্তুর সরকারের দাওয়া করেন। নিজাম তাহা প্রদান করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সন্ধি করিতে সচেষ্ট হন। লার্ড কর্ণওয়ালিস সন্ধিকরিতে অস্বীকৃত কিন্তু ১৭৬৮ সালের সন্ধি যে বজায় আছে এমত শ্রীযুত কহেন। তাহাতে টেপু সুলতান বিরক্ত হন। তিনি সসৈন্য ত্রিবন্ কোটে যাত্রা করেন। ঐ দেশের পূর্ব্ব বিবরণ। টেপু সুলতান ত্রিবন্ কোটের রাজার উপর দাওয়া করেন। তিনি ঐ দেশের রক্ষার্থে স্থাপিত গুম্বেজস্কল উল্লঙ্ঘন করেন। গবর্নর্ জেনরল তাহার উপর যুদ্ধারম্ভ করেন। টেপু সুলতানের বিরুদ্ধে নিজাম ও মহারা

ষ্ট্রীয়েরা সন্ধি করেন। মান্দ্রাজের গর্বর্নর সাহেবের টালমটাল। ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা মহীশূরে প্রবেশ করে। টেপু সুলতান গুপ্ত করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যসকল নষ্ট করিতে উদ্যত হন কিন্তু কৃত কার্য্য হন না। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকৃত স্থান টেপু পুনর্ব্বার অধিকার করেন। লার্ড কর্ণওয়ালিস স্বয়ং মান্দ্রাজে গমন করিয়া তাবৎ সৈন্যাধিপতির ভার গ্রহণ করেন। কর্ণাট দেশের তাবদধিকারে তিনি আপনার জিম্মায় লন। ৫৪—৬৫।

সপ্তম অধ্যায়।

টেপু সুলতানের অধিকারের নাভিদেশপর্য্যন্ত যাত্রা করিতে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব নিশ্চয় করেন। ঐ সুলতান আপন স্ত্রীগণকে রক্ষা করিতে অতি চেষ্টান্বিত হন। ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা বঙ্গলূর অধিকার করেন। নিজামের দশ সহস্র অশ্বারূঢ় ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে মিলে কিন্তু তাহাতে কিছু ফল হয় না। শ্রীরংপটমহইতে সাড়ে চারি ক্রোশ অন্তরিত স্থানে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব যাত্রা করেন। কিন্তু আহারীয় দ্রব্যাদির বাহক বলদ প্রভৃতির বিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশ হয়। বোম্বেস্থ সৈন্যেরা শ্রীরংপটমহইতে তিন মঞ্জীল অন্তরিতে পঁহুছে। টেপু যুদ্ধ করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক পরাজিত হন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ছাউনিতে আহারীয় দ্রব্যের অভাব হইয়াছে এই সম্বাদ লার্ড কর্ণওয়ালিস শুনিলেন। অগত্যা তাবৎ কামান নষ্ট করিয়া তাঁহার প্রত্যাগমন করিতে হইল। বোম্বের সৈন্যেরদিগকে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা দেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা বত্রিশ হাজার লোক লইয়া তাঁহার সঙ্গে মিলেন। কিন্তু ভিত্তিভেদক তোপসকল বিনষ্ট হওয়াতে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের মতান্তর হইল না। লার্ড কর্ণওয়ালিস মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে ১২০০০০০ টাকা দেন। আহারাভাবে সৈন্যেরদের পৃথক্ ২ স্থানে গমন করিতে হইল। লার্ড কর্ণওয়ালিস দুই দুর্গ অধিকার করেন। মান্দ্রাজ হইতে অনেক আহারীয় দ্রব্য পঁহুছে। ইঙ্গলণ্ডহইতে অনেক

নূতন২ সৈন্য পঁহুছে। নানা ক্ষুদ্র দুর্গ ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অধিকার করেন। সাবিন দুর্গ অধিকার হয়। উত্তর দুর্গ অধিকৃত হয়। শ্রীরংপটমের প্রতি যাত্রাকরণার্থ তাবদায়োজন প্রস্তুত হয়। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরদের ও পরশুরাম ভৌর যাত্রা। তিনি চিতুর দুর্গ বেষ্টন করেন। কাপ্তান লিটল সাহেবের অসম সাহস ও কৃতকার্য্যতা। বোম্বের সৈন্যেরা তেলিচেরিহইতে শ্রীরংপটমের নিকটে আগমন করে। কুমীর উদ্দীন খাঁ কৈম্বিতর স্থান অধিকার করিতে টেপুকর্ত্তৃক প্রেরিত হন। তিনি তাহাতে কৃতার্থ হন। সন্ধির নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি ধৃত ব্যক্তিরদিগকে কয়েদ করেন। নিজাম সৈন্যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে মিলেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা শ্রীরংপটমের সম্মুখে পঁহুছে। মহারাষ্ট্রীয় ও নিজামের সৈন্যেরা তাঁহারদের সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে ছাউনি করে। শ্রীরংপটমে টেপুর সৈন্যের সংখ্যা। রাত্রিযোগে তাহারদের উপর ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আক্রমণ করত কৃতকার্য্য হন। শ্রীরংপটম বেষ্টন হয়। টেপুসুলতান সন্ধির চেষ্টা করেন। যুদ্ধের নিবৃত্তি হয় না। টেপুসুলতানের সহিত সন্ধি। ইঙ্গলণ্ডীয় ও তাঁহারদের সহযোদ্ধাদিগকে স্বীয়াধিকারের অর্দ্ধাংশ দেন। সন্ধির নিয়ম প্রতিপালনার্থ তিনি জামীন দেন। তাঁহারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ছাউনিতে পঁহুছিয়া সমাদরপূর্ব্বক গৃহীত হন। কুরুগ রাজার বিষয়ে বিভ্রাট। রাজধানী পুনর্ব্বার বেষ্টন করিতে লার্ড কর্ণওয়ালিস ভয়প্রদর্শন করান। টেপু বাধ্য হন। লার্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষে ফ্রান্সীয়েরদের তাবদধিকার অধিকার করেন। ৬৫—৯০।

অষ্টম অধ্যায়।

ভারতবর্ষের অন্তরিত ব্যাপারে লার্ড কর্ণওয়ালিস অনেক মতান্তর করেন। রাজস্ব আদায়করণবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতে লার্ড কর্ণওয়ালিস কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের স্থানে হুকুম প্রাপ্ত হন। ভূমির রাজস্ববিষয়ে সরকারি কর্ম্মকারকেরা অনভিজ্ঞ লার্ড কর্ণওয়ালিসের এমত বোধ হইল। তিনি বহুং

পরাজিত হন। এক পথে টেপু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যের অন্বেষণে গমন করেন ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অন্য পথে তাঁহার রাজধানীতে পঁহুছেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ছাউনিতে আহারীয় দ্রব্যের অপ্রতুল। তাঁহারা টেপুর রাজধানী বেষ্টন করেন। ৪ মে তারিখে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা নগরের উপরে আক্রমণ করে। টেপু সুলতানের অনবধানতা। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা শ্রীরংপটমে প্রবেশ করেন। টেপু হত হন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা নগর অধিকার করেন। টেপুর পুত্র ও প্রধান আমলারা কএদ হন। টেপুর আচার ব্যবহার। নগরে প্রাপ্ত ধনের সংখ্যা। মহীশূর রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় ও নিজা ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মধ্যে বিভক্ত হয়। তাহার একাংশ লইয়া এক স্বতন্ত্ররাজ্য স্থাপিত হয় এবং মহীশূরের প্রাচীন রাজবংশকে দেওয়া যায়। টেপুর আমলা ও পুত্রদিগের জায়গীর নির্দিষ্ট হয়। পেসোআকে তদ্রাজ্যের যে অংশ দিতে নির্দ্ধারিত হয় তাহা তিনি লইতে অস্বীকৃত হন। লার্ড কর্ণওয়ালিস ও লার্ড মরনিংটন সাহেবের আমলে নিজাম মহীশূর রাজ্যের যত অংশ প্রাপ্ত হন মহারাষ্ট্রীয়েরদের ভয়ে তিনি সে সকল ইঙ্গলণ্ডীয়ের দিগকে দেন এবং বড়সাহেব তাঁহাকে সকল শত্রু হইতে রক্ষা করিতে অঙ্গীকার করেন। ১২৫—১৪৯।

একাদশ অধ্যায়।

লার্ড মরনিংটন অযোধ্যার রাজ্যে অনেক মতান্তর করিতে মানস করেন। আফগানেরা ১৭৯৮ সালে ভারতবর্ষে আক্রমণার্থ ভয় দেখান। কিন্তু আপনারদের দেশে বিভ্রাট হওয়াতে তাঁহারা কান্দাহারে ফিরিয়া যান। তাঁহারা পুনর্ব্বার আক্রমণের মানস করেন। লার্ড মরনিংটন পারসি দেশে এক উকীল প্রেরণ করেন। পারসির রাজা জিমান সা আফগানের দেশ আক্রমণ করেন তাহাতে ঐ জিমান সা ভারতবর্ষে আসিতে অক্ষম। উজির আলী বারাণসহইতে কলিকাতায় যাইতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি চেরি সাহেবকে খুন করিয়া পলায়ন করেন। লার্ড মরনিংটন নবাব

উজীরের সৈন্যের সুধারাকরণবিষয়ে ব্যগ্র হন। উজীর তাহাতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। তিনি স্বীয় রাজ্য আপনার পুত্রকে দিতে চেষ্টিত হন। শ্রীযুতের ইচ্ছা যে তিনি ঐ রাজ্য কোম্পানিকে দেন তাহাতে উজীর স্বীকৃত নহেন। বড় সাহেব বিরক্ত হইয়া অযোধ্যায় সৈন্য প্রেরণ করেন। নবাব উজির অগত্যা স্বীকৃত হন। তিনি আপনার সৈন্য বিদায় করেন। বড় সাহেব তাঁহার উপর পুনশ্চ দাওয়া করেন। অযোধ্যার রাজ্যে নিযুক্ত তাবৎ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের বেতনোপযুক্ত ভূমি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে দিতে বড় সাহেব উজীরকে কহেন। তাহাতে উজীর অত্যন্ত অনিচ্ছুক। লার্ড মরনিংটন তদ্বিষয় সম্পন্নকরণার্থ আপনার ভ্রাতাকে লক্ষ্ণৌতে প্রেরণ করেন। পরিশেষে নবাব উজীর আপনার রাজ্যের অর্দ্ধেক ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে দিতে স্বীকৃত হন। তদ্বিষয়ের সন্ধি পত্রে সহী ও মোহর হয়। ১৪ নবেম্বরে শ্রীযুত তাহাতে সহী করেন। যে দেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে দেওয়া যায় তাহাতে ১৩৪০০০০০ টাকা বার্ষিক উৎপন্ন হয়। ঐ প্রাপ্ত দেশের বিষয়ে নূতন নিয়ম। বড় সাহেব কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন। ভৌ বেগম কোম্পানি বাহাদুরকে আপনার উত্তরাধিকারি করিতে ইচ্ছুক। বড় সাহেব তাহাতে স্বীকৃত হন। বড় সাহেবের ভ্রাতাকে কর্ম্মচ্যুত করিতে কোর্ট আফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা আজ্ঞা করেন। ফরোখাবাদের বিষয়ে নিয়ম। তাবদ্দেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হয় এবং নবাব বৃত্তি প্রাপ্ত হন। কতক অবাধ্য জমীদার পরাজিত হন। রাজা ছতরসালের বিবরণ। ১৪৯—১৬৭।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সৌরাষ্ট্রের ব্যাপার। তঞ্জাউরের ব্যাপার। কর্ণাট দেশের নবাবের সহিত টেপু সুলতানের পুত্রেরা কুমন্ত্রণা করিতেছেন শুনিয়া বড় সাহেব ঐ তাবৎ কর্ণাট দেশ আপন হস্তে লইতে এবং নবাবকে বৃত্তি দিতে নিশ্চয় করেন। নবাবের মৃত্যু হইলে তাহার অষ্টাদশ বর্ষবয়স্ক পুত্রের স্থানে বড় সাহেব দেশ বিষয়ে দাওয়া ক

রেন তাহার পিতার মন্ত্রির পরামর্শক্রমে তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হন। তদ্বিষয়ে মান্দ্রাজের বড় সাহেবের উদ্যোগ নিষ্ফল হয়। বড় সাহেব ঐ যুবাকে অপদস্থ করিয়া তাহার পিতৃব্য পুত্রকে সিংহাসনোপবেশন করান। তিনি তাবৎ অধিকার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে অর্পণ করেন। ফুদচেরি ফ্রান্সীয়েরদিগকে পুনরর্পিত হয়। বোনাপার্টি তথায় অনেক সৈন্য প্রেরণ করেন। কএক মাসের মধ্যে ফ্রান্সীয়েরদের সঙ্গে পুনর্ব্বার যুদ্ধ হওয়াতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ঐ নগর পুনরাক্রমণ করেন। ১৬৭—১৭৫।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পেসোআবিষক ব্যাপার। অনেক বিবেচনানন্তর তিনি ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে বেতন করিয়া রাখিতে স্বীকৃত হন। হোলকার রাজবংশের উৎপত্তি। তক্কাজী হোলকারের চারি পুত্রের মধ্যে বিরোধ। হোলকারের অধিকার প্রাপ্ত হওনার্থ সিন্ধিয়া মন্ত্রণা করেন। যশোবন্ত রাও হোলকার সিন্ধিয়াকর্তৃক পরাজিত হন। সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধিকরণার্থ বড় সাহেবের উদ্যোগ। হোলকার পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সিন্ধিয়াকে জয় করেন। পেসোআ কঙ্কণ দেশে পলায়ন করেন। হোলকার পুণ্য নগর অধিকার করেন। ইঙ্গলণ্ডীয় উকীল নগর ত্যাগ করেন। বাসীননামক সন্ধিপত্র পেসোআর সহিত স্থির হয়। অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় রাজারা বিরক্ত হন। বড় সাহেব সৈন্য একত্র করেন। ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি সসৈন্য পেসোআকে পুণ্য নগরে পুনঃস্থাপন করেন। সিন্ধিয়ার বিষয়ে বড় সাহেব সন্দিগ্ধ হন। তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করেন। সিন্ধিয়া অস্পষ্ট উত্তর দেন। বড় সাহেব যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন। সৈন্য সংগ্রহ করেন। জেনরল উএলেসলি সাহেবকে মহাক্ষমতা অর্পণ করেন। ১৭৫—১৮৬।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গবরনর জেনরল। অতিশয় গুরুতররূপে যুদ্ধ করিতে নিশ্চয়

করেন। তাঁহার অভিপ্রায়। পশ্চিম প্রদেশে জেনরল লেক সাহেব সসৈন্যে রণভূমিতে উপস্থিত হন। পেরন সাহেবের অধীনে সিন্ধিয়ার যে সৈন্য তাহারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া হঠে। কোএলনামক দুর্গ অধিকার হয়। আলীগড় ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হয়। জেনরল পেরন সিন্ধিয়ার কর্ম্ম ত্যাগ করেন। দিল্লীর নিকটে সিন্ধিয়ার সৈন্য ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক পরাজিত হয়। দিল্লীর বাদশাহ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আশ্রিত হন। অগরার নিকটে সিন্ধিয়ার সৈন্য পুনর্ব্বার পরাজিত হয়। ঐ শহর ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অধিকার করেন। ফতেপুরের নিকটে সিন্ধিয়ার সৈন্য ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক পুনর্ব্বার পরাজিত হয়। দোআব ইঙ্গলণ্ডীয়ের হস্তগত হয়। জেনরল উএলেসলি সাহেব আহমদ নগরের দুর্গ ও তৎপ্রদেশ অধিকার করেন। জেনরল উএলেসলি সাহেবের যুদ্ধযাত্রা। আসাইয়ের যুদ্ধে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা জয়ী হন। বুরহানপুর নগর তাঁহারা অধিকার করেন। অসুর গড় অধিকৃত হয়। সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধির কথোপকথন। আরগাম স্থানে বিরাটের রাজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক পরাজিত হন। গাবিল গড় ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হয়। বুন্দেলখণ্ড তাঁহারা অধিকার করেন। কটক প্রদেশ অধিকার করেন। গুজরাটে সিন্ধিয়ার তাবদধিকার তাহারদের হস্তগত হয়। বিরাটের রাজা সন্ধিকরণার্থ প্রার্থনা করেন। তাঁহার অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার সঙ্গে সন্ধি হয়। সিন্ধিয়ার সন্ধিকরণের অত্যাবশ্যক হয়। তিনি তাবৎ দোআব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে দেন। তাঁহার সহিত সন্ধি হয়। যমুনা নদীর তীরস্থ ক্ষুদ্র২ রাজারা সিন্ধিয়ার জোঁআলহইতে মুক্ত হন। তাঁহারদের সঙ্গে শ্রীযুত সন্ধি করেন। হোলকারহইতে সিন্ধিয়া রক্ষা পান এতদর্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ছয় হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্য করেন। ১৮৬—২০৩।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

যশোবন্ত রাও হোলকারের সঙ্গে ব্যাপার। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের

উপর তিনি আক্রমণ করেন। তাঁহার উকীল অসম্ভব দাওয়া ক রেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে শ্রীযুত হুকুম দেন। জেনরল লেক সাহেব রামপুরাপর্য্যন্ত প্রবেশ করেন। সৈন্যেরা বারুদে তে পুরদ্বার ভগ্ন করিয়া ঐ স্থান অধিকার করে। কর্ণল মনসন সাহেবকে তথায় রাখিয়া জেনরল লেক সাহেব ফিরিয়া আ ইসেন। মনসন সাহেব হোল্‌কারের পশ্চাৎ২ গমন করেন। তাঁহার আহারীয় দ্রব্যের অপ্রতুল। মনসন সাহেবের হটিয়া যাওনের আবশ্যক। তিনি বিপক্ষকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া অত্যন্ত দুরবস্থায় আগরায় পঁহুছেন।

হোলকার মথুরা নগর অধিকার করেন। জেনরল লেক সা হেব অগ্রসর হইলে তিনি হটেন। হোলকার হঠাৎ দিল্লীর সম্মুখে উপস্থিত হন। জেনরল অক্তরলোনি সাহেব অতি সা হসপূর্ব্বক নগর রক্ষা করেন। দিল্লীর বাদশাহের সহিত বড় সাহেবের বন্দোবস্ত। দিগের যুদ্ধে হোলকার পরাজিত হন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা দিগ নগর বেষ্টন করিয়া অধিকার করেন। ভরত পুরের রাজা হোলকারের সহিত মিত্রতা ব্যবহার করেন। ইঙ্গ লণ্ডীয়েরা ভরতপুরের কিল্লা বেষ্টন করেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হন না। জেনরল লেক সাহেব হঠাৎ হোলকারের উপর পড়িয়া তাঁহার অশ্বারূঢ়েরদিগকে বিনষ্ট করেন। হোল্‌কারকে সন্দেহে ত্যাগ করেন। ভরতপুরের রাজা সন্ধির প্রার্থনা করেন। তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে বিংশতি লক্ষ টাকা দিতে এবং ইঙ্গলণ্ডী য়েরা তাঁহাকে যত দেশ দিয়াছিলেন সে সকল ফিরিয়া দিতে স্বীকৃত হন। সিন্ধিয়া বিভ্রাট জন্মান। গবর্নর জেনরল পুন র্ব্বার তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধকরণার্থ প্রস্তুত হন। ইতিমধ্যে লার্ড কর্ণ ওয়ালিস বড় সাহেবী পদগ্রহণার্থ ভারতবর্ষে পঁহুছেন। তিনি লার্ড উএলেস্‌লির রাজশাসনের তাবৎ নিয়মের পরিবর্ত্তন ক রেন। সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধি করেন। হোলকার অত্যন্ত বিপদ্‌ গ্রস্ত হন। তিনি সন্ধিকরণার্থ ব্যগ্র। লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব য মুনা নদীর তীরস্থ ক্ষুদ্র২ রাজারদের সহিত তাবৎ সম্পর্ক রহিত করেন। লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব পীড়িত হন। গাজিপুরে তাঁ

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

এবং আসুর গড় প্রদান করিতে তাঁহাকে স্বীকার করান। আমির খাঁ পিণ্ডারিহইতে পৃথক্ হন। ২৮২—২৯৭

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

১৮১৭ সালে পিণ্ডারিরদের অবস্থা। ওয়াসুর মহম্মুদের সাহস। ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যের ব্যূহ সকল পিণ্ডারিরদের চতুর্দিগ ঘেরে। বাজি রাওর শঠতা। তিনি মহারাষ্ট্রীয় ও পিণ্ডারিরদের সঙ্গে মিলিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়রদিগকে উদস্ত কারতে নিশ্চয় করেন। এলফিনিষ্টন সাহেব ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের সঙ্গে মিলিতে না পারেন এমত উদ্যোগ করেন। এলফিনিষ্টন সাহেব সাহসপূর্ব্বক পুণ্য নগর ত্যাগ করেন। বাজি রাও তাঁহার গৃহ দাহ করেন। বাজি রাও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অপেক্ষা প্রবল হইলেও তাঁহারদের উপর চড়াউ করিতে ভয় করেন। জেনরল স্মিথ সাহেব সসৈন্যে পঁহুছেন। পুণ্য নগর অধিকৃত হয়। বাজিরাও পলায়ন করেন। আপা সাহেব পেসোআ ও মহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে মিলিতে নিশ্চয় করেন। তাঁহার সৈন্যেরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। সীতাবল্দি পর্ব্বতের যুদ্ধ। ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের অসম সাহস। আপা সাহেব পরাজিত হন। এবং ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা উদ্ধৃত হন। অন্যান্য ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য পঁহুছে। আপা সাহেবের উপর রেসিডেণ্ট সাহেবের দাওয়া। তাঁহার তোপপ্রভৃতি হৃত হয়। লার্ড হেষ্টিংস তাঁহাকে সিংহাসন ভ্রষ্ট করিতে নিশ্চয় করেন। পিণ্ডারিরদের বিরুদ্ধে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যের যাত্রা। লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের ছাউনিতে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব। পিণ্ডারিরদের সর্দারের উপর আক্রমণ হয়। তাহারা দক্ষিণদিগে পলায়ন করে। ২৯৭—৩১৭

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

হোলকারের সরদারের ব্যবপার। তাঁহার সরদারেরা পেসো

আর সাহায্য করিতে নিশ্চয় করেন। তাঁহারা মহা সৈন্য সংগ্রহ করেন। তাঁহারা তুলসি বাইকে হত করেন। হোলকারের সৈন্য ও সর জান মালকম সাহেবের অধীন সৈন্যেরদের সঙ্গে মহেদ পুরে যুদ্ধ হয়। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সম্পূর্ণরূপে জয়ী হন। হোলকার নতমস্তক হন। তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আশ্রিত হন। তাঁহার সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সন্ধি। সিন্ধিয়ার সেনাপতি যশোবন্ত রাও ভাওর বিশ্বাসঘাতকতা। তিনি পিণ্ডারিরদিগকে আশ্রয় দেন। লার্ড হেষ্টিংস তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দেন। যাওদে তিনি পরাজিত হন। পিণ্ডারিরদের ব্যাপার। করিম খাঁ ও ওয়াসিল মহম্মদের উপর ইঙ্গলণ্ডীয়েরা হঠাৎ চড়াউ হইয়া তাঁহারদিগকে বিনষ্ট করেন। শ্রীযুত তাঁহারদিগকে নম্র বোধ করিয়া তাঁহারদের সঙ্গে সন্ধিকরণের প্রস্তাব করেন। তাঁহারদের ক্ষুদ্র সেনাপতিরদিগকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ক্ষুদ্রং জায়গির দেন। করিম খাঁ আপনাকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে অর্পণ করেন। তিনি গাজিপুরে প্রেরিত হন। পলায়নের উদ্যোগ করেন। ধৃত হইয়া তিনি মরেন। চিতু আঁসুর গড়ে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করেন। তথাহইতে তাড়িত হইয়া তিনি বনে আশ্রয় লন। তিনি ঐ বনে ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক ভক্ষিত হন। পিণ্ডারিরা এক কালে উচ্ছিন্ন হন। ৩১৭—৩২৭

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

পেসোআর পলায়ন। চল্লিশ হাজার লোক লইয়া পুণ্যনগরে তিনি পুনর্ব্বার প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করেন। করিগাঁয়ের যুদ্ধ। তাহাতে একসহস্র ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য তাঁহাকে পরাজয় করে। পেসোআ দক্ষিণদিগে পলায়ন করেন। জেনরল প্রিট্সলের সাহেব তাঁহার লাগাইল পাইয়া তাঁহাকে তাড়িয়া দেন। জেনরল স্মিথ সাহেব তাঁহাকে তাড়ান। তিনি শোলাপুরে প্রস্থান করেন। জেনরল স্মিথ সাহেব সেতারা অধিকার করেন। বৃটিস গবর্ণমেণ্ট এই ঘোষণা করেন যে বাজিরাও অপদস্থ

হইলেন এবং তাহার পদ একেবারে রহিত হইল এবং সে তারার রাজা স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের পদে নিযুক্ত হন ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা পেসোআর পশ্চাৎ২ দৌড়েন। আষ্টি স্থানে তাঁহাকে ধরেন। তিনি পলায়ন করেন। গোকুলা হত পেসোআর সৈন্য পরাজিত এবং সেতারার রাজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হন। পেসোআ খাণ্ডেশে পলায়ন করেন। তাঁহার অনেক অনুচর সৈন্যেরা তাঁহাকে ত্যাগ করেন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

পেসোআ উত্তর ভাগে পলায়ন করেন। গণপতিরাও আপা সাহেবের অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তাঁহার সঙ্গে মিলেন। আপা সাহেব তাঁহার সহকারিতা করিতে পেসোআকে বিনিতি করেন। সর তামস হিসলপ সাহেব উত্তর দিগহইতে আসিতেছেন ইহা শুনিয়া পেসোআ নাগপুরেরদিগে প্রস্থান করেন। ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতিরা তাহাকে চতুর্দ্দিগে ঘেরেন। কর্ণল স্কট সাহেব শুনি স্থানে তাঁহার লাগাইল পান। শুনির যুদ্ধ। পেসোআ একেবারে পরাজিত হন। তাঁহার পরাক্রম ভঙ্গ হয়। তাঁহার সরদারেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। ওয়াসোটা গড় অধিকার হয়। তথায় সেতারার রাজার পরিজনেরদিগকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জেনরল মনরো শোলাপুর আক্রমণ করেন। পেসোআর তাবৎ কামান অধিকার হয়। চান্দা গড় অধিকৃত হয়। পেসোআ উত্তরদিগে পলায়ন করেন। সর জন মালকম সাহেব তাঁহার নিকটবর্ত্তী হন। অনেক কথোপকথনের পর তিনি আপনাকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে অর্পণ করেন। আট লক্ষ টাকা তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি স্থির হয়। কানপুরের নিকটে বাইটুনে প্রেরিত হইয়া তথায় এইক্ষণে আছেন। বাজি রাওর দেশের বন্দোবস্ত। আরবীয় সৈন্যেরা অবাধ্য হয়। তাহারা খাণ্ডেসে মালিগাঙ্গ গড়ে আপন সৈন্য স

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের রাজবিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

টেপুসুলতানের সহিত যে সময়ে সন্ধি হয় তৎ সময়পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যেং বিষয় হয় তাহার উপাখ্যান পূর্ব্বকাণ্ডে লেখা গিয়াছে অতএব এইক্ষণে তদ্যুদ্ধহওন সময়ে বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যং স্থানে যে সকল বিষয় ঘটে তদ্বিবরণ লিখনের আবশ্যক।

১৭৮০ সালে হয়দরালীকর্ত্তৃক কর্ণাট দেশের আক্রমণের সম্বাদ বঙ্গদেশে পঁহুছিলে গবর্ণর জেনরল যেং নিয়মে বিরাট রাজার দ্বারা মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত সন্ধিকরণের প্রসঙ্গ করিতে নিশ্চয় করিলেন তাহা এই যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে সকল দেশ আক্রমণ করিয়াছেন গোহদের রাজাকে প্রদানকরণার্থ গড় গোয়ালিয়র এবং গুজরাটের যে অংশ ফতেসিংহকে প্রদান করা গিয়াছে তদ্ব্যতিরেক অন্য সকল ইংগ্লণ্ডীয়াধিকৃত স্থান মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে প্রতিদান করা যায় এবং এই সন্ধিপত্রে সহী হওনের পূর্ব্বে যদ্যপি বাসিনের গড় ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হয় তবে তাহার বিনিময়ে পুরন্দরের স্বাক্ষরীকৃত সন্ধিপত্রে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে সকল স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার বিনিময়ে সে সকল মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে প্রতিদান করা যায় এই সকল নিয়ম সূচক পত্র গবর্ণর জেনরল নানা রাজারদিগের নিকটে প্রেরণ করিলেন।

অপর ১৭৮০ সালের ১৬ অক্তোবর তারিখে জেনরল গডার্ড সাহেব বাসিনের প্রতিকূলে গমনকরত তথায় ১৩ নবেম্বর তারিখে পঁহুছেন এবং তৎস্থানের প্রতি অতিনৈপুণ্যরূপে যুদ্ধকরাতে ১০ দিসেম্বর তারিখে ঐ বাসিন স্থান তাঁহাকে সমর্পিত হয়। সেইস্থান এইরূপ আয়ত্তকরণানন্তর ঐ জেনরল সাহেব উত্তরকালে কর্ত্তব্য কার্য্যের নিয়ম বোম্বের বড়সাহেবের সহিত নির্দ্ধার্য্যকরণার্থে তথায় গমন করিলেন। অপর উভয়েতে এই স্থিরীকৃত হইল যে প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রে যাবৎ মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বীকৃত না হন তাবৎ প্রাণপণে যুদ্ধকরা এবং পর্ব্বতীয়পথ আয়ত্তকরণপূর্ব্বক পুণ্যগ্রাম রাজধানীর উপর চড়াউকরা কর্ত্তব্য অতএব জানুআরি মাসের মধ্যকালে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা বাসিনহইতে তথায় যুদ্ধার্থে যাত্রা করেন তৎসময়ে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের মধ্যে অশ্বারূঢ় ও পদাতিক বিংশতি সহস্র ও ১৫ তোপ ছিল এবং সেই সকল সৈন্য লইয়া হরি পণ্ডিত ফরকিয়ানামক প্রধান সেনাপতি বোর ঘাটের অভিমুখে রাস্তার মধ্যে ছাউনি করিয়াছিলেন। অপর ৮ ফেব্রুআরি তারিখে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা পর্ব্বতীয় পথের তলে পঁহুছিয়া দেখেন যে বিপক্ষেরা পর্ব্বতের শৃঙ্গে ছাউনি করিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তৎপথ দিয়া গমনকরণের নিবারণার্থে প্রস্তুত আছে। ইহার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে সসৈন্য হোলকার মহারাষ্ট্রীয়েরদের সৈন্যের সহিত মিলিয়াছিলেন অতএব এক্ষণে তাঁহারদের দল অত্যন্ত পুষ্ট হইয়াছে। তাহা অবগত হইয়া ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি সাহেব ইহা বুঝিলেন যে অতিত্বরা ও পরাক্রমপূর্ব্বক যুদ্ধ না করিলে কার্য্যনির্ব্বাহ হয় না অতএব তথায় যে দিবসে পঁহুছেন তদ্দিবসীয় রাত্রিতেই তাঁহারদের সহিত যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন। অপর ঘোর নিশীথে কাপ্তান পারকর সাহেব ঐ দুর্গম পথে আরোহণ করিয়া অসমসাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষেরদিগকে প্রত্যেক গুম্বেজ ও কামানরক্ষিত স্থান হইতে তাড়াইতেং অতিপ্রত্যূষে ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ আয়ত্ত করিলেন।

অপর ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গে পঁহুছিলে তথাহইতে ঐ পুণ্যগ্রাম রাজ

ধানী সাড়ে বাইশ ক্রোশমাত্র বিপ্রকৃষ্ট থাকিল। অপর ১২ ফেব্রুআরি তারিখে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ছাউনিতে এক জন আসিয়া কহিল যে পুণ্য রাজ্যের উজীর নানা ফরনবীস সন্ধির নিয়মকরণার্থে আমাকে আপনার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন কিন্তু তিনি কোন ওকালৎনামা আপনার সঙ্গে করিয়া না আনাতে জেনরল গভার্ণর সাহেব কিছু সন্দেহ করিলেন তথাপি এই বিষয়ের ওজরের নিমিত্তে সন্ধির ভরসা বিফলনা হয় এতদর্থে জেনরল সাহেব তাঁহাকে কহিলেন যে তুমি উজীরকে এই অবগত করাও যে এই যুদ্ধ শেষ করণেতে তাঁহার যেমত চেষ্টা তদ্রূপ আমারও বটে এবং সন্ধি করিতে আমি সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। অপর তাঁহাকে সন্ধিপত্রের নিয়মের একখান পাণ্ডুলেখ্য দিয়া কহিলেন যে ইহাতে উজীরের সহীর নিমিত্তে যুদ্ধ না করিয়া অষ্টাহপর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিব ঐ অষ্টাহ গত হইলে উজীর এইমাত্র উত্তর করিলেন যে আপনার সন্ধিপত্র আমি একেবারে হেয়জ্ঞান করিলাম। ইহার কারণ এই বোধ হয় যে তৎসময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা কর্ণাট দেশে হয়দর আলীর আক্রমণের সম্বাদ শুণিয়া অনুমান করিল যে জেনরল গভার্ণর সাহেব কেবল ভয়প্রযুক্ত আমারদের সঙ্গে সন্ধি করিতে ব্যগ্র আছেন এইরূপেতে সন্ধিহওনের ভরসা একেবারে সুদূর পরাহত হইল।

অপর জেনরল সাহেব উত্তরকালের কার্য্যবিষয়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এক পক্ষে বোধ করিলেন যে রাজধানীপর্য্যন্ত যদি আমি গমন করি তবে বিপক্ষেরা ঐ রাজধানী দগ্ধ করিয়া পলায়ন করিবে তাহাতে আমার কি ফল হইবে। পক্ষান্তরে ভাবিলেন যে এই পর্ব্বতীয় পথে অবস্থিতি করিলে যে সকল আহারীয় দ্রব্যের আবশ্যক তাহার সুপ্রতুল হওয়া ভার এবং এই পর্ব্বতীয় স্থান যে দুর্গপ্রভৃতিদ্বারা দৃঢ়করণের আবশ্যক তাহাও বহু ব্যয়সাধ্য। এইরূপ বিবেচনা করণানন্তর জেনরল সাহেব দেশের মধ্যে অগ্রসর না হইয়া পর্ব্বতহইতে অবরোহণ করিতে নিশ্চয় করিয়া ১৭ আপ্রিল তারিখের রাত্রিযোগে তাহা করিলেন পর দিবসে বিপক্ষেরাও তাঁহার পশ্চাৎ নামিয়া তিন দিবস

পর্য্যন্ত অবরোহণ কালে তাঁহারদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ দিতে লাগিল তাহাতে যদ্যপিও ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অনেকের প্রাণহানি হয় বিশেষতঃ কর্ণল পার্কর সাহেবের তথাপি তাঁহারদের জিনিসপত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জামের অনেক ক্ষতি হইল না। অনন্তর বিপক্ষেরা পুনর্ব্বার পর্ব্বতারোহণ করিল এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা কঙ্কণ দেশ অধিকারকরণপূর্ব্বক তাহা অধীনে রাখিলেন।

অপর মহারাষ্ট্র দেশের যে সীমা বঙ্গদেশের নিকট তথায় যে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য মেজর পপহম সাহেবের অধীনে ছিল তাহা কর্ণল কার্ণাকসাহেবকে দেওয়া গেল ঐ শেষোক্ত সাহেব গোহদের রাণীর দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ১৭৮১ সালের আরম্ভে সিন্ধিয়ার রাজধানী উজ্জয়নীর প্রতিকূলে গমন করিতে হুকুম পাইলেন ঐ কর্ণল সাহেবের সঙ্গে যে সৈন্য ছিল সে অতিন্যূনসংখ্যক অতএব এমত অল্প সৈন্য বিপক্ষেরদের নিকটে প্রেরণকরা যুক্তিবিরুদ্ধ বোধ হয় যেহেতুক ঐ সৈন্যের দ্বারা সিন্ধিয়া কিছুমাত্র ভীত হইলেন না এবং কেবল সৌভাগ্যক্রমে ঐ সৈন্য তাহাতে রক্ষা পাইল যেহেতুক কার্ণাকসাহেব সিরণস্থানে পঁহুছিলে বিপক্ষের এক মহাঝুণ্ড সৈন্য তাঁহাকে বেষ্টনকরত চতুর্দিগহইতে তাঁহার উপর মহোৎপাত করিতে লাগিল এবং তাঁহারদের ভক্ষণীয় দ্রব্য পঁহুছান একেবারে অবরুদ্ধ হইল ও যেং রাজা তাঁহারদের সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন সেইং রাজা তাঁহারদের ঐ মহাবিভ্রাট দেখিয়া আর নিকটস্থ হইলেন না অতএব ঐ কার্ণাকসাহেব ফতেগড়েতে কর্ণল মিউর সাহেবের নিকটে পত্র লিখিলেন যে তুমি স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া আমার সাহায্য কর নতুবা কোন প্রকারে এস্থানহইতে আমি রক্ষা পাইতে পারি না।

কিন্তু কর্ণল মিউর সাহেবের পঁহুছনের পূর্ব্বে কর্ণল কার্ণাক সাহেবর ক্লেশের এমত আতিশয্য হইল যে তিনি আপনার সেনাপতিরদিগকে ডাকিয়া ক্লেশপরিহারার্থে পরামর্শ করিতে লাগিলেন ইহাতে যে কাপ্তান ব্রুস সাহেব গড় গোয়ালিয়র আক্রমণ করিয়াছিলেন তিনি এই পরামর্শ দিলেন যে রাত্রিযোগে সিন্ধি

য়ার উপর আক্রমণ করাব্যতিরেকে এই সৈন্যরক্ষার আর কোন উপায় দেখি না কিঞ্চিৎকাল বিবেচনানন্তর ঐ পরামর্শ স্থির হইল। অপর ১৭৮১ সালের ২৪ ফেব্রুআরি তারিখে সৈন্যসকল তথাহইতে প্রস্থানকরণপূর্ব্বক তের ঘণ্টাতে সিন্ধিয়ার ছাউনির নিকটে পঁহুছিল। সিন্ধিয়ার সৈন্যেরা অনপেক্ষিত বিপক্ষের সৈন্য উপস্থিত দেখিয়া কম্পিতকলেবর হইয়া অত্যন্ত গোলমাল পূর্ব্বক চতুর্দ্দিগে পলায়নপর হইল তাহাতে কএক তোপ ও হস্তী ও যুদ্ধের অনেক সরঞ্জাম জয়ি ব্যক্তিরদের হস্তগত হইল।

অপর কর্ণল মিউর সাহেবের দ্রব্যাদিবাহক বলদপ্রভৃতির অভাবেতে এবং অন্যান্য বিভ্রাটপ্রযুক্ত যাত্রাকরণের অতিবিলম্ব হইল তাহাতে তিনি ৪ আপ্রিল তারিখের পূর্ব্বে আন্তিস্থানে পঁহুছিতে পারিলেন না এবং তাঁহার সৈন্যসকল কর্ণল কার্ণাক সাহেবের সৈন্যের সঙ্গে সমবেত হইলেও উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরা কিছুমাত্র করিতে পারিলেন না। অপর গোহদের রাণীকে তাঁহারদের সাহায্যকরণের প্রবৃত্তিজন্মানার্থে তাঁহাকে গড় গোয়ালিয়র স্থানে দখল দিলেন কিন্তু তাহা দখল পাইয়াও তিনি চারি মাসপর্য্যন্ত তাঁহারদের কিছুমাত্র সাহায্য করিলেন না। ইহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরদের অনাহারেতে এবং পীড়াতে অসীম ক্লেশ হইল কিন্তু শিন্ধিয়াও সৌভাগ্যক্রমে তৎসময়ে যুদ্ধহইতে বিরত হইলেন এই প্রযুক্ত উভয়ের সন্ধিকরণের চেষ্টাকরাতে নীচে লিখিত নিয়মানুসারে তাঁহারদের সন্ধি স্থির হইল সেই নিয়ম এই যে ১৩ অক্টোবর তারিখে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যমুনা নদীর পশ্চিম তীরস্থ তাঁহারদের অধিকৃত তাবৎ প্রদেশ সিন্ধিয়াকে ফিরিয়া দিবেন এবং সিন্ধিয়াও স্বীয় পক্ষে এই অঙ্গীকার করিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সাহায্য যে রাজারা করিয়াছেন তাঁহারদের প্রতি আমি কিছু উপদ্রব করিব না এবং গোহদের রাণীকে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে প্রদেশ দেওয়াইয়াছেন তাহার উপর আমি দাওয়া করিব না।

এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ও সুপ্রিম কোর্টেতে যে সকল বিরোধ উপস্থিত হইল সম্প্রতি তদ্বিষয় আমারদের প্রস্তাব্য ভারতবর্ষের রাজশাসনে যে সকল অযথার্থ বিষয় প্রবিষ্ট হইয়াছিল তৎপ্রতিকার

করণাভিপ্রায়ে পার্লিমেণ্ট ১৭৭৩ সালে কালিকাতায় এক সুপ্রিম কোর্ট স্থাপন করিয়া হুকুম করিলেন যে তাহাতে এক জন চিপ জুষ্টিস ও তিন জন নায়েব জুষ্টিস সাহেব নিযুক্ত থাকিবেন এবং তাঁহারা কোম্পানির নিকটে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও কোম্পানিকর্তৃক নিযুক্ত না হইয়া কেবল বাদশাহের সনন্দ রাখিবেন। এবং ঐ আদালতের সাহেবেরদিগকে বৃটনীয় রাজ্যের চলিত ব্যবস্থা ভারতবর্ষে প্রচারকরণের ক্ষমতা দিলেন এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার বিষয়ে তাঁহারদের প্রতি এই হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের এবং বৃটনীয় প্রজারদের প্রতিকূলে যে সকল দাওয়া উপস্থিত হয় তাহার বিচার করিতে পারেন এবং যে ভারতবর্ষীয়েরা সুপ্রিম কোর্টে স্বীয় দাওয়ার বিচারকরণের অনুমতি দিয়াছেন সেইসকল দাওয়ার উপরে ঐ কোর্টের এলাকা থাকিবে। ফৌজদারী বিষয়ে এই নিয়ম হইল যে তাবৎ বৃটনীয় প্রজার উপরে এবং যত লোক কোম্পানির কর্ম্মে বিশেষ অথবা অবিশেষরূপে নিযুক্ত আছে এবং অপরাধকরণসময়ে যাহারা বৃটিস সবজেক্ট ছিল তাহারদের উপরেও ঐ কোর্টের এলাকা থাকিবে। পার্লিমেণ্ট আরো হুকুম করিলেন যে তথায় নিযুক্ত জজসাহেবদিগকে মাসিক সুপ্রতুল বেতন দেওয়া যাইবে এবং তাঁহারা কোন প্রকারে রসুম লইবেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে এইরূপ দুই স্বতন্ত্র সক্ষম সমাজ অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট ও গবর্ণর জেনরল কৌন্সেল স্থাপিত করাতে এবং তাঁহারদের বিশেষ ক্ষমতার নিরূপণ না করাতে পার্লিমেণ্টের এক মহাচুক হইল এবং ঐ চুকের মন্দফল অতিশীঘ্র দৃষ্ট হইল।

সুপ্রিম কোর্টের জজসাহেবেরা স্বীয়২ কর্ম্মে নিযুক্ত হওনের কিঞ্চিৎকালানন্তর সেই আদালতের এলাকা তাবদ্দেশের উপর বিস্তার করিতে লাগিলেন মফঃসলের জমীদারেরদের সামান্য কর্জ্জের মোকদ্দমার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট পরওয়ানা প্রেরণ করিতে লাগিলেন তাহাতে ঐ জমীদারেরদের কলিকাতায় আসিতে হুকুম হইল এবং যদি তাঁহারা ঐ পরওয়ানা হেয় করিতেন তবে তাঁহারা জামিন দাখিল না করাপর্য্যন্ত জেহলখানায় কয়েদ থাকিতেন। এই অসম্ভব ব্যাপারেতে এতদ্দেশীয় লোক সকল উদ্বেগ

মগ্ন হইলেন। তদনন্তর সুপ্রিম কোর্টের জজসাহেবেরা দেশের রাজস্ববিষয়ে হস্তনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং ঐ কোর্টের উকীলেরা তাবদ্দেশ ব্যাপিয়া সকল বাকীদারেরদিগকে কহিলেন যে তোমরা যদি সুপ্রিম কোর্টের উপর ভরসা রাখ তবে তোমারদের তথায় অবশ্য প্রতিকার হইতে পারে। তাঁহারা ঐ বাকীদারেরদিগকে আরো কহিলেন যে যদি তোমারদের উপর কালেকটরসাহেব বাকী রাজস্বের দাওয়া করেন তবে তোমরা সুপ্রিম কোর্টে ঐ কালেক্টরসাহেবের নামে নালিশ করিবা অপর ঐ বাকীদারেরা এইরূপ নালিশ করিলে তাহারা ঐ কোর্টে আসিয়া একটা যেমনতেমন জামিন দিয়া খালাস হইল। এতদ্রূপ কর্ম্মের দ্বারা তাবৎ রাজস্ব আদায়করণ কর্ম্ম প্রায় স্থগিত হইল যেহেতুক সামান্যতঃ রাজস্ব আদায়করা বলব্যতিরেকে দুঃসাধ্য অতএব যখন ঐ প্রজারা ইহা অবগত হইল যে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করিলে এইক্ষণে বাকী টাকা দেওনের ভারহইতে মুক্ত হইতে পারি ইহাতে সুতরাং তাহারা কোনরূপে রাজস্ব দাখিল করিতে স্বীকার করিলনা।

অপর ঐ সুপ্রিম কোর্টের সাহেবেরা মফঃসলে ফৌজদারী বিষয়ের মধ্যেও হস্ত নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করিলেন না। তৎকালীন ফৌজদারী ব্যাপারসকল নবাবের নামে নায়েব নাজিমের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত এবং সুবার তাবৎ লোকই যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিবেচনাতে ঐ নায়েব নাজিমের অপেক্ষা করিত। সুপ্রিম কোর্টের জজসাহেবেরাকহিলেন যে নবাব কে তিনি রাজা নহেন তাঁহার প্রভুত্ব আমরা কদাচ স্বীকার করি না এই রূপেতে তাঁহারা নবাবের হস্তস্থিত তাবৎ ফৌজদারীবিষয়ক ক্ষমতা একেবারে নির্ব্বাণ করিলেন।

দেশের নির্দ্ধারিত রাজশাসনের মধ্যে তাঁহারদের এতদ্রূপ অন্যায়পূর্ব্বক হস্ত নিক্ষেপকরণের এই কারণ তাঁহারা দর্শাইলেন যে এতদ্দেশীয় প্রজারদিগকে কোম্পানির ভৃত্যেরদের দৌরাত্ম্যাচরণ হইতে মুক্তকরা সুপ্রিম কোর্টস্থাপনের মূল অভিপ্রায় অতএব যে ক্ষমতা আমরা সংপ্রতি গ্রহণ করিলাম তদ্ব্যতিরেকে আমরা ঐ

কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিরূপে নির্ব্বাহ করিব অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা প্রজারদের মঙ্গল দূরে থাকুক প্রত্যুত তাঁহারদের এই ক্ষমতাগ্র হণে প্রজারদের অত্যন্ত অমঙ্গলের বৃদ্ধিমাত্র হইল।

অপর গবর্ণর জেনরল সাহেব ইহাতে তাবৎ রাজশাসনের বৈকল্য দেখিয়া তদ্বিষয় কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে নিবেদন করিলেন এবং ১৭৭৭ শালে বাদশাহের মন্ত্রিরদের নিকটে তাহা অবগত করাইয়া এই প্রার্থনা করিলেন যে আপ নারা এই সকল বিবাদ ভঞ্জন করিয়া তজ্জাত বিভ্রাটসকল নি বৃত্ত করুন তাঁহারা আরো বাদশাহের মন্ত্রিরদের নিকটে ইহা নিবেদন করিলেন যে পার্লিমেণ্ট যে সময়ে সুপ্রিমকোর্ট স্থাপন করেন তখন জমীদার ইজারদার প্রভৃতিরদিগকে ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে ভুক্তকরা কদাচ-অভিপ্রায় ছিল না তথাপি ঐ আদালতের জজসাহেবেরা তাঁহারদের প্রতিকূলে প্রতিদিন পরওয়ানা প্রেরণ করিয়া তাঁহারদিগকে বসত বাটীহইতে ধৃতকরণপূর্ব্বক অনেককে অনেক দূর আনাইতেছেন এবং তাহারা সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে কি না ইহা বিবে চনাকরণের পূর্ব্বে তাহারদিগকে কারাগারে বদ্ধ করিতেছেন ইহাতে তাবদ্দেশীয় জমীদারেরা একেবারে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন এবং তাঁহারদের রাজস্ব আদায়করণ প্রায় স্থগিত। তাঁহারা আরো এই নিবেদন করিলেন যে পার্লিমেণ্ট যে ব্যাপার সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে স্থাপনকরণে অভিপ্রায় করেন নাই সেই সকল ব্যাপারেতে ঐ কোর্টের জজসাহেবেরা হস্ত নিক্ষেপ করিয়া ইহা প্রচার করিয়াছেন যে দেশের তাবৎ রাজ করের আয়ব্যয়ের উপর আমারদের কর্ত্তৃত্বকরণের অধিকার আছে। ইহাতে কোম্পানি বাহাদুরের রাজস্বসম্পর্কীয় আদাল তের হুকুমের প্রতিবন্ধকতাচরণ হইতেছে এবং কালেক্টর সাহেব যাহারদিগকে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে কয়েদ করি তেছেন তাহারদিগকে সুপ্রিমকোর্ট একেবারে মুক্ত করিতেছেন এবং রাজকরসম্পর্কীয় মোকদ্দমাসকল ঐ সুপ্রিমকোর্টে উপস্থিত হইতেছে ও কালেক্টর সাহেবপ্রভৃতিরদের নামে ঐ আদালতে

নালিশ হইতেছে যাহাতে যে ইজারদার ও জমীদারেরদের রাজস্ব বাকী পড়িতেছে তাহারা তর্জ্জন গর্জ্জনপূর্ব্বক কালেক্টরসাহেবকে কহে যে এই বাকী টাকার দাওয়া করিলে আমরা সুপ্রিমকোর্টে তোমার নামে নালিশ করিব এইপ্রযুক্ত রেবিনিউ ও দেওয়ানী আদালতসম্পর্কীয় প্রায় তাবৎ কর্ম্ম স্থগিত হইয়াছে।

তাঁহারা আরো বাদশাহের মন্ত্রিরদের নিকটে এই নিবেদন করিলেন যে গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত গোপনীয় যে কর্ম্ম তাহার কাগজপত্রসকল আদালতে প্রকাশ করিতে সুপ্রিম কোর্টের জজসাহেবেরা হুকুম দিয়াছেন এবং সেক্রেটরী সাহেবকে এক পরওয়ানার দ্বারা এই হুকুম করিলেন যে ঐ সকল কাগজপত্র তুমি সুপ্রিম কোর্টে সঙ্গে করিয়া আনিবা। অপর কৌন্সেলী সাহেবেরা সেই কাগজপত্র আনিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছেন তিনি যখন এই প্রত্যুত্তর করিলেন তখন জজসাহেবেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কৌন্সেলের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তোমাকে নিষেধ করিল ইহাতে ঐ সাহেব যখন কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম উল্লেখ করিতে স্বীকার করিলেন না তখন তিনি ঐ কাগজ পত্র দাখিল না করণেতে তাঁহার জরীমানা করিলেন অতএব কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা কহিলেন যে কোম্পানির সকল কাগজপত্র যদি এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হয় তবে আমরা কিরূপে রাজ্যের তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারি।

অপর কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা পুনশ্চ এই নিবেদন করিলেন যে সুপ্রিম কোর্টের জজসাহেবেরা ইংগ্লণ্ড দেশের চলিত ফৌজদারী ব্যবস্থাসকল ভারতবর্ষের মধ্যেও চালাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন কিন্তু সেই সকল ব্যবস্থার ভারতবর্ষীয় ব্যবহার ও ব্যবস্থার সহিত অনেক বৈপরীত্য ইহা জানিয়াও ভারতবর্ষে যে অপরাধেতে প্রাণদণ্ড হয় না এমত অপরাধেতে জজসাহেবেরা মহারাজ নন্দকুমারকে অভিযুক্ত করিয়া তাঁহার দোষ সাব্যস্ত করণপূর্ব্বক তাঁহার প্রাণদণ্ড করিয়াছেন। অনন্তর ঐ কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা বাদশাহের মন্ত্রিরদিগকে জ্ঞাপন করিলেন যে ইংগ্লণ্ডদেশে ব্যবহৃত ফৌজদারী আইনসকল কোন প্রকারে

ভারতবর্ষের মধ্যে প্রচলিত হইতে পারে না তাহার এক বিশেষ উদাহরণ তাঁহারা এই দিলেন যে ইংগ্লণ্ড দেশানুযায়ি ব্যবস্থাক্রমে যে ব্যক্তি এক স্ত্রীসত্ত্বে অন্য বিবাহ করে তাহার প্রাণদণ্ড হয় এইক্ষণে বঙ্গদেশের সুবাদারের এক স্ত্রীর অধিক আছে তাঁহাকে আপনারা ইংগ্লণ্ডদেশের ব্যবস্থানুসারে কি ফাঁসি দিবেন।

সুপ্রিম কোর্টের এই যে সকল অন্যায়াচরণের বিষয়ে বাদশাহের মন্ত্রিরদের নিকটে কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা নিবেদন করিলেন তাহার কএক প্রমাণ দেওয়া উচিত বোধ হয় বিশেষতঃ ১৭৭৭ সালের ২ জানুআরি তারিখে পাটনার প্রবিন্স্যল কৌন্সেলী সাহেবেরদের সমক্ষে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তদ্বিবরণ এই এক ধনাঢ্য মুসলমান মরিল তাহার এক পত্নী ও এক ভ্রাতৃপুত্র ছিল ঐ ভ্রাতৃপুত্র পোষ্যপুত্রের ন্যায় তাহার নিকটে থাকিত পরে ঐ বিধবা আপনার পক্ষে মৃত স্বামির এক দানপত্র দর্শাইয়া তাবৎ সম্পত্তির দাওয়া করে ভ্রাতৃপুত্র কহিল যে ঐ দানপত্র কৃত্রিম এবং মরণের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে আমার পিতৃব্য হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন অতএব ঐ দানপত্র কোন প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে না ইহাতে পাটনার কৌন্সেলী সাহেবেরদের নিকটে তাহার মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং ঐ সাহেবেরা আদালতের রীত্যনুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে মুসলমানের শরানুসারে এক জন কাজী ও দুই জন মুফ্তীকে হুকুম করিলেন তাঁহারা তদ্বিষয় অতিসূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া এই রিপোর্ট করিলেন যে ঐ বিধবা কিম্বা ভ্রাতৃপুত্র উভয়ের মধ্যে কেহই সেই সম্পত্তিতে আপনার স্বত্বাধিকারের প্রমাণ দিতে পারে নাই অতএব মুসলমানের শরানুসারে ঐ সম্পত্তির তৃতীয়াংশ ঐ বিধবাকে এবং অবশিষ্ট ঐ ভ্রাতৃপুত্রের পিতৃব্য অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ভ্রাতাকে দেওয়ান যাউক তাহাতে কৌন্সেলী সাহেবেরা তাহারদের তাবৎ কাগজপত্র অতিসাবধানে বিবেচনা করিয়া ঐ কাজীপ্রভৃতিরদের ডিক্রী সাব্যস্ত করিলেন ইহাতে ঐ বিধবা যাহাতে সে ডিক্রীজারী না হয় সর্ব্বপ্রকারে এমত অত্যাচার করিতে লাগিল অপর ঐ ডিক্রী জারী করিতে কাজীর প্রতি হুকুম হইল তিনি ঐ স্ত্রীর প্রতি অ

ত্যন্ত, সারল্য ব্যবহার করিয়া কেবল যাহাতে ঐ সকল সম্পত্তি নষ্ট না করিতে পারেন এমত আচরণ করিলেন।

কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ বিধবা কএক কুমন্ত্রিরদের পরামর্শক্রমে ছয় লক্ষ টাকার দাওয়াতে কাজী ও মুফ্তী ঐ ভ্রাতৃপুত্রের নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করিল তাহাতে ঐ ভ্রাতৃপুত্র এই জওয়াব দিল যে আমি সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে নহি এবং কাজী ও মুফ্তী এই জওয়াব দিলেন যে এই ফয়সলা দেশের কর্ত্তারদের আজ্ঞানুসারে আমরা আপনারদের পদের উপলক্ষে করিয়াছি। কিন্তু এই সকল আপত্তি সুপ্রিম কোর্টের জজসাহেবেরা কিছুমাত্র শ্রবণ না করিয়া ঐ আসামীরদের প্রতি তিন লক্ষ টাকা গুনাহগারী করিলেন ও নয় হাজার দুই শত আট টাকা খরচা দিতে হুকুম করেন। এই মোকদ্দমা উপস্থিতকরণসময়ে এক সারজন পাটনায় প্রেরিত হইল সে তথায় গিয়া প্রথমে ঐ ভ্রাতৃপুত্রকে গ্রেফ্তার করে এবং ঐ কাজী যেমন কাছারীহইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন তেমন তাঁহাকেও গ্রেফ্তার করিয়া তাঁহার স্থানে চারি লক্ষ টাকার জামিন চাহিল পাটনার কৌন্সেলী সাহেবেরা ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া এবং সুপ্রিম কোর্টের এতদ্রূপ কার্য্যকরাতে কি আদালতের কর্ম্ম কি রাজস্ব আদায়ের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না ইহা ভাবিয়া ঐ কাজীর জামিন হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। কিন্তু আসামীর প্রতি সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী হইলে এক ঝুণ্ড সিপাহী তাহারদিগকে গ্রেফ্তার করিয়া কলিকাতায় লইয়া গেল তাহাতে ঐ কাজী অত্যন্ত বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত পথি মধ্যেই পঞ্চত্ব পাইলেন অন্যেরা কলিকাতায় পঁহুছিয়া জেহলখানায় কয়েদ হইল এবং ১৭৮১ সালে পার্লিমেণ্টের এক নূতনব্যবস্থা ভারতবর্ষে না পঁহুছনপর্য্যন্ত তথায় তাহারা তদবস্থায় থাকিল পরে ঐ বিধবা এই সকল ব্যাপারেতেও তৃপ্ত না হইয়া সুপ্রিম কোর্টে পাটনার কৌন্সলী শ্রীযুত ল সাহেব এবং অন্য দুই জন সাহেবের নামে কাজীর ডিক্রী সাব্যস্তকরণাপরাধেতে অভিযোগ করিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিল তাহাতে ঐ সুপ্রিম কোর্ট ল সাহেবের প্রতিকূলে ডিক্রী করিয়া পনের হাজার টাকা গুনাহ

গারীর হুকুম দিলেন এবং সেই টাকা তৎক্ষণাৎ কোম্পানির কো ষহইতে দেওয়া গেল।

কিঞ্চিৎ কাল পরে সুপ্রিম কোর্ট ফৌজদারী আদালতের কর্ম্মেও হস্তনিক্ষেপ করিলেন। আমরা ইহার পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছি যে দেশের ফৌজদারী আদালতসকল নায়েব নাজিমের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিলএবং তাঁহার তাবে নানাপ্রদেশের ফৌজদারেরা তা বৎ কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিত। ১৭৭৭ সালের মধ্যসময়ে সুপ্রিম কোর্টের এক জন উকীল ঢাকায় গিয়া বাস করেন এবং তাঁহার সেই বসতিকরণের মঙ্গল অতিশীঘ্র দৃষ্ট হইল বিশেষতঃ তথা কার ফৌজদারী আদালতে কোন এক জন পাইকের নামে না লিশ হইয়াছিল পরে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহাকে টা কা ফিরিয়া দেওনের হুকুম হয় কিন্তু সেই আদালতের এক জন আমলা সেই ডিক্রী জারী করিলে তাহার নামে ঐ ডিক্রী জারীকর ণের অপরাধে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ হইল তাহাতে ঐ উকীলের এক জন ভৃত্য ফৌজদার যে সময়ে আপনার মিত্র আমলাপ্রভৃতি লইয়া বসিয়াছিলেন তৎসময়ে তাঁহার ঘরে গিয়া কোন পরওয়া নানা দেখাইয়া তাঁহার দেওয়ানকে ধৃত করিতে উদ্যোগ করিল। কিন্তু সকলেই তাহার সেই উদ্যোগের প্রতিবন্ধক হওয়াতে সেই ব্যক্তি আপনার মনিবকে সমাচার দিল তাহাতে ঐ উকীল স্বয়ং অনেক লোক সঙ্গে করিয়া ফৌজদারের বাটীর বাহিরের ফটক ভাঙ্গিয়া বলক্রমে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন অপর ফৌ জদার আপনার ফটক ভগ্ন দেখিয়া এমত বুঝিলেন যে আমার যৎ পরো নাস্তি দুর্দশা ও অপমান হইল তাহাতে তিনি আপনার স ম্মান রক্ষাকরণার্থ জনতা অন্তঃপুরে প্রবেশের অবরোধ করিতে লাগিলেন।

ইহাতে একটা দাঙ্গা উপস্থিত হয় এবং তাহাতে ঐ ফৌজদা রের পিতা এক তলওয়ারের দ্বারা মস্তকাঘাতী হইলেন এবং তাঁ হার সম্বন্ধির উপরেও ঐ উকীল স্বয়ং এক পিস্তলের দ্বারা গুলি নিক্ষেপ করিয়া আঘাতী করিলেন অপর সুপ্রিম কোর্টের হ্যইদ নামক এক জন জজসাহেব এই সকল ঘটনার বার্ত্তা অবগত হই

লে ঢাকার ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে পত্র প্রেরণ করিয়া ঐ উকীলের কৃত কার্য্যে আপনার সন্তোষ জানাইয়া তাঁহার সাহায্য করিতে ঐ সেনাপতিকে সর্ব্বপ্রকারে মিনতি করিলেন কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের উকীল এই রূপেতে ফৌজদারী আদালতের কর্ম্মে ব্যাঘাত জন্মাইলে সুতরাং তাবৎ ফৌজদারী কর্ম্ম স্থগিত হইল যেহেতুক আদালতের প্রত্যেক অমলারা এতদ্রূপ ভাবিলেন যে আমরা যদি কোন পক্ষে ডিক্রী করি তবে ফৌজদারের যেরূপ অপমান হইয়াছে তদ্রূপ আমারদেরও হইবে।

সুপ্রিমকোর্ট ও গবর্ণমেণ্টেতে তিন বৎসরপর্য্যন্ত নিয়ত বিবাদ হওয়াতে দেশস্থ ভাবল্লোকেরা অস্থিরমনস্ক ও ভয়াকুল হইল কিন্তু ১৭৭৯ সালে ঐ বিবাদস্বরূপ বিস্ফোটকের মুখ হয় তাহার কারণ লিখি। ১৭৭৯ সালের ১৩ আগস্ত তারিখে কাশীযোড়ার রাজার মোখ্তারকার কাশীনাথ বাবু ঐ রাজার নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করেন ইহাতে রাজার নামে এক পরওয়ানা বাহির হয় তাহাতে এই লিখিত ছিল যে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার জামিন যদি রাজা না দেন তবে তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিবা। রাজা ঐ পরওয়ানার ভয়েতে অস্পষ্ট থাকিলেন তাহাতে রাজস্ব আদায়করা বাকী পড়িতে লাগিল অপর ঐ পরওয়ানা জারী না হইয়া ফিরিয়া আসাতে তাঁহার ভূম্যাদি সম্পত্তি ক্রোককরণের নিমিত্তে অপর এক পরওয়ানা বাহির হইল এবং তাহা জারীকরণার্থ কলিকাতার সরিফ সাহেব আদালতের এক সারজন ও ষাইট জন বরকন্দাজকে তথায় পাঠাইলেন এবং তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ রাজার বাটীর অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল এবং রাজার ভৃত্যেরা তাহারনিবারণকরাতে ঐ বরকন্দাজেরা তাহারদিগকে অত্যন্ত প্রহার করিয়া আঘাতী করিল। পরে অন্তঃপুরে প্রবেশকরণপূর্ব্বক তাবৎ সম্পত্তি লুঠ করিতে লাগিল। অনন্তর দেবালয়সকলেতেও অত্যাচার করিয়া ঐ দেববিগ্রহাদির অলঙ্কার বস্ত্রপ্রভৃতি লুঠ করিল। এই অশুভ যাত্রার সম্বাদ প্রাপ্তমাত্রেই গবর্নর্ জেনরল সাহেব সুপ্রিম কোর্টেতে কোম্পানি বাহাদুরের উকীলের সহিত পরামর্শ করিয়া

রাজাকে পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে তুমি ঐ আদালতের ক্ষমতা ও হুকুম মানিবা না এবং মেদিনীপুরের সেনাপতি সাহেবের নিকটে জ্ঞাপন করিলেন যে তুমি ঐ সকল বরকন্দাজকে গ্রেপ্তার করিবা কিন্তু শ্রীযুতের এই পত্র না পঁহুছিতেং ঐ উক্ত অত্যাচার সকল নির্ব্বাহ হইয়াছিল তথাপি প্রত্যাগমনকালে তাহারা সকলেই ধৃত হইল।

অপর সুপ্রিম কোর্ট এই সম্বাদ শ্রবণমাত্রেই কোম্পানির উকীল এবং যে সেনাপতি সাহেব ঐ বরকন্দাজদিগকে ধৃত করিয়াছিলেন তাঁহার দিগকে গ্রেপ্তারকরণের নিমিত্তে এক পরওয়ানা দিলেন এবং তাহাতে ঐ বেচারা উকীল তৎক্ষণাৎ কলিকাতার জেহলখানায় কয়েদ হইল এবং তাহার নামে ফৌজদারীবিষয়ক এক নালিশ করা গেল অথচ গবর্নর্ জেনরলের হুকুমানুসারে কর্ম্মকরা এতাবন্মাত্র তাহার অপরাধ।

অপর কাশীনাথ বাবুর নিবেদনেতে সুপ্রিম কোর্টের জজসাহেবেরা গবর্ নর্জেনরল ও তাবৎ কৌন্সেলী সাহেবেরদের উপর পরওয়ানা দিলেন কিন্তু তাঁহারা এক পত্র আদালতে প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে আমরা রাজকীয় যত কর্ম্ম করিতেছি তদ্ঘটিত সুপ্রিম কোর্টের কোন হুকুম মানিব না এবং তাঁহারা তৎসময়ে তিন সুবার জমীদার ও তালুকদার ও ইজারদার ও চৌধুরীপ্রভৃতিরদিগকে এই আজ্ঞা করিলেন যে তোমারদের মধ্যে যদি কেহ ব্রিটনীয় চাকর না হয় অথবা কেহ কোন একরারের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা স্বীকার না করিয়া থাকে তবে ঐ কোর্টের কোন হুকুম মানিবা না অপর তাঁহারা সে সময় সকল সেনাপতির দিগকে এই হুকুম করিলেন যে সুপ্রিম কোর্টের পরওয়ানা জারী করণার্থ কোন সিপাহীর দ্বারা তোমরা সাহায্য করিবা না।

উক্ত ঐ সকল ব্যবহার ১৭৮০ সালের মধ্যকালে হয় ইতিমধ্যে বঙ্গদেশের প্রধান শিষ্ট বিশিষ্ট লোকেরা সুপ্রিম কোর্ট এবম্প্রকার যে অশ্রুত পরাক্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহার অন্যথাকরণাভিপ্রায়ে পার্লিমেণ্টে এক দরখাস্ত দিলেন। অপর ঐ দরখাস্ত এবং গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর তৎস্বরূপ যে এক দরখাস্ত দিয়া

ছিলেন তাহার বিচারার্থ পার্লিমেণ্ট এক বিশেষ কমিটীর হস্তে অর্পণ করিলেন কিন্তু সেই কমিটীর কৃত কার্য্য উল্লেখকরণের পূর্ব্বে হেষ্টিংস সাহেব দেশীয় আদালতের মূল ব্যবস্থার যে ব্যুৎক্রম করিলেন এবং যে আশ্চর্য্য উপায়ের দ্বারা তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজসাহেবকে সান্তনা করিয়া ঐ কোর্টের শত্রুতাচরণ নিবারণ করিলেন তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করা উচিত হয়।

১৭৭৩ সালে হুকুম হইয়াছিল দেওয়ানী মোকদ্দমাসকলপ্রবিন্স্যাল কৌন্সেলী সাহেবেরা দেওয়ানী আদালতস্বরূপ বৈঠক করিয়া নির্ব্বাহ করিবেন। কিন্তু ১৭৮০ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে আজ্ঞা হয় যে ঐ আদালতের কর্ম্ম দ্বিধা বিভক্ত করা যায় বিশেষতঃ একাংশ রাজস্বসম্পর্কীয়বিষয়ক অপরাংশ ভিন্নং লোকেরদের বিবাদভঞ্জনবিষয়ক শেষোক্ত বিষয়ের বিচারকরণার্থ দেওয়ানী আদালত নামে এক স্বতন্ত্র আদালত স্থাপিত হয় কিন্তু রাজকরসম্বলিত বিষয় পূর্ব্ববৎ প্রবিন্স্যাল কৌন্সেলী সাহেবের স্থানে অর্পিত থাকিল।

এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হওনসময়ে সুপ্রিম কোর্ট ও গবর্ণমেণ্টেতে যে বৈরিতাচরণ ছিল তাহা নিবৃত্তিকরণাভিপ্রায়ে হেষ্টিংস সাহেব চিপজুষ্টিস সাহেবের নিমিত্ত একটা নূতন আদালত সৃষ্টি করেন এবং ঐ জুষ্টিস সাহেবকে অতিভারি বেতন ও অতিবাহুল্যরূপ পরাক্রম প্রদান করেন। পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক যে ১৭৭৩ সালে সদর দেওয়ানী আদালতনামে কলিকাতায় একটা আপীল আদালত স্থাপিত হইয়াছিল এবং ঐ আদালতে গবর্নর্ জেনরলের ও কৌন্সেলী সাহেবেরদের বৈঠককরণপূর্ব্বক মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরণের আজ্ঞা হইল কিন্তু নিরবকাশতাপ্রযুক্ত সাত্ত বৎসরের মধ্যে তাঁহারদের একবারো বৈঠক হয় নাই অপর ১৭৮০ সালে সেপ্তম্বর মাসে হেষ্টিংস সাহেব কৌন্সেলে উপস্থিত হইয়া কহিলেন এই আদালতের কর্ম্ম অত্যাবশ্যক বটে কিন্তু তৎকর্ম্মনির্ব্বাহার্থ কৌন্সেলী সাহেবেরদের কিছুমাত্র অবকাশ নাই অতএব ইহাতে আমার পরামর্শ এই যে ঐ আদালতের রীতি পরিবর্ত্তন হয় এবং গবর্নর্ জেনরল

ও কৌন্সেলী সাহেবেরা তথায় বৈঠক না করিয়া তাহা চিপজুষ্টিস সাহেবের অধীনে রাখা যায় এবং সুপ্রিম কোর্টে তিনি যে বেতন প্রাপ্ত হন তদতিরিক্ত পাঁচ হাজার টাকা মাসিক বেতন এবং ঘর ভাড়া বলিয়া আরো ছয় শত টাকা করিয়া মাসে তাঁহাকে দেওয়া যায় এবং আমারদের যত কাল ইচ্ছা তত কাল তিনি তৎপদ ধারী থাকেন। অপর হেষ্টিংস সাহেব আরো কহিলেন যে আমার এই প্রস্তাবিত পরমর্শে এই সুফলের সম্ভাবনা যে সুপ্রিম কোর্ট ও গবর্ণমেণ্টেতে পুনর্ব্বার মিল হইবে এবং উভয়ের পরস্পর বিবাদেতে রাজস্ব আদায়করণের ব্যাঘাত এবং দেশে যে অশুভ ঘটিতেছে তাহা একেবারে নিবর্ত্ত হইবে। এই পরামর্শে কৌন্সেলের দুই জন ফ্রান্সিস ও উইলর সাহেব সম্মত হইলেন না বটে তথাপি ২৪ অক্টোবর তারিখে তাহা স্থির হইল।

অপর গবর্ণমেণ্ট ও সুপ্রিম কোর্টের এতদ্রূপ সম্মিলের এবং সদর দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের পদে চিপ জুষ্টিস সাহেবের নিযুক্তহওনের ও তাঁহার ভারি বেতনের সম্বাদ ইংগ্লণ্ডদেশে পঁহুছিবামাত্র কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা তাহাতে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর সেই বিষয় পার্লিমেণ্টকর্তৃক নিযুক্ত বিশেষ কমিটি সাহেবেরদের নিকটে উল্লেখ হইলে তাঁহারা এতদ্বিষয়ে সর্ব্ব প্রকার বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ নিয়মের অত্যন্ত দোষোদ্ভাবন করিলেন। এই সকল বিবেচনার শেষে এই ফল হইল যে সুপ্রিম কোর্টের নূতন নিয়মসূচক এবং ঐ কোর্ট যে সকল ক্ষমতা আজ্ঞা ব্যতিরেকে ধারণ করিয়া দেশমধ্যে পূর্ব্বোক্তমতে নানা বিভ্রাট জন্মাইয়াছিলেন সেই সকল ক্ষমতা নিবৃত্তিসূচক পার্লিমেণ্টের একটা নূতন ব্যবস্থা হয়। অপর পার্লিমেণ্ট বাদশাহকে এই দরখাস্ত দেন যে তৃতীয় জর্জের ত্রয়োদশ আইনের যথার্থের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের চিপ জুষ্টিস সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে যে পদ গ্রহণ করিয়াছেন সেই অপরাধের উত্তর দেওনার্থে আপনি তাঁহাকে ইংগ্লণ্ড দেশে প্রত্যাগমন করিতে হুকুম দেন।

ঐ সদর দেওয়ানী আদালতে চিপজুষ্টিস সাহেবের নিযুক্তহওনের কিঞ্চিৎ কাল পরে তিনি ঐ আদালতের এবং তাহার ব্যাপ্য

অন্যং আদালতের কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে ত্রয়োদশ বিধি করেন কিঞ্চিৎ কালানন্তর ঐসকল বিধান অন্যং বিধানের সহিত মিশ্রিত হইয়া সর্ব্বসুদ্ধ পঁচানব্বই বিধানঘটিত ঐ আদালতের এক ব্যবস্থা স্থির হয়। ১৭৮১ সালের আপ্রিল মাসে আঠারোপর্য্যন্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া প্রবিন্স্যল আদালত স্থাপিত হইল।

এইক্ষণে ফৌজদারী আদালতে এবং রাজকর আদায়করণবিষইর তদ্বিষয়ক প্রস্তাব কথনীয়। ১৭৭৪ সালে পোলীসের কর্ম্মের যে যে সকল বুৎক্রম ভার ফৌজদার ও থানাদারেরদের উপর রাখা যায় কিন্তু তাহারদের দ্বারা অপেক্ষিতমতে ঐ সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ না হওয়াতে ১৭৮০ সালে দেওয়ানী আদালতে জজ সাহেবেরদিগকে দস্যু ও অন্যং অপরাধি ব্যক্তিরদিগকে ধৃতকরণের ক্ষমতা দেওয়া গেল কিন্তু দস্যুরদের বিচার ও দণ্ডকরণের ভার পূর্ব্ববৎ নিজামৎ আদালতের উপর রহিল। ঐ আদালতের সাহেবেরা আপনং কর্ম্ম নবাবের নামেতে নির্ব্বাহ করিতেন এবং মগলেরদের আমলে জমীদারেরা পোলীসের কার্য্যে যদ্রূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন তদনুসারে কার্য্য করিতে তাঁহারদিগকে আজ্ঞা হয়। এবং ফৌজদারীমোকদ্দমার স্মারক এক জন সাহেব নিযুক্ত হইলেন ও ফৌজদারীসম্বলিত আদালতের তাবৎ কর্ম্ম গবর্নর জেনরল সাহেবের কর্ণগোচর করাওণের ভার ঐ সাহেবের প্রতি অর্পিত হইল।

ঐ সময়ে রাজকর আদায়ের নিয়মেরও পরিবর্ত্তন হয়। ১৭৭৩ সালে প্রবিন্স্যল কৌন্সেলি সাহেবেরদের দ্বারা এই অভিপ্রায়ে তাবৎ রাজস্ব আদায়করণের হুকুম হয় যে উত্তরকালে রাজধানীতে এক বোর্ড রেবিনিউ স্থাপিত হইয়া তাঁহারদের দ্বারা সকল রাজকরসম্পর্কীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হয় কিন্তু কৌন্সেলে হেষ্টিংস সাহেব ও ফ্রান্সিস সাহেবের মধ্যে যে বিরোধউপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে এই ইষ্টসিদ্ধ হইল না অপর ১৭৮১ সালের ফেব্রুআরি মাসে ফ্রান্সিস সাহেব বিলায়তে গমন করিলে কলিকাতায় এক রেবিনিউ বোর্ড স্থাপন করিতে এবং দেশের তাবৎ রেবিনিউসম্পর্কীয় কার্য্য তদ্দারা নির্ব্বাহ করিতে কৌন্সেলের আজ্ঞা হয় ঐবোর্ডে কৌ

ষ্ঠানির চিহ্নিত চারিজন চাকর নিযুক্ত হইতে এবং তন্মধ্যে অধি কাংশ সাহেবেরা যে পরামর্শ গ্রহণ করিবেন তাহাই সিদ্ধ করিতে এবং তাঁহারদের কৃত নিষ্পত্তি কার্য্যের আপীল গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের নিকটে করিতে আজ্ঞা হয় এবং তাঁহারদিগকে কুপ্ত কোন বেতন না দিয়া কলিকাতায় আগত তাবৎ রাজস্বের উপরে তাঁহারদিগকে শতকরা কমিস্যন ২।।০ টাকা করিয়া এবং কালেক্টর সাহেবের মফঃসল কাছারীতে আগত রাজস্বের কমিস্যন শতকরা ১ টাকা করিয়া দিতে স্থির হইল। অপর এই বোর্ড এতদ্রূপে স্থাপিত হইয়া রাজকর আদায়করণের এই নিয়ম স্থির করিলেন যে প্রত্যেক জিলায় বিশেষ তদন্ত না করিয়া তাঁহারা কেবল পূর্ব্ব২ হিসাবদৃষ্টে প্রতি জিলায় যে রাজস্ব উৎপন্ন হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া সেই রাজস্বই স্থির করিলেন। পরে যে স্থানে জমীদারী অতিভারি সেই স্থানে তাবৎ রাজস্ব আদায়করণের ভার জমীদারের প্রতি অর্পণ করিলেন কিন্তু যে স্থানে ক্ষুদ্র২ নানা জমীদারী ছিল সেই স্থানে অনেক একত্র করিয়া একজনকে বার্ষিক ইজারায় দিলেন।

২ অধ্যায়।

এইক্ষণে হেষ্টিংস সাহেব ও কাশীর রাজা চৈৎসিংহের মধ্যে যে সকল ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় তন্মধ্যে আমরা প্রবিষ্ট হইলাম।

নাদরসাকর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হওয়াতে যখন মগলেরদের সাম্রাজ্য সমূল কম্পিত হইল তখন নানা সুবাদারেরা আপনারদের প্রভু দিল্লীর বাদশাহের প্রতি কিছু ভয় না রাখিয়া আপন২ সুবাতে প্রায় স্বাধীনতারূপে রাজ্য করিতে লাগিলেন এবং আপন২ সন্নিহিত সুবাদার জমীদার প্রভৃতিরদিগকে আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। তৎসময়ে কাশীর জমীদারী অযোধ্যার সুবাদারের মধ্যে গণ্য ছিল কিন্তু ঐ সুবাদার দিল্লীর রাজার উজীর মাত্র ছি

লেন ইহার পূর্ব্বে কাশীর নবাব কোন সুবাদারের দ্বারা কিম্বা স্বয়ংদিল্লীর রাজকোষেতে একেবারে রাজকর দাখিল করিতেন ইহা আমরা স্পষ্টরূপে জ্ঞাত নহি। কিন্তু ইহা সুজ্ঞাত আছি যে আপন নামেতে টাকা প্রস্তুতকরা এবং ফৌজদারী ব্যাপার সকল আপন নামেতে নির্ব্বাহ করাব্যতিরেকে ঐ নবাব রাজত্বের অন্যং তাবৎ ক্ষমতা ধারণ করিতেন। ১৭৬৪ সালে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অযোধ্যার সুবাদারের সহিত যুদ্ধ হওয়াতে কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহ ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে এমত প্রাধান্যরূপে সাহায্য করিলেন যে কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা তৎসাহায্যেতে স্বীয় বাধ্যতা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিলেন। অপর ১৭৭০ সালে ঐ রাজা পরলোকগত হইলে নবাব উজীর তাঁহার সন্তানকে সেই জমীদারীহইতে বেদখল করিয়া তাহা আপনার হস্তগত রাখিতে অত্যন্ত সচেষ্ট হইলেন কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা তৎসময়ে মধ্যস্থ হইয়া কিঞ্চিদধিক কর গ্রহণপূর্ব্বক মৃত রাজার পুত্রকে ঐ জমীদারীতে নিযুক্ত করিতে অযোধ্যার সুবাদারকে আজ্ঞা দিলেন। পরে ১৭৭৩ সালে হেষ্টিংসসাহেব যে কালে নবাব উজীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন তিনি লতিফপুর ও বিজয়গড় অধিকার করিতে এবং নিয়মিত রাজকরের অতিরিক্ত দশ লক্ষ টাকা চৈৎ সিংহের নিকটে দাওয়া করিতে অনুমতি প্রার্থনা করেন কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলেন।

১৭৭৪ সালে নবাব উজীরের লোকান্তর গমনোত্তর তাঁহার পুত্র তৎপদাভিষিক্ত হইলে তাঁহার সহিত এক নূতন বন্দোবস্ত হয় এবং কাশীর জমীদারীতে তাঁহার যে স্বত্বাধিকার ছিল তাহা কোম্পানি বাহাদুরেতে অর্পিত হয়। তাহাতে হেষ্টিংস সাহেব কাশীর রাজার সহিত এক নূতন নিয়মকরণপূর্ব্বক এই নির্দ্ধারিত করেন যে নিয়মিত রাজকরের অতিরিক্ত আর কিছু রাজস্ব দাওয়া করা যাইবে না এবং ঐ রাজার যে পরাক্রম তাহার কিছু ন্যূন করা যাইবে না। তৎসময়েও মুদ্রা স্বীয় নামেতে প্রস্তুতকরণের এবং ফৌজদারী কর্ম্ম আপন জমীদারীতে নির্ব্বাহকরণের

ক্ষমতা তাঁহাকে প্রদত্ত হয় এবং তাঁহার যে রাজকর কোম্পানিতে দেয় তাহা কলিকাতায় দাখিল করিতে হুকুম হয়।

অপর ঐ রাজকর রাজা অনন্যথারূপেতে প্রতিবৎসর দাখিল করিলেন কিন্তু ১৭৭৮ সালে ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অত্যন্ত বিভ্রাট হওয়াতে গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এই পরামর্শ দিলেন যে যুদ্ধ যতকাল থাকিবে ততকাল ঐ রাজা চৈৎসিংহকে তিন সহস্র সিপাহীর বার্ষিক ব্যয়স্বরূপ ৫০০০০০ টাকা যোগাইতে হুকুম হয়। এই পরামর্শে কৌন্সেলের অন্যং সাহেবেরা অনিচ্ছাতেও স্বীকৃত হইলেন। রাজা ইহা শুনিয়া প্রথমতঃ ঐ টাকার কিছু ন্যূন করিতে অনেক প্রকার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার সকল যত্ন বিফল দেখিয়া তাহা কেবল এক বৎসর দিতে স্বীকৃত হইলেন। হেষ্টিংস সাহেব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন যে তবে ঐ টাকা এইক্ষণেই দিতে হইবে তাহাতে রাজা কহিলেন যে আমি দরিদ্র অতএব ছয় সাত মাসের মিয়াদ আমাকে অবশ্যই দিতে হইবে কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব তাঁহার ঐ নিবেদন অত্যন্ত মহাপরাধের ন্যায় গণ্য করিয়া কাশীতে কোম্পানির যে উকীল ছিলেন তাঁহাকে লিখিলেন যে এই চিঠি পাইবামাত্র রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে কহিবেন যে পাঁচ দিবসের মধ্যে যদি ঐ টাকা তিনি না দেন তবে তাহা না দেওয়ার মধ্যে গণ্য করিবে ইহাতে রাজার অগত্যা তাহা দিতে হইল।

তৎপর বৎসরেও পুনর্ব্বার তদ্রূপ দাওয়া রাজার উপর হইল এবং রাজা আপনার অতিদরিদ্রতা জ্ঞাপন করিয়া ইহা নিবেদন করিলেন যে আমার সহিত পূর্ব্বে যে নিয়ম হয় তাহাতে এমত লিখিত ছিল যে নিয়মিতাতিরিক্ত কিছু অধিক দাওয়া হইবে না এবং গত বৎসরে টাকা দেওনসময়ে আমি এই করার করিয়াছিলাম যে ঐ সমধিক টাকা কেবল এক বৎসর দিতে পারিব। ইহাতে হেষ্টিংস সাহেব অত্যন্ত তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক কহিলেন যে আমি এইক্ষণেই তোমার দেশে সৈন্য প্রেরণ করিতেছি তাহাতে রাজা পুনর্ব্বার নানাপ্রকার ওজর করিতে লাগিলেন এবং হেষ্টিংস সাহেব সৈন্যেরদিগকে তদ্দেশে যাত্রা করিতে হুকুম দি

লেন। ইহা দেখিয়া রাজার অগত্যা সেই পাঁচলক্ষ টাকা এবং সৈ ন্যের বৈতন বলিয়া আরো বিশ হাজার টাকা দণ্ড দিতে হইল।

তৃতীয় বৎসরে অর্থাৎ ১৭৮০ সালেও তদ্রূপে পুনর্ব্বার দাও য়া হয় তাহাতে ঐ রাজা আপনার এক জন বিশ্বস্ত মন্ত্রিকে কলি কাতায় হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাকরণাভিপ্রায়ে দুই লক্ষ টাকা উৎকোচস্বরূপ প্রদান করি তে প্রস্তাব করিলেন হেষ্টিংস সাহেব প্রথমতঃ তাহা লইলেন না কিন্তু কিঞ্চিৎ কালপরে তাহা লইয়া সরকারী কর্ম্মে ব্যয় করি লেন তথাচ ঐ রাজার উপর সেই পাঁচ লক্ষ টাকার দাওয়া ছাড়িলেন না। ইহাতে রাজা নানা ওজর করিয়া পুনর্ব্বার মিয়া দের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন তাহাতে হেষ্টিংস সাহেব ঐ প্রার্থনা মহাপরাধ জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপর আরো এক লক্ষ টাকা দণ্ড দিতে হুকুম করেন এবং সৈন্যেরদিগকেও তাঁহার প্রতিকূলে তথায় যাত্রা করিতে হুকুম দিলেন। ইহাতে এই ফল হয় যে রাজার সুতরাং ঐ টাকা দিতে হইল।

কিন্তু তৎপর বৎসরে ১৭৮১ সালে গবরনর্ জেনরল ঐ রাজার উপর অধিক ভার দিতে নিশ্চয় করিলেন বিশেষতঃ তাঁহা র নিয়মিত বাইশ লক্ষ টাকা বার্ষিকরাজকর এবং ঐ অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাকাভিন্ন দুই হাজার অশ্বারূঢ় সৈন্য স্বীয় ব্যয়েতে প্রে রণ করিবা এই হুকুম দিলেন। তাহাতে রাজা উত্তর করিলেন যে সমুদায়ে আমার ত্রয়োদশ সহস্র মাত্র অশ্বারূঢ় তাহারা দেশ সুরক্ষ ণার্থে এবং রাজকর আদায়করণেতে নিযুক্ত আছে। ইহা শুনিয়া গবরনর্ জেনরল সাহেব কেবল পনের শত অশ্বারূঢ়ের দাও য়া করিলেন এবং কিঞ্চিৎ পরে তাহারো ন্যূনসংখ্যায় কেবল স হস্রের দাওয়া রাখিলেন ইহাতে সেই চৈৎসিংহ পাঁচ শত অশ্বা রূঢ় ও পাঁচশত নজীব সিপাহী প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুতের নিকটে পত্র প্রেরণপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন যে সৈন্য প্রস্তুত আছে আপ নি এইক্ষণে আজ্ঞা করুন। কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না বোধ হয় যে ঐ রাজার প্রতি হেষ্টিংস সাহেবের অত্যন্ত ঈর্ষা ছিল এবং তাঁহার রাজকোষে যত টাকা

ছিল সেই টাকা তিনি কোম্পানির ব্যয়ের নিমিত্তে লইতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন এই প্রযুক্ত হেষ্টিংস সাহেব সর্ব্বত্র ব্যক্ত করিলেন যে ঐ রাজা এইক্ষণে রাজবিদ্রোহি কর্ম্ম করিতেছেন অতএব আমি তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেছি অথচ রাজার কার্য্যেতে অস্মদাদির বিবেচনায় কিছুমাত্র দোষোদয় হয় না। এতৎসময়ে অযোধ্যার নবাব হেষ্টিংস সাহেবকে জ্ঞাপন করিলেন যে আপনি চৈৎসিংহের রাজ্য আমাকে দিলে আমি আপনাকে বাহুল্যরূপে রাজস্ব দিতে প্রস্তুত আছি। অতএব হেষ্টিংস সাহেব ঐ রাজাকে দমন করিতে অথবা তাঁহার গড় সকল দখল করিয়া তাঁহার রাজকোষস্থ টাকা সকল হস্তগত করিতে অথবা তাঁহার রাজ্য নবাব উজীরের নিকটে বিক্রয় করিতে এই তিন উপায়ের অন্যতমসিদ্ধি করিতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ রাজা এই অশুভ উদ্যোগের উপক্রম শুনিয়া এবং ইহাতে কি হইবে এমত ভাবিত হইয়া হেষ্টিংস সাহেবকে সরকারী কর্ম্মের ব্যয়ার্থে বিংশতি লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব সে প্রসঙ্গ অতিতুচ্ছ বোধ করিয়া কহিলেন যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা না দিলে কিছু অনুকূল উপায় করিব না এবং ইহা কহিয়া কলিকাতা হইতে কাশীতে যাত্রা করিলেন।

রাজা তাঁহার আগমনের বার্ত্তা অবগত হইয়া অত্যন্ত সমারোহপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন এবং জনতার সমক্ষে সাক্ষাদনন্তর তাঁহার সঙ্গে এক বার নির্জনে প্রত্যক্ষ হওনের অত্যন্ত যত্ন করিলেন। হেষ্টিংস সাহেব ইহাতে অনুমতি প্রদান করিলে রাজা অত্যন্ত অনুনয় বিনয়পূর্ব্বক তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন যে আমার জমীদারী ও অন্য সম্পত্তি সকলই আপনার এবং ইহা কহিয়া রাজা আপনার পাগুড়ি খুলিয়া তাঁহার ক্রোড়ে রাখিলেন কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব তাঁহার কোন কথায় কিছুমাত্র বিশ্বাস না করিয়া তৎসময়ে রাজাকে অমনি বিদায় করিলেন। অপর হেষ্টিংস সাহেব তৎপর দিনে অর্থাৎ ১৪ আগস্ত তারিখে কাশীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার উপস্থানের কিয়ৎ ঘণ্টানন্তর রাজাও তথায় গমন করিয়া হেষ্টিংস সাহেবকে

এই নিবেদন করিলেন যে অদ্য অপরাহ্নে আপনার সহিত সা ক্ষাৎ করি এমত অনুমতি প্রদান করেন কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব তা হাতে অনুমতি দিলেন না। পরদিবসে রাজার উপর তাঁহার যে সকল অভিযোগ ও দাওয়া ছিল তাহা এক পত্রে লিখিয়া রাজার নিকটে রেসিডেণ্ট সাহেবের দ্বারা প্রেরণ করিলেন। রাজা তদ্দিব সেই তাহার উত্তর লিখিয়া যাহাতে আপনার দোষের লাঘব হয় এমত অনেক চেষ্টা করিলেন এবং হেষ্টিংস সাহেবকে এই নিবে দন করিলেন যে আপনি নিরপরাধে আমার প্রতি এমত কঠিন ব্যবহার করিতেছেন কিন্তু গবরনর জেনরল সাহেব তাহাতে কি ছুমাত্র উত্তর না করিয়া তৎপর দিবসের পূর্ব্বাহ্নে আপনার সৈন্য রাজার বাটীতে প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সেই স্থানেই কয়েদ করিয়া রাখিলেন। রাজা ইহাতে কিছু আপত্তি না করিয়া রেসিডেণ্ট সাহেবকে এইমাত্র কহিলেন যে আমার ভরণ পোষ ণার্থে কিঞ্চিৎ টাকা প্রদান করিয়া আমার জমীদারী ও ন্যস্ত ধন প্রভৃতি যাহাং আছে তাহা সকলই গ্রহণ করুন কয়েদহওয়াতে আমার অত্যন্ত অপমান হইতেছে অতএব আপনি হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে আমার এই মিনতি জ্ঞাপন করিবেন যে তিনি আমাকে এই অপমানহইতে মুক্ত করেন। অনন্তরও এই কহিতে লাগিলেন আমার যে অপরাধ সে কেবল বয়োধর্ম্ম ও অনবধানতাপ্রযুক্ত কিন্তু বিবেচনাপূর্ব্বক নহে এবং আ মার পিতা ঠাকুরের সহিত শ্রীযুতের যে মিত্রতা ছিল তাহা তিনি স্মরণপূর্ব্বক আমাকে মুক্ত করেন। এইরূপ কথোপকথ নের কিঞ্চিৎকাল পরে দুই শত সিপাহী আসিয়া রাজার ভৃত্যে রদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া ঐ রাজাকে চৌকি দিতে লাগিল। এই সম্বাদ শহরের মধ্যে রাষ্ট্রহওয়াতে তাবৎলোক অত্যন্ত চলচ্চিত্ত হইল যেহেতুক বলবন্ত সিংহ ও চৈৎসিংহের রাজশা সন অত্যন্ত কোমল ছিল এবং তাঁহারা দুষ্টদমন ও শিষ্টপ্রতি পালনেতে নিত্যানুরক্ত এবং তাঁহারদের আশ্রয়েতে দেশের লোকেরদের অত্যন্ত মঙ্গল হইয়াছিল অতএব প্রজারা আপনার দের রাজার ধৃতহওনের এই সম্বাদ শুনিলে রাগোন্মত্ত হইয়া থা

কেং রাজবাটীতে আসিতে লাগিল। উক্ত দুই শত সিপাহী আপনারদের সমভিব্যাহারে কিছু বারুদ না আনাতে তৎসময়ে তাহারা একেবারে নিরুপায়ী হইল। অপর জনতার যদ্রূপ বৃদ্ধি হয় তেমনি আরো দুই শত সিপাহী প্রেরিত হইল কিন্তু জনতারো তদধিক বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং তাহারা গমনীয় পথসকল রুদ্ধ করিয়া অবশেষে ঐ প্রেরিত সৈন্যেরদের উপর অত্যন্ত রাগান্ধতাপুর্ব্বক আক্রমণ করিতে লাগিল ইহাতে ঐ সকল সৈন্য এবং তাহারদের ইউরোপীয় সেনাপতিপ্রভৃতি প্রায় সকলেই হত হইল। এই গোলমালে রাজা আপনার নদীতীরস্থ ঘরের খিড়কীহইতে এক পাগুড়িতে অপর পাগুড়ি সংযোগকরিয়া তদবলম্বনে অবরোহণপূর্ব্বক নদী পার হইয়া রামনগরে আশ্রয় লইলেন এবং ঐ তাবৎ জনতা ইহার সম্বাদ শুনিয়া তৎপশ্চাৎ২ সেই নদী পার হইল।

এই সকল বিভ্রাট দেখিয়া হেষ্টিংস সাহেব একেবারে সংশয়াপন্ন হইলেন যেহেতুক আত্মরক্ষার্থে তিনি চারিশত পঞ্চাশ জন সৈন্যের অধিক সংগ্রহ করিতে পারিলেন না এবং তৎকালে ঐ সৈন্যেরদের কেবল এক দিবসের ভক্ষণীয় দ্রব্য ছিল। উক্ত রামনগর চৈৎসিংহের গঙ্গা পারে একটা কিল্লা ছিল এবং তদ্বিষয়ে হেষ্টিংস সাহেব এই অনুমান করিলেন যে কিল্লা আক্রমণার্থে তোপ পাতিলে তাহা বিস্তরক্ষণ টেকিতে পারিবে না অতএব ঐ কিল্লার প্রতিকূলে মেজর পপহেম সাহেবকে সর্ব্ব সৈন্য প্রেরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। ঐ আজ্ঞা পাইলে মেজর পপহেম সাহেব এই স্থির করিলেন যে আমার সৈন্য সকল একত্র হইলেই তাহার উপর চড়াউ করিব কিন্তু তাঁহার অধীন যে সেনাপতি ছিলেন তিনি স্বীয় যুদ্ধপ্রভাব প্রকাশাভিপ্রায়ে মেজর সাহেবের সহিত পরামর্শ না করিয়া কামান পঁহুছনের পূর্ব্বেই সসৈন্য সেই স্থানের উপর আক্রমণ করাতে দুর্গরক্ষকের দ্বারা তাড়িত হইলেন। ঐ বিভ্রাটের সম্বাদ শ্রবণ করিলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব চিন্তা করিলেন যে এইক্ষণে আমার সংশয়ের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে অতএব তিনি নিকটবর্ত্তি ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি

সাহেবেরদিগের নিকটে পত্র লিখিলেন যে আপনারা ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমার সাহায্য করুন কিন্তু তাঁহার নিবাসের চতুর্দ্দিকস্থিত রাজার লোকেরা তাঁহার ঐ চিঠী পত্র সকল কাড়িয়া লইল কোন এক চিঠীও নিরূপিত স্থানে পঁহুছিল না এবং তৎসময়ে দেশস্থ তাবৎ প্রজা একেবারে রাগোন্মত্ত ছিল। কৃষক লোক পর্য্যন্ত আপনারদের কর্ম্ম ছাড়িয়া অস্ত্রধারণপূর্ব্বক রাজার পক্ষে যুদ্ধ করিতে গমন করিল এবং অযোধ্যা রাজ্যের প্রায় অধিকাংশ লোকেরা তত্তুল্য অবাধ্য ছিল ও সেই কালে বেহারের জমীদারেরাও গবর্ণমেণ্টের প্রাতিকূল্যাচরণ করিতে প্রস্তুত। তৎসময়ে হেষ্টিংস সাহেবও অর্থশূন্য তিন হাজার টাকা মাত্র তাঁহার স্থানে ছিল এবং সৈন্যেরদেরও চারিমাসের বেতন বাকী হইয়াছিল। অপর রামনগরের দুর্গস্থ লোকেরা যে তাঁহার উপর আক্রমণ করিবে হেষ্টিংস সাহেবের নিত্য এমত আশঙ্কাও ছিল অতএব এক দিবসে সূর্য্য অস্ত হইলে তিনি কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডালগড়ে আশ্রয় লইলেন।

গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কোন চিঠী যদ্যপিও নিরূপিত স্থানে না পঁহুছিল তথাপি কানপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণল মরগন সাহেব উক্ত বিবরণসকল জনশ্রুতিতে অবগত হইয়া আপনার সঙ্গি সৈন্যের অধিকাংশ লইয়া হেষ্টিংসসাহেবের সাহায্যার্থে যাত্রা করিলেন এবং তৎসময়ে লক্ষ্ণৌহইতেও দেড় লক্ষ টাকা নগদ হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে পঁহুছিল অতএব তিনি এইরূপে টাকা ও সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া উৎসাহপূর্ব্বক বিপক্ষেরদের সঙ্গে যুদ্ধকরণের নিয়মের পারিপাট্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ অভাগা চৈৎ সিংহ রাজা কাশীহইতে পলায়ন কালাবধিও হেষ্টিংস সাহেবের সহিত মিলকরণের উদ্যোগ ছাড়িলেন না তিনি হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে লোকদ্বারা অত্যন্ত বিনয়পূর্ব্বক এই নিবেদন করিলেন যে আপনার সৈন্যের উপর চড়াউঙ্করণেতে কোন প্রকারে আমার সম্মতি ছিল না সে কেবল আমার অবাধ্য প্রজালোকেরদের ব্যগ্রতাপ্রযুক্ত হইয়াছে এবং ঐ সংগ্রামে যে রক্তপাত হয় তাহাতে আমার অত্যন্ত

খেদ আছে। অপর হেষ্টিংস সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র যাঁহারা ছিলেন বিশেষতঃ তাঁহার অত্যন্ত প্রত্যয়ি কান্ত বাবু ও নবাব উজীরের এক জন মন্ত্রী হয়দর বেগ খাঁর দ্বারা তাঁহাকে ঐ রাজা বিস্তর অনুরোধ করিলেন কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব এই সকল নিবেদন অসত্য জ্ঞান করিয়া তাহার কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। ইহাতে রাজা আপনার তাবৎ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হিন্দুস্থানের তাবৎ রাজার নিকটে আপনার এই দুর্দশাসূচক এক পত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাঁহার উপর চড়াউ করিতে কিছু বিলম্ব করিলেন না, বিশেষতঃ মেজর পপহাম সাহেব পাটিটা নামক একটা অতিশয় দুর্জ্জেয় দুর্গ অধিকার করিলেন। তাহার সম্বাদ শুনিয়া রাজা একেবারে ভগ্নোদ্যম হইলেন এবং লতিপ পুরহইতে তিনি পলায়ন করিয়া অত্যল্প অনুচর সঙ্গে লইয়া বিজয় গড়ে আশ্রয় লইলেন। এই সম্বাদ রাষ্ট্র হইলে তাঁহার তাবৎ সৈন্য একেবারে ছিন্নভিন্ন হইল এবং গবর্নর্ জেনরল স্বয়ং কহিলেন যে কিআশ্চর্য্য পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যে তাবদ্দেশ এক কালে আজ্ঞাধীন হইয়াছে।

অপর হেষ্টিংস সাহেব অতিশীঘ্র দেশের নূতন নিয়ম করণাভিপ্রায়ে কাশীতে পুনর্য্যাত্রা করিলেন এবং লোকেরদের মনের সান্ত্বনাকরণার্থে এক ইশ্‌তেহারের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিলেন। যে চৈৎসিংহ ও তাঁহার ভ্রাতাব্যতিরেকে অন্য সকল লোকেরদের অপরাধ মার্জ্জনা করি। অনন্তর তিনি রাজা বলবন্ত সিংহের এক জন দৌহিত্রকে রাজত্ব পদের নিমিত্তে মনোনীত করিলেন কিন্তু তৎকালে সেই যুবার কেবল ঊনবিংশ বর্ষবয়স্কতাপ্রযুক্ত তিনি ঐ যুবার পিতাকে নাএবী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া তাবৎ রাজকীয় কর্ম্মের ভার তাঁহাকেই অর্পিত করিলেন। পরে হেষ্টিংস সাহেব রাজনীতির নিয়মিত কর্ম্মেরও অনেক ব্যতিক্রম করিলেন বিশেষতঃ রাজকর বৃদ্ধি করিয়া বার্ষিক চল্লিশ লক্ষ টাকা স্থির করিলেন এবং দেশের তাবৎ দেওয়ানী ফৌজদারী কর্ম্ম রাজহস্তহইতে লইয়া তিনি কাশীর প্রধান মাজিষ্ট্রেট ইতিসংজ্ঞক এক জন ইউরোপীয় কর্ম্মকারক সাহেবের হস্তে অর্পণ করিলেন

অপর সৈন্যেরা লতিপপুরে গমনপূর্ব্বক তাহা আক্রমণ করিয়া বিজয়গড়ের প্রতিকূলে যাত্রা করে তাহারা তথায় না পঁহুছিতে২ রাজা ঐ গড়ে আপনার স্ত্রী ও মাতা ও আপনার পিতার পরিজনেরদিগকে রাখিয়া স্বয়ং বুন্দেলখণ্ডে আশ্রয় লইলেন। অপর রাণী অর্থাৎ বলবন্ত সিংহের পত্নী কিল্লার দ্বার মুক্তকরণের পূর্ব্বে আপানার নিজসম্পত্তি ও সম্মান রক্ষাকরণের উদ্যুক্ত হইয়া কহিলেন যে সরকারী যে সকল টাকা এখানে ছিল তাহা লইয়া চৈৎসিংহ পলায়নপর হইয়াছেন।

হেষ্টিংস সাহেব ইহা অবগত হইয়া সেনাপতি সাহেবের নিকটে এইরূপ এক পত্র লিখিলেন যে তাহাতে সেনাপতি সাহেবের বোধ হইল যে স্ত্রীলোকেরদের তল্লাসি না লইয়া তাঁহারদিগকে বিদায় করা শ্রীযুতের অভিপ্রায় নহে হেষ্টিংস সাহেব আরো ইহা ব্যঙ্গোক্তিপূর্ব্বক লিখিলেন যে স্ত্রীলোকেরদেরস্থানে যে সকল সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহা তোমারদিগেরি। অবশেষে অনেক কথোপকথনের পর এই বন্দোবস্ত হইল যে ঐ রাণী গড়ের দখল সেনাপতি সাহেবকে দিবেন এবং রাণী ও তাঁহার পরিজন অন্য২ স্ত্রীলোকেরা আপনারদের সঙ্গে যে সম্পত্তি লইতে ইচ্ছা করিবেন তাহা লইয়া কিল্লা হইতে সম্মানপূর্ব্বক গমন করিবেন কিন্তু যেমন তিন শতেরো অধিক ঐ স্ত্রীলোকেরা কিল্লাহইতে বাহির হইতেছিলেন তেমনি অবাধ্য সৈন্যেরা উক্ত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারদের তাবৎ সম্পত্তি হরণপূর্ব্বক মর্য্যাদার অত্যন্ত হানি করিল তাহাতে সেনাপতি সাহেব অতি দয়াশীলতা প্রকাশ করিয়া তাহারদিগকে নিবারণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইলেন কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে এতদ্বিষয়ে অত্যন্ত আক্ষেপসূচক এক পত্র লিখিলেন।

অনন্তর ঐ সৈন্যেরা বিজয় গড়েতে কুড়িয়া বাড়িয়া সর্ব্বসুদ্ধ তেইশ লক্ষ টাকার অধিক প্রাপ্ত হইল না এই টাকা সরকারী ব্যয়ার্থে প্রাপণের আশাতে হেষ্টিংস সাহেব এই অদ্ভুত ক্রিয়াকরণেতে প্রবৃত্ত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার সে আশা বিফলা হইল যেহেতুক হেষ্টিংস সাহেব উক্ত পত্রে লিখিয়াছিলেন যে স্ত্রীগণের নি

কটহইতে লুঠিত যে সকল সম্পত্তি তাহা দুর্গাক্রামক সৈন্যেরদের উপযুক্ত পুরস্কারস্বরূপ জানিবা কিন্তু সৈন্যেরা হেষ্টিংস সাহেবের উক্ত বিষয়ের বিপরীতার্থ করিয়া এই নিশ্চয় করিলেন যে কিল্লার মধ্যে আমরা যত সম্পত্তি পাইব সে সকল আমারদেরি অতএব লুঠিত ধনের মধ্যে এক কপর্দ্দকো সরকারে জমা না করিয়া তাহা আপনারা ভাগযোগ করিয়া লইল। হেষ্টিংস সাহেব ইহা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া ঐ সকল ধন সরকারে তাহারা যে প্রেরণ করে তাহাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সৈন্যেরা তাহাতে কহিলেন যে বুন্দেলখণ্ডের লুঠিত বস্তুর মূল্য আমারদিগকে প্রদান করিতে আপনি অদ্যাপর্য্যন্ত বিস্মৃত আছেন অতএব এ টাকার মধ্যে আমরা কিছু সরকারে দিব না অনন্তর হেষ্টিংস সাহেব তাহারদিগকে কহিলেন যে তবে ঐ টাকা এই ক্ষণে কর্জস্বরূপ আমাকে দেন ইহাতেও তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন না এবং লুঠিত ধন সকল সেন্যেরদের স্থানে থাকিল। ইতি চৈৎসিংহের উপাখ্যান সমাপ্ত হইল। তদ্বিষয় আরো এই মাত্র বক্তব্য যে কোর্ট আফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা এই সকল বিষয় অবগত হইয়া হেষ্টিংস সাহেবের প্রতি অত্যন্ত দোষার্পণ করিলেন।

অপিচ গবরনর্ জেনরল বাহাদুর যে সময়ে চণ্ডালগড়েতে আশ্রয় লইলেন তৎ সময়ে তিনি কর্ণল মিউর সাহেবের স্থানে শুনিলেন যে মাধাজি সিন্ধিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সন্ধি করিতে ইচ্ছুক আছেন তাহা শ্রবণেতে শ্রীযুতের অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিল। ১৭৭৯ সালের ফেব্রুআরি মাসে বোম্বের গবরনর্ সাহেব হেষ্টিংস সাহেবকে জ্ঞাপন করিলেন যে সিন্ধিয়াকে মধ্যস্থ না করিলে মহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে সন্ধিকরণ দুঃসাধ্য। অপর সিন্ধিয়ার সহিত এইরূপ সন্ধি হইলে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত মহারাষ্ট্রীয়েরদের যে সন্ধি হয় তিনি স্বয়ং তাহার উদ্যোগ পাইতে স্বীকার করিলেন অতএব এই কর্ম্ম সিদ্ধকরণাভিপ্রায়ে হেষ্টিংস সাহেব আন্দর্শনসাহেবকে সিন্ধিয়ার দরবারে এবং চাপমান সাহেবকে বিরাটের রাজার নিকটে প্রেরণ করেন। ইহার পূর্ব্বে বোম্বেস্থ কর্ণল গডার্ড সাহেবের প্রতি কোন যোগে মহারাষ্ট্রী

য়েরদের সহিত সন্ধিকরণের আজ্ঞা হইয়াছিল এবং হেষ্টিংস সাহেব তৎকর্ম্মে স্বয়ং যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা তিনি অবগত না হইয়া উঅথরষ্টোন সাহেবকে তৎকর্ম্মে পুণ্য গ্রামে প্রেরণ করেন। ঐ স্থানের মন্ত্রিরদের নিকটে এই রূপেতে দুইদিগে এক কালীন সন্ধিকরণের প্রস্তাব হওয়াতে তাঁহারা বোধ করিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এইক্ষণে সন্ধিকরণের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে অতএব ইহা বুঝিয়া তাঁহারা অগ্রসর না হইয়া নানা আপত্তি দর্শাইয়া টালমাটাল করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা শেষে এই বিবেচনা করিলেন যে এইক্ষণে সিন্ধিয়া আমার দের ছাড়া হইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সঙ্গে মিলিয়াছে এবং হয় দর আলির সহিত তাহারা যে যুদ্ধ করিয়াছে তাহাতে তাহারা কিঞ্চিৎমাত্র সংস্কুচিত হয় নাই এবং কাশীর রাজাকে তাহারা অনায়াসে দমন করিয়াছে ও এই রাজধানী পুণ্যগ্রামপর্য্যন্ত তাহারা প্রায় পঁহুছিয়াছিল এতদ্রূপ বিবেচনা করিয়া এবং যুদ্ধের দ্বারা স্বীয় কোষ অর্থশূন্য দেখিয়া তাঁহারা প্রথমতঃ যুদ্ধ স্থগিত করিতে এবং অবশেষে ১৭মে তারিখে সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইলেন। সন্ধিকরণার্থ হেষ্টিংস সাহেব তাহারদিগকে আপনার দাওয়ার মধ্যে এত বিষয় ছাড়িয়া দিলেন যে এই যুদ্ধেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কিছু মাত্র লভ্য হইল না বিশেষতঃ যুদ্ধ ক্রমে তাঁহারা যে সকল দেশ অধিকার করিয়াছিলেন তাহা এবং বাসিন ও আহমদাবাদ নগর ও গুজরাটে ফতেসিংহকে প্রদত্ত তাবদ্দেশ তাঁহারা ছাড়িয়া দিলেন। এবং কর্ণল অপটন সাহেবের করা সন্ধিপত্রের দ্বারা তাঁহারা যে দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার একাংশ এবং বার্ষিক বিংশতি লক্ষ টাকার উৎপাদক বারওয়াক নগর ও রাজ্য তাঁহারা ছাড়িয়া দিলেন। এই সন্ধিপত্রের দ্বারা সিন্ধিয়ার বিষয়ে এই নিয়ম হয় যে তিনি ইচ্ছাক্রমে গড় গোআলিয়ার অধিকার করিতে পারিবেন ও গোহদের রাণাকে যথেচ্ছা শাস্তি দিতে পারিবেন। তাঁহার বিষয়ে আরো এই নিয়ম হইল যে তিনি যদি মগোল রাজ্যের কোন দেশ কিম্বা দিল্লীর উত্তর ভাগে নজীফখাঁপ্রভৃতি কোন জমীদারের প্রদেশ

অধিকার করিতে চাহেন তবে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহার কোন প্রতি বন্ধকতা করিবেন না। অপর রঘুনাথ রাওর বিষয়ে এই মাত্র নিয়ম হইল যে তিনি আপনার বাসের নিমিত্ত চারি মাসের মধ্যে কোন স্থান বিশেষ অনুসন্ধান করেন কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা তৎকালাতীতে তাঁহাকে কোন আশ্রয় কি টাকা প্রদান করিবেন না। এই রূপেতে মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত সন্ধি স্থির হয়।

৩ অধ্যায়।

গবর্নর্ জেনরল সাহেব পশ্চিমদেশে অবস্থিতিকরণ সময়ে অযোধ্যার নবাব ও তথাকার বেগম ঘটিতব্যাপার নিষ্পন্ন করেন। নবাব উজীর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যে নিয়ম করিয়া ছিলেন তন্নিয়ম প্রতিপালনকরাতে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্যের দিগকে প্রতিমাসে যে বেতন দিতে হইল তাহাতে রাজস্বের অত্যন্ত অপচয় হইতে লাগিল এবং প্রজাগণেরদের অত্যন্ত দুঃখ ঘটিল। অতএব যে নূতন সম্প্রদায় সৈন্যের ভার সংপ্রতি গবর্নর্ জেনরল সাহেব তাঁহার শিরের উপর চাপাইয়াছিলেন সেই সৈন্যেতে আমার কিছুমাত্র উপকার নাই বরং তাহারদের দ্বারা রাজস্ব আদায়ের ক্ষতি হইতেছে ইহা বলিয়া নবাব ঐ ভারহইতে মুক্তির প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার সেই প্রার্থনা শ্রীযুত হেয়জ্ঞান করিয়া কহিলেন যে তাহা কোন প্রকারে হইতে পারিবে না।

যদ্যপি অযোধ্যার রাজ্যের মধ্যে গবর্নর্ জেনরল সাহেব যে সকল ব্যাপার করেন তাহার দোষোদ্ধারকরণ দুঃসাধ্য তথাচ হেষ্টিংস সাহেবের পক্ষে ইহা গোপনীয় রাখাও উচিত নহে যে তিনি তৎসময়ে যেরূপ বিভ্রাটগ্রস্ত ছিলেন তাহাতে সামান্য লোক হইলে একেবারে স্তব্ধ হইত যেহেতুক বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজ ও বোম্বে এই তিন স্থানেই এককালীন যুদ্ধ উপস্থিত এবং কোষসকল অর্থশূন্য ও লক্ষ্ণৌর নবাব স্বীয় সৈন্যের দ্বারা আপনার

দেশ রক্ষাকরণে অক্ষম অতএব যে সৈন্যের ভারের বিষয়ে তিনি ওজর করিলেন তাহাতে যদি সেই সকল সৈন্য তথাহইতে উঠিয়া যাইত তবে মহারাষ্ট্রীয়েরা তৎক্ষণাৎ তদ্দেশের উপর চড়াউ করিত ইহাতে নবাব কোম্পানির যে টাকা ধারিতেন তাহা একে কালে ভস্ম হইত এবং অত্যন্ত সংশয়জনক শত্রু অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয়েরা কোম্পানির অধিকারের সীমান্তে আসিত। তৎসময়ে নবাবের কোম্পানির স্থানে কর্জ্জ এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকারো অধিক ছিল।

গবরনর জেনরল সাহেব কিঞ্চিৎকাল কাশীতে অবস্থিতিকরণ পূর্ব্বক পরে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিতে মনঃস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু নবাব উজীর কাশীর উক্ত উপদ্রবের এবং হেষ্টিংস সাহেবের চণ্ডালগড়ে আশ্রয় লওনের সম্বাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র চণ্ডালগড়ে গমন করিয়া স্বীয় অধিকারের দুরবস্থা এবং আপন দরিদ্রতা হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে এমত বর্ণনা করিলেন যে তিনি ইংগ্লণ্ডীয় এক সম্প্রদায় সৈন্যব্যতিরেকে অন্য সকল সৈন্যের খরচার ভারহইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে স্বীকৃত হইলেন। অপর তন্নিয়মসূচক এক সন্ধিপত্র উভয়কর্ত্তৃক স্বাক্ষরীকৃত হয়। ইতিমধ্যে হেষ্টিংস সাহেব এই সম্বাদ প্রাপ্ত হইলেন যে অযোধ্যার বেগমেরা অর্থাৎ নবাবের মাতা ও পিতামহী চৈৎসিংহের রাজবিদ্রোহি কর্ম্ম করণের সাহায্য করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে অত্যন্ত ধনাঢ্য ইহা হেষ্টিংস সাহেবের পূর্ব্বেই বোধ ছিল অতএব তাঁহারদের তাবদ্ধন ক্রোক হইয়া সরকারে জমা হয় এমত এক বন্দোবস্ত তিনি নবাবের সহিত করেন কিন্তু তাঁহারা যে চৈৎসিংহের কিছুমাত্র সাহায্য করিয়াছিলেন ইহা কখন সপ্রমাণ হয় নাই তবে তাঁহারদের ধনেতেই তাঁহারদের অপরাধ। ঐ দুই বেগমের মধ্যে এক জন সুজাউদ্দৌলার মাতা অপর বেগম তাঁহারদিগকে যত্নপূর্ব্বক নিত্য রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারদিগকে ভারি জীবিকাস্বরূপ বৃত্তি দিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থানে যে নগদ টাকা ছিল তাহাও মুমূর্ষু দশায় প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত ছিল যে তাঁহারদের ধন অসংখ্যক সেই ধন প্রাপ

পাশয়ে হেষ্টিংস সাহেব সৈন্যের খরচার ভারহইতে নবাবকে মুক্ত করিলেন। অপর পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে নবাব ও রেসিডেণ্ট সাহেব কতক ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য লইয়া ৮ জানুআরি তারিখে বেগমেরদের রাজধানী ফয়জাবাদে পঁহুছেন পরে দাওয়া এবং উত্তর প্রত্যুত্তর করণেতে কএক দিন ক্ষেপণ হইলে ১২ তারিখে সৈন্যেরদিগকে ঐ গড় আক্রমণ করিতে হুকুম হইল। ইহাতে কেহ প্রতিবাদী বা তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র রক্ত পাত হইল না এবং সৈন্যেরা বেগমের এক রাজবাটীর বহিঃপ্রকোষ্ঠ দখল করিল এবং অপর বেগমের রাজ বাটীর পথ অবরুদ্ধ করিল।

তথাপি ঐ বাটীর অন্তঃপুর তাঁহারা দখল না করাতে সুতরাং তত্রস্থ ধনও তাঁহারদের হস্তগত হইল না। অন্তঃপুরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করা যৎপরোনাস্তি এমত অমর্য্যাদার বিষয় অতএব ইংগ্লণ্ডীয়সেনাপতি এই বিবেচনা করিলেন যে আমরা অন্তঃপুরে প্রবেশ না করিয়া কিরূপে তত্রস্থ ধন পাইতে পারি এবং এতদর্থে তাঁহারা এই উপায় ঠাহরাইলেন যে ঐ বেগমেরদের কর্ম্মকারি তদ্বংশ্য অতিবৃদ্ধ যে দুই জন প্রধান চাকর ছিল তাহারদিগকে ধৃতকরণপূর্ব্বক কয়েদ করেন এবং তাহারদের সঙ্গে এমত কঠিন ব্যবহার করেন যে বেগমেরা দয়াপ্রযুক্ত আপনারদের টাকা দিয়া তাহারদিগকে মুক্ত করেন। ইহা করণেতে ফল দর্শিল। তন্মধ্যে অতিপ্রাচীন যে বেগমের জিম্মায় টাকা ছিল তিনি ১৭৭৯। ৮০ সালে নবাব যত টাকার খত ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিয়াছিলেন তাহা দিতে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু ঐ টাকা দিলেও ঐ অতিপ্রাচীন দুই ভৃত্য মুক্ত হইল না যেহেতুক ১৭৮০। ৮১ সালের অপর এক খতের টাকা নবাবের স্থানে বাকী ছিল। বেগমেরা কহিলেন যে আমরা যথাসর্ব্বস্ব দিয়াছি এইক্ষণে অবশিষ্ট তৈজসাদিব্যতিরেকে আর কিছু নাই কিন্তু ইহাতে ঐ ভৃত্যেরদের উপকার মাত্র না হইয়া বরং তাহারদের অপকারের আধিক্য হইল অতএব ভৃত্যেরা কহিলেন যে বাকী টাকার নিমিত্তে খতল ইয়া আমারদিগকে মুক্তকরুন এবং আমরা যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ঐ খতের টাকা পরিশোধ করিব তাহাতে নবাব ও রেসিডেণ্ট

সাহেব তাঁহারদের স্থানহইতে ঐ টাকার খত লেখাইয়া লইলেন বটে কিন্তু তাঁহারদিগকে মুক্ত করিলেন না। অপর বেগমেরদের উপর সিপাহীর চৌকী রাখিয়া রেসিডেণ্ট সাহেব টাকা আদায় করিতে লাগিলেন। পরে ঐ সাহেব হিসাব করিয়া দেখিলেন যে এই সকল ব্যাপারদ্বারা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আদায় হইয়া অবশিষ্ট আড়াই লক্ষ টাকামাত্র বাকী আছে। তাহাতে ঐ মন্ত্রিরা কহিলেন যে আমারদিগকে যদি আপনি মুক্ত করেন তবে ঐ বাকী টাকা আমরা এইক্ষণেই কর্জ্জ করিয়া পরিশোধ করি কিন্তু নবাব তাঁহারদের প্রার্থনা না শুনিয়া মন্ত্রিরদিগকে লক্ষ্ণৌতে লইয়া গিয়া শারীরিক অত্যন্ত যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন এবং অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীগণকে এমত ক্লেশ দিলেন যে তাঁহারা অনাহারে মৃতপ্রায় হইলেন। অপর দিসেম্বর মাসে রেসিডেণ্ট সাহেব যখন দেখেন যে কোন উপায়ে তাঁহারদের স্থানে আর এক কপর্দ্দকো বাহির করা যায় না তখন বেগমেরদের উপর যে সিপাহীর চৌকী ছিল তাহা উঠাইয়া দিলেন এবং ঐ বৃদ্ধ মন্ত্রি দুই জনকেও মুক্ত করিলেন। অপর এই আহ্লাদসূচক সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বেগমেরদের ও মন্ত্রিরদের নিরন্তর অশ্রুপাত হইতে লাগিল এবং যে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি সাহেব তাঁহারদের চৌকী ছিলেন তিনিও ইহা দেখিয়া অত্যন্তার্দ্র চিত্ত হইয়া হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে ইহা জ্ঞাপন করিলেন যে ঐ বৃদ্ধ মন্ত্রিরা যতকাল জীবিত থাকিবে ততকাল আপনকার মঙ্গল প্রার্থনা করিবে। লক্ষ্ণৌর উপাখ্যানবিষয়ে আরো এই বক্তব্য যে হেষ্টিংস সাহেবের চণ্ডালগড়েতে অবস্থিতিকরণসময়ে তাঁহাকে নবাব নিজ ব্যয়ার্থ দশ লক্ষ টাকা উপঢৌকনস্বরূপ দিতে প্রস্তাব করিলেন। ইহার পূর্ব্বে পার্লিমেণ্টের এমত হুকুম হইয়াছিল যে কোম্পানির চাকরমাত্র কোনযোগে উপঢৌকন স্পর্শ করিবেন না অতএব হেষ্টিংস সাহেব ঐ উপঢৌকন টাকা লইয়া কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরদের স্থানে প্রার্থনা করিলেন যে ঐ টাকা আমাকে আপনারা নিজ ব্যয়ার্থে লইতে অনুমতি দেন। উক্ত সকল ব্যাপার যে সময়ে নির্ব্বাহ হইতেছিল তৎ

সময়ে লক্ষ্মণৌতে মিদলটন সাহেব হেষ্টিংস সাহেবের বিশ্বস্ত মোখ্তারকারের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু এই সকল লুঠিত বস্তু পাইলেই মিদলটন সাহেবের সঙ্গে বিবাদ করিয়া তাঁহার পরি বর্ত্তে ব্রিষ্টো সাহেবকে নিযুক্ত করেন। কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা মিদলটন সাহেবকে তথায় অবস্থিতি করিতে কদাচ দিবেন না ইহা হেষ্টিংস সাহেব পূর্ব্বে অবগত হইয়া তাঁহারদের তদ্বিষয়ক আজ্ঞা ভারতবর্ষে না পঁহুছিতেং তাঁহার দের নিকটে স্বীয় বাধ্যতা স্বীকারকরণাভিপ্রায়ে মিদলটন সাহেবকে কর্ম্মচ্যুত করেন। তাহার কএক মাস পরে ইংগ্লণ্ডহইতে মিদলটন সাহেবকে উদস্ত এবং তাঁহার কর্ম্মে ব্রিষ্টো সাহেবকে নিযুক্ত করিতে হুকুম আগত হইল।

অপর নবাব ও হেষ্টিংস সাহেবের মধ্যে যে নিয়মপত্র হয় তাহার এক প্রকরণে ফৈজুল্লাখাঁয়ের বিষয় লিখিত ছিল। রহেলখণ্ডের বার্ষিক পনের লক্ষ টাকা উৎপন্নকারি জমীদারীর জমিদার ফৈজুল্লাখাঁয়ের জমিদারী হস্তগত করিতে নবাব উজীরের বহুকালাবধি অভিলাষ ছিল। ইহার পূর্ব্বে ফৈজুল্লা খাঁয়ের সহিত এক সন্ধি পত্র হয় তাহাতে এই নির্দ্ধারিত ছিল যে তিনি সর্ব্বসুদ্ধ পাঁচ সহস্র বৈতনিক সৈন্যের অধিক রাখিবেন না এবং নবাব উজীর যখন যাহাঁর সহিত যুদ্ধ করিবেন তখন ফৈজুল্লাখাঁ আপনার যথাসাধ্য দুই তিন সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্য করিবেন। অপর ১৭৮০ সালের নবেম্বর মাসে গবর্নর জেনরল সাহেব নবাব উজীরকে এই পরামর্শ দেন যে আপনি ফৈজুল্লাখাঁয়ের উপর পাঁচ শত অশ্বারূঢ় সৈন্যের দাওয়া করুন তাহা করাতে ফৈজুল্লা খাঁ অত্যন্ত বিনয়পূর্ব্বক এই নিবেদন করিলেন যে আমার সঙ্গে যখন সন্ধি হয় তখন আমার প্রতি পাঁচ সহস্র সৈন্যের অধিক রাখণের নিষেধ ছিল তন্মধ্যে দুই হাজার অশ্বারূঢ় ও তিন হাজার পদাতিক মাত্র রাখিয়াছি এবং পদাতিক না থাকিলে আমার রাজস্ব কোন প্রকারে আদায় হইতে পারে না তথাপি যে সকল অশ্বারূঢ় ও পদাতিক আমার আছে সে সকলই কোম্পানির ইহা শুনিয়া হেষ্টিংস সাহেব স্বীয় আজ্ঞা যে প্রতিপালন হয় এতদর্থে

ফৈজুল্লাখাঁয়ের নিকটে কএক জনকে প্রেরণ করিলেন তাঁহারা ত
থায় পঁহুছিলে ফৈজুল্লাখাঁ কহিলেন আমি যে এত অশ্বারূঢ় সৈন্য
যোগাইয়া দিই এমত আমার সাধ্য নাই এবং দুই তিন হাজার
অশ্বারূঢ় সৈন্য যে প্রেরণ করি এমত সন্ধিপত্রেও লিখিত নাই ত
থাপি যে সহস্র অশ্বারূঢ় প্রেরণ করিয়াছি তদতিরিক্ত আপনার
আবশ্যক হইলে আরো এক সহস্র অশ্বারূঢ় এবং এক সহস্র পদা
তিক সৈন্য দিতে প্রস্তুত আছি। এই প্রসঙ্গ হেষ্টিংস সাহেব হেয়
জ্ঞান করিয়া কহিলেন যে ফৈজুল্লাখাঁ সন্ধির নিয়মসকল উল্লঙ্ঘন
করাতে তিনি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আশ্রয়ের বহির্ভূত হইয়াছেন
অতএব নবাব যখন ইচ্ছা করেন তখন তাঁহার তাবৎ জমিদারী
হস্তগত করিয়া কিঞ্চিৎ টাকাস্বরূপ তাঁহাকে বৃত্তি দিতে পারেন
কিন্তু ফৈজুল্লাখাঁ অবগত ছিলেন যে নবাবের হস্তে পতিত হইলে
আমার কিছুমাত্র রক্ষা হইবে না অতএব তিনি হেষ্টিংস সাহেবের
নিকটে বিনতি করিতে ত্রুটি করিলেন না। তাহাতে হেষ্টিংস সা
হেব কিঞ্চিৎ নম্র হইয়া মেজর পামর সাহেবকে তাঁহার নিকটে
প্রেরণ করিলেন। ঐ সাহেব তথায় পঁহুছিয়া তাঁহার সঙ্গে নানা
কথোপকথনের পর এই স্থির করিলেন যে তাঁহার যে ভূমি ও
যে পরাক্রম তাহা তাঁহারি থাকিবে এবং তিনি পনের লক্ষ টাকা
নগদ দিয়া তাবৎ সৈন্য যোগাওনের ভারহইতে মুক্ত হন। মে
জর পামর সাহেব আরো হেষ্টিংস সাহেবকে পত্রের দ্বারা জ্ঞা
পন করিলেন যে ফৈজুল্লাখাঁয়ের অত্যাচারের বিষয়ে যে সকল
দোষার্পণ হইয়াছে সে সকলই মিথ্যা তাঁহার দেশ উত্তমরূপে
শাসিত হইতেছে এবং প্রজারা অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে আছে ও ইংগ্লণ্ডী
য়েরদের সঙ্গে তিনি যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহার কিছুমাত্র
উল্লঙ্ঘন করেন নাই।

অপর কলিকাতার বড় সাহেব বেগমেরদের প্রতিকূলেতে যে স
কল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা বি
বেচনা করিয়া ১৭৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুআরি তারিখে তাঁহাকে
পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে বেগমেরা যে কোন উপদ্রবের সাহা
য্য করিয়াছিলেন এমত আমারদের বোধ হয় না এবং যদ

পিও তাঁহারা আপনার ভৃত্যেরদিগকে অস্ত্রধারী করিয়াছিলেন সে কেবল আত্মরক্ষার্থ অতএব আমারদের এই আজ্ঞা যে হেষ্টিংস সাহেব যে সকল দোষারোপ বেগমেরদের প্রতি করিয়াছেন সেই সকল দোষের তদন্ত করাতে যদি তাহা অমূলক বোধ হয় তবে তাঁহারদের জায়গীর ফিরিয়া দিয়া কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারে তাঁহারদিগকে আশ্রয় দিবেন।

এই পত্র যখন কলিকাতায় পঁহুছে তখন হেষ্টিংস সাহেব তাহার তদন্তকরণে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া কহিলেন যে এইক্ষণে বেগম ও উজীরের মধ্যে অত্যন্ত মিত্রতা আছে অতএব পূর্ব্বকৃত ব্যাপারসকল খোঁচাইলে কেবল মিত্রতার ভঙ্গ হইবে এবং তাঁহারদিগকে কোম্পানির অধিকারে আশ্রয় দেওনের প্রসঙ্গ করিলে নবাব উজীর তাহাতে স্বীয় অত্যন্ত অপমান বোধ করিবেন। অপর জায়গীর বেগমেরদিগকে ফিরিয়া দেওনবিষয়ে নবাব উজীরও হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে অনেক অনুনয়পূর্ব্বক অনুমতি প্রার্থনা করিলেন তথাপি তাঁহার অনুনয়বাক্য হেয় জ্ঞান করিয়া এবং তাঁহার প্রভু কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরদের আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া হেষ্টিংস সাহেব তদ্বিষয়ে কিছু সিদ্ধ করিতে দিলেন না।

অপর যে সময়ে মিদলটন সাহেব লক্ষ্ণৌর ওকালতী কার্য্য চ্যুত হন তৎসময়ে কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরদের আজ্ঞাক্রমে ব্রিষ্টো সাহেবকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করা যায় এবং হেষ্টিংস সাহেব তদ্দারা অযোধ্যা প্রদেশের তাবৎ রাজশাসনের সুনিয়ম স্থির করিতে নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে এই আজ্ঞা করিলেন যে নবাবের সহিত তুমি অত্যন্ত সারল্য ব্যবহার করিবা কিন্তু তাহার প্রতিবন্ধকতাতে আপনার অর্পিত ক্ষমতানুসারে কার্য্যের কিছু ত্রুটি করিবা না। পরে ব্রিষ্টো সাহেব তিন চারি মাসপর্য্যন্ত তৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলে নবাব হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে এক পত্র লিখিলেন যে এইক্ষণে রেসিডেন্ট সাহেব তাবৎ পরাক্রম গ্রহণকরাতে আমার ক্ষমতাসকল লুপ্ত হইল এবং তিনি যে কর্ম্ম এইক্ষণে করিতেছেন তাহাতে আমার

অত্যন্ত অসন্তোষ। হেষ্টিংস সাহেব ১৯ মে তারিখে এই পত্রের প্রস্তাব কৌন্সেলে করিয়া কহেন যে ব্রিষ্টো সাহেবের প্রতি নবাব এইক্ষণে এই অভিযোগ করিতেছেন যে ঐ সাহেব তাবৎ পরাক্রম আপনি গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু যে পত্র আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম তাহাতে তাবৎ পরাক্রমগ্রহণের হুকুম কদাচ দিই নাই। অতএব আমার পরামর্শ এই যে রেসিডেণ্ট সাহেবের যে কএক নিয়মে নবাবের অসন্তোষ সেই সকল নিয়ম এইক্ষণে অন্যথা করা যাউক কিন্তু কৌন্সেলি সাহেবেরা ইহাতে অস্বীকৃত হইয়া কহিলেন যে ব্রিষ্টো সাহেবের উত্তর যেপর্য্যন্ত আমরা না পাই সেপর্য্যন্ত কিরূপে তাঁহার প্রাতিকূল্যাচরণ করা যাইবে অতএব নবাব অভিযোগসূচক যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহার উত্তর প্রাপণার্থে ব্রিষ্টো সাহেবের নিকটে তাহা প্রেরণ করা উচিত ইহাতে গবর্নর্ জেনরল সাহেব অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া কৌন্সেলি সাহেবেরদের প্রস্তাবে আপনার অসম্মতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিলেন যে যদি আপনারদের এই রূপ বিবেচনা হয় তবে আপনারাই ব্রিষ্টো সাহেবকে নূতন আজ্ঞাপত্র প্রেরণ করুন আমি তাহাতে হস্ত নিক্ষেপ করিব না।

অপর ব্রিষ্টো সাহেব কিছুমাত্র উত্তর প্রেরণ না করাতে ২৪ জুলাই তারিখে হেষ্টিংস সাহেব কৌন্সেলি সাহেবেরদিগকে কহিলেন যে তিনি আমারদিগকে অত্যন্তাবজ্ঞা করিতেছেন অতএব তাঁহার লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্টী কর্ম্ম রহিতকরা উচিত। কিন্তু কিঞ্চিৎকালানন্তরই ব্রিষ্টো সাহেবের প্রেরিত পত্রের দ্বারা বোধ হইল যে তিনি কেবল শারীরিক পীড়াপ্রযুক্ত উত্তর দিতে বিলম্ব করিয়াছিলেন অতএব কৌন্সেলি সাহেবেরা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিতে স্বীকৃত হইলেন না। কিঞ্চিৎ কাল পরেই ব্রিষ্টো সাহেবের উত্তর পঁহুছিল তাহাতে তিনি এই লিখেন যে নবাব আমার প্রতি যেং ব্যাপারের আরোপ করিয়াছেন তাহা আমি কখন করি নাই এবং আমার যে ক্রিয়াতে নবাব স্বীয় বৈরক্ত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা আমি গবর্নর্ জেনরল সাহেবের হুকুমানুসারে করিয়াছি এবং তৎকর্ম্ম না করিলে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত

না। তিনি আরো লিখিলেন যে আমার প্রতি যে সকল অ ভিযোগ হইয়াছে তাহার মূল নবাবের প্রধান মন্ত্রী যেহেতুক আমি যে সুনিয়ম করিতেছি তাহাতে তিনি স্বীয় ক্ষতি বোধ করিয়া ছলে বলে সর্ব্বপ্রকারে তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন। রেসিডেণ্ট সাহেবের এই উত্তর শুনিয়া হেষ্টিংস সাহেবব্যতিরেকে কৌন্সেলের অন্যং সকল সাহেবেরা কহিলেন যে এই সকল ব্যাপারে ব্রিষ্টো সাহেবের কিছুমাত্র দোষ দৃষ্ট হয় না।

কিঞ্চিৎ কালানন্তর হেষ্টিংস সাহেব কৌন্সেলি সাহেবেরদের প্রতি এই প্রস্তাব করিলেন যে উত্তরকালে লক্ষ্ণৌতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষে কোন উকীল না থাকে এ বিষয়ে নবাব উজীর আমার নিকটে অনেক মিনতি করিয়াছেন অতএব আমার পরামর্শ হয় যে রেসিডেণ্ট সাহেবকে সেই স্থানহইতে উঠাইয়া দেওয়া যায়। এবং নবাব ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যে টাকা ধারেন তন্নিমিত্ত নবাবের ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রির স্থানহইতে আমরা খত লেখাইয়া লই। ইহাতে কৌন্সেলি সাহেবেরা কহিলেন যে এই মহাব্যাপারের ঝুঁকি যদি আপনি লন তবে তাহাতে আমরা স্বীকৃত কিন্তু হেষ্টিংসসাহেব তাহাতে সম্মত না হওয়াপ্রযুক্ত কৌন্সেলি সাহেবেরা কহিলেন যে আপনাকে ধনসম্পত্তির অংশের ঝুঁকি লইতে কহি নাই কেবল মানাপমানের বিষয়ের। তাহাতে তিনি কহিলেন যে তবে আমি স্বীকৃত আছি তাহাতে কৌন্সেলি সাহেবেরা সেই রেসিডেণ্টের কর্ম্ম একেবারে লোপ করিলেন। অপর ব্রিষ্টো সাহেবকে তথাহইতে আহ্বানকরণের কিঞ্চিৎ কাল পরে হেষ্টিংস সাহেব স্বয়ং পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করেন তাঁহার পশ্চিমদেশে শেষ যাত্রা এই। অপর লক্ষ্ণৌতে যাত্রাকরণকালে তাঁহার কাশীর জমীদারী দিয়া যাওয়াতে দেখিলেন যে চৈৎসিংহ সিংহাসনভ্রষ্ট হওনঅবধি তাবদ্দেশ একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে ঐ দেশের মধ্যদিয়া তিনি যে স্থানে গমন করিলেন সেই স্থানেই দুর্ভাগা প্রজারা তাঁহার পশ্চাৎ দৌড়িতে ২ দোহাই দিতে লাগিল এবং জমীদারীর সীমাঅবধি সীমান্তপর্য্যন্ত প্রজারদের দুঃখব্যতিরেকে সুখলেশও দৃষ্ট হইল না। রাজশাসনের অতি কুনিয়ম এ

বং প্রজারদের উপর অত্যন্ত দৌরাত্ম্যাচরণ এবং বাণিজ্যের ক্ষতি ও রাজস্বের অপচয় এতাবন্মাত্র তথায় দেখিলেন অতএব কাশীতে পঁহুছিবামাত্র তিনি মন্ত্রিকে কারাগারে বদ্ধ করিলেন এবং ঐ মন্ত্রী কিঞ্চিৎকাল পরেই অতিদরিদ্র হইয়া সেই স্থানেই পঞ্চত্ব পাইলেন। পরে গবর্নর্ জেনরল সাহেব ২৭ মার্চ তারিখে লক্ষ্ণৌতে পঁহুছেন এবং যে সকল সৈন্যের ভার নবাব উজীরের উপর ছিল সেই ভারহইতে তাঁহাকে মুক্তকরণাভিপ্রায়ে ঐ সকল সৈন্য উঠাইয়া দিলেন। অনন্তর বেগমেরদের যে ক্ষতি করিয়াছিলেন তাহার প্রতিকারকরণেচ্ছুক হইয়া কোর্ট আফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের আজ্ঞাক্রমে তাঁহারদিগকে জায়গীর ফিরিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে ইহাতে তাবৎ জায়গীর ফিরিয়া পাইলেন এমত নহে যেহেতুক তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক নবাবকে তাহার কিয়দংশ প্রদান করিয়াছেন হেষ্টিংস সাহেব এমত কহিলেন কিন্তু তাঁহারা যে ইচ্ছাপূর্ব্বক এমত ক্ষতি স্বীকার করিলেন ইহা সম্ভবে না।

অপর গবর্নর্ জেনরল সাহেব লক্ষ্ণৌহইতে ১৭ আগস্ত তারিখে যাত্রাকরণপূর্ব্বক নবেম্বর মাসে কলিকাতায় পঁহুছিয়া ইংগ্লণ্ডদেশে প্রত্যাগমনকরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এবং ১৭৮৫ সালের ৮ ফেব্রুআরি তারিখে তিনি আপনার কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমনার্থ জাহাজ আরোহণ করেন। রাজস্বের বিষয়ে হেষ্টিংস সাহেবের আমলে কি লাভালাভ হয় তাহা এইক্ষণে বিবেচ্য। ১৭৭২ সালে তিনি যখন রাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন তখন বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব ২৩৭৩৬৫০০ টাকা উৎপন্ন তৎসময়ে রাজকীয় ব্যয় ১৭০৫২৭৯০ টাকা তাহাতে আয় অপেক্ষা ব্যয় ৬৬৮৩৭১০ টাকা ন্যূন এবং তৎসময়ে ভারতবর্ষে কোম্পানির কর্জ্জ ১৮৫০১৬৬০ টাকার অধিক ছিল না। পরে ১৭৮৫ সালে তিনি যে সময়ে ঐ রাজকর্ম্ম ত্যাগ করেন তখন ঐ তিন সুবা এবং কাশীর নবপ্রাপ্ত অধিকারে এবং অযোধ্যার নবাবহইতে প্রাপণীয় রাজকর সর্ব্বসুদ্ধ বার্ষিক ৫৩১৫১৯৭০ টাকা ছিল এবং রাজকীয় ব্যয় ৪৩১২৫১৯০ টাকা ছিল ইহাতে

ব্যয়অপেক্ষা ১০০২৬৭৮০ টাকা অধিক উৎপন্ন হয় কিন্তু এই বার সনের মধ্যে কোম্পানির কর্জ্জসাড়ে বার কোটি টাকা বাড়ে এবং বর্দ্ধিত কর্জ্জের সুদ বর্দ্ধিত রাজস্বঅপেক্ষা অধিক হইল।

এইক্ষণে টেপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ নিবৃত্ত হওনাবধি হেষ্টিংস সাহেবের আমলের শেষপর্য্যন্ত মান্দ্রাজে যে ঘটনা হয় তদ্বিবরণ কিঞ্চিৎ লিখি। আড়কাটের নবাবের কুশাসনেতে তথাকার গবর্নর্ সর্ব্বদা বিরক্ত ছিলেন কারণ ঐ নবাবের দেশ রক্ষাকরণের ভার গবর্ণমেণ্টের উপর পতিতহওয়াতে তাঁহারদের টাকার বিষয়ে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইল অথচ নবাবের স্থানে কি টাকা কি সৈন্য তাঁহারা কিছুমাত্র প্যাইলেন না। ঐ নবাব কোম্পানির এবং ভিন্ন লোকের যত টাকা ধারিতেন সেই টাকার পরিশোধ করণার্থ তিনি আপন অধিকারের নানাপ্রদেশের রাজস্বের উপর বরাৎ দেওয়াতে তাঁহার অধিকারের অধিকাংশ এইরূপে বদ্ধ ছিল। তাহাতে মান্দ্রাজের বড় সাহেব লার্ড মাকার্টনি টাকা প্রাপণের উপায়ান্তর না দেখিয়া নবাবকে তাঁহার তাবদধিকার কোম্পানির হস্তে অর্পণ করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং নবাবেরও অত্যন্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক তাহা স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু স্বীকার করণসময়ে তিনি নিজ বিষয়ে এই স্থির করিলেন যে ঐ রাজস্বের নিদানে একাংশ স্বীয় ব্যয়ার্থে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে এবং মান্দ্রাজের গবর্নর্ সাহেব তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কলিকাতার গবর্নর্ জেনরল সাহেবের হজুর কৌন্সেলে এই নিয়ম জ্ঞাপন করিলেন এবং হেষ্টিংস সাহেব তাহাতে সহী প্রদান করেন।

এই নিয়মকরণানন্তর নবাব মান্দ্রাজে আসিয়া বাস করিলেন তাঁহার মনের স্বাভাবিক উৎসাহ রাহিত্যপ্রযুক্ত তিনি নিত্য কোন কাহারো বাধ্য থাকিতেন তৎসময়ে আমীরওল ওমরানামক তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রও পল বেনফিল্দ সাহেবের বাধ্য ছিলেন ঐ পুত্রের লালসা কেবল পরাক্রমের প্রতি এবং বেনফিল্দ সাহেবের কেবল টাকার প্রতি উভয়েই স্বং ইষ্ট সিদ্ধ করণসময়ে কিছুমাত্র ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিতেন না। তন্মধ্যে

ঐ পুত্রের বিশেষ ইচ্ছা এই যে আপনার জেষ্ঠভ্রাতাকে অনংশী করিয়া স্বয়ং পিতৃ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন এতদর্থে তিনি আপন পিতাকে তাঁহার রাজ্য ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে প্রদান করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইলেন।

কিন্তু লার্ড মাকার্টনি সাহেব কোন প্রকারে তাঁহার এ আশা পূর্ণ করিবেন না ইহা যখন তিনি বুঝিলেন তখন রাগোন্মত্ত হইয়া উক্ত দস্যু বেনফিল সাহেবের সঙ্গে যোগ করিয়া রাইয়তেরা যাহাতে রাজস্ব দাখিল না করে এমত উদ্যোগ পাইতে লাগিলেন। তিনি রাইয়তেরদের নিকটে আপনার চর প্রেরণপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিলেন যে তোমারদিগকে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যে পাট্টা দিয়াছেন তাহা অসিদ্ধ অতএব সেই পাট্টার অনুসারে তোমরা রাজস্ব কদাচ দিবা না। তাঁহার এই সকল উদ্যোগেতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে রাজস্ব কিছুই আদায় হয় না অথচ ঐ আমীরওল ওমরার নিকটে প্রজারা নিয়ত রাজস্ব দাখিল করিতেছে।

অপর মান্দ্রাজের বড় সাহেবের প্রতিকূলে কলিকাতার গবর্নর্ জেনরল সাহেব নালিশ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক নহেন আমীরওল ওমরা ইহা অবগত হইয়া লার্ড মাকার্টনি সাহেবের আচার ব্যবহার ও রাজনীতির গ্লানিসূচক পত্র নবাবের নামে কলিকাতায় হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিলেন এবং হেষ্টিংস সাহেব সেই পত্র যখন গ্রহণ করিলেন তখন তাঁহারদের এমত উৎসাহ হইল যে দুই জন মোখ্তারকার অর্থাৎ আসাম খাঁ ও সলিবন সাহেবকে ১৭৮৩ সালের জানুআরি মাসে হেষ্টিংস সাহেবের দরখারে প্রেরণ করিলেন এবং হেষ্টিংস সাহেব তাঁহারদের গ্লানিসূচক পত্র মান্দ্রাজের বড় সাহেবকে কিছু অবগত না করাইয়া একেবারে ইংগ্লণ্ডে প্রেরণ করিলেন। অপর ঐ দুই জন উকীল কলিকতার কৌন্সেলে উপস্থিত হইলে কৌন্সেলি সাহেবেরা তাঁহারদিগকে নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ইহাতে তাঁহারা লার্ড মাকার্টনি সাহেবের বিরুদ্ধে সত্য বা মিথ্যা যাহা শ্রুত ছিলেন কিম্বা যাহা স্মরণে ছিল তাহা ব্যক্ত

করিতে ত্রুটি করিলেন না এবং তাঁহারদের প্রতিবাদকারক এমত কোন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত না থাকাতে তাঁহারা কল্পনা করিয়া ঐ সাহেবের বিরুদ্ধে আরো অনেক কহিলেন। কিন্তু কৌন্সেলি সাহেবেরা উকীলেরদিগকে কহিলেন যে তোমরা বড় সাহেবের বিরুদ্ধে যে সকল কহিলে তাহা শপথকরণপূর্ব্বক সপ্রমাণ কর তাহাতে ঐ আসাম খাঁ সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন যে মুসলমানেরা যদি কোন বিষয়ে শপথ করে তবে তাহারদের অপমান হয়। কিন্তু সলিবন সাহেব ইহা বলিয়া শপথ করিতে স্বীকৃত হইলেন যে আমি ঐ সাহেবের বিষয়ে যাহা নিশ্চয় জানি তাহা মাত্র কহিয়াছি অতএব শপথকরণের কিছু বাধা নাই।

এই সকল সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া লার্ড মাকার্টনি সাহেবের সহিত কিছু লিখনপঠন না করিয়া নবাব যে স্বীয় তাবৎ রাজস্ব মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্টকে অর্পণ করিয়াছিলেন হেষ্টিংস সাহেব তাহার অন্যথা করিয়া তাবৎরাজ্য ও রাজস্ব তাঁহাকে ফিরিয়া দিতে লার্ড মাকার্টনি সাহেবকে হুকুম করিলেন অথচ তৎসময়ে হেষ্টিংস সাহেব ইহা সুজ্ঞাত ছিলেন যে যুদ্ধসময়ে সেই সকল ভূমি নবাবের জিম্মায় থাকাতে তাহাহইতে এক কপর্দ্দকো উৎপন্ন হয় নাই কিন্তু সেই ভূমি এইক্ষণে মান্দ্রাজের বড় সাহেবের হস্তে থাকাতে বার্ষিক এক কোটি টাকা করিয়া তাহাতে উৎপন্ন হইতেছে। তদন্তর এ বিষয়ে এই আশ্চর্য্য ঘটে যে যৎসময়ে ঐ প্রদেশ নবাবকে ফিরিয়া দেওনের হুকুম কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজে পঁহুছিল তৎসময়ে কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরদের নিকটহইতে এই পত্র পঁহুছে যে নবাবের তাবৎ রাজ্য ও রাজস্ব তোমরা যে আপন হস্তে গ্রহণ করিয়াছ তাহাতে আমারদের সন্তোষ আছে এবং সেই নিয়ম যাহাতে সফল হয় একারণ তোমারদের সাহায্য করণার্থে আমরা কলিকাতার বড় সাহেবের নিকটে পত্র প্রেরণ করিতেছি। মান্দ্রাজের গবর্নর ও কৌন্সেলি সাহেবেরা এই পত্র পাইয়া তাহা হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে প্রেরণপূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিলেন যে আপনি এখন আমারদের প্রভুর আজ্ঞাক্রমে সাহায্য করুন তাহাতে হেষ্টিংস সাহেব ও তাঁহার কৌন্সেলি

সাহেবেরা কিয়ৎকাল বিবেচনা করিয়া কোর্ট আফ ডৈরক্টর্স সাহেবেরদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং লার্ড মাকার্টনি সাহেবের নিকটে লিখিলেন যে তদ্বিষয়ের বিবেচনা আমারদের কর্ত্তব্য অতএব আপনি সেই রাজস্ব ও প্রদেশ নবাবকে ফিরিয়া দিবা। এই পত্রপ্রাপ্ত হইয়া লার্ড মাকার্টনি সাহেব অত্যন্ত সন্দেহে মগ্ন হইলেন যেহেতুক তৎসময়ে মান্দ্রাজের সৈন্যেরদের দশ মাসের বেতন বাকী ছিল এবং মফঃসলহইতে কিছু রাজস্ব আদায় হয় নাই ও সর আয়রকূট সাহেবের মৃত্যুর পরঅবধি করিয়া বাঙ্গালাহইতে এক কপর্দ্দকো পঁহুছে নাই অতএব কর্ণাটারাজ্য ও তাঁহার রাজস্ব যদি নবাবকে ফিরিয়া দেওয়া যায় তবে গবর্ণমেণ্ট একেবারে অর্থ হীন হন অতএব হেষ্টিংস সাহেবের আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে গবর্ণমেণ্ট একেকালে লুপ্ত হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি সেই আজ্ঞা অবহেলা করিতে সাহসিক হইলেন। কিন্তু তৎসময়ে হেষ্টিংস সাহেবের বিলায়তে যাত্রাকরণের ব্যস্ততাতে তাঁহার ঐ আজ্ঞা অবহেলাকরণের কিছুমাত্র প্রতিফল দর্শাইতে অবকাশ পাইলেন না।

৪ অধ্যায়।

ইতিমধ্যে ইংগ্লণ্ডদেশে যে সকল ব্যাপার হয় তদ্বিষয় এখন উল্লেখনীয়। পার্লিমেণ্ট কোম্পানি বাহাদুরকে এই হুকুম করিয়াছিলেন যে ১৭৬৭ অবধি ১৭৭৩ সালপর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উৎপন্ন রাজস্বের মধ্যে ইংগ্লণ্ডের সরকারী কোষে প্রতিবৎসর চল্লিশ লক্ষ টাকা করিয়া দিবা। কিন্তু ১৭৭৩ সালে কোম্পানি বাহাদুরের টাকার এমত অপ্রতুল হইল যে বার্ষিক সেই চল্লিশ লক্ষ টাকা দেওয়া দূরে থাকুক বরং সরকারহইতে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিতে হইল এবং ১৭৭৯ সালের পূর্ব্বে তাহার পরিশোধ করিতে পারিলেন না। অপর কোম্পানির চার্টর অর্থাৎ ফরমানের ১৭৮০ সালের ২৫ মার্চ্চ তারিখের পর তিন বৎসরে মিয়াদ পূর্ণ হইবে অতএব তাঁহারদের অন্য এক চার্টর প্রাপণের

বিষয়ে উদ্যোগ করিতে হইল। কিন্তু যখন পার্লিমেণ্টে এ বিষয়ের উল্লেখ হয় তখন কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট ও সুপ্রিম কোর্টেতে যে বিরোধ হয় তাহা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছিল এবং হেষ্টিংস সাহেবের নামে ফ্রান্সিস সাহেবের কর্ণাটদেশের করা অভিযোগ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল ও হয়দরআলীর আক্রমণের সম্বাদও তৎসময়ে পঁহুছে তাহাতে অনেকে বোধ করিলেন যে ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের রাজ্যশেষের আসন্নকাল অতএব কোম্পানির হস্তে পুনর্ব্বার দেশসমর্পণেতে তথাকার লোকেরদের তাদৃশ সাহস হইল না। অপর বাদশাহের মন্ত্রী ও কোম্পানির সহিত নূতন চার্টরের বিষয়ে নানা বিবাদ উপস্থিত হইল কিন্তু অবশেষে সেই সকল বিবাদভঞ্জন হইয়া ১৭৮১ সালে পার্লিমেণ্ট এক নূতন ব্যবস্থা করিয়া ১৭৯১ সালের ১ মার্চ্চ তারিখপর্য্যন্ত এবং তাহার পরও তিন বৎসরের নিমিত্তে এক নূতন চার্টর কোম্পানি বাহাদুরকে প্রদান করিলেন। অপর ভারতবর্ষে জয়প্রাপ্ত দেশসকল কোম্পানির কি বাদশাহের এতদ্বিষয়ে যে প্রশ্ন হইয়াছিল তাহা তৎকালে যবেস্থবে থাকিল কিন্তু কোম্পানির প্রতি এই হুকুম হইল যে বাদশাহের মন্ত্রিরদিগকে জ্ঞাপন না করিয়া ভারতবর্ষের রাজকীয় বিষয় কি রাজস্বঘটিত বিষয়ে তোমরা কোন পত্র প্রেরণ করিবা না এবং ভারতবর্ষে যুদ্ধ কিম্বা সন্ধিকরণবিষয়ে তোমরা নিত্য মন্ত্রির আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক কার্য্য করিবা।

অপর ১৭৮১ সালের ১২ ফেব্রুআরি তারিখে সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় লোকেরদের এবং গবর্নর্ জেনরল কৌন্সেলের যে দরখাস্ত প্রেরিত হইয়াছিল তাহা পার্লিমেণ্টে উপস্থিত হয়। এবং তাহা এক বিশেষ কমিটীর হস্তে অর্পণ করিতে নিশ্চয় হইল। ঐ কমিটী কিঞ্চিৎ কালপরে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার আদালতসম্পর্কীয় ব্যাপারসকল নির্ব্বাহ হইতেছে এবং ঐ তিন সুবাতে লোকেরদের মঙ্গলার্থে কি সুনিয়ম কর্ত্তব্য এতদ্বিষয়ে সুবিবেচনা করিতে লাগিলেন সেই কমিটীর মধ্যে শ্রীযুত বর্ক সাহেব অগ্রগণ্য। অপর হয়দরআলীর কর্ণাট দেশ আক্র

মণের সম্বাদ ইংগ্লণ্ডদেশে পঁহুছনের কিঞ্চিৎ কালপরে সেই যু দ্ধের মূল কারণ ও সেই অঞ্চলে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকার কি অবস্থায় আছে তাহার তদন্তকরণার্থে পার্লিমেণ্ট অপর এক কমি টী নিযুক্ত করেন ঐ কমিটীর মধ্যে দণ্ডাস সাহেব অগ্রগণ্য। তা হাতে ২৩ মে তারিখে প্রথমোক্ত কমিটী সুপ্রিম কোর্টের বিষয়ে দরখাস্তের এক রিপোর্ট করিলেন এবং ঐ রিপোর্ট ও তদুক্ত ব্যাপারসকল ১৯ জুন তারিখে বিচারিত হইয়া পার্লিমেণ্ট এই রূপ এক ব্যবস্থা করেন যে উত্তর কালে রাজস্ববিষয়ে গবরনর জেনরল এবং কৌন্সেলি সাহেবেরদের উপরে এবং জমীদার ই জারদারপ্রভৃতিরদের উপরে সুপ্রিম কোর্টের কিছু এলাকা থাকি বে না।

তদনন্তর ১৭৮২ সালের ৯ এপ্রিল তারিখে দণ্ডাস সাহেব দুই ঘণ্টাপর্য্যন্ত বক্তৃতা করণপূর্ব্বক ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যাব দ্বিভ্রাট হয় তাহার মূল ব্যক্ত করিয়া কহিলেন যে তদ্দেশে কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরদের এবং মান্দ্রাজের ও বোম্বের ও বা ঙ্গালার বড় সাহেবেরদের অনবধান ও অপরাধেতে এই সকল অ শুভ ফল জন্মিয়াছে। অপর তাঁহারদের গ্লানিসূচক যে সকল প্র সঙ্গ তিনি করিলেন তাহা পার্লিমেণ্টে গ্রাহ্য হইয়া এই বিশেষ হুকুম হয় যে মান্দ্রাজের বড় সাহেব শ্রীযুত সর তামস রম্বোল্দের নামে মহাপরাধের বিষয়ে এক নালিশ করা যাউক। কিন্তু সে ই নালিশ বিফল হয় কেবল তাহাতে ঐ সাহেবের প্রতি মহাপ রাধের কলঙ্কমাত্র থাকিল। তদনন্তর দণ্ডাস সাহেব পার্লিমেণ্টে এই প্রস্তাব করিলেন যে কলিকাতার বড় সাহেব ওয়ারিন হে ষ্টিংসও বোম্বের গবরনর হর্ণবি সাহেব ইংগ্লণ্ডীয় রাজ্যের অ পমান ও ক্ষতি করিয়াছেন এবং কোম্পানি বাহাদুরকেও অপরি মিত ব্যয় করাইয়াছেন অতএব তাঁহারদিগের স্বীয়২ কর্ম্ম রহিত করা উচিত এবং পার্লিমেণ্টেও তদ্রূপ হুকুম হইল। কিন্তু তৎ সময়ে বাদশাহের উজীরেরদের অনেক নিবর্ত্ত পরিবর্ত্ত হওয়া তে এবং পার্লিমেণ্ট অন্যং কর্ম্মে ব্যস্ত হওয়াতে দণ্ডাস সাহেবের ঐ সকল প্রস্তাবিত কথাতে আর কিছু ফলোদয় হইল না।

[৪ অধ্যায়।] [১৭৮২ সাল।]

অপর ১৭৮৩ সালের ১১ নবেম্বর তারিখে নূতন পার্লিমেণ্টের এক বৈঠক হয়। তৎসময়ে ফক্স সাহেব বাদশাহের উজীর ছিলেন এবং ভারতবর্ষের রাজশাসনের কোন সুনিয়মকরণের অত্যাবশ্যক ইহা সকলের মনোগত হওয়াতে তিনি তদ্বিষয়ে এক ব্যবস্থা প্রস্তাব করেন তাহা সর্ব্বত্র ফক্স সাহেবের ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থানামে প্রসিদ্ধ সেই ব্যবস্থা অংশদ্বয়ে বিভক্ত এক অংশ ইংগ্লণ্ডদেশে কোম্পানির ব্যাপারবিষয়ক অপরাংশ ভারতবর্ষীয় রাজশাসনবিষয়ক। কোম্পানি বাহাদুরের বিষয়ে তিনি এই প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহারা ভারতবর্ষের রাজশাসন করিতে অনুপযুক্ত ও অক্ষম অতএব কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স এবং কোর্ট আফ প্রপ্রাইটর্সদিগকে একেবারে রহিত করা যাউক এবং তাঁহারদের পরিবর্ত্তে তাবৎ রাজশাসন সাত জন কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা নির্ব্বাহ হউক। ঐ কমিস্যনর সাহেবেরদিগকে প্রথমতঃ পার্লিমেণ্টে নিযুক্ত করা যাউক অপর পদ শূন্য হইলে তাঁহারা বাদশাহকর্ত্তৃক মনোনীত হউন। কোম্পানির বাণিজ্যব্যাপার নির্ব্বাহার্থে তিনি এই নিয়ম প্রস্তাব করিলেন যে কোম্পানির সমাজের অংশিরা নয় জন ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদিগকে নিযুক্ত করিয়া তৎকর্ম্ম তাঁহারদিগকে অর্পণ করেন। অপর ভারতবর্ষে রাজশাসনের বিষয়ে তিনি কোন নূতন নিয়ম না করিয়া হেষ্টিংস সাহেবপ্রভৃতি যে সকল অন্যায়াচরণ করিয়াছিলেন তন্নিবারক কএক আজ্ঞা প্রেরণ করিতে পরামর্শ দিলেন। এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় যেরূপ তাবদ্দেশ আকুল হইল তদ্রূপ ইদানীন্তন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মে হয় নাই। এই ব্যবস্থা যদি স্থিরীকৃতা হইত তবে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স একেবারে কর্ম্মচ্যুত হইতেন সুতরাং তাঁহারা রাজ্যের এক সীমাবধি অপর সীমাপর্য্যন্ত তাহাতে দোষারোপকরণপূর্ব্বক কলহ করিতে লাগিলেন এবং ঐ ব্যবস্থা যাহাতে স্থিরীকৃত না হয় এমত যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তথাপি পার্লিমেণ্টের নীচের সভাতে তাহা গ্রাহ্য হয় কিন্তু উপরের সভায় তাহা অসিদ্ধ হইল, তথায় অসিদ্ধহওনের কারণ অত্যাশ্চর্য্য ইংগ্লণ্ডের বাদশাহ ঐ প্রস্তাবিত ব্যবস্থার অত্যন্ত প্রতিকূল ছিলেন এবং লার্ড

টেম্পল সাহেবকে তিনি ঐ সভায় এই কহিতে আজ্ঞা দিলেন যে কুলীনেরদের অন্তর্গত যে সকল ব্যক্তি ঐ ব্যবস্থার সাহায্য করেন তাঁহারদিগকে আমি বিপক্ষ জ্ঞান করিব তাহাতে সুতরাং কুলীনেরা সেই ব্যবস্থা গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু এই কর্ম্ম করাতে বাদশাহকর্তৃক দেশের মূল ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘিত হইল যেহেতুক কি কুলীন কি লোকেরদের সভায় বাদশাহ কোন ব্যক্তিকে যে পক্ষপাতী করান ইহা অতিনিষিদ্ধ যদ্যপি কোন ব্যবস্থা তাঁহার মনে না লয় তবে সেই ব্যবস্থা আমি গ্রাহ্য করিলাম না ইহা বলিয়া তাহা নিস্ফল করিতে পারেন। অপর এইরূপে বাদশাহকরণক সেই ব্যবস্থার বৈফল্য হইলে ঐ ব্যবস্থাপ্রস্তাবক বাদশাহের মন্ত্রী ফক্স সাহেব কর্ম্মচ্যুত হইলেন এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে পিট্ সাহেব উজীরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন ঐ সাহেব যবিষ্ঠ হইয়াও অতি বিজ্ঞ এবং তিনি পূর্ব্বকালীন অতিবিজ্ঞ এক উজীরের সন্তান। ঐ পদে নিযুক্তহওনের কিঞ্চিৎকাল পরে তিনি ভারতবর্ষের রাজশাসনের বিষয়ে এক নূতন ব্যবস্থা প্রস্তাব করিলেন তন্মধ্যে পূর্ব্ব ব্যবহারের সঙ্গে প্রধান বৈলক্ষণ্য এই যে বোর্ড অফকন্ত্রোলনামক বাদশাহের তাবৎ মন্ত্রী লইয়া এক সমাজ স্থাপিত হয় এবং বাণিজ্যব্যাপারব্যতিরেকে অন্য তাবদ্বিষয়ে ঐ বোর্ডের অনুমতি না পাইয়া কোম্পানির কোন কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে নিষেধ হইল পুনশ্চ এই ব্যবস্থানুসারে মান্দ্রাজ বোম্বেপ্রভৃতি স্থান কলিকাতার বড় সাহেবের অধীনে স্থাপিত হইল এবং যে সকল জমীদারেরা অন্যায়পূর্ব্বক স্বং জমীদারীতে বেদখল হইয়াছিল তাহারদিগকে পুনর্ব্বার জমীদারী ফিরিয়া দিতে হুকুম হইল।

৫. অধ্যায়।

অপর হেষ্টিংস সাহেব ভারতবর্ষহইতে প্রস্থান করিলে কৌন্সেলি সাহেবেরদের মধ্যে অগ্রগণ্য মেকফরসন সাহেব বড় সাহেবের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তিনি যৎকালে তৎপদ প্রাপ্ত হন তৎ

কালে দেশের অত্যন্ত অস্তভাবস্থা ছিল এবং তিনি কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে এক পত্রের দ্বারা তাহা জ্ঞাপন করিয়া লিখিলেন যে এইক্ষণে দেশের যেমন দুরবস্থা এমত কখন প্রায় দৃষ্ট হয় নাই।

অপর অযোধ্যা রাজ্যের বিষয়ে হেষ্টিংস সাহেব যেসকল নিয়ম করিয়াছিলেন তাহা স্থৈর্য্য রাখিতে মেকফরসন সাহেব পূর্ব্বে হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং তদঙ্গীকার প্রতিপালন করিতে মেকফরসন সাহেব সচেষ্ট হইলেন অতএব সৈন্যের খরচের যে ভার নবাবের উপর ছিল তাহা লাঘব করিয়া কেবল এক দল সৈন্য তথায় রাখিলেন কিন্তু নবাবের দরবারে হেষ্টিংস সাহেবের নিজ কর্ম্মকারি মেজর পামর সাহেবের বেতনের কিছুমাত্র ন্যূন করিলেন না।

অপর সিন্ধিয়াকৃত কর্ম্মের প্রতি এইক্ষণে মনোযোগ করা উচিত। ১৭৮১ সালে হেষ্টিংস সাহেব তাঁহার সঙ্গে এক সন্ধিপত্র করেন তাহাতে যদ্যপি দিল্লীর বাদশাহের কর্ম্মে হস্তনিক্ষেপকরণের কিছু অনুমতি লিখিত ছিল না তথাপি তাহাতে এই স্পষ্ট বোধ হইল যে মগলের বাদশাহের সহিত কোম্পানির যে সম্পর্ক ছিল তাহা রহিত হইয়াছে এবং যদি সিন্ধিয়া দিল্লীর রাজকীয় ব্যাপারে কিছু খোঁচাখোঁচি করেন তবে তাহাতে ইংলণ্ডীয়েরা কিছু প্রতিবন্ধক হইবেন না। ইহার কিঞ্চিৎকালপরে রোহেলার জমীদার এবং বাদশাহের সিংহাসনের স্তম্ভস্বরূপ নজীব খাঁ পরলোক প্রাপ্ত হইলে বাদশাহ ক্রমে অন্যং জমীদারেরদের বাধ্য হইলেন। অপর ১৭৮৪ সালে হেষ্টিংস সাহেব যখন লক্ষ্ণৌতে যাত্রা করেন তখন দিল্লীর যুবরাজ তথায় উপস্থিত হইয়া ইংলণ্ডীয়েরা যে তাঁহার পিতার সাহায্য করেন তদর্থে তাঁহাকে নানাবিধ অনুনয়বিনয় করিলেন। তাহাতে হেষ্টিংস সাহেব তাঁহাকে এই পরামর্শ দিলেন যে তোমার পিতা সিন্ধিয়ার অনুগত হইলে ভাল হয়। অপর সিন্ধিয়া তাঁহাকে এমত নানা প্রকার লওয়াইলেন যে আমার বাধ্য হইলে আপনকার বিদ্রোহি প্রজারদের দৌরাত্ম্য হইতে আমি আপনাকে মুক্ত করিব এবং অব

শেষে বাদশাহ্ সেই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং সিন্ধিয়া কিঞ্চিৎ ছল ও কিঞ্চিৎ বল প্রদর্শন করাইয়া বাদশাহকে বিলক্ষণরূপে আপনার আয়ত্ত করিলেন বাদশাহের যে ক্ষমতা ছিল তাহা সমুদয় আপনিই গ্রহণ করিলেন কিন্তু সিন্ধিয়া এতদ্রূপ পরাক্রমশালী হইবামাত্র ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রাতিকূল্যাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অপর শীক জাতীয় এক ঝুণ্ড সৈন্য রোহেলখণ্ডের দেশের উপর আক্রমণ করিল এবং অনুমান হইল যে তাহাও সিন্ধিয়ার পরামর্শক্রমে হইয়াছে। তদনন্তর সিন্ধিয়া স্বয়ং মগলের রাজ্যে সসৈন্যে যাত্রাকরত আগরা নগর ও তচ্চতুর্দিকস্থ সকল দেশ দখল করিলেন এবং নবাব উজীরকে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কাশীহইতে উদস্ত চৈৎসিংহ রাজাকে আপনার সেনাপতির মধ্যে স্থান দিলেন। পরে সিন্ধিয়া বাদশাহকে এমত লওয়াইলেন যে তিনি তাঁহাকে তাবৎ মগলরাজ্যের উজীরী কর্ম্মে নিযুক্ত করেন এবং তদ্দ্বারা মগল বাদশাহের ভারতবর্ষমধ্যে যে ক্ষমতা ছিল তাহা সিন্ধিয়ার হস্তে আইল। সিন্ধিয়া এতদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন হইবামাত্র বাদশাহকে কহিলেন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের স্থানে এত কর তোমার পাওনা আছে অতএব তাহা দাওয়া কর। সিন্ধিয়ার উপাখ্যান সমাপ্ত হইল। এইক্ষণে ইংগ্লণ্ডদেশে ভারতবর্ষসম্পর্কীয় যে সকল ব্যাপার হইয়াছিল তাহা প্রস্তাব্য।

পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবে যে আড়কাটের নবাব কিয়দ্বৎসরাবধি ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবের এবং অন্যেরদের স্থানে কর্জ্জ করিয়া তাহা পরিশোধকরণার্থে কর্ণাট দেশের রাজস্বের উপর বরাৎ দিয়াছিলেন। অপর তাঁহার কর্জ্জের এত বাহুল্য হইল যে তাহা অবিশ্বসনীয় এবং সকলেরি অনুমান হইল যে সেই কর্জ্জ প্রায় সমুদায়ই মিথ্যা অর্থাৎ নবাব কতক ইউরোপীয় ও দেশীয় লোকেরদের সঙ্গে ঐক্য হইয়া তাঁহারদের স্থানে অল্প টাকা কর্জ্জ করিয়া তদধিকসংখ্যাক টাকার খত লিখিয়া দিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে পার্লিমেণ্ট পুনঃ২ আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে কোম্পানি বাহাদুর সেই কর্জ্জের সত্যাসত্যতার তদন্ত না করিয়া তাহা মঞ্জুর করিবেন না বিশেষতঃ ভারতবর্ষের শাসন

বিষয়ে পিট্ সাহেবের যে ব্যবস্থা হয় তাহাতে এই আজ্ঞা লিখিত ছিল যে কোর্ট আফ ডৈরক্টর্স সাহেবেরা ঐ কর্জ্জসকলের প্রত্যেক খাতা বিবেচনাপূর্ব্বক সত্যাসত্যতার নিশ্চয় করিয়া তাহা পরিশোধের উপায় করিবেন। অতএব ঐ কোর্টের সাহেবেরা কর্জ্জের তজবীজ করিতে ভারতবর্ষীয় গবর্নর্ সাহেবেরদের নামে এক পত্র লিখিয়া পার্লিমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে তাহা বোর্ড কন্ত্রোলের সাহেবেরদের স্থানে সিদ্ধহওনার্থে প্রেরণ করিলেন।

কিন্তু ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ঐ কর্জ্জের সত্যাসত্যতার বিবেচনার ভার একেবারে আপনারদের উপরে লইলেন এবং কর্জ্জের কিয়দংশ ত্রিধা বিভক্ত করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে এই ত্রিধা বিভক্ত কর্জ্জের তজবীজ না করিয়া পরিশোধ করা যাইবে ইহাতে কোর্ট আফ ডৈরক্টর্স সাহেবেরা আপনারদের অসম্মতি জানাইলেন কিন্তু বোর্ডের সাহেবেরা তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া আপনারদের মতই স্থির রাখিলেন। তাহাতে ১৭৮০ সালের ফেব্রুআরি মাসে ফক্স সাহেব ঐ তাবদ্বিষয় পার্লিমেণ্টে উপস্থিত করাইলেন এবং তৎসময়ে বর্ক সাহেব যেরূপ বক্তৃতা করিলেন তাহা বক্তৃতাগ্রগণ্য। বর্ক সাহেব আপনার প্রস্তাবিত বাক্যের মধ্যে এই কহিলেন যে বোর্ড কন্ত্রোলের এই অন্যায় বিবেচনা কেবল পল বেনফিল্দ সাহেবের মন্ত্রণায় হইয়াছে যেহেতুক যে সকল কর্জ্জের টাকা বোর্ডের সাহেবেরা তজবীজ না করিয়া স্বীকার করিয়াছেন তন্মধ্যে ঐ বেনফিল্দ সাহেবের ষাইট লক্ষ টাকা পাওনা আছে এবং ঐ সাহেব অযথার্থরূপে যে টাকা ভারতবর্ষে প্রাপ্ত হইয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি পার্লিমেণ্টের মধ্যে আট জন সাহেবকে স্বপক্ষ করিয়াছেন এবং পার্লিমেণ্টে তাঁহার বাধ্য ঐ আট জনকে বাদশাহের উজীরের সহায়তা করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। উজীর ঐ সহাকর্ত্তার প্রতিদানস্বরূপ বেনফিল্দ সাহেবের যে সকল দাওয়া নবাবের উপরে ছিল তাহা বিবেচনা না করিয়া কোম্পানিকে একেবারে মঞ্জুর করিতে হুকুম দিলেন কিন্তু পার্লিমেণ্টে বাদশাহের উজীর জয়ী হ

হলেন এবং ঐ ত্রিধা বিভক্ত কর্জ্জ কর্ণাট দেশের রাজস্বহইতে দিতে আজ্ঞা হইল। অবশিষ্ট কর্জ্জসকলের তদন্তকরণের ভার মাস্ত্রাজের কমিস্যনর সাহেবেরদিগেরে দিলেন। সেই কর্জ্জ বিংশতি কোটি ঊনচল্লিশ লক্ষ টাকা লিখিত ছিল কিন্তু কমিস্যনর সাহেবেরা তাহার সত্যাসত্যতার বিবেচনাকরত দেখিলেন যে তন্মধ্যে ঊনিশ কোটি টাকা মিথ্যা ইহাতে সুতরাং বোধ হয় যে বাদশাহের উজীর যে কর্জ্জের তজবীজ না করিয়া পরিশোধ করিতে হুকুম দিয়াছেন তাহারো যদি সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা হইত তবে তাহাতেও তত্তুল্য চাতুরী প্রকাশ পাইত।

অপর যাঁহারা বাদশাহের উজীরকে ও বোর্ড কন্ত্রোলের সাহেবেরদিগকে তজবীজ না করিয়া উক্ত ত্রিধা বিভক্ত কর্জ্জ স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছিলেন তাঁহারা নবাবের হস্তে কর্ণাট দেশের রাজস্ব পুনরর্পণকরণবিষয়ে সচেষ্ট হইলেন। কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা ঐ রাজস্ব গবর্ণমেণ্টের হস্তে রাখিতে আজ্ঞা দিলেন ও বোর্ডের সাহেবেরা তাহা নবাবকে ফিরিয়া দিতে বিপরীত আজ্ঞা দিলেন। লার্ড মাকার্টনি সাহেবের এই সুস্পষ্ট বোধ ছিল যে ঐ দেশ এবং তাহার রাজস্ব নবাবকে ফিরিয়া দিলে তিনি তদুৎপন্ন টাকাসকল অপব্যয় করিবেন এবং কর্ণাটদেশের রক্ষণার্থে কিছুমাত্র টাকা থাকিবে না অতএব এবম্প্রকার দুর্দ্দশা না ঘটে এতদর্থে তিনি যথাশক্তি চেষ্টা করিলেন কিন্তু ঐ রাজস্ব ফিরিয়া দেওনের বিষয়েবোর্ডের হুকুম ভারতবর্ষে পঁহুছিবামাত্র তিনি আপনার কর্ম্মে ইস্তফা দিলেন। পরন্তু ইংগ্লণ্ডদেশে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যাত্রা করিয়া ঐ রাজস্ব গবর্ণমেণ্টের হস্তে রাখণের যে অত্যাবশ্যক তাহা কলিকাতায় বড় সাহেব ও কৌন্সেলি সাহেবেরদিগকে প্রদর্শন করাইয়া তাঁহারদিগকে এই মিনতি করিলেন যে আপনারা ঐ আজ্ঞা কোনযোগে কিঞ্চিৎ কাল স্থগিত রাখুন কিন্তু তাঁহারা স্বং পদ থাকে কি না এতদ্বিষয়ে এমত উদ্বিগ্ন ছিলেন যে সেই আজ্ঞা উলঙ্ঘনকরণে তাঁহারদের সাহস হইল না ইহা দেখিয়া লার্ড মাকার্টনি সাহেব এই প্রার্থনা করিলেন যে তবে এই অশুভ ব্যাপারেতে মান্দ্রাজের কোষ খর্ব্বন

শূন্য হইবে তখন আপনারা কলিকাতার কোষহইতে টাকা প্র দান করিয়া তাঁহার সাহায্য করুন কিন্তু ইহাতে তাঁহারা উত্তর করিলেন যে বঙ্গপ্রভৃতিদেশের উৎপন্ন রাজস্ব লইয়া মান্দ্রাজের সাহায্যকরণ দূরে থাকুক তাহা এখানকার খরচেই কুলায় না।

তদনন্তর লার্ড মাকার্টনি সাহেবের শারীরিক অস্বাস্থ্যপ্রযুক্ত বঙ্গদেশে অধিক কাল অবস্থিতি করিতে হইল। তথায় বাসকর ণসময়ে তিনি ইংগ্লণ্ডদেশহইতে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের মুখ্যপদে অর্থাৎ গবর্নর্ জেনরলের পদে নিযুক্ত হইলেন কিন্তু তাঁহার অস্বাস্থ্যপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডদেশে যাত্রাকরণের আব শ্যক হইল। অপরঞ্চ ভারতবর্ষে রাজশাসনের অনেক প্রকার সুনিয়ম না করিলে কর্ম্ম নির্ব্বাহকরা ভার এবং ঐ সুনিয়মে অনেক প্রবল ব্যক্তিরা যে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবেন ইহা তিনি সুজ্ঞাত ছিলেন এবং তত্তৎ নিয়ম নির্দ্ধার্য্যকরণের ক্ষমতা ইংগ্ল ণ্ডদেশহইতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে কি না ইহা অবগত না হ ইয়া তিনি রাজত্ব পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। এতন্নি মিত্তে ইংগ্লণ্ডদেশে গমন করিয়া ভারতবর্ষের অবস্থা কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স ও বাদশাহের উজীরের নিকটে ব্যক্ত করিতে ও ভারতব র্ষের রাজসাসনের পরিপাট্য করণের ক্ষমতা প্রার্থনা করিতে তিনি নিশ্চয় করিলেন অতএব তিনি ইংগ্লণ্ডদেশে যাত্রা করিয়া উক্ত পরাক্রান্ত ব্যক্তিরদের নিকটে এইসকল নিবেদন করিলেন। অপর তাঁহার চেষ্টিত সুনিয়ম স্থির করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি য়া কহিলেন যে আমার আরো এই এক নিবেদন আছে যে ভার তবর্ষে প্রতিবন্ধকতাচারি ব্যক্তিরদের স্থানে আমার মর্য্যাদা হয় এতদর্থে বাদশাহের অনুগ্রহের কোন বিশেষ চিহ্ন দিউন অর্থাৎ আমাকে কুলীনের উচ্চ পদে নিযুক্ত করুন। কিন্তু রাজার উজীর তাঁ হার এই প্রার্থনায় কিছুমাত্র উত্তর না করিয়া লার্ড কর্ণওয়ালি সাহেবকে গবর্নর্ জেনরলের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ভারতবর্ষে গত গবর্নর্ জেনরল সাহেবের নামে মাহাপরাধে র বিষয়ে যে অভিযোগ হয় তদ্বিষয় এইক্ষণে প্রস্তাব্য। বর্ক সাহেব এবং পার্লিমেণ্টের অন্তর্গত লোকেরদের মধ্যে যাঁহারা

তাঁহার স্বপক্ষ ছিলেন তাঁহারাই প্রথমতঃ এই অভিযোগ করান যে ভারতবর্ষে হেষ্টিংস সাহেব যে সকল কর্ম্ম করেন তাহা দোষযুক্ত অতএব এইক্ষণে তদ্বিষয়ের তদন্তকরণের অত্যাবশ্যক। বাদশাহ প্রথমতঃ তাহা স্বীকার করিলেন না বটে কিন্তু পরেসেই অভিযোগকরণে সহী দিলেন তাহাতে সাধারণ লোকের সভ এই আজ্ঞা করিলেন যে কুলীনের সভার সমক্ষে হেষ্টিংস সাহেবের নামে নালিশ হউক। অপর সাক্ষিসকল সংগ্রহ করিতে এবং মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে তাঁহারা আপনারদের সভাস্থ বিজ্ঞতম কএক জনকে কমিটী করিয়া নিযুক্ত করিলেন।

অপর ইংগ্লণ্ড রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ উএস্টমিনষ্টর নামক শালাতে ১৭৮৮ সালের ১৩ ফেব্রুআরি তারিখে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। তন্নিমিত্তে ঐ শালা অতিশয় ব্যয়পূর্ব্বক সাজান যায় শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের উপবেশনার্থে তাহাতে এক সিংহাসন স্থাপিত হইল এবং যে কুলীনেরা সেই স্থানে বিচার করিবেন তাঁহারদের নিমিত্তে স্বতন্ত্রং আসন নিরূপিত হইল এবং কুলীনেরা সকলেই দরবারী পোশাক পরিধান করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অপর কমন্সের সভাস্থেরদের নিমিত্তে এবং অন্য বিবি ও সাহেব লোকেরদের নিমিত্তে স্বতন্ত্রং আসন স্থাপিত হইল। এবং ঐ মহা আদালতের অত্যন্তসমারোহপূর্ব্বক বৈঠক হইলে রাজ্যের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা মান্য তাঁহারা সেই মোকদ্দমা শ্রবণার্থে তথায় উপস্থিত হইলেন। বর্ক সাহেব এবং মোকদ্দামানির্ব্বাহক কমিটীর সাহেবেরা তাহা নিষ্পত্তিকরণসময়ে যে বক্তৃতা করিলেন তদ্রূপ বক্তৃতা ইহার পূর্ব্বাপর ইংগ্লণ্ড দেশে কখন শ্রুত হওয়া যায় নাই।

ঐ মোকদ্দামার তাবদ্বিবরণ স্থানাভাবেতে লেখনে অক্ষম তদ্বিষয় এইমাত্র মন্তব্য যে মোকদ্দমা ১৭৮৮ সালের ফেব্রুআরি মাসে আরম্ভ হইয়া ১৭৯৫ সালের ২৩ এপ্রিল তারিখপর্য্যন্ত বিচার্য্যাবস্থায় থাকে অর্থাৎ সাত বৎসরেরো অধিক। উক্ত দিবসে হেষ্টিংস্ সাহেবের নামে যেং বিষয়ে অভিযোগ হয় তত্তদ্বিষয়েই তিনি নির্দোষী হইলেন অতএব ঐ মহা আদালতের সংস্থ•

টনার এই ফল হইল যে হেষ্টিংস সাহেব একেবারে মুক্ত হই লেন তাহাতে কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা তাঁহাকে সাড়ে আটাইশ বৎসরের নিমিত্তে চল্লিশ হাজার টাকা বার্ষিক মুশাহেরা নিরূপণ করিয়া দিলেন এবং তাঁহার মোকদ্দমা নির্ব্বাহকরণেতে যে ব্যয় হইয়াছিল তাহার ভার আপনারা লইয়া তাঁহাকে পাঁচ লক্ষ টাকা বিনাসুদে আঠার বৎসরের নিমিত্তে কর্জ্জ দিলেন।

৬ অধ্যায়।

লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব ১৭৮৬ সালের সেপ্তেম্বর মাসে গবর্নর্ জেনরলের পদ ধারণ করেন।

অপর ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অযোধ্যারাজ্যে যে সম্পর্ক ছিল তদ্বিষয়ে তাঁহার প্রথমেই মনোযোগ করিতে হইল। ঐ নবাব তাঁহার আগমনের সম্বাদপ্রাপ্ত হইবামাত্র আপনাকে কোম্পানির সৈন্যের খরচের ভারহইতে মুক্ত করিতে অতিশয় অনুনয়বিনয় পুর্ব্বক পত্র লিখিয়া জ্ঞাপন করিলেন যে আপনি আজ্ঞা করিলে আমি স্বয়ং কলিকাতায় যাত্রা করি কিন্তু লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব ইহা বিবেচনা করিলেন যে নবাবের তাবদ্দেশ রক্ষাকরণের ভার কানপুরে নিযুক্ত কোম্পানির এক সম্প্রদায় সৈন্যের উপরে রাখা পরামর্শসিদ্ধ নহে যেহেতুক নবাবের নিজ সৈন্যেরা প্রজারদের উৎপাতহইতে দেশ রক্ষা করিতে অসমর্থ অতএব কিরূপে তাহারা দেশের বহিস্থ শত্রুহইতে দেশ রক্ষা করিতে পারে অতএব ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য তথাহইতে না উঠাইয়া নবাবের খরচের কিঞ্চিল্লাঘব করিতে নিশ্চয় করিলেন। অপর অনেক বাদানুবাদের পর এই স্থির হইল যে কোম্পানি বাহাদুর নবাবের দেশ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিবেন এবং তন্নিমিত্তে নবাব সর্ব্বসুদ্ধ বৎসরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কোম্পানিকে প্রদান করিবেন।

লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে ইংগ্লণ্ডদেশে যে সকল আজ্ঞা

দেওয়া যায় তন্মধ্যে এই এক আজ্ঞা ছিল যে তিনি হয়দরাব
বাদে নিজামের স্থানে গন্তুর সরকারের দাওয়া করিবেন।
রাজা লৎজঙ্গ ১৭৭২ সালে পরলোকপ্রাপ্ত হন তদবধি নি
জাম ঐ সরকার স্বহস্তে রাখেন এবং ইংগ্লণ্ডীয়দিগের নিয়
মিত পেশকস তাঁহাকে দিলেন না। লার্ড কর্ণওয়ালিস ভারত
বর্ষে পঁহুছিয়া সর্ব্ববিষয়ক তত্ত্ব লইয়া এই বোধ করিলেন
যে ঐ সরকারের দাওয়াকরা কিছু কাল স্থগিত থাকিলে ভাল
হয় এইক্ষণে তাহার দাওয়া করিলে কি জানি নিজাম টেপু
সুলতানের সঙ্গে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ বা ঘটায় এবং তাহা
হইলে টেপুসুলতান ফ্রান্সীয়েরদের সঙ্গে ঐক্য বা হন। কিন্তু
কিঞ্চিৎ কাল পরে টেপুসুলতান মহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধে
প্রবৃত্ত হইলেন এবং ফ্রান্সীয়েরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদে সঙ্গে মিত্রতা
ব্যবহারে থাকিল অতএব তিনি ঐ সরকারের দাওয়াকরণের
সর্ব্বাপেক্ষা এই উপযুক্ত সময় বোধ করিয়া ভারতবর্ষীয় আ
চার ও ব্যবহারে অত্যন্ত বিজ্ঞ কাপ্তান কেনবে সাহেবকে তৎ
কর্ম্মে নিজামের দরবারে প্রেরণ করিলেন. এবং তৎসময়ে
মহারাষ্ট্রীয় রাজা সকলকেও তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত করাই
লেন। তৎকালীন নিজাম মহারাষ্ট্রীয়েরদের এবং টেপুসুল
তানের বিষয়ে অত্যন্ত শঙ্কাকুল ছিলেন এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের
আনুকূল্যের বিষয়ে তাঁহার অতিশয় ভরসা ছিল অতএব শ্রীশ্রী
যুতের ইচ্ছা জ্ঞাত হইবামাত্র তিনি ঐ সরকার তাঁহার হস্তে
অর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং পেশকসের বাকী টাকার
বিষয়ে এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা বিপক্ষগণের বৈরিতাহইতে নিজা
মকে রক্ষা করেন এমত এক সন্ধির প্রস্তাবকরণার্থে আপনার
প্রত্যয়িত এক জন মন্ত্রিকে কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রী
তথায় পঁহুছিয়া পেশকসের বাকীর বিষয়ে যে কথা ছিল শীঘ্র
তাহার সমাধা করিলেন কিন্তু সন্ধির বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিঘ্নোপস্থিত
হইল যেহেতুক পার্লিমেণ্টের সম্প্রতিকার এক ব্যবস্থায় অন্যং
রাজার সহিত যুদ্ধ ঘটনার সম্ভাবনা হইতে পারে এমত কোন
সন্ধি ভারতবর্ষে কোন রাজার সহিত করিতে গবর্নর্ জেনরল

সাহেবের প্রতি নিষেধ ছিল। লার্ড কর্ণওয়ালিস ইহা সুজ্ঞাত হইয়া পার্লিমেণ্টের আজ্ঞালঙ্ঘন না হয় অথচ নিজামের অভীষ্ট সিদ্ধি হয় এই নিমিত্তে তাঁহার সহিত ১৭৮৮ সালে যে সন্ধিপত্র হয় তাহা বজায় রাখিতে স্বীকৃত হইলেন তৎসন্ধিতে লিখিত ছিল যে নিজামকে শত্রুহইতে রক্ষা করিবেন। ইহাতে টেপুসুলতান একেবারে উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন যে এই প্রাচীন সন্ধিপত্র করণের পুনর্ব্বার উত্থাপনকরা কেবল আমারি অমঙ্গলের নিমিত্তে হইয়াছে কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ কাল পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয় তাহা এই সন্ধির উত্থাপনের দ্বারাই হইল কি তাহা টেপুসুলতানের মহানুভবেতে হইল তাহার নিশ্চয় নাই।

এইক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত টেপুসুলতানের যে যুদ্ধ হয় তাহার আদ্যন্ত বর্ণনার উপমক্রম আমরা করিলাম। মলয়বার তটে কোম্পানির তেলিচেরিনামক কুঠীর সন্নিধানে চেরিকার রাজার এক ক্ষুদ্র অধিকার ছিল এবং তিনি বহুকালাবধি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সঙ্গে অত্যন্ত মিত্রতা ব্যবহারপূর্ব্বক মধ্যেং তাঁহারদের স্থানে টাকাও কর্জ্জ করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ কর্জ্জের ক্রমশো বৃদ্ধিহওয়াতে তিনি রণ্ডাতেরানামে এক ক্ষুদ্র স্থান তাঁহারদিগকে বন্ধকস্বরূপ দিলেন। ১৭৮৬ সালে ঐ রাজা আপনার পদাতিকেরদিগকে তথায় প্রেরণ করিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে তথাহইতে তাড়াইয়া দিলেন। বোম্বের গবর্ণরমেণ্ট ইহা শুনিয়া তাঁহার হিসাবকিতাব করিয়া দেখিলেন যে তিনি অদ্যাপি কোম্পানির অনেক টাকা ধারেন তথাচ বলপূর্ব্বক ঐ হৃত স্থান অধিকার না করিয়া তাঁহার মনিব টেপুসুলতানের নিকটে এতদ্বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। অপর ১৭৮৮ সালপর্য্যন্ত এই বিষয় যবস্থবে থাকিল ঐ বৎসরে টেপুসুলতান তৎপ্রদেশান্তর্গত আপন অধিকারসকলের তত্ত্বাবধারণকরণার্থে উপস্থিত হইয়া তেলিচেরিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কুঠীপতির নিকটে এক পত্র লিখিলেন যে চেরিকার রাজা কহেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাঁহার এক লক্ষ টাকা ধারেন অতএব তাহা এইক্ষণে পরিশোধকর। ইহাতে ইংগ্ল

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অনুভব হইল যে টেপুসুলতানের তাঁহারদের সহিত যুদ্ধকরণের অভিপ্রায় হইয়াছে।

অপর টেপুসুলতান যখন সসৈন্য পশ্চিমদেশে উত্তীর্ণ হইলেন তখন ত্রিবন্‌কোটের রাজা সুতরাং তাহাতে উৎকণ্ঠিত হইলেন যেহেতুক তিনি এই বোধ করিলেন যে আমার অধিকার আয়ত্তকরণব্যতিরেকে টেপুসুলতানের আর কি নিমিত্তে এত দেশে আগমন হইয়াছে। কচীন রাজার দেশ অতিক্ষুদ্র এবং ঐ ত্রিবনকোটের রাজার অতিসন্নিহিত ইহার পূর্ব্বে কচীনের রাজা ত্রিবন্‌কোটের রাজার কিছু কর্জ্জ ধারিতেন পরে তাহা পরিশোধকরণে অক্ষম হইয়া ঐ রাজাকে আপনার দুই ক্ষুদ্র প্রদেশ প্রদান করেন। অপর ত্রিবন্‌কোটের রাজা হয়দরআলীর অত্যাচারের ভয়ে আপন প্রদেশের উত্তরাংশে মৃত্তিকাময় একটা বৃহৎ প্রাচীর প্রস্তুত করাইলেন ঐ প্রাচীরের কিয়দংশ কচীনের রাজার দত্ত প্রদেশের উপর দিয়া যায়। যে উপাখ্যানের প্রস্তাব এইক্ষণে আমরা করিতেছি ইহার পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহা স্থাপিত হয় এবং তাহা সমুদ্রের তীরঅবধি পনের ক্রোশ ব্যাপিয়া অনিমালয়পর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশপর্য্যন্ত গ্রথিত হয়। অপর ঐ প্রাচীর স্থাপিত হইলে পর হয়দরআলী কচীনের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আপনার বশীভূতকরণপূর্ব্বক তাঁহাহইতে কর গ্রহণ করেন। ১৭৮৮ সালে টেপু সেই তটে উপস্থিত হইলে কচীনের রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকরণার্থে যাত্রা করিলেন তাহাতে টেপু ঐ রাজাকে এই আজ্ঞা করিলেন যে ত্রিবন্‌কোটের রাজাকে তুমি যে দুই প্রদেশ প্রদান করিয়াছিলা তাহা পুনর্ব্বার ফিরিয়া লও তাহাতে কচীনের রাজা অত্যন্ত ভীত হইয়া এই সকল বিষয় মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্টকে অবগত করাইলেন এবং তত্রস্থ বড়সাহেব শ্রীযুত সর আরচিবাল্দ কেম্বল সাহেব ঐ ত্রিবন্‌কোটের প্রাচীর রক্ষাকরণার্থে তথায় অনেক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অপর তাহার কিঞ্চিৎ কালপরে বর্ষা উপস্থিত হওয়াতে তদ্বৎসরীয় যুদ্ধের তাবদ্ব্যাপারের নিবৃত্তি হইল। কিন্তু ১৭৮৯ সালে টেপুসুলতান সেই তটে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া ইংগ্লণ্ডী

য়েরদের অধিকারস্থ অথচ ত্রিবনকোটের প্রাচীরের অতিসন্নি কৃষ্ট ক্রাঙ্গণূর ও আয়াকট্টানামে দুর্গদ্বয়ের দাওয়া করিলেন। তাহাতে ত্রিবনকোটের রাজা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে ইহা জ্ঞাপন করিলেন যে এই দুই দুর্গ টেপুসুলতান আক্রমণ করিলে আমার দেশ রক্ষাহওয়া ভার অতএব এইক্ষণে আপনারা আমার সাহায্য করুন কিন্তু ঐ প্রার্থনাসূচক পত্র মান্দ্রাজে পঁহুছনের পূর্ব্বে সর আরচিবাল্দ কেম্বল সাহেবের পরিবর্ত্তে হলণ্ড সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি অত্যন্ত শান্তস্বভাবক অতএব তিনি তৎপত্রের এই উত্তর প্রদান করিলেন যে তোমার দেশের উপর কোন অত্যাচার না হইলে আমরা কোন সাহায্য করিতে পারি না। ত্রিবনকোটের রাজা এই উত্তর প্রাপ্তিমাত্র হলণ্ডীয়েরদিগকে কহিলেন যে ঐ দুই স্থান আমার নিকটে তোমরা বিক্রয় কর তাহা হইলে দুর্গদ্বয় আমার অধিকারের মধ্যে গণ্য হইবে এবং সুতরাং ইংগ্লণ্ডীয়েরা উক্ত দুর্গের বিষয়ে আমার সাহায্য করিবেন কিন্তু তাহা বিক্রয়করণেতে হলণ্ডীয়েরা সম্মত হইলে মান্দ্রাজের বড় সাহেব তাঁহার আনুকূল্য না করিয়া বরং প্রাতিকূল্যাচরণ করিলেন। অপর সেই স্থানের বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে টেপুসুলতান কহিলেন যে আমার অধীন এবং আমাকে করপ্রদায়ি কচীনের রাজার সীমানাতে ঐ স্থান আছে অতএব তাহা মহীসুর রাজ্যের অন্তর্গত। তাহাতে ত্রিবনকোটের রাজা এই উত্তর করিলেন যে ইহা সত্য নহে এবং হলণ্ডীয়েরদের কাগজপত্রে দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট বোধ হইল যে পোর্ত্তুগীশেরা ভারতবর্ষে আগমন মাত্র ঐ নগর আয়ত্ত করিয়াছিলেন পরে এক শত ত্রিশ বৎসর হইল হলণ্ডীয়েরা পোর্ত্তুগীশেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সেই স্থান অধিকার করেন এবং কচীনের রাজা কেবল বার বৎসর হইল মহীসুরের রাজার করদায়ী হইয়াছেন এবং তাঁহার যে দেশের নিমিত্তে তিনি কর দিতেছেন তাহার কোন অংশেতে ত্রিবনকোটের রাজার উক্ত প্রাচীর গ্রথিত নহে।

অপর অক্তোবর মাসের কৃষ্ণপক্ষে টেপুসুলতান সসৈন্য বালাঘাটের নিকটবর্ত্তী হইলেএবং ১৪ দিসেম্বর তারিখে

তিনি ত্রিবন্‌কোটের রাজ্যের সীমান্তহইতে সাড়ে বার ক্রোশ অন্তরিত এক স্থানে পঁহুছিলে তাঁহার অশ্বারূঢ়েরা দেশ লুঠ করিতে২ ঐ প্রাচীরের নিকটপর্য্যন্ত গমন করিল। তদনন্তর টেপুসুলতান রাজার উপরে এই তিন দাওয়া করিলেন প্রথমতঃ যে কএক আজ্ঞানধীন ব্যক্তিরা রাজার নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহারদিগকে আমার হস্তে সোপর্দ্দ করুন। দ্বিতীয় ক্রাঙ্গণূরে যে সকল সৈন্য আছে তাহারদিগকে উঠাইয়া লন যেহেতুক হলণ্ডীয়েরা সেই স্থান বিক্রয় করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন। তৃতীয় তাঁহার প্রাচীরের যে অংশ কচীনের রাজার প্রদেশের উপরে গ্রথিত আছে তাহা তিনি উঠাইয়া লন। ইহাতে রাজা উত্তর করিলেন যে আমার নিকটে যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহারা আমার কুটুম্ব তথাপি টেপুসুলতানের সহিত আমার মিত্রতারক্ষার্থে আমি তাঁহারদিগকে এইক্ষণে আশ্রয় আর দিব না। দ্বিতীয়। ক্রাঙ্গণূর স্থানেতে হলণ্ডীয়েদের অবশ্যই স্বত্বাধিকার আছে এবং তাহা মহীসুর রাজ্যের অন্তর্গত নহে অতএব তথাহইতে আমি আপনার সৈন্য উঠাইয়া লইব না। তৃতীয়। কচীনের রাজার যে প্রদেশে ঐ প্রাচীরের এক অংশ গ্রথিত হইয়াছে সেই প্রদেশ ঐ রাজা হয়দরআলীর বশীভূতহওনের পূর্ব্বে আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। অপর টেপু ত্রিবন্‌কোটের রাজাকে নিতান্ত অবাধ্য দেখিয়া ২৯ দিসেম্বর তারিখে অকস্মাৎ উক্ত প্রাচীরের এক অংশ দখল করিলেন কিন্তু যে ফটক আয়ত্ত করিতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল তথায় না পঁহুছিতে বিপক্ষ সৈন্যেরা তাঁহার সৈন্যেরদের সহিত এমত যুদ্ধ করিল যে তাহারা তথাহইতে পলায়ন করিল এবং টেপুসুলতানও স্বয়ং অতিকষ্টে তাহাতে রক্ষা পাইলেন।

এই সকল বিষয়ের সম্বাদ কলিকাতায় ২৬ জানুআরি তারিখে পঁহুছিলে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব মান্দ্রাজের গবর্নর সাহেবের নিকটে ইহা লিখিয়া জ্ঞাপন করিলেন যে টেপুসুলতান যেক্ষণে ত্রিবন্‌কোটের প্রাচীরের উপর আক্রমণ করিয়াছেন তৎক্ষণাবধি তাঁহাকে আমারদের শত্রুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকিবা

এবং কোম্পানির বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয়করণার্থে আর টাকা ব্যয় করিবা না এবং নবাবের উত্তমর্ণকে যে টাকা প্রদান করিতে স্থির হইয়াছিল তাহা এইক্ষণেই রহিত করিবা। সেই পত্রে তিনি আরো লিখিলেন যে টেপুসুলতানের এই অত্যাচারের বিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে প্রতিফল দিতেছি এবং নিজাম আলী ও মাহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে সন্ধিকরণের চেষ্টা পাইব এবং বোম্বেস্থ সৈন্যেরদিগকে এই আজ্ঞা দিব যে তাহারা এইক্ষণে গমনপূর্ব্বক মলয়বারের তটস্থ টেপুসুলতানের তাবদ্দেশ অধিকার করে। তাহার কিঞ্চিৎকাল পরে নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয় ও ইংগ্লণ্ডীয়েরা তিনে মিলিত হইয়া এই নিয়মে এক সন্ধিপত্র করেন যে তাঁহারা তিনে ঐক্য হইয়া টেপুসুলতানের সহিত যুদ্ধ করিবেন ও পরস্পর সর্ব্বসম্মতি না হইলে ঐ টেপুর সঙ্গে কোন প্রকারে সন্ধি করিবেন না ও যুদ্ধলব্ধ যত দেশপ্রাপ্ত হন তাহা সকলে সমানাংশ করিয়া লইবেন।

কিন্তু যে সময়ে গবরনর জেনরল সাহেব মহাযুদ্ধকরণার্থে এইরূপ সর্ব্বপ্রকার উপায় স্থির করিতেছিলেন তৎসময়ে মান্দ্রাজের বড় সাহেব কিছুমাত্র উদ্যোগ না করিয়া বরং সকল উপায়ের বাধা জন্মাইতে লাগিলেন এবং কলিকাতার বড় সাহেবের সঙ্গে বিবাদ করিতে লাগিলেন কিন্তু বড় সাহেব তাহাতে এই স্পষ্ট উত্তর করিলেন যে এই যুদ্ধের যত ঝুঁকী সকলি আমার উপরে থাকিবে ইহাতে তোমার সঙ্গে কিছু বিষয় নাই। অপর ৭ ফেব্রুআরি তারিখে টেপুসুলতান এই পত্র ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে উক্ত দুই স্থানের উপর ত্রিবন্‌কোটের রাজার যে দাওয়া আছে তাহা আমি আপনি বিবেচনা করিয়াছি অতএব যদি ইচ্ছা হয় তবে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আপনারদের জনেক দুই জনকে আমার নিকটে পাঠাইয়া ঐ সকল কাগজপত্র দেখিয়া তাহা নিষ্পত্তি করুন। তিনি আরো লিখিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সঙ্গে আমার অত্যন্ত সৌহার্দ্দ আছে অতএব কেবল এতদর্থে আমি লিখিতেছি যেহেতুক ত্রিবন্‌কোটের প্রাচীর অধিকারকরা আমার অতিসুসাধ্য। তাহাতে মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট এই

বিবেচনা করিলেন যে টেপুসুলতানের হজুরে আমারদের উকীল প্রেরণ করিলে লোকসমূহের মধ্যে আমারদের অমর্য্যাদা হই বেক এপ্রযুক্ত প্রেরণ করিলেন না।

অপর ২ মার্চ তারিখে টেপুসুলতানের ত্রিবনকোটের রাজার সহিত প্রথমে অল্প যুদ্ধ হয় তদনন্তর তিনি ক্রমিক দুই মাসপর্য্যন্ত ঐ প্রাচীর আয়ত্তকরণার্থে নানাবিধ উপায়েতে কালযাপন করিয়া ৭মে তারিখে আপনার তাবৎ সৈন্য লইয়া ঐ প্রাচীরের উপর চড়াউ করিলেন তাহাতে রাজার তাবৎ সৈন্যেরা ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল এবং টেপুসুলতান ক্রাঙ্গণূর স্থান এবং ত্রিবনকোটের উত্তর ভাগস্থ তাবদ্দেশ অধিকার করিয়া অগ্নিতে ও অস্ত্রেতে একেবারে বিনষ্ট করিলেন কিন্তু এই নিষ্ঠুর কর্ম্ম যে সময়ে তিনি সম্পন্ন করিতেছিলেন তৎসময়ে শুনিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা অন্য এক দিগে তাঁহার নিজাধিকার আক্রমণ করিতেছেন অতএব ২৪ মে তারিখে তিনি অল্প সৈন্য লইয়া সেই দিগে তাহা রক্ষার্থে গমন করিলেন। ইংগ্লণ্ডীয়েরা টেপুর সহিত যুদ্ধকরণের এই২ নিয়ম স্থির করিয়াছিলেন যে জেনরল মেডৌস সাহেব সৈন্যের প্রধান অংশ লইয়া কৈম্বিটুরদেশ আক্রমণ করিয়া জুগলহাটির পর্ব্বতীয় পথ দিয়া মহীসুর রাজ্যের নাভিপর্য্যন্ত পঁহুছিতে উদ্যোগ করিবেন এবং জেনরল আবরক্রম্বি সাহেব বোম্বেস্থ সৈন্য লইয়া মলয়বারের তটে টেপুর যে রাজ্য ছিল তাহা আক্রমণ করিবেন এবং কর্ণল কেলি সাহেব কর্ণাটদেশে রাজ্য সুরক্ষাকরণার্থে নিযুক্ত হইবেন।

অপর জেনরল মেডৌস সাহেব জুগলহাটির যে সকল প্রধান দুর্গম পথ তাহা আয়ত্ত করিতে লাগিলেন বিশেষতঃ তঞ্জাউর ও ত্রিচিনাপল্লী ও চারোআ ও এরোডা ও সত্যমঙ্গল। ডিণ্ডিগল ও পালাকাছারীনামক দুর্গদ্বয় মলয়বারের তটস্থিত অতএব তাঁহার গম্য পথের মধ্যে ছিল না কিন্তু ঐ দুই স্থান অতিপ্রয়োজনার্হ বুঝিয়া তাহা অধিকার করিতে নিশ্চয় করিলেন অতএব অনেক সৈন্য লইয়া কর্ণল ষ্টুআর্ট সাহেবকে তথায় প্রেরণ করিলেন তাহাতে তথাকার কিল্লাদার সেই স্থান প্রদান করিতে অস্বীকৃত

হইলে কর্ণল সাহেব দুই দিবসপর্য্যন্ত তাহার প্রতি গোলা নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু রাত্রিযোগে যখন সেই স্থানের উপর চড়াউ করেন তখন তিনি দেখেন যে সে দুর্গ এমত দুরাক্রমণীয় যে তাঁহার সৈন্যেরা অত্যন্ত সাহসিক হইয়াও তাহা আয়ত্ত করিতে পারিল না। কিন্তু বিপক্ষের সৈন্যেরা কি জানি যদি ইংগ্লণ্ডীয়েরা পুনর্ব্বার আক্রমণ করেন এই ভয়েতে আপনারদের কিল্লাদারের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই কিল্লা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে প্রদান করিল এবং কর্ণল ষ্টুআর্ট সাহেব সেই স্থানহইতে পালাকাছারীতে গমন করিলেন। এইরূপেতে এই যুদ্ধের আরম্ভকালেতেই ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মঙ্গল হইল যেহেতুক তাঁহারা এক অতিশয় দৃঢ় দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহারদের সৈন্য স্থানেং উত্তম শ্রেণীপূর্ব্বক স্থাপিত হইল কিন্তু তাঁহারদের যুদ্ধের এই নিয়মেতে এই এক দোষ ছিল যে তাহাতে তাবৎ সৈন্য এক স্থানে না থাকিয়া তিন স্থানে বিভক্ত হইল বিশেষতঃ কৈম্বিটুরেতে জেনরল মেডৌস সাহেবের সঙ্গে কতক এবং তাহাহইতে ত্রিশ ক্রোশ অন্তর সত্যমঙ্গল স্থানে জেনরল ফ্লাইড সাহেবের সঙ্গে কতক ও পালাকাছরীতে কর্ণল ষ্টুআর্ট সাহেবের অধীনে কতক এই দোষেতে বিপক্ষেরদের কএক উপকার হয় তদ্বিবরণ শ্রবণ করুন।

অপর ১৩ সেপ্তেম্বর তারিখে ইংগ্লণ্ডীয়েরা পর্ব্বতীয় পথ দিয়া গমনের কল্প করিয়াছিলেন তৎপথ দিয়া টেপুসুলতান নামিয়া কর্ণল ফ্লাইড সাহেবের উপর আক্রমণ করিলেন। তৎকালে তিনি সৈন্যেরদের এমত ব্যূহ করিয়াছিলেন যে তাহাতে টেপুসুলতানের আক্রমণ প্রায় নিষ্ফল হইল তথাপি ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে হটিতে হইল। টেপুসুলতান ঐ সৈন্যেরদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া শীঘ্র গমন করিয়া যেমন তিনি তাহারদের প্রতি আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতেছিলেন তেমনি জেনরল মেডৌস সাহেব তাহারদের নিকটে আসিতেছিলেন। উক্ত যুদ্ধের সময়ে কর্ণল ফ্লাইড সাহেব জেনরল মেডৌস সাহেবের স্থানহইতে এই এক পত্র প্রাপ্ত হইলেন যে ১৪ তারিখে আমি সসৈন্যে বেলোদি

স্থানে আসিব ইহাতে ফ্লাইড সাহেব তাঁহার সঙ্গে সম্মিলন করিতে নিশ্চয় করিয়া রাত্রিশেষের তিন ঘণ্টাপূর্ব্বে যাত্রা করিয়া পর দিবসের রাত্রি আট ঘণ্টাপর্য্যন্ত গমন করিলেন এবং তৎসময়ে তিন দিনপর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়াও ঐ বেলোদি স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে মেডৌস সাহেব তথায় নাই। কিন্তু জেনরল মেডৌস সাহেব তাঁহারদের দুর্দ্দশা শ্রবণ করিবামাত্র তথাহইতে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহারদিগের সঙ্গে মিলিলেন এবং উভয় সেনাপতি সসৈন্যে কৈম্বিটুর স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং সেই স্থানে কর্ণল ষ্টুআর্ট সাহেব আপনার সৈন্য লইয়া আসিয়া তাঁহারদের সঙ্গে একত্র হইলেন। এইরূপে ইংগ্লণ্ডীয়ের নানা স্থানস্থ তাবৎ সৈন্য একত্র হইল।

টেপুসুলতান ইংগ্লণ্ডীয়ের সৈন্য নানা স্থানে ছিন্নভিন্ন দেখিয়া এই আশা করিয়াছিলেন যে এইক্ষণে তাহারদিগকে একং করিয়া বিনষ্ট করিব। কিন্তু ইহাতে তাঁহার সেই ভরসা নির্মূল হওয়াতে তিনি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধসম্পাদক দ্রব্যাগার দুর্গের প্রতি আক্রমণ করিলেন এবং ঐ স্থান সকল সুরক্ষিত না থাকাতে এরোডার নিকটে তিনি আগমন করিবামাত্র সেই স্থান তাঁহার আয়ত্ত হইল। তদনন্তর তিনি কৈম্বিটুরের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সেই স্থানে বহুবিধ যুদ্ধনির্ব্বাহক দ্রব্য তোপপ্রভৃতি ন্যস্ত ছিল কিন্তু তথায় গমন করিলে তিনি শুনিলেন যে কর্ণল হার্টলি সাহেব তাঁহারদের সাহায্যার্থে সেই স্থানে গমন করিতেছেন ইহা শুনিয়া তিনি তথাহইতে পরাঙ্মুখ হইয়া দ্বারাপুরনামক স্থানের প্রতি যাত্রা করিলেন এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরাও তৎকালে বহু সৈন্য লইয়া কৈম্বিটুর স্থান অতি দৃঢ় করিলেন। ইতিমধ্যে টেপুসুলতান শুনিলেন যে কর্ণাট দেশরক্ষণার্থে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যে সকল সৈন্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহারা বড়মহাল আক্রমণ করিতেছে অতএব তিনি আপনার সৈন্যের চতুর্থাংশ জেনরল মেডৌস সাহেবের চৌকী দেওনে নিযুক্ত করিয়া অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া বড় মহালের প্রতি গমন করিলেন এবং যদ্যপিও বড় মহালে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সেনাপ

তি কর্ণল মাকসুএল সাহেবের ছিন্নভিন্নীকৃত সৈন্যেরদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইলেন তথাপি ঐ সাহেবের প্রধান সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ করিতে কোন সুযোগ পাইলেন না। ইতিমধ্যে জেনরল মেডৌস সাহেব বড় মহালের অঞ্চলেতে টেপুর গমনের কোন সম্বাদ না পাইয়া এরোডার নিকটে তাহার তদন্তকরণার্থে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে সুলতান উত্তর দিগে গমন করিয়াছেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনিও উত্তর দিগে গমন করিয়া ৫ নবেম্বর তারিখে টেপুসুলতানের সৈন্যের নিকটে পঁহুছিলেন কিন্তু যুদ্ধ না করিয়া মাকসুএল সাহেবের সহিত কর্ণল মেডৌস সাহেবের মিল হইল।

অপর ইংগ্লণ্ডীয়েরা মহীসুর রাজ্য আক্রমণকরণার্থে যুদ্ধের যে প্রথম নিয়ম করিয়াছিলেন সেই নিয়ম এইরূপ ভঙ্গহওয়াতে এবং ইংগ্লণ্ডীয়ের কএক দুর্গ বিপক্ষের হস্তগতহওয়াতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা উত্তর কালে কোনং স্থানে যুদ্ধ করিবেন টেপুসলতান এতদ্বিষয়ে কিছু নিশ্চয় অবগত হইতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি এই স্থির করিলেন যে আমি যে স্থানে গমন করিব ইহারাও আমার পশ্চাৎ২ আসিবে অতএব ইংগ্লণ্ডীয়দিগের নিজাধিকৃত স্থানের মধ্যে তিনি যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিয়া ত্রিচিনাপল্লী নগরের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সেনাপতিও ১৪ দিসেম্বর তারিখে তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন করিলেন কিন্তু নদীর বৃদ্ধিহওয়াতে টেপুসুলতান কোন মহা কীর্ত্তিজনক ব্যাপার করিতে পারিলেন না। অপর ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে আগত দেখিয়া তিনি আপনার ছাউনি উঠাইয়া করমণ্ডলদেশের নাভিপর্য্যন্ত গমন করিয়া তাবদ্দেশ বিনাশ করিতেং থিয়াগড়ে পঁহুছিলেন কিন্তু কাপ্তান ফ্লিণ্ট সাহেব ঐ দুর্গ এমত সুরক্ষা করিলেন যে তাহাতে টেপুসুলতানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। কিন্তু তৃণমালি ও পরমাকৈল স্থানে তিনি কৃতকার্য্য হইলেন। তথাহইতে তিনি ফুদচেরিতে গমন করিয়া ফ্রান্সীয়ের বড় সাহেবের সহিত কিছু কথোপকথন করিয়া ফ্রান্সদেশের বাদশাহের নিকট এক জন উকীলকে প্রেরণ করিয়া ছয় হাজার সৈন্য যাচ্ঞা করিলেন।

[৬ অধ্যায়।] [১৭৯০ সাল।]

অপর ১২ দিসেম্বর তারিখে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব মান্দ্রাজে পঁহুছিয়া জেনরল মেডৌস সাহেবকে সেই স্থানে আগমন করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্যসকল শীতকালপ্রযুক্ত মান্দ্রাজহইতে নয় ক্রোশ অন্তর বেলূর স্থানে ছাউনি করিল। বোম্বের বড় সাহেব জেনরল আবরক্রম্বি সাহেবের কীর্ত্তিবিষয় এইমাত্র কথয়িতব্য যে তিনি প্রায় যুদ্ধসময় গত হইলে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ১৪ দিসেম্বর তারিখে তিনি কাননূর স্থানে পঁহুছিয়া অল্প কাল যুদ্ধের পর সেই স্থান আয়ত্ত করিলেন এবং কিঞ্চিৎ কালপরে সেই তটস্থ টেপুর অন্য২ দুর্গ আক্রমণপূর্ব্বক তাবৎ দেশ ইংগ্লণ্ডীয়ের অধিকার করিলেন। অপর লার্ড কর্ণওয়ালিস মান্দ্রাজে পঁহুছিয়া দেখেন যে কর্ণাটদেশ নবাবের হস্তে যত কাল থাকিবে তত কাল তৎপ্রদেশের রাজস্ব পাওনের কিছু সম্ভাবনা নাই অতএব তিনি ঐ সকল দেশ গবর্ণমেণ্টের জিম্মায় রাখিতে নিশ্চয় করিলেন।

৭ অধ্যায়।০

অপর গবর্নর্ জেনরল উপায়ান্তর না থাকাতে যখন দেখিলেন যে নিতান্তই টেপুসুলতানের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে তখন তিনি স্বয়ং মান্দ্রাজে গমনপূর্ব্বক তথাকার সৈন্য লইয়া স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু জেনরল মেডৌস সাহেব যে মান্দ্রাজের বড় সাহেবী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ইহা শুনিলে তিনি আপনার তৎকল্প রহিত করিলেন। কিন্তু তাহার পরে যুদ্ধের প্রথম বৎসরে যে ফলের আশা করিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা হইল ইহা দেখিয়া তিনি তথায় স্বয়ং যাত্রা করিতে পুনর্ব্বার নিশ্চয় করিলেন এবং মান্দ্রাজে পঁহুছিয়া একেবারে ঋজুপথে টেপুসুলতানের অধিকারের নাভি দেশপর্য্যন্ত গমন করিলেন। তৎসময়ে টেপু ফুদচেরিতে ফ্রান্সীয়েরদের সহিত সন্ধিকরণের উপক্রম করিতেছিলেন এবং হঠাৎ শুনিলেন যে ৫ ফেব্রুআরি তারিখে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব

বেঙ্গলূরের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন অতএব ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য তাঁহার দেশের মধ্যে প্রবেশ না করে এতন্নিমিত্তে অতিত্বরায় তিনি সসৈন্য তথায় ফিরিয়া আইলেন কিন্তু টেপু তথায় না পঁহুছিতে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব পর্ব্বতীয় পথের দুর্গম স্থান অতিক্রম করিয়া বঙ্গলুরের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। অপর টেপুসুলতান ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সেই দুঃসাধ্য কর্ম্মেতে কৃত কার্য্যহওনের সম্বাদ পাইলে আত্মদেশ মধ্যে তাহারদের গমনের পথাবরোধকরণের উপায় না করিয়া কেবল বঙ্গলুরে স্থিত আপন স্ত্রীবর্গের রক্ষার বিষয়ে ভাবিত হইলেন। তাহারদিগকে সে স্থানহইতে লইয়া নির্ভয় স্থানে রাখা পাঁচ শত লোকের কর্ম্ম কিন্তু তিনি আপন তাবৎ সৈন্য লইয়া সেই কর্ম্মসিদ্ধকরণের নিমিত্তে যাত্রা করিলেন। তাঁহার এই অসঙ্গত কর্ম্মকরাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অতিশয় উপকার হইল যেহেতুক বিপক্ষেরা এক গোলা নিক্ষেপ না করিতে তাঁহারা বঙ্গলুরে পঁহুছিয়া ৫ মার্চ তারিখে সসৈন্য ঐ নগর ঘিরিলেন।

তৎপর দিবসে কর্ণল ফ্লাইড সাহেব টেপুসুলতানের সৈন্যের উপরে আক্রমণ করেন কিন্তু তৎকর্ম্মে কৃতকার্য্য না হইয়া আঘাতী হইলেন এবং তাঁহার সৈন্যেরদের হটিতে হইল। ঐ মাসের ৭ তারিখে বঙ্গলুর শহরের তলাস্থানের উপরে চড়াউ করিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহা অধিকার করেন সেই দিবসে টেপু তৎস্থান পুনঃপ্রাপণের উদ্যোগ করিলেন কিন্তু তিনি সেখানহইতে তাড়িত হইলেন ও তাঁহার দুই সহস্র সৈন্য মারা পড়িল। তৎপর কিয়দ্দিবসে উভয়পক্ষীয় সৈন্যেরদের পরস্পর যুদ্ধকরাতে কিছু জয়াজয় নিশ্চয় হইল না। তাহা দেখিয়া লার্ড কর্ণওয়ালিস চতুর্দ্দিগে ঐ স্থানের উপর একেবারে আক্রমণ করিতে নিশ্চয় করেন কিন্তু যে সময়ে তিনি তৎকর্ম্মের উপক্রম করিলেন তাহার পূর্ব্বে স্বীয় সৈন্যকে আপনার মনোগত জানাইলেন না। ইহার পূর্ব্বে ইংগ্লণ্ডীয়েরা গোলার দ্বারা ঐ স্থানের ভিত্তিভেদ করিয়াছিলেন সেই ভেদেতে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য প্রবিষ্ট হইতে উদ্যোগ করিল তাহাতে দুর্গস্থ সৈন্য সুতরাং তাহারদের নিবারণ

গে উদ্যুক্ত হইল এবং উভয়েতে মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল এই সংগ্রামকালে সৈন্যেরা অন্য দিগের কিল্লায় আরোহণীর এক পথের অনুসন্ধান পাইয়া ক্রমেং অতিগোপনে একং করিয়া তাহার উপর উঠিতে লাগিল। পরে উপযুক্তসংখ্যক লোক সেখানে উঠিলে তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিপক্ষেরদিগকে সঙ্গীনের দ্বারা তাড়াইতে লাগিল তাহাতে কিল্লাদার মারা পড়িল এবং ঐ ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা অত্যল্প কালের মধ্যে তাবৎ গড় অধিকার করিল তাহাতে বিপক্ষেরদের সহস্র লোক পঞ্চত্ব পায়। অপর টেপুসুলতান ইংগ্লণ্ডীয়েরদের দুর্গের মধ্যে প্রবেশের সম্বাদ প্রাপ্তিমাত্র দুর্গস্থ স্বীয় সৈন্যের সাহায্যকরণার্থে অন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন কিন্তু তাহারা না পঁহুছিতে নগর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল এবং টেপুসুলতান নগর হাতছাড়া হইয়াছে এই সম্বাদ পাইয়া অরুণোদয় না হওয়াপর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিলেন।

অপর ২৮ তারিখে লার্ড কর্ণওয়ালিস বঙ্গলুর হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক তাঁহার সহযোদ্ধা নিজামের অশ্বারূঢ়েরদের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে উত্তর দিগে যাত্রা করিলেন কিন্তু পঁয়ত্রিশ ক্রোশপর্য্যন্ত গমন করিয়া এবং অনেক সুসময় মিথ্যা ক্ষেপণ করিয়া এবং তাহারদের কিছু অনুসন্ধান না পাইয়া তাঁহার স্থগিত হইতে হইল অপর কি করিবেন এ বিষয়েতে উৎকণ্ঠিত হইয়া তিনি পাঁচ দিবসপর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া অগত্যা দক্ষিণ দিগে ফিরিয়া আইলেন কিন্তু পরাঙমুখ হইয়া এক দিবস যাত্রাকরণানন্তর তিনি যে সম্বাদপ্রাপ্ত হইলেন তাহাতে পুনর্ব্বার উত্তর দিগে গমন করিলেন। পরে দুই দিনের পথ গেলে তাঁহার সহযোদ্ধা নিজামের সহিত সাক্ষাৎ হইল তাঁহার সঙ্গে উত্তম অশ্বে আরূঢ় দশ হাজার অশ্বারূঢ় ছিল কিন্তু তাহারা প্রায় আপনারদিগকে বিপক্ষেরদের হস্তহইতে উদ্ধার করিতে অক্ষম সুতরাং তাহারা কি প্রকারে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সাহায্য করিতে পারিবে অতএব ইংগ্লণ্ডীয়েরা বঙ্গলুর হইতে প্রস্থান করিলে তাহারা কদাচ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ছাউনির সীমার বাহিরে যুদ্ধার্থে গমন করিতে সাহসিক হইল না।

আক্রমণ করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা পঁহুছনের পূর্ব্বে আপনার ভিত্তিভেদক তোপসকল তিনি নষ্ট করিয়াছিলেন এবং জেনরল আবরক্রম্বি সাহেবকে সসৈন্য ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন অতএব তিনি কহিলেন যে শ্রীরঙ্গপট্টমের উপর আক্রমণকরা এক্ষণে স্থগিতকরা উচিত ইহা কহিয়া তিনি সসৈন্য বঙ্গলুরপর্য্যন্ত হটিয়া আইলেন এবং পথিমধ্যে হুলিনামক দুর্গ আক্রমণ করিয়া তন্মধ্যে নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ কালপরে তিনি সেই দুর্গের প্রাচীরপ্রভৃতি সমভূমি করিতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু তন্মধ্যে প্রাপ্ত আহারীয় দ্রব্য সৈন্যেরা অল্প কালে খাইয়া ফেলিল এবং তাহারদের মধ্যে পুনর্ব্বার দুর্ভিক্ষ হইল তাহাতে দেশের অনুসন্ধানজ্ঞ কাপ্তান রিড সাহেব লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে কহিলেন যে আপনি যদি বৃঞ্জারি অর্থাৎ তণ্ডুলাদিব্যবসায়িরদিগকে আহ্বান করান তবে আহারীয় দ্রব্যের অপ্রতুল হইবেক না তাহাতে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব সেই বিষয়ের ভার তাঁহাকে দিলেন এবং তৎকর্ম্মে তিনি এমত উদ্যোগ করিলেন যে অত্যল্প কালে তণ্ডুলাদি বোঝাইকরা দশ সহস্র বলদ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ছাউনিতে পঁহুছিল সেই সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কপাল একেবারে ফিরিল যেহেতুক একই কালে বাঙ্গালাহইতে প্রেরিত এক শত হস্তী পঁহুছিল এবং ইংগ্লণ্ডদেশহইতে এক পত্র পঁহুছে তাহাতে লিখিত ছিল যে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা আপনার সকল কর্ম্মে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া যুদ্ধের খরচ যোগাইবার নিমিত্তে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা নগদ তোমার নিকটে প্রেরণ করিতেছেন এবং অধিক ইউরোপীয় সৈন্য অবিলম্বে পাঠাইবেন।

অপর এই যুদ্ধ নিবৃত্তিসময়ে সৈন্যেরদের আহারের বিষয়ে কিছু কষ্ট না হয় এতন্নিমিত্তে প্রত্যেক সৈন্য দল পৃথক২ স্থানে অবস্থিতি করাইলেন। অতএব ভও আপন সৈন্য লইয়া সরার অভিমুখে গমন করিলেন এবং নিজামের অশ্বারূঢ়েরা তাঁহার অন্যান্য সৈন্যের সহিত মিশ্রিত হইল এবং হরি পণ্ডিতের সৈ

ন্য ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্যের সঙ্গে মিলিয়া বঙ্গলুরে থাকিল। কর্ণাট দেশ ও মহীসুরদেশের মধ্যস্থলে পুলিকাটনামক পর্ব্বতীয় গম্য পথ আছে তাহা অসুর ও রায়াকিট্টানামক কিল্লাদারের দ্বারা সুরক্ষিত। তাহাতে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব বিবেচনা করিলেন যে এই দুর্গদ্বয় বিপক্ষেরদের হাতে যত কাল থাকে তত কাল মান্দ্রাজহইতে বঙ্গলুরে আহারীয় দ্রব্য আনা ভার। অতএব ঐ দুই কিল্লা হস্তগত করিতে তিনি নিশ্চয় করিয়া তাঁহার স্থানে অবশিষ্ট যে আট তোপ ছিল তাহা লইয়া ১৫ জুলাই তারিখে অসুরের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন বিপক্ষের সৈন্যেরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র কিল্লা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। এই কর্ম্ম সমাধাহওনানন্তর তিনি মেজর গৌডি সাহেবকে রায়াপাট্টা আক্রমণকরণার্থে পাঠাইলেন। ঐ কিল্লা অত্যাগম্য পর্ব্বতে স্থাপিত এবং তন্মধ্যে যুদ্ধের সরঞ্জামের কোন বিষয়ের অপ্রতুল ছিল না তথাপি ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহার উপর চড়াউকরণের কিঞ্চিৎকাল পরে তাহা তাঁহারদিগেরে অর্পিত হইল। ঐ দুই দুর্গ এইরূপে অধিকৃত হইলে পর্ব্বতীয় পথ একেবারে নিষ্কণ্টক হইল এবং তৎপথে মান্দ্রাজ হইতে আহারীয় যে দ্রব্যপ্রভৃতির আগমন ইহার পূর্ব্বে স্থগিত হইয়াছিল তাহা স্বচ্ছন্দে বঙ্গলুরে পঁহুছিতে লাগিল। সেই দ্রব্যের মধ্যে এইং ছিল বিশেষতঃ দুইং করিয়া শ্রেণীবদ্ধ টাকা বোঝাইহওয়া এক শত হস্তী এবং তণ্ডুলাদি বোঝাইকরা ছয় হাজার বলদ ও শরাব বোঝাইকরা এক শত গাড়ি ও অন্যান্য দ্রব্যবাহক কএক সহস্র মজুর। এই সকল দ্রব্য ৮ আগস্ত তারিখে বঙ্গলুরে পঁহুছে। এক কালে এত দ্রব্যের সংগ্রহকরা ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দেখা যায় নাই।

অপর বঙ্গলুর ও গরমকুণ্ডের মধ্যস্থানে কতিপয় দুর্গ ছিল এবং তদ্দ্বারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ও নিজামের সৈন্যেরদের মধ্যে পত্র ও দ্রব্যাদি গমনাগমনের ব্যাঘাত হইল এ নিমিত্তে তদ্দুর্গ আক্রমণার্থে মেজর গৌডি সাহেব প্রেরিত হইলেন। ঐ দুর্গের মধ্যে নন্দিদুর্গ সর্ব্বাপেক্ষা দুরাক্রমণীয় তাহা সাড়ে আট শত হাত

উচ্চ এক পর্ব্বতের উপর গ্রথিত এবং ঐ পর্ব্বতের চারি দিগের তিন দিগ এমত সোজা যে তাহার উপর আরোহণকরা ভার। অপর দিগ উত্তম দুই প্রাচীরেতে সুরক্ষিত। কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা অতিশয় যত্নপূর্ব্বক এক পথ প্রস্তুত করিয়া হস্তির দ্বারা পর্ব্বতের উপরে অত্যায়াসপূর্ব্বক তোপসকল লইয়া গেল তথা পি কিল্লাদার দুর্গ সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইল না ইহাতে ইংগ্ল ণ্ডীয়েরদের সেনাপতি কিল্লাদারের নিকটে ইহা নিবেদন করি লেন যে তবে আপনি স্ত্রীগণেরদিগকে এবং অস্ত্রধারণে অক্ষম ব্যক্তিরদিগকে কিল্লাহইতে স্থানান্তর করুন পাছে তাহারা আ মারদের আক্রমণেতে আঘাতী হয় তাঁহারা নিঃসৃত হইলে তিনি তাহাতে আক্রমণ করিলেন ও করিবামাত্র ইংগ্লণ্ডীয় সৈ ন্যেরা দুর্গের প্রাচীরে যে ভেদ করিয়াছিল তদ্দ্বারা প্রবেশ করি য়া কিল্লা অধিকার করেন।

অনন্তর ১৭৯১ সালের অবসান কালে ইংগ্লণ্ড দেশহইতে জা হাজসকল নব সৈন্য ও টাকা ও যুদ্ধের সরঞ্জামপ্রভৃতি লইয়া মান্দ্রাজে পঁহুছে তাহাতে যুদ্ধের বিষয়ে লার্ড কর্ণওয়ালিস সা হেব মহোদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অপর সম্প্রত্যাগত ঐ যুদ্ধ দ্রব্যাদি মান্দ্রাজহইতে সৈন্যেরদিগের নিকটে পঁহুছনে কিছু ব্যাঘাত না হয় এতন্নিমিত্তে পথি ঐ সকল দ্রব্যাদি চৌকী দেও নার্থে সৈন্য নিযুক্ত হইল এবং টৈপুর সৈন্যের কতক দল বড় মহালের অঞ্চলে দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহা শুনিয়া লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব কর্ণল মাক্সুএল সাহেবকে ঐ পর্ব্বতীয় পথ খোলাসা করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে কর্ণল মাক্সুএল সাহেব কিছু কালে কৃষ্ণগিরির সমীপে পঁহুছিলেন ঐ দুর্গ যেমন অনাক্রমণীয় তত্তুল্য অন্য দুর্গ ভারতবর্ষের মধ্যে প্রায় পাওয়া ভার। অপর ইংগ্লণ্ডীয়েরা রাত্রিযোগেতে দুর্গের তলী স্থান আক্রমণ করিয়া অনায়াসে তাহা অধিকার করিলেন এবং তাঁহারদের এই ভরসা হইল যে ঐ তলী স্থানহইতে পলায়ন কারি সৈন্যেরা যেমন দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইতে যাইবে তেমনি তাহারদের পশ্চাৎ আমরাও দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিব

অতএব ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা তাহারদের সঙ্গে এমত বেগে ধাব মান হইলেন যে বিপক্ষীয় সৈন্যেরা কেবল কিল্লার দ্বার রুদ্ধ ক রিবার অবকাশমাত্র পাইল। তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা দুর্গের বাহিরে থাকিলেন যদি তাঁহারদের সঙ্গে কাষ্ঠের সিঁড়ি থাকিত তবে তাঁহারা দুর্গাক্রমণ করিতে পারিতেন কিন্তু যেমন ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা ছাউনীহইতে সিঁড়ি আনিতে লাগিলেন তে মন বিপক্ষীয় সৈন্যেরা দুর্গের উপরহইতে বৃহৎ প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল তাহাতে সিড়ি ভগ্ন হইল এবং অনেক সৈন্যও মারা পড়িল পরে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি সে স্থান নিতান্ত অনাক্র মণীয় দেখিয়া আপনার সকল উদ্যোগ নিবৃত্তি করিলেন।

বঙ্গলুর ও শ্রীরঙ্গপটমের মধ্যবর্ত্তি স্থানে মহাবৃক্ষেতে আবৃত এবং স্থানেং দুর্গেতে সুরক্ষিত শ্রেণীবদ্ধ পর্ব্বত আছে ঐ দুর্গের মধ্যে কোনং দুর্গ বিশেষতঃ সাবেনদুর্গ অতিশয় দৃঢ় অতএব লার্ড কর্ণওয়ালিস ভিত্তিভেদক তোপ প্রাপ্ত হইলে ঐ দুর্গ আক্র মণ করিতে নিশ্চয় করিলেন। ঐ দুর্গ বৃহৎ এক পর্ব্বতের উপ রে গ্রথিত এবং ঐ পর্ব্বত এক পোআ পথপর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে সোজা এবং তাহার চতুর্দ্দিগে এক ক্রোশপর্য্যন্ত অগম্য এক জঙ্গল ছিল। সেই দুর্গ আক্রমণকরণের বিষয়ে যেং স্থানে প্রবেশকরণের সম্ভা বনা ছিল সেই সকল স্থান ক্ষুদ্র দুর্গ ও প্রাচীরেতে দৃঢ়ীভূত ছিল। ঐ দুর্গের আরো এক উপকার ছিল যে পর্ব্বতের শৃঙ্গ সমানরূপে এক গর্ত্তের দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত অতএব যদি দুর্গরক্ষকেরা বি পক্ষেরদের দ্বারা এক ভাগহইতে তাড়িত হয় তবে অপর ভাগে আশ্রয় লইতে পারে। অপর দুর্গরক্ষক সৈন্যেরা ইংগ্লণ্ডীয়ের আগমন সম্বাদ শুনিয়া নির্ভাবনায় রহিল যেহেতুক দুর্গের চতু র্দ্দিকস্থ নিবিড় বনপ্রযুক্ত ঐ স্থান এমত পীড়াজনক যে তাহার নাম মৃত্যুর দুর্গ রাখা গেল অতএব টেপুসুলতান সেই দুর্গ আক্রমণের উদ্যোগসমাচার পাইলে অত্যন্ত হৃষ্টমনা হইয়া কহিলেন যে বিলক্ষণ হইয়াছে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অর্দ্ধেক সৈন্য পীড়াতে মরিবে এবং অবশিষ্ট সৈন্যেরদিগকে আমি তলো আরের দ্বারা মারিব। অপর ইংগ্লণ্ডীয়েরা বিপক্ষেরদের

অজ্ঞাতসারে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দুর্গের প্রতি আপনারদের কামান পাতিয়া তাহার মধ্যে এমত ভেদ করিলেন যে তাহাতে প্রবেশ করা যাইতে পারে এবং ১৭৯১ সালের ২১ দিসেম্বর তারিখ আক্রমণকরণের নিমিত্তে নিরূপিত হইলে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব ও জেনরল মেডৌস সাহেব ঐ সংগ্রামদর্শনার্থে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার পর ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরদের প্রতি হুকুম হয় যে তাহারা চারি ভাগে বিবক্ত হইয়া চারি দিগ হইতে একেবারে কিল্লার উপর আক্রমণ করিবে এবং মধ্যাহ্নের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে বাদ্যকরেরা উৎসাহজনক বাদ্য বাজাইতে লাগিল তাহাতে সৈন্যেরা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিল অপর বিপক্ষেরা ভিত্তিভেদ স্থানরক্ষণার্থে পর্ব্বতের শৃঙ্গহইতে নামিল কিন্তু তাহারা যেমন ইংগ্লণ্ডীয়দিগকে অগ্রসর হইতে দেখিল তেমন তাহারদের উদ্যমভঙ্গ হইয়া তাহারা একেবারে পলায়ন করিয়া শৃঙ্গের উপরে ফিরিয়া গেল এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরাও তাহারদের পশ্চাৎ২ দৌড়িতে কিছু ত্রুটি করিলেন না। শৃঙ্গের উপরে যেমত এক ব্যক্তি দ্বার রুদ্ধ করিতেছিল তেমনি নীচেহইতে এক জন গোরা সিপাহী তাহাকে গোলার দ্বারা নষ্ট করিল এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা দ্বার মুক্ত পাইয়া অতিত্বরায় তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুর্গ একেবারে অধিকার করিলেন এই যুদ্ধে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কেবল এক জন সিপাহী মারা পড়িল। অপর ২৩ দিসেম্বর তারিখে কর্ণল ষ্টুআর্ট সাহেব উত্তরদুর্গনামক অন্য এক দুরাক্রমণীয় দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং তাহার পর সেই অঞ্চলের সকল ক্ষুদ্র২ দুর্গ সুতরাং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল অতএব শ্রীরঙ্গপটমের উপরে আক্রমণকরণের আর কিছু বাধা রহিল না যেহেতুক ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ছাউনি টাকা ও আহারীয় দ্রব্যেতে পরিপূর্ণ অথচ তৎসময়ে টেপুর কোষ এমত অর্থশূন্য যে সৈন্যেরদের আহারীয় দ্রব্যের মূল্য দিতে পারিলেন না এবং তাঁহার নিমিত্তে যে সকল আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা গিয়াছিল তাহা ইংগ্লণ্ডীয়েরা মূল্য দিয়া ক্রয় করিলেন।

এক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এতদ্দেশীয় সহযোদ্ধা অর্থাৎ মহারা

ষ্টীয় ও নিজামের কৃত কর্ম্মেতে অবলোকনকরা উচিত। নিজামের সৈন্য কেবল দুই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইল বিশেষতঃ গঞ্জিকটা ও কোপাল এই দুই স্থান আয়ত্ত করিল কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহায়তাব্যতিরেকে সেই স্থানে কদাচ অধিকার হইত না। এই কর্ম্ম সমাধাকরণানন্তর তাঁহার সৈন্যেরা গরমকুণ্ড হস্তগতকরণেতে উদ্যত হইল কিন্তু এই বিষয়েও তাহারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সিপাহী ও বন্দুকের আনুকূল্য প্রাপ্ত না হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইত না যেহেতুক নন্দিদুর্গে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যে গোলোন্দাজেরা যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারদের সাহায্যে এবং বঙ্গলুরে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যে তোপপ্রভৃতি ছিল তাহার দ্বারা উক্ত গরমকুণ্ডের তলস্থ দুর্গে প্রবেশনীয় ভেদ হইল। কিন্তু উচ্চস্থ দুর্গ তাহারদের হস্তগত না হইতে টেপুসুলতানের পুত্র হয়দর সাহেব পিতার সৈন্য লইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক তলস্থ দুর্গ পুনর্ব্বার অধিকার করিলেন এবং সেখানে যে সৈন্য ছিল তাহারদিগকে ধৃত করিলেন। তৎসময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আহারীয় ও যুদ্ধ দ্রব্য পর্ব্বতীয় পথ দিয়া যাইতেছিল এবং হয়দর সাহেব তাহা আক্রমণ করিতে চাহিলে করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি কেবল গরমকুণ্ডের সৈন্যদলকে নূতন সৈন্যদ্বারা পুষ্ট করিয়া শ্রীরঙ্গপটমে ফিরিয়া গেলেন এইমাত্র নিজামের সৈন্যেরদের কীর্ত্তি।

অপর পরশুরাম ভওজি সেপ্তম্বর মাসের আরম্ভকালে চিতলদুর্গের নিকটে পঁহুছেন। ঐ দুর্গ ভারতবর্ষস্থ পর্ব্বতীয় দুর্গের মধ্যে অতিদুরাক্রমণীয় এবং কথিত ছিল যে তাহা দশ সহস্র সৈন্যের দ্বারা সুরক্ষিত। ইহাতে বলের দ্বারা তাহা আক্রমণকরণে হতাশ হইয়া ভওজি ছলের দ্বারা তাহা আক্রমণকরণের চেষ্টা পাইলেন কিন্তু ইহাতেও ভগ্নোদ্যম হইয়া তিনি তদ্দুর্গের সম্মুখে তাঁহার অশ্বের সকল তৃণাদির শেষ না হওয়াপর্য্যন্ত অর্থাৎ দিসেম্বর মাসপর্য্যন্ত সেখানে বসিয়া থাকিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কাপ্তান লিটিল সাহেব এবং এক দল ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য তৎসময়ে তাঁহার ছাউনিতে ছিলেন। উক্ত কাপ্তান সাহেব ১৯ সেপ্তম্বর তারিখে হুলি হোনরিনামক দুর্গ আয়ত্ত করিয়া তৎপ

রে অন্যং ক্ষুদ্র দুর্গ আয়ত্ত করেন। কিন্তু এই স্থলে মন্তব্য যে এই বৎসরের যুদ্ধকালের উপক্রমসময়ে টেপুসুলতান স্বীয় এক অতিবিজ্ঞ সেনাপতির অধীনে চিতল দুর্গের অঞ্চলে এক মহাদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ সেনাপতি প্রথমতঃ সিমোগা স্থানে অবস্থিতি করিলেন কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরদের আগমনে তিনি তৎসমীপস্থ বনে গমন করিয়া ছাউনি করিলেন। অতএব তাঁহার সৈন্যেরদিগকে জয়করা অত্যাবশ্যক বোধ হইল যেহেতুক তাহারা সন্নিহিত থাকিতে টেপুসুলতানের কোন দুর্গ আক্রমণকরা অসাধ্য। কিন্তু টেপুসুলতানের সেনাপতি যে স্থানে ছাউনি করিলেন সে স্থানে যেপর্য্যন্ত দুরাক্রমণীয় তাহা অনির্ব্বচনীয়। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে তুঙ্গ নদী এবং বামপার্শ্বে অভেদ্য জঙ্গলেতে আবৃত পর্ব্বত তাহার পশ্চাৎ তত্তুল্য জঙ্গল এবং তাহার সম্মুখে এক মহাগর্ত্ত ও গর্ত্তের পরেই জঙ্গল অতএব এমত স্থানস্থিত বিপক্ষের সৈন্যের প্রতি আক্রমণকরা মহা সাহস ও নৈপুণ্য সাধ্য এবং মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিরদিগকে টেপুর সেনাপতির উপরে আক্রমণকরণের কথা উপস্থিত হইলে তাহারা কম্পিতকলেবর হইয়া কহিল যে আমারদের বারুদ নাই তাহাতে বিপক্ষেরদের সহিত যুদ্ধকরণের তারভার ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উপরে পড়িল এবং দিবা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে কাপ্তান লিটল সাহেব আপনার ক্ষুদ্র অথচ উৎসাহান্বিত সৈন্য দল লইয়া জঙ্গলে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু বিপক্ষেরদের সন্নিকৃষ্ট হইলেই এমত গোলাবৃষ্টি হইল যে তাহাতে দুই জন সেনাপতি সাহেব তৎক্ষণেই পঞ্চত্ব পাইলেন ইহাতে সৈন্যেরদের কিঞ্চিৎ উদ্যমভঙ্গ হইল ইহা দেখিয়া কাপ্তান লিটল সাহেব তাহারদের অগ্রেং গমন করিয়া অসমসাহসপূর্ব্বক বিপক্ষেরদের উপরে চড়াউ করিলেন পরে তাহারা পলায়নপর হইলে কাপ্তান সাহেব তাহারদের পাছেং ধাবমান হইয়া দশ তোপ হস্তগত করিলেন। কিন্তু যে মহারাষ্ট্রীয়েরা বিপক্ষেরদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রথমেই হঠিল তাহারা বিপক্ষেরদের সৈন্য পরাজিত দেখিয়া তাহারদের ছাউনি লুঠ করিতে কিছু

মাত্র ত্রুটি করিল না। এই যুদ্ধকালে টেপুর সঙ্গে অনেক ভারিং যুদ্ধ হইলবটে কিন্তু কাপ্তান লিটল সাহেবের সৈন্যেরা এই যুদ্ধে যেমত সাহস ও নৈপুণ্য দর্শাইল তত্তুল্য সাহস অন্য কোন যুদ্ধেতে দৃষ্ট হয় নাই যেহেতুক তাঁহার সৈন্যেরা ছত্রিশ ঘণ্টাপর্য্যন্ত অবিশ্রামে ও অনশনে অস্ত্রাম্বিত হইয়া সংগ্রাম করিল। অপর বিপক্ষেরদের দল এইরূপে ভগ্ন হইলে কাপ্তান লিটল সাহেব সিমোগা নগরের উপর আক্রমণ করিলেন এবং তাহা অগৌণে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল। তাহার পর পরশুরাম ভও জানুআরি মাসপর্য্যন্ত নিষ্কর্ম্মে বসিয়া ২৮ জানুআরি তারিখে বেদনূর স্থান সসৈন্য ঘিরিলেন কিন্তু টেপুসুলতান স্বীয় নিপুণ এক সেনাপতিকে সসৈন্য সেই স্থানে প্রেরণ করিলেন এবং উক্ত ভওজি তাহারদের সহিত যুদ্ধ না করিয়া বরং হটিতে লাগিলেন এবং তাহার পর এক অতিশয় বক্র পথ দিয়া ১০ মার্চ তারিখে শ্রীরঙ্গপটমস্থিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্যের সহিত মিলিলেন।

ইতিমধ্যে বোম্বের সৈন্যেরা কিঞ্চিৎ সুস্থ ও দলপুষ্ট হইয়া এবং সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধসরঞ্জামেতে সসজ্জ হইয়া ২৩ নবেম্বর তারিখে তেলিচরি নগর ত্যাগকরণপূর্ব্বক অত্যন্ত আয়াসেতে আপনারদের বৃহৎ ছিয়াশী তোপ এবং চল্লিশ দিবসের আহারীয় দ্রব্য পর্ব্বতের উপরিস্থানপর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের এই মত মানস ছিল যে পরশুরাম ভও আপনার সৈন্য লইয়া বোম্বের সৈন্যের সহিত মিলিবেন এবং উভয়েই দক্ষিণ দিগে শ্রীরঙ্গপটমের উপর আক্রমণ করিবেন কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপে ভওজি বেদনূর নগর আক্রমণ ও লুঠকরণাভিপ্রায়ে পথি বিলম্ব করাতে কর্ণওয়ালিস সাহেবের ঐ কল্প নিরর্থক হইল। তাহাতে তিনি জেনরল আবরক্রম্বি সাহেবকে এই আজ্ঞা দিলেন যে আপনি তোপসকল নিঃশঙ্ক স্থানে রাখিয়া পত্র পাইবামাত্র সসৈন্য যে কোন স্থানে যাত্রা করিতে প্রস্তুত থাকিবা। ইতিমধ্যে টেপু সুলতান যুদ্ধের বিষয়ে যে উদ্যোগ করিলেন তাহা অতিশিথিল। জুন মাসের শেষার্দ্ধে তিনি কৈম্বিট

রের প্রতিকূলে আপন সৈন্য প্রেরণ করিলেন কিন্তু তথাকার ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি তাহারদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। তাহার পর তিনি স্বয়ং পরশুরাম ভওয়ের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিলেন ইহাতে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব এমত চিন্তিত হইলেন যে টেপুসুলতানকে অন্য মনস্ককরণাভিপ্রায়ে তাঁহার পশ্চাৎ২ কিয় দ্দিবসপর্য্যন্ত যাত্রা করিলেন কিন্তু টেপু বেদনূরহইতে যে আহারীয় দ্রব্যের আইসনের অপেক্ষায় ছিলেন সেই দ্রব্যাদি বিপক্ষেরদের হাতহইতে রক্ষা করিয়া স্বরাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার পর তিনি স্বীয় সৈন্যের দ্বিতীয় গণ্য কমিরুদ্দীন খাঁকে কৈম্বিটূরে প্রেরণ করিলেন তাহার যাত্রার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে বঙ্গলুর ও কর্ণাটদেশের মধ্যে কৃষ্ণগিরিনামক তাঁহার যে এক দুর্গমাত্র ছিল তাহার রক্ষক সৈন্যের দল পুষ্ট করিয়াছিলেন। উক্ত কমিরুদ্দীন অক্টোবর মাসের শেষার্দ্ধে পাঁচশত অশ্বারূঢ় ও আট সহস্র পদাতিক ও চৌদ্দটা তোপ লইয়া কৈম্বিটূরের সম্মুখে পঁহুছিলেন। তৎকালে তৎস্থানে লিপ্তেনন্ত চামরস সাহেব ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন তিনি পালাকাছারীস্থিত মেজর কপেজ সাহেবের সমীপে অবিলম্বে লোক পাঠাইয়া সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং মনে২ এই স্থির করিলেন যে তাঁহার প্রেরিত সৈন্যের আগমনপর্য্যন্ত আমি বিপক্ষেরদের সৈন্য থামাইয়া রাখিতে পারিব কিন্তু তাঁহার বারুদের অত্যন্ত অপ্রতুল ছিল তাহাতে মেজর সাহেব অগ্রে২ তাঁহার নিকটে কিছু২ বারুদ পাঠাইয়া আপনি সসৈন্য অবিলম্বে সেখানে যাত্রা করিলেন। অপর তিনি কৈম্বিটূরহইতে তিন ক্রোশ দূরে পঁহুছিলে কমিরুদ্দীন খাঁ তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধকরণার্থে সসৈন্য যাত্রা করিলেন এবং মেজর সাহেবের সৈন্য ও পালাকাছারীস্থানের মধ্যস্থলে নিপুণতাপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া মেজর সাহেবের অতিসংশয় জন্মিল। যদি কৈম্বিটূরে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যরক্ষার্থে তথায় গমন করেন তবে কমিরুদ্দীন খাঁ পালাকাছারী অধিকার করিবে কিন্তু যদি তিনি পালাকাছারী রক্ষার্থে তথায় ছুটিয়া যান তবে কমিরুদ্দীন খাঁ কৈম্বিটূর নগর অনায়াসে অধিকার করিবে ও তাহার মধ্যে যত সৈন্য আছে সে

সকলকে ধৃত করিবে ইহাতে মেজর সাহেব এই বিবেচনা করিলেন যে পালাকাছারী পর্ব্বতীয় অতিশয় দুরাক্রমণীয় স্থানস্থিত এবং বিপক্ষেরা যদি একবার সে স্থান অধিকার করে তবে তাহারদিগকে তথাহইতে তাড়াইয়া দেওয়া দুষ্কর হইবেক বরং কৈম্বিটুর ছাড়িয়া পালাকাছারী রক্ষাকরা কর্ত্তব্য। ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি হটিয়া গেলেন তাহাতে কমিরুদ্দীন খাঁ তাঁহার পশ্চাৎ২ অনেক দূরপর্য্যন্ত গেলেন কিন্তু যুদ্ধ করিবার কোন সুযোগ না পাইয়া কৈম্বিটুরে ফিরিয়া আইলেন এবং লিপ্তেনন্ত চামরস সাহেবের বারুদসকল ফুরাইয়া গেলে অগত্যা কমিরুদ্দীন খাঁকে ২ নবেম্বর তারিখে কৈম্বিটুর নগর অর্পণ করিতে হইল অর্পণকরণ সময়ে তিনি এই নিয়ম করেন যে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যসকল পালাকাছারীতে প্রেরিত হইবেক কিন্তু কমিরুদ্দীন খাঁ সেই সকল নিয়ম স্বীকারকরণের পর তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীরঙ্গপটমে সৈন্যের দিগকে প্রেরণ করিলেন। এতৎসময়ে টেপুসুলতান পুনর্ব্বার সন্ধিকরণের চেষ্টা পাইলেন কিন্তু লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব তাঁহার দূতকে ফিরাইয়া এইমাত্র উত্তর দিলেন যে কৈম্বিটুর স্থানার্পণকরণসময়ে যে নিয়ম হইয়াছিল তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া টেপুসুলতান যে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে কয়েদ করিয়াছেন তাহারদিগকে মুক্ত না করিলে সন্ধিকরণের কোন প্রসঙ্গ শুণা যাইবেক না।

অপর ২৫ জানুআরি তারিখে নিজামের সৈন্যসকল ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্যের সঙ্গে মিলিল এবং সে সৈন্যের সহিত যে রাজকুটুম্ব ছিলেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকরণার্থে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব অতিসমারোহপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন কিন্তু তিনি বড় সাহেবকে বাহিরে তিন চারি ঘণ্টাপর্য্যন্ত খাড়া করিয়া রাখিলেন এবং অপরাহ্নের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। অপর ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য যাত্রাকরণের পূর্ব্বে তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল এবং ঐ অদ্ভুত দর্শন দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিরা চমৎকৃত হইল। তাহার পর একেবারে খজুরেখায় শ্রীরঙ্গপটমের অভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিল। অপর ৫ ফিব্রু

আরি তারিখে তাহারা শ্রীরঙ্গপটমের দৃষ্টিগোচর স্থানে পঁহু ছিয়া দেখে যে বিপক্ষেরা নগরের প্রাচীরের নীচে ছাউনি করিয়া রহিয়াছে তাহার পর ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা সুলতানের সৈন্যের সম্মুখে অবস্থিতি করিয়া রহিল এবং নিজামের ও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের পশ্চাৎভাগে এক দল বামে ও অন্য দল দক্ষিণে ছাউনি করিল। তাহার পর লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব জেনরল আবরক্রম্বি সাহেবের সমীপে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে শ্রীরঙ্গপটমের দক্ষিণ বিশ ক্রোশ অন্তর এক অতিশয় দুরাক্রমণীয় স্থানে গমন করিতে আজ্ঞা দিলেন তাঁহার এই কল্প ছিল যে হয়দরাবাদ নতুবা মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরদিগকে ঐ জেনরল সাহেবের সহিত মিলিতে আজ্ঞা দেন এবং তাহাতে শ্রীরঙ্গপটম চতুর্দ্দিগেতে একেবারে বেষ্টিত হয় কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরদের আহারের অপ্রতুল আছে এবং ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য ছাড়া হইলে তাহারা কিছু করিতে পারিবে না এবং পরশুরাম ভও তৎকর্ম্মে যাত্রাকরণে এমত অনিচ্ছুক হইলেন যে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব বিরক্ত হইয়া তাঁহার নামের অভিযোগপত্র পুণাতে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে নিজামের সৈন্য ও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিল।

শ্রীরঙ্গপটম এক উপদ্বীপের উপরিস্থিত অর্থাৎ কাবেরী নদী দুই অংশ হইয়া পরে সেই উপদ্বীপের নীচে পুনর্ব্বার সম্মিলিত হয়। ঐ স্থান অতিশয় নৈপুণ্যরূপে গ্রথিত দুর্গের দ্বারা সুরক্ষিত এবং তন্মধ্যে যে তৈনাতী সৈন্য নিযুক্ত ছিল তদ্ভিন্ন টৈপুসুলতান পাঁচ হাজার অশ্বারূঢ় ও চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ সহস্র পদাতিক সৈন্য লইয়া তাহার উপরে আক্রমণকরণের নিবারণে প্রস্তুত ছিলেন। টৈপুসুলতান নগররক্ষণার্থে এই কল্প করিয়াছিলেন যে বিপক্ষেরদের আক্রমণে এত প্রতিবন্ধকতা জন্মাইব যে তাহারদের অতিবিলম্ব হয় ও তাহারদের তাবৎ আহারীয় দ্রব্য ফুরাইয়া যায় তাহাতে সুতরাং তাহারদের সেখানহইতে উঠিয়া যাওনের আবশ্যক হইবে। অতএব লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহে

বের মনে এই প্রবোধ জন্মিল যে বিপক্ষেরদের উপরে অবিল
ম্বে আক্রমণকরা আবশ্যক এবং এমত দৃঢ় স্থানের উপরে দি
নে আক্রমণ করিলে তাহাতে অনেক লোকের প্রাণহানি হইবে
ক ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি রাত্রিযোগে আক্রমণ করিতে
নিশ্চয় করিলেন। তাহাতে তিনি অতিসঙ্গোপনে আক্রমণের
তাবৎ নিয়ম নিশ্চয় করিলেন এবং নগরের সম্মুখে পঁহুছনের
পর দিবসে অর্থাৎ ৬ ফেব্রুআরি তারিখে সৈন্যসকল সূর্য্যাস্তকা
লে বিদায় পাওনসময়ে তাহারদের প্রতি অস্ত্র ও বারুদাদি সঙ্গে
লইয়া পুনর্ব্বার শ্রেণীবদ্ধ হইতে আজ্ঞা দিলেন। অপর সাড়ে আট
ঘণ্টার সময়ে বিপক্ষেরদের উপরে আক্রমণ করিতে তাহারদের
প্রতি হুকুম হয় সেই রাত্রি অতিশয় নির্ব্বাত ও জ্যোৎস্নান্বিত
এবং সৈন্যসমূহ অতিশয় মৌনী হইয়া কিন্তু উষ্মান্বিত হৃদয়ে
যাত্রা করিল। পরে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য শ্রেণীক্রমে বিভক্ত হইল এক
দল লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের অধীন। দ্বিতীয় মেডৌস সাহে
বের অধীন। তৃতীয় কর্ণল মাক্‌সুএল সাহেবের অধীন। টেপুসু
লতানের এমত অনুভব ছিল না যে বোম্বেস্থ সৈন্যের মিলনের
পূর্ব্বে তিনি আমার উপরে চড়াউ করিবেন এবং হয়দরাবাদ
ও মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিরা যখন ইহা শুনিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয় সে
নাপতি এক মুষ্টিস্বরূপ পদাতিক লইয়া বিনাকামানে টেপুর দু
র্গের দ্বারা সুরক্ষিত মহাসৈন্যের প্রতি গমন করিয়াছেন এবং
লার্ড কর্ণওয়ালিস স্বয়ং তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সিপাহীর মত ল
ড়াই করিতে গমন করিয়াছেন তখন তাঁহারদের মন ভয়েতে
মগ্ন হইল।

অপর ঐ যুদ্ধ তাবৎ রাত্রি ব্যাপিয়া হয় কিন্তু তাহার তাবদ্বি
বরণ লিখিলে ও সৈন্যেরদের কিপর্য্যন্ত কষ্ট হইল ও কিপর্য্যন্ত
সাহসিকরূপে তাহারা যুদ্ধ করিল এই সকল বর্ণনা করিলে মাত্র
পাঠকের পরিশ্রম বোধ হইবেক। অতএব তাহার মধ্যে এইমাত্র
বক্তব্য যে টেপুসুলতান স্বয়ং আপনার অপরাহ্ণের ভোজ স
মাপন করিলেই ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আগমনের কোলাহল শব্দ
তাঁহার নিকটে পঁহুছিল। তাহাতে তিনি আপনার অশ্বেতে আ

রোহণ করিয়া এবং চতুর্দ্দিগে নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন যে ইঙ্গল ণ্ডীয়েরা তাঁহার ছাউনির মধ্যভাগের উপর আক্রমণ করিতেছেন এবং তাঁহার সৈন্যসকল ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। অতএব তিনি নদী পার হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না এবং ইঙ্গল ণ্ডীয়েরা তাঁহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইলে তিনি দুর্গের এমত স্থা নে অবস্থিতি করিলেন যে সেখানহইতে তিনি তাবৎ যুদ্ধ ব্যাপা র দেখিতে পান এবং যথোচিত সর্ব্বদিগে আজ্ঞা দিতে পারেন। রাত্রির গোলমালে তাঁহার দশ সহস্র সৈন্য এবং কতক ফ্রান্সীয় সাহেব লোকেরা পলায়ন করিল এবং ইহার পরে তাহার দের আর অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। সূর্য্যোদয় হইলেও যুদ্ধ নিবৃত্তি হইল না বরং আরো বৃদ্ধি হইতে লাগিল যেহেতুক কিল্লার তাবত্তোপহইতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উপরে গোলা ক্ষেপ করা গেল। রাত্রির আনুকূল্যে তাহারা অসমসাহস ও আয়াস পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গপটম যে উপদ্বীপের উপরে গ্রথিত ছিল তাহা উ ত্তীর্ণ হইয়া দুই অত্যাবশ্যক ক্ষুদ্র দুর্গ আয়ত্ত করিয়াছিল। টেপুসু লতান ইহা দেখিয়া তাহারদিগকে ঐ উপদ্বীপহইতে তাড়াইয়া দিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু তৎকর্ম্মকরণার্থে সুলতানের দুর্গ না মে বিখ্যাত যে দুর্গ তাহারা আয়ত্ত করিয়াছিলেন সেখানহ ইতে তাঁহারদিগকে উঠাইয়া দেওনের আবশ্যক। ঐ দুর্গ শ্রীরঙ্গপটমের মহাদুর্গের তোপের লক্ষ্য স্থানের মধ্যে এবং তন্মধ্যে কেবল ১০০ ইঙ্গলণ্ডীয় ও ৫০ জন এতদ্দেশীয় সৈন্য ছিল। দিনভর টেপুর তাবৎ সৈন্য ঐ ক্ষুদ্র ঝুণ্ড সৈন্যদিগকে তাড়াইয়া দিতে অবিরত চেষ্টা পাইল কিন্তু তাহারা যেরূপে ঐ মহাসৈন্যের নিবারণ করিল ইহা দেখিয়া টেপুর সৈন্য সকল চমৎকৃত হইল। তিনবার টেপুর সৈন্যেরা ঐ ক্ষুদ্র বী রেরদের প্রতি আক্রমণ করিল এবং তাহারা পরিশ্রমেতে ক্লান্ত হইয়া এবং জলাভাবে তৃষ্ণাতুর হইয়াও তিনবার তাহারদিগ কে সেখানহইতে তাড়াইয়া দিল তাহাতে দুই জন সেনাপতি সাহেব ও ঊনিশ জন সৈন্য হত হয় এবং তিন জন সেনাপতি ও দ্বাবিংশতি জন সৈন্য আঘাতী হয়। অপর অপরাহ্নের চারি

ঘণ্টার সময়ে কিল্লাহইতে তাহারদের উপরে যে গোলাবৃষ্টি হই তেছিল তাহার কিঞ্চিন্নিবৃত্তি হইল এবং বিপক্ষেরদের সৈন্যে রা ক্রমেং ফিরিয়া যাইতে লাগিল। এই মহাযুদ্ধে সর্ব্বসুদ্ধা হত ও ক্ষত ও আঘাতী ও অনুদ্দিষ্ট গণিলে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ৫৩৫ লোক হানি হইল এবং অনুমান হইল যে বিপক্ষেরদের ৪০০০ লোকের ন্যূন মারা পড়ে নাই কিন্তু গোলমালে টেপুসুলতানের ছাউনি ছাড়িয়া যে সকল লোক পলায়ন করিল তাহাতেই তাঁ হার বিশেষ ক্ষতি হইল।

এই কর্ম্ম সমাপ্নানন্তর কিল্লা বেষ্টনকরণের উদ্যোগ হইতে লাগিল এবং তদুপদ্বীপস্থিত সুলতানের এক সুশোভিত রাজবা টী ও উদ্যান ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অধিকার করিয়া উত্তমোত্তম বৃক্ষস কল কাটিয়া ফেলিলেন এবং ঐ রাজবাটীর পরমসুন্দর শালা লইয়া আঘাতী লোকেতে তাহা পরিপূর্ণ করিলেন। ৮ ফেব্রু আরি তারিখে কৈম্বিটুরে যে দুই জন সৈন্য ধৃত হইয়াছিল তাহা রদিগকে টেপুসুলতান আহ্বান করিলেন। তাহারা উপস্থিত হ ইয়া দেখে যে তিনি সামান্য বস্ত্র পরিধায়ী এবং অল্প চাকরেতে বেষ্টিত হইয়া এক ক্ষুদ্র তাম্বুর বারান্দায় বসিয়া আছেন। তিনি তাহারদিগকে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের নিমিত্তে কিছু উপ ঢৌকন ও এক পত্র দিলেন সেই চিঠীতে তিনি লিখিলেন যে তোমার সঙ্গে সন্ধিকরণের যে ইচ্ছা বহুকালাবধি ছিল তাহার নিবৃত্তি এখনপর্য্যন্তও হয় নাই। ইতিমধ্যে জেনরল আবরক্রম্বি সাহেব স্বীয় সৈন্য লইয়া দক্ষিণ দিগহইতে আগমনপূর্ব্বক ১৮ ফেব্রুআরি তারিখের রজনীতে বিপক্ষেরদের ছাউনির উপরে আক্রমণ করিলেন তাহাতে অনেক যোদ্ধারা মারা পড়ে এবং টেপুসুলতানের সেনাপতিরা তাঁহার আক্রমণেতে এমত ব্যস্তস মস্ত হইলেন যে অন্য দিগে কি হইতেছে ইহা জানিতে পারি লেন না। অতএব জেনরল আবরক্রম্বি সাহেবের সহিত যুদ্ধকরা তে তাঁহারা একেবারে নিবিষ্ট হইলে তাঁহার সৈন্যের এক ঝুণ্ড দুর্গের প্রতি গোলা নিক্ষেপকরণার্থে কামান পাতিবার নিমিত্তে যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সেই স্থানে অতিগোপনে পঁহুছিয়া

অরুণোদয় না হইতে তাহারা কামানের স্থান অতিদৃঢ় করিল। সূর্য্যোদয় হইলে টেপুসুলতান ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কৌশলের দ্বারা কৃত কর্ম্ম দেখিয়া আপনার প্রত্যেক তোপ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উক্ত দৃঢ়ীভূত স্থানের প্রতি ছুড়িতে লাগিলেন এবং যথাসাধ্য তাঁহারদিগকে সেখানহইতে তাড়াইতে উদ্যোগ করিলেন কিন্তু তাঁহার সকল উদ্যোগ নিরর্থক হইল। অপর ঐ মাসের ১৯।২০।২১ তারিখে ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি ঐ স্থানে অন্যং কামান পাতিতে এবং ঐ স্থান আরো দৃঢ় করিতে লাগিলেন এবং ২১ তারিখের রজনীযোগে পূর্ব্ব স্থানাপেক্ষা দুর্গের সমীপে অথচ দুর্গহইতে চারি ক্রোশ অন্তরে দ্বিতীয় তোপশ্রেণী পাতিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। সেই স্থানহইতে নিক্ষিপ্ত তোপ দুর্গের প্রাচীরের উপরে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু যদ্যপিও লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব এই যুদ্ধের উদ্যোগের কিঞ্চিৎ শৈথিল্য করিলেন না তথাপি টেপুসুলতান সন্ধিকরণের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কর্ণ পাতিলেন এবং ১৫ ফেব্রুআরি তারিখে সন্ধির কথোপকথনের নিমিত্তে তাম্বু খাড়া করা গেল ঐ কথোপকথন ছয় দিন অর্থাৎ ১৫ ফেব্রুআরিঅবধি ২১ তারিখপর্য্যন্ত হয় কিন্তু লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব সন্ধির যে নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করিলেন তাহা সুলতানের প্রতি এমত কঠিন যে আত্মাভিমানপ্রযুক্ত তিনি তাহা স্বীকার করিতে অত্যনিচ্ছুক হইলেন। যে সময়ে সন্ধিকরণের কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল তৎসময়ে দুর্গাক্রমণের নিমিত্তে যে উদ্যোগ হইতেছিল তাহা ন্যূন না হইয়া বরং বাড়িতে লাগিল বিশেষতঃ ২২ তারিখে বোম্বের সৈন্যেরা সুলতানের সৈন্যেরদের সহিত যুদ্ধ করে তাহাতে সুলতানের সৈন্যেরা পরাজিত হয়। ২৩ তারিখে উপরের উক্ত তোপের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম সমাপ্ত হইল এবং ভিত্তিভেদক তোপ বসান গেল ও গোলা তপ্তকরণার্থে অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করা গেল এবং গবর্নর্ জেনরল সাহেব এই অনুমান করিলেন যে ১ মার্চ তারিখে পঞ্চাশটা তোপের দ্বারা নগরের মধ্যে গোলাবৃষ্টি হইবেক এবং তাহাতে দুর্গের মধ্যে

যে জ্বলনশীল বস্তু থাকে তাহা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইবেক। এতৎসময়ে ইঙ্গলণ্ডীয়ের তাবৎ সিপাহীর উৎসাহের সীমা পরিশেষ ছিল না যেহেতুক তাহারদের ছাউনিতে প্রতিদিন নূতনং সিপাহীর আগমন হইতে লাগিল এবং লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব এমত সুনিয়ম করিলেন যে তদ্দ্বারা ছাউনিতে আহারীয় দ্রব্যের যেমত সুপ্রতুল এইমত সুপ্রতুল যুদ্ধারম্ভাবধি দেখা যায় নাই। অতএব এই যুদ্ধের যে অতিশীঘ্র উত্তম ফল হইবেক এবং শ্রীরঙ্গপটম হস্তগত হইবেক এবং মহাবৃক্ষস্বরূপ টেপুসুলতানের পরাক্রম যে ভূমিষ্ঠ হইবেক এই প্রত্যাশা সকলেরি জন্মিল।

কিন্তু ২৪ ফেব্রুআরি তারিখে অতিপ্রত্যূষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তোপশ্রেণীতে যে সিপাহীরা কর্ম্ম করিতেছিল তাহারদিগকে ক্ষান্ত হইতে এবং সর্ব্বদিগের যুদ্ধ নিবৃত্তি করিতে হুকুম হইল। সিপাহীরা এই আজ্ঞা শ্রবণমাত্র বসিয়া গেল এবং অত্যনিচ্ছাপূর্ব্বক আপনারদের স্বীয়ং কর্ম্ম স্থগিত করিল। তাহাতে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব সৈন্যসকলের প্রতি এক বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ইহা জানাইলেন যে মহানুভব লোকেরদের যুদ্ধে বীর্য্য প্রকাশ যেমন এক গুণ তেমন কৃতকার্য্যহওনসময়ে সমভাবে থাকাও এক গুণ। অতএব তিনি লিখিলেন যে টেপুসুলতানের সৈন্যের সহিত আমার অধীন সেনাপতি ও সৈন্যেরদের সংসর্গ এক্ষণে সন্ধিপ্রযুক্ত হইল তাহাতে তাহারা কিঞ্চিন্মাত্র অত্যাচার করিবে না এবং অসম্মানের এক বাক্যপ্রয়োগও করিবে না যেহেতুক আমারদের ঐ শত্রু এক্ষণে নতমস্তক হইয়াছেন। অপর টেপুসুলতানের সহিত যে নিয়মেতে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব সন্ধিকরণে স্বীকৃত হইলেন তাহা এই ২ তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে ও তাঁহারদের সহযোদ্ধা মহারাষ্ট্রীয় ও নিজামকে আপনার রাজ্যের অর্দ্ধেক ও তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা নগদ দিবেন ও এই সকল নিয়ম প্রতিপালনকরণার্থে আপন পুত্রদ্বয়কে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে জামিনস্বরূপ রাখিবেন। লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের প্রথমতঃ এই ভয় ছিল যে তাঁহার সহযোদ্ধারা এইং নিয়মেতে অস্বীকৃত হইবেন কিন্তু বড় সাহেবের মহাকীর্ত্তি দেখি

য়া তাঁহারা তাঁহার এমত বাধ্য হইয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহা রা কহিলেন আপনার বিবেচনায় যাহা উচিত বোধ হয় তাহাতে আমরা স্বীকৃত।

তৎসময়ে টেপুসুলতানের জ্যেষ্ঠপুত্র একবিংশতিবর্ষবয়স্ক ছিলেন এবং তিনি সম্প্রতিকার যুদ্ধে অধিক মনোযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে দুই পুত্রকে জামিনস্বরূপ রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহারদের মধ্যে এক জনের বয়ঃক্রম দশ বৎসর অন্যের অষ্ট বর্ষ। অতএব সুলতানের মনে কিঞ্চিতো পীড়া না জন্মে এতদর্থে তাঁহার নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন যে রাজপুত্রদ্বয় তাম্বুতে পঁহুছিলে আমি স্বয়ং তথায় গিয়া তাঁহারদের সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং আমি তাঁহারদের রক্ষার্থে অতিবিজ্ঞ এক জন সেনাপতি ও এক ঝুণ্ড সিপাহী নিযুক্ত করিয়া দিব। তাহাতে টেপুসুলতান অতিশিষ্টাচারপূর্ব্বক এই উত্তর করিলেন যে আপনি যে আমার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন এ পরিশ্রম আপনাকে লইতে হইবেক না এবং আপনার প্রতি আমার এমত দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে তাহারদিগকে একেবারে আপনার তাম্বুতে পঁহুছাইয়া দিব। অপর ২৬ ফেব্রুআরি তারিখের অপরাহ্নকালে ঐ দুই যুবরাজ দুর্গহইতে প্রস্থান করিলেন এবং তাঁহারদের যাত্রাদর্শনার্থে কিল্লার প্রাচীর লোকেতে পরিপূর্ণ হইল তাঁহারা যেমন দুর্গের দ্বারহইতে নিঃসৃত হইলেন তেমনি কিল্লাতে সেলামী তোপ হইল এবং তাঁহারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সীমার মধ্যে পঁহুছিলে ইঙ্গলণ্ডীয় ছাউনিতে ২১ সেলামী তোপ হইল এবং তাঁহারা স্বীয় তাম্বুতে পঁহুছিলে কাপ্তান কেনাউএ সাহেব ও নিজাম ওমহারাষ্ট্রীয়েরদের উকীল তাঁহারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহারদিগকে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের তাম্বুতে আনিলেন। তাঁহারা অতিশয় সুশোভিত এক হস্তিতে রূপার হাওদার উপরে উপবিষ্ট ছিলেন এবং সুপরিচ্ছদ ভৃত্যদলেতে বেষ্টিত। অপর তাঁহারা যেমন হস্তিহইতে উত্তীর্ণ হইলেন তেমন লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব আপন অমাত্যগণের সমভিব্যাহারে গমনপূর্ব্বক তাঁহারদের সহিত কোলাকুলি করিলেন এবং দুই জনকে দুই হস্তে

ধারণ করিয়া আপন তাম্বুতে আপনার দুই দিগে তাঁহারদিগকে বসাইলেন। তাহাতে তাঁহারদের সহাগত প্রধান উকীল উঠিয়া শ্রীযুতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে অদ্য প্রাতঃকালে এই দুই শিশু আমার মুনিব টেপুসুলতানকে পিতা করিয়া জানিয়াছেন এক্ষণে আপনাকে পিতা করিয়া জানিবেন। তাহাতে শ্রীযুত বালকেরদিগকে এবং উকীলকে কহিলেন যে ঐ বালকেরা যে পিতৃস্নেহশূন্য থাকিবেন এমত তাঁহারদের কখনও বোধ হইবেক না ইহা শ্রবণ করিয়া বালকেরদের বদন প্রফুল্ল হইল এবং তত্রোপস্থিত সকলেরি অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তৎপরে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব দুই বালককে স্বর্ণের দুই ঘড়ি প্রদান করিলেন তাহাতে তাঁহারদের অত্যন্তাহ্লাদ হইল। তৎপর দিবসে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব তাঁহারদের তাম্বুতে গমনপূর্ব্বক তাঁহারদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন তাঁহারা অত্যন্ত স্বচ্ছন্দতাপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলেন এবং প্রত্যেক জন ফারসীদেশনির্ম্মিত এক২ তলবার তাঁহাকে দিলেন। পর দিবস টেপুসুলতান আপন পুত্রেরদিগকে স্বচ্ছন্দরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করণসূচক তোপ শ্রীঙ্গরপটমে করিতে আজ্ঞা করিলেন।

কিন্তু তৎসময়ে সন্ধির নিয়ম নিশ্চয়করণে অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল বিশেষতঃ কুর্গরাজার বিষয়ে। ঐ দেশ বেলুর প্রদেশের সীমাবর্ত্তী এক অতিশয় প্রসিদ্ধ স্থানএবং তন্নিবাসিরা স্বীয় অতি প্রাচীন কুলের মর্য্যাদাপ্রযুক্ত অতিশয় অভিমানী। ঐ স্থান হয়দর আলী অনেক কষ্টে জয় করেন এবং হয়দরআলীর আমলারা তদ্দেশীয় লোকেরদের উপরে এমত অত্যাচার করিয়াছিলেন যে হয়দরআলীকর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট তাহারদের রাজা যখন পুনর্ব্বার তাহারদের নিকটে আগমন করিলেন তখন তাহারা অবিলম্বে হয়দরআলীর প্রভুত্ব ত্যাগ করিল। অপর যখন ইঙ্গলণ্ডীয় ও হয়দরআলীতে বিচ্ছেদহওনের উপক্রম হইল তখন তাহারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত যোগ করিতে প্রস্তাব করিল কিন্তু তাহারদের সেই প্রস্তাবে তৎসময়ে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু যখন টেপুসুলতানের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রকৃত

যুদ্ধ হইল তখন ঐ কুর্গরাজার সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরা একেবারে সন্ধি করিলেন এবং তিনি বোম্বেহইতে আগত সৈন্যেরদের অত্যন্ত উপকার করিলেন। পরে যখন টেপুসুলতানের সহিত সন্ধি হয় তখন লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব এই বিশেষ নিয়ম করিলেন যে টেপুসুলতান যে প্রদেশ দিবেন তন্মধ্যে এই কুর্গদেশ গণ্য হইবেক ইহা শুনিয়া টেপুসুলতান চমৎকৃত ও রাগান্বিত হইলেন। যেহেতুক তিনি ঐই কুর্গরাজাকে আপনার ক্রোধপাত্র করিতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন অতএব সেই ব্যক্তি যে তাঁহার হাতছাড়া হইল ইহাতে অত্যন্ত রাগাসক্ত হইলেন। কিন্তু লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব কহিলেন যে এই দেশ ত্যাগ না করিলে সন্ধির কোন নিয়ম হইতে পারে না। পক্ষান্তরে টেপুসুলতান কহিলেন যে এ দেশ আমি কদাচ ছাড়িয়া দিব না এবং তাঁহার যে উকীলেরা তদ্বিষয়ে তাঁহাকে বুঝাইতে আইলেন তাঁহারদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎও করিলেন না। তাহাতে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব নগরের মধ্যে পুনরাক্রমণকরণে উদ্যুক্ত হইলেন এবং পুনর্ব্বার কামান পাতিয়া টেপুসুলতানের পুত্রদ্বয়কে কহিলেন সে তোমরা এখন আপনারদিগকে কয়েদীর ন্যায় জ্ঞান করিবা এবং তোমারদিগকে বঙ্গলুরে প্রেরণের আবশ্যক। ইহাতে ঐ শিশুরা উদ্বেগার্ণবে মগ্ন হইলেন এবং উকীলেরা শ্রীযুতকে নিবেদন করিলেন যে আপনি কেবল এক দিবসপর্য্যন্ত আপনার এই আজ্ঞা স্থগিত রাখুন আমরা পুনর্ব্বার টেপুর সমীপে লোক পাঠাইয়া পরামর্শ করি। তাহাতে টেপুসুলতান নিরুপায় হইয়া অগত্যা তাহা স্বীকার করিলেন এবং তৎপর দিবসে তাঁহার পুত্রেরা টেপুসুলতানের মোহর ও দস্তখৎকরা সন্ধিপত্র শ্রীযুতকে দিলেন।

অপর টেপুসুলতানের রাজ্য অংশকরণবিষয়ের কথা উপস্থিত হইলে তিনি এক তফসীল দাখিল করিলেন। তাহাতে দৃষ্ট হইল যে তাঁহার রাজস্ব সর্ব্বসুদ্ধ দুই কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র। ইহা দুই অংশ করিলে এবং তাহার এক অংশ অংশত্রয়ে বিভক্ত করিলে প্রত্যেকের অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ডীয়ের ও মহারাষ্ট্রীয় ও নিজামের ঊনচল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎ

পাদক দেশের প্রাপ্তি হইল। অপর টেপুহইতে প্রাপ্ত দেশ এইরূপে তাঁহারদের মধ্যে বিভক্ত হইল বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রী য়েরদিগকে তুঙ্গভদ্র নদীপর্য্যন্ত তাবদ্দেশ দেওয়া গেল। হয়দরা বাদের নিজামকে কৃষ্ণগিরিঅবধি পন্নার নদীপর্য্যন্ত তাবদ্দেশ দত্ত হইল তন্মধ্যে গঞ্জিকটা ও কদাপা এই দুই দেশ ছিল। ইঙ্গ লণ্ডীয়েরা স্বীয় অংশ তিন ভাগে লইলেন প্রথমতঃ কর্ণাট দেশে র পশ্চিম ভাগে বড় মহাল ও নীচস্থিত ঘাট নামে প্রসিদ্ধ যে প র্ব্বতীয়। স্থান দ্বিতীয় দিন্দিগলের চতুর্দ্দিকস্থিত এক প্রদেশ। তৃতীয় মলয়বারের তটে সুলতানের করদায়ী সকল দেশ ছিল তা হা। অপর যে সৈন্যেরদের উদ্যোগে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধি কারের এমত বৃদ্ধি হয় তাহারদিগকে শ্রীযুত পারিতোষিকস্বরূপ ছয় মাসের বেতন দিলেন এবং তিনি ও জৈনরল মেডৌস সা হেব লুঠের যেং অংশ প্রাপ্ত হইলেন তাহা সৈন্যেরদিগকে বি তরণ করিলেন।

এই মহাযুদ্ধের কি ক্ষতি কি লাভ তাহার হিসাব করিলে দৃষ্ট হয় যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যদ্যপি এক নূতন মহাধিকারপ্রাপ্ত হই লেন তথাপি তদধিকার জয়করাতে তাঁহারদের যে ব্যয় হ ইল তাহার বার্ষিক সুদ ঐ নবপ্রাপ্ত অধিকারের উপস্বত্ব হইতেও অধিক অতএব টাকার দৃষ্টে তাঁহারদের কিছু লাভ হইল না কিন্তু টেপুসুলতানের পরাক্রমের আতিশয্যপ্রযুক্ত তাঁহারদের অধিকার নিত্য সঙ্কটাবস্থায় থাকিত এই যুদ্ধে তাঁহারদের এই লাভ হইল যে টেপুর পরাক্রমের বিষয়ে তাঁহারা শঙ্কাবিহীন হইলেন। এই নূতনাধিকার প্রাপ্তহওয়াতে পার্লিমেণ্টের আ. জ্ঞালঙ্ঘন হইল বটে যেহেতুক কোম্পানিকে নূতন দেশাধিকার করা পার্লিমেণ্টের নিষিদ্ধ ছিল তথাপি পার্লিমেণ্ট আপনার এই রূপ আজ্ঞালঙ্ঘনেতে কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া বরং নূত নাধিকার প্রাপ্তহওয়াতে আপনারদের যে লাভ হইল তাহাতে সন্তোষ জানাইলেন। অপর টেপুসুলতানের সহিত সন্ধিহওনা নন্তর পুণ্যস্থ মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি হরি পণ্ডিত শ্রীযুতকে এই নি বেদন করিলেন যে নিজামের নিকটে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য যেরূপ নি

যুক্ত আছে তদ্রূপ আমার রাজধানীতে নিযুক্ত করুন এবং তা হার খরচপত্র আমি যোগাইয়া দিব তাঁহার এই প্রার্থনার অভি প্রায় এই যে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা তাঁহার নিকটে থাকিলে তিনি সি ন্ধিয়াকে দমনে রাখিতে পারিবেন যেহেতুক সিন্ধিয়া দিল্লীর বাদ শাহকে বাধিত করিয়া স্বীয় পরাক্রম ও রাজ্যের ইতস্তত এমত বৃদ্ধি করিতেছিলেন যে তাহাতে অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় রাজারা শঙ্কাকুল হইলেন। কিন্তু হরি পণ্ডিতের এই নিবেদনেতে ল্যার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব স্বীকৃত হইলেন না।

অপর টেপুর সহিত এইরূপে যুদ্ধনিবৃত্তি হইলে কর্ণাটের নবা বের সহিত নব নিয়ম হয়। তাহাতে এই নির্দ্ধারিত হইল যে সর কারী খরচের নিমিত্তে তিনি একত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবেন এবং তাঁহার বার্ষিক কর্জের পরিশোধার্থে বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা না দিয়া একুশ লক্ষ টাকা দিবেন এবং পুনর্ব্বার যুদ্ধ হইলে তিনি আপনার তাবৎ রাজস্বের পাঁচ অংশের চারি অংশ দিবেন এবং যুদ্ধাবস্থায় কোম্পানি বাহাদুর তাঁহার রা জ্যের তাবৎ আয় ও ব্যয় আপনার অধীন রাখিবেন। কিন্তু যুদ্ধ নিবৃত্তি হইলে তিনি স্বয়ং পুনর্ব্বার আপনার রাজস্বের সরবরাহ করিবেন এবং যদি সন্ধিহওনসময়ে তিনি ইহার কোন এক নিয়ম পূর্ণকরণে ত্রুটি করেন তবে কোম্পানি বাহাদুর নির্দ্ধারিত কিয়ৎ২ প্রদেশের রাজস্ব আপনি আদায় করিবেন ও নবাবের আমলারা তৎপ্রদেশ ছাড়া হইবে। মাধুরা এবং তিন্নিবিলির পলিগারনামে বিখ্যাত যে অধ্যক্ষেরা নবাবের দুর্ব্বল রাজশাসন প্রযুক্ত অবাধ্য হইত তাহারা এই নিয়মে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে অর্পিত হইল।

১৭৯৩ সালে ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব ফ্রান্সীয়েরদের ভারতবর্ষীয় তা বদধিকার জয় করিলেন।

[৭ অধ্যায়।] [১৭৯৩ সাল।]

৮ অধ্যায়।

লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব যে মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অশেষ সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইলেন তাহার বিবরণ শেষাধ্যায়ে সমাপ্ত করিলাম অতএব তাঁহার আমলে কলিকাতার অধীনদেশের রাজশাসনের নিয়মের যেরূপ পরিবর্ত্তন হয় এক্ষণে তদ্বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। তিনি যেরূপ মহারাজ্যের রাজশাসনের নিয়মের গুরুতররূপে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের দেওয়ানীপ্রাপ্তহওনের পরে এরূপ আর কখন হয় নাই। ঐ সকল নিয়ম দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় অর্থাৎ রেবিনিউসম্পর্কীয় ও আদালতসম্পর্কীয় নিয়ম।

অপর লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব যে সময়ে ইঙ্গলণ্ড ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আইসেন তৎসময়ে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা তাঁহাকে কর্ত্তব্য কার্য্যের যে নিদর্শনপত্র দিলেন তাহাতে পূর্ব্বং বড় সাহেবের রাজকরসম্বলিত নিয়মেতে দোষার্পণ করিলেন। বিশেষতঃ রাজস্ব আদায়করণের রীতির বারম্বার পরিবর্ত্তনহওয়া এবং গত চারি বৎসরে রাজস্ব আদায়করণে অতিরিক্তরূপে যে বাকীপড়া এবং প্রজাগণের দারিদ্র্যহওয়া এই তিন বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ দোষ জ্ঞান করিয়া লিখিলেন। অতএব রাজস্বের বৃদ্ধি ও দেশের উন্নতিহওনার্থে তাঁহারা আজ্ঞা করেন যে খাজানার বিষয়ে জমীদারেরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে হইবেক তাঁহারা এই অনুমান করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে তাঁহারদের কার্য্যকারকেরা ভারতবর্ষের ভূমিসকলের মূল্য এবং সেই ভূমিতে কত টাকা উৎপন্ন হইতে পারে এই সকল বিষয় সুন্দররূপে জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন এবং এই অনুভবে তাঁহারা মনে২ এই স্থির করিলেন যে মালগুজারীর বন্দোবস্ত প্রথমতঃ দশ সনের নিমিত্তে হয় পরে পরীক্ষার দ্বারা তাহার উত্তম ফল দর্শিলে তাঁহারা ঐ মালগুজারী চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রাখিবেন এবং তাঁহারা আরো আজ্ঞা করিলেন যে রেবিনিউর কালেক্টর সাহেবেরা মাজিস্ত্রেটী ও পোলীসের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

অপর লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব ভারতবর্ষে পঁহুছিয়া দেখেন যে রাজস্বের মোকররী বন্দোবস্তকরণার্থে যে সকল বিষয় জ্ঞাতহওনের আবশ্যক সেই সকল বিষয় ভারতবর্ষে কোম্পানির কর্ম্মকর্ত্তারা সুজ্ঞাত আছেন কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্সের এই অনুভব মিথ্যা। যেহেতুক ঐ কর্ম্মকর্ত্তারা কি জমীদারেরদের স্বত্ব কি নানা প্রকার কৃষকেরদের স্বত্ব ইহার কোন বিষয় সুজ্ঞাত ছিলেন না কিন্তু কত রাজস্ব আদায় হইয়া আসিতেছে কেবল ইহা মাত্র তাঁহারদের জ্ঞানগোচর এবং রাজস্ব ন্যূন কি অতিরিক্ত এই বিষয়ে তাঁহারদের বোধ ছিল না। ইহা দেখিয়া লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব কোর্টের উক্ত আজ্ঞা স্থগিত রাখিতে নিশ্চয় করিলেন এবং যেপর্য্যন্ত তিনি এই সকল বিষয় সুজ্ঞাত হইতে না পারেন সেপর্য্যন্ত কালেক্টর সাহেব ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের দ্বারা বৎসর২ মালগুজারী আদায়ের বন্দোবস্ত করিলেন কিন্তু কালেক্টর সাহেবদিগকে অধিক ক্ষমতা দেওনবিষয়ে তিনি যে আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তৎক্ষণাৎ সেই আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিলেন এবং তাঁহারদিগকে ত্রিবিধ কর্ম্ম দিলেন অর্থাৎ রেবিনিউর কালেক্টরী ও জজী ও পোলীসের মাজেস্ত্রেটী কর্ম্ম।

এক্ষণে পূর্ব্বে২ রাজারদের আমলে রাজস্ব কিং রূপে আদায় হইত তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য। বোধ হয় যে অতিপূর্ব্বকালাবধি ভারতবর্ষীয় রাজারদের রাজস্ব ভূমির উপস্বত্বেতেই উৎপন্ন হইত। প্রথমে ঐ উপস্বত্ব কৃষক ও রাজাতে ভাগ করিয়া লইতেন এবং রাজা ঐ ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য লইতেন। পরে ঐ দ্রব্যের পরিবর্ত্তে টাকা লইতেন এবং ঐ ভূমিতে বহুকাল কি অল্পকালাবধি আবাদ হইতেছে ইহার উপলক্ষে রাজার অংশ স্থির হইত কিন্তু গড়ে ভূমির উপস্বত্বের পাঁচ অংশের দুই অংশ কৃষকের থাকিত তিন অংশ রাজাকে দেওয়া যাইত। বোধ হয় যে ক্ষুদ্র২ রাজারদের সরবরাহকারেরা কোন২ স্থানে প্রত্যেক রাইয়তের সহিত বন্দোবস্ত করিত কোন২ স্থলে মোটে গ্রামের বন্দোবস্ত করিত। গ্রামের মধ্যে সর্ব্বদা একজন প্রধা

ন থাকিত এবং স্থান বিশেষে তাঁহার বিশেষ২ উপাধি ছিল। কোন২ স্থলে গ্রামের ভূমি অংশাংশেতে বিভাগ হইয়া যে ব্যক্তি সেই অংশে চাস করিত তাহাতেই তাহার স্বত্ব থাকিত কিন্তু অন্যান্য স্থলে গ্রামের সকল ভূমি সাধারণ থাকিত এবং প্রতিবৎসরে যে যত ভূমির আবাদতরদদ করিতে পারিত তাহাকে তত ভূমি দেওয়া যাইত এবং ভূমি বিলিকরণের ভার গ্রামের মণ্ডলের উপর থাকিত। অপর যখন রাজার সরবরাহকারেরা মুসল্লমাঁর সহিত বন্দোবস্ত করিত তখন তাহারা প্রত্যেক গ্রামেতে এত টাকা কর নির্দ্দিষ্ট করিত এবং সেই রাজস্বের মধ্যে কে কত দিবেক তাহা গ্রামের লোকেরা আপনারাই নিশ্চয় করিত।

অপর মোগলেরা ভারতবর্ষ জয় করিলে রাজস্ব এক টাকা আধ টাকা করিয়া কুড়িয়া বাড়িয়া লওনের রীতিতে বিরক্ত হইলেন এবং যাহাতে টাকা থোকে খাজানাখানায় পঁহুছে এমত চেষ্টা করিলেন অতএব তাঁহারা পৃথক২ জিলায় রাজস্ব আদায়করণের নিমিত্তে আমলা লোক নিযুক্ত করিলেন তাহারা সেই জিলায় বাস করিয়া তজ্জিলার রাজকোষে খাজানা পঁহুছাইয়া দেওনের ভার তাহারদের প্রতি হইল এবং তাহারা মেহনতানা বলিয়া আদায়করা রাজস্বের শতকরা কিঞ্চিৎ২ পাইত। প্রথমতঃ তাহারদের কোন এক জন মরিলে অন্য ব্যক্তি তাহার স্থলাভিষিক্ত হইত। কিন্তু তাহাতে দেখা গেল যে জিলাস্থ লোকেরদের বিভব ও জিলার উৎপাদ্য টাকার বিষয় অবগত হওয়াতে তাহার অনেক কাল লাগিত তাহাতে তৎপদে নিযুক্ত আমলার পুত্রকে সেই পদে নিয়গকরাও সুগম বোধ হইল এবং এই রীতিক্রমে এই আমলারদের পদ উত্তরাধিকারিত্বরূপে চলিতে লাগিল এবং মোগলেরা তাহারদের ভারি কুকর্ম্ম না দেখিয়া প্রায় তাহারদিগকে অপদস্থ করিতেন না। যে সময়ে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষ অধিকার করেন তৎসময়ে ঐ আমলারা জমীদাররূপে খ্যাত ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায়করণ বিষয়ের ঝুঁকি তাঁহারদের প্রতি থাকিল অত

এব রাজস্ব আদায়করণে যেং ক্ষমতার আবশ্যক সেই সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে তাঁহারা অনুমতি পাইলেন এবং ব লক্রমে রাজস্ব আদায়করণার্থে তাঁহারদিগকে পেয়াদা রাখিতে অনুমতি হইল এবং তাঁহারা যত পেয়াদার বেতন দিতে পারি তেন তত পেয়াদা প্রায় সর্ব্বদা রাখিতেন। কালক্রমে দেওয়া নীর সকল কর্ম্ম তাঁহারদের প্রতি অর্পিত হইল এবং অবশেষে প্রাণদণ্ড দেওনব্যতিরেকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী ও পোলীসের কর্ম্মের তাবৎভার তাঁহারদের প্রতি অর্পিত হইল কিন্তু এই স্থলে মন্তব্য যে তত্তৎ ভূমিতে ঐ জমীদারেরদের কিছু স্বত্ব ছিল না তাঁ হারা যে রাজস্ব আদায় করিলেন তাহা তাঁহারদের নয় কিন্তু তাঁহারদের রাজার এবং রাজস্ব আদায় করিলেও তাঁহারা তাহা আপন হস্তে না রাখিয়া কেবল আপনারদের মেহনতানা বলিয়া কিঞ্চিৎ২ লইতেন অবশিষ্ট সকল রাজস্ব রাজকোষে পা ঠাইয়া দিতেন। কিন্তু সেই সকল ভূমিতে রাইয়তেরদের প্রকৃত স্বত্বাধিকার ছিল এবং জমীদার কোন প্রকারে তাহাকে বেদখ ল করিতে পারিতেন না অথচ জমীদারকে তাঁহার প্রভু ইচ্ছা করিলে অপদস্থ করিতে পারিতেন। এইরূপে ভূমির উপস্বত্ব অংশত্রয়ে বিভক্ত হইল প্রথমতঃ রাইয়ত আপন জীবনোপা য়ের যাহা আবশ্যক কেবল তন্মাত্র পাইত দ্বিতীয় জমীদার অনু মান উপস্বত্বের দশমাংশ লইতেন তৃতীয় রাজা ভূমির উপস্ব ত্বের অর্দ্ধেকের বেশী প্রাপ্ত হইতেন এইরূপে রাজস্ব আদায়কর ণের পুরাবৃত্ত বর্ণনা করা গেল।

অপর ১৭৮৯ সালের ২ আগস্ত তারিখে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্সের নিকটে পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে রাজস্ব আদায়করণার্থে আমি যে রীতিসমূহ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি তাহা এক্ষণে সমাপ্ত হইল এবং আমি এক্ষণে তাহা প্রচার করিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহার রীতির মুখ্যাভিপ্রায় এই যে জমীদারেরদিগকে আপনং দখলে থাকা ভূমির স্বত্ব প্রদান করেন এবং সরকারে তাঁহারদের দাতব্য কর চিরকাল স্থিরতর রাখেন ঐ কর কি হিসাবে দেওয়া যাইবেক তাহা নিশ্চ

য়করণার্থে গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত কোন বোধ ছিল না কেহ২ ক হিলেন যে এক্ষণে যে রাজস্ব ধার্য্য আছে তাহা উপযুক্তাতিরিক্ত অন্যেরা কহিলেন যে তাহা উপযুক্তহইতে ন্যূন অতএব লার্ড কর্ণ ওয়ালিস্ সাহেব পূর্ব্ব কএক বৎসরের রাজস্ব খতাইয়া গড়ে আ পনি বন্দোবস্তের হার স্থির করিলেন। ইহার পূর্ব্বে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা ভূমি জরিপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং আপনারদের সৌজন্য প্রকাশকরণপূর্ব্বক কহিলেন যে ভূ মিতে যাহা প্রকৃতরূপে উৎপন্ন হইতে পারে তাহার ন্যূনে বন্দো বস্ত করিলে রাজার কিছু হানি হইবেক না যেহেতুক প্রজারদের যে ধন তাহা রাজারি প্রজার ঘরে থাকিলে ক্ষতি নাই। অপর লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব আপনার কৃত বন্দোবস্ত কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবদিগকে জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন যে বহুকালা বধি এই দেশে কৃষিকর্ম্ম ও আন্তরিক ব্যবসায় সকল ক্রমে২ সঙ্কু চিত হইতেছে এবং মহা২ নগরনিবাসি বণিকব্যতিরেকে অন্য কোন জাতীয়েরদের সম্পত্তি নাই এবং দেশস্থ প্রজাগণেরা ক্র মে২ দারিদ্র্য ও দুর্গতিগ্রস্ত হইতেছে। তিনি আরো কহিলেন যে আমার এই মোকররী বন্দোবস্তের দ্বারা উদ্যোগি ব্যক্তিরা পুন র্ব্বার ধনী ও সুখশালী হইবেন এবং দেশের প্রধান২ জমীদারে রা যথোচিত আপনারদের সংসার চালাইতে পারিবেন এবং স্বীয় পুত্রেরদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে পারিবেন।

কিন্তু যে কালে জমীদারেরদের নিমিত্তে এইমত উত্তম নিয়ম করা গেল খেদের বিষয় এই যে সে কালে তাঁহারদের অত্যাচার হইতে রাইয়তেরদিগকে রক্ষাকরণের কোন সুনিয়ম হইল না। ভূমিতে মৌরুসীরূপে রাইয়তেরদের স্বত্বাধিকার ছিল এবং মোগলেরদের রাজ্যের আরম্ভকালে তাবৎ ভূমি উত্তমরূপে জ রিপ হইয়া প্রত্যেক ভূমির যথার্থ রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এবং ঐ নির্দ্ধারিত কর রাইয়ত যত কাল দিতে পারিত তত কাল তাহাকে সেই ভূমিহইতে বেদখল করা যাইতে পারিত না ইহা সত্য বটে কিন্তু তথাপি মোগলেরদের আমলে জমীদারেরা রাইয়তেরদের উপরে অনেক অত্যাচার করিতেন। অপর য

খন সুবাদার দয়াশীল ও সতর্ক হইতেন তখন জমীদারেরদের কখনং শাস্তি হইত৺কিন্তু সামান্যতঃ রাইয়তেরদের মাত্র জীবনোপায়ের কারণ যাহা আবশ্যক তাহাছাড়া সকল তাহার স্থানহইতে কাড়িয়া লইতেন এবং মধ্যেং তাঁহারদের উপদ্রবে জিলাসমূহ একেবারে বিনষ্ট হইত এই সকল উপদ্রব আইনবিরুদ্ধ বটে কিন্তু অজ্ঞান ও ভীত ও দীনহীন রাইয়তেরা কাহার নিকটে নালিশ করিবে। তাহারদের এইমাত্র জ্ঞান ছিল যে নালিশকরণাপেক্ষা মৌনীথাকা আমারদের মঙ্গল।

অতএব এই মোকররী বন্দোবস্তকরণ সময়ে রাইয়তেরদের বিষয়ে যে নিয়ম হয় তাহাতে তাহারদের কিছু মঙ্গল হইল না তাহারদিগকে একেবারে জমীদারেরদের করাধীন রাখা গেল এবং জমীদারেরা রাইয়তেরদের সঙ্গে যেমন বন্দোবস্ত করিতে হইবে তেমনি বন্দোবস্ত করিতে অনুমতি পাইলেন কেবল তাঁহারদিগকে এই পরামর্শ দেওয়া গেল যে রাইয়তেরদের খাজানা ধার্য্যকরণসময়ে তাঁহারা প্রত্যেক স্থানের দস্তুরমত জমা নির্দ্ধার্য্য করিবেন রাইয়তেরদের কেবল এক বিষয়ে মঙ্গল হইল বিশেষতঃ রাইয়তকে পাট্টা দিতে এবং সেই পাট্টার মধ্যে তাহার খাজানা নিশ্চয় করিয়া লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হইল এবং লিখিত ঐ খাজানা যত কাল রাইয়ত দেয় তত কাল ভূমিতে জমীদারের যেরূপ স্বত্ব তাহারো সেইরূপ স্বত্ব থাকিবেক।

বন্দোবস্তের মূল বিধি এইরূপে নিশ্চিত হইলেএই জিজ্ঞাস্য হইল যে কোর্ট আফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা এই বন্দোবস্ত করিলে তাহা স্থিরতর ও বহাল থাকিবে ইহা জমীদারেরদিগকে কহা উচিত কি না। তাহাতে যে সোর সাহেব গবর্নর্ জেনরল হইয়াছিলেন তিনি ইহার প্রতিবন্ধকতা করিয়া কহিলেন যে দেশের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে অনুসন্ধান আছে তাহা অত্যল্প অতএব এমত অল্পানুসন্ধানকরণানন্তর রাজস্ব চিরকাল স্থিরতর করা উচিত নহে কিন্তু গবর্নর্ জেনরল সাহেব মোকররী বন্দোবস্তকরণবিষয়ে অতিব্যগ্র ছিলেন তিনি কহেন যে উত্তর কালে রাজস্ব কখন বৃদ্ধি হইবে না জমীদারেরা ইহা জ্ঞাত হইবামাত্র ভূ

মির উত্তমরূপে কৃষিকরণ তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করিবেন তিনি আরো কহিলেন যে কোম্পানির অধিকারের মধ্যে তৃতীয়াংশ কেবল জঙ্গল এবং তাহা কেবল হিংসুপশুদিগের বাস স্থানএবং যদি কেবল দশ বৎসর মিয়াদে বন্দোবস্ত হয় তবে কোন জমীদার জঙ্গল কাটাইয়া আবাদ করিতে আরম্ভ করিবেন না এই হেতুক তিনি সেই বন্দোবস্ত চিরকালথাকনের নিমিত্তে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার পরামর্শের সহিত কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের ঐক্য হইলে ১৭৮৯ সালের শেষার্দ্ধে বঙ্গদেশে এবং তৎপর বৎসরে বেহারে তদ্রূপ মোকররী বন্দোবস্তকরণের আজ্ঞা দেওয়া গেল। পরে ১৭৯১ সালে রাজস্বসম্পর্কীয় তাবৎ নূতন আইন জারী হইল এবং ঐ বৎসরে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস দেশেতে সর্ব্বসুদ্ধা তিন কোটি টাকা আদায় হইল কিন্তু ১৭৯৩ সালের পূর্ব্বে ঐ বন্দোবস্ত প্রত্যেক জিলাতে জারী হইল না।

ভূমির মালগুজারীব্যতিরেকে সাধারণ সায়েরাৎ নামে বিখ্যাত অন্যং কর ভারতবর্ষে ইহার পূর্ব্বে ছিল এবং জমীদারেরা ঐ কর আদায় করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখা গেল যে সায়েরাতের মাসুল আদায়করা পরিশ্রমসাধ্য ও সায়েরাতের জুমলা অত্যল্প অতএব ঐ সায়েরাৎ তৎকালাবধি একেবারে রহিত হইল। আবকারীর মাসুল মদিরাদি পানের ন্যূনতাকরণার্থে তাহা বহাল রাখিলেন অতএব বঙ্গদেশের রাজস্ব ইহার পর একেবারে কেবল ভূমির দ্বারা উৎপন্ন হইতে লাগিল কিন্তু লবণ ও আফীনের দ্বারা যে লভ্য হইত তাহা গবর্ণমেণ্ট বহাল রাখিলেন। পূর্ব্বং রাজারদের আমলে লবণ প্রস্তুতকরণের একচেটিয়ারূপ ক্ষমতা ইজারা দেওয়া যাইত অপর বঙ্গদেশ ইঙ্গলণ্ডীয়কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ইউরোপীয় কর্ম্মকারকেরা ঐ ব্যবাসায়ের তাবৎ মুনাফা হস্তগত করিতে উদ্যুক্ত হইলেন কিন্তু কোম্পানি বাহাদুর তাহা করিতে না দিয়া আপনারাইতাহা ভোগ করিতে লাগিলেন অতএব ১৭৮০ সালপর্য্যন্ত লবণ প্রস্তুতকরণের একচেটিয়া ক্ষমতা পাঁচ বৎসর মিয়াদে ইজারা দেওয়া যা

ইত কিন্তু সেই বৎসরে হেষ্টিংস সাহেব ইজারা দেওনের রীতি রহিত করিয়া তদ্দ্রব্য গবর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণার্থে কোম্পানির কতক চাকরকে এজেণ্টস্বরূপ নিযুক্ত করিলেন এবং গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে প্রতিবৎসর তাহার মূল্য ধার্য্য করিতেন। লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব কেবল লবণ বিক্রয়করণের রীতির বিষয়ে কিছু মতান্তর করিলেন এবং মলঙ্গীরদের প্রতি অত্যাচার-নিবারণার্থে এক বিধি করিয়া লবণের মূল্যের বিষয়ে তিনি এই স্থির করিলেন যে তাহার বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করিবার ভার শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে না রাখিয়া ঐ লবণ সকল নীলামে বিক্রয় হয় তাহাতে লবণের দ্বারা অনেক লাভ হইতে লাগিল যেহেতুক লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের আমলের আরম্ভকালে বৎসরে কেবল ছেচল্লিশ লক্ষ টাকা লাভ হইত কিন্তু ১৮১০ সালে লবণের দ্বারা এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ টাকা লাভ হইল। আফীন প্রস্তুতকরণের একচেটিয়ারূপ ক্ষমতাও গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে রাখিলেন এবং ১৭৮৫ সালপর্য্যন্ত আফীন প্রস্তুতকরণের ইজারা অতিগোপনেও অনুগ্রহপূর্ব্বক কোনং ব্যক্তিকে দেওয়া যাইত কিন্তু ঐ বৎসরে ঐ ইজারা নীলাম হইল এবং যে ব্যক্তি অধিক ডাকিলেন তাঁহাকে তাহা ইজারা দেওয়া গেল।

অপর আদালতসম্পর্কীয় বিষয়ে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব অনেক মতান্তরকরণের নিশ্চয় করিলেন। ইহার পূর্ব্বে কোর্ট আফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের আজ্ঞাক্রমে প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেবকে জিলার দেওয়ানী কর্ম্মের ভারার্পণ হইয়াছিল তাহাতে প্রত্যেক জিলায় ঐ সাহেব কালেক্টরী ও দেওয়ানী ও পোলীসের কর্ম্ম করিতেন। কিন্তু ইহাতে দেশের অহিত হইতে লাগিল অতএব ১৭৮৬ সালে এই হুকুম হয় যে কালেক্টর সাহেবের রেবিনিউর কর্ম্ম ও আদালতের কর্ম্ম তিনি পৃথক্ করিয়া রাখিবেন কিন্তু লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে ঐ দুই ভারি কর্ম্ম এক জনের হস্তে অর্পণ করাতে

প্রজাগণের অত্যন্ত অমঙ্গল হইতেছে এইপ্রযুক্ত তিনি কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে এই পত্র লিখিলেন যে এইরূপ হইলে যদি কালেক্টর সাহেব দয়াশীল হন তবে কোন আপদ নাই কিন্তু তিনি যদি অন্যায়ী হন তবে প্রজা লোকেরদের কোন প্রতিকার হইতে পারে না যেহেতুক কালেক্টর সাহেবই জজ। লোকেরা কাহার সমীপে নালিশ করিবেক অতএব এই কুরীতির প্রতিকার করণাভিপ্রায়ে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব ১৭৯৩ সালে, প্রত্যেক জিলায় ও প্রত্যেক প্রধান নগরে এক দেওয়ানী আদালত স্থাপন করেন এবং কালেক্টরসাহেবের অপেক্ষা উচ্চ পদধারী কোম্পানির এক জন চাকরকে জজস্বরূপ তাহাতে নিযুক্ত করেন এবং কোম্পানির নবীন কর্ম্মকারকেরদের মধ্যে এক জনকে ঐ আদালতের রেজিষ্টরী কর্ম্মে এবং এক কিতোধিক জনকে আসিষ্টাণ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন এবং সেই আদালতের এলাকার মধ্যে যে বৃটিসসবজেক্ট সুপ্রিম কোর্টের অধীন তাহাছাড়া অন্য সকল তাঁহার ব্যাপ্যাধিকারের মধ্যে হইল। মোকদ্দমা মুলতবী না থাকে এতদর্থে রেজিষ্টর সাহেবকে কিয়ৎ মূল্যের মোকদ্দমা অর্পণ করিতে ক্ষমতা হইল। তৎপরে সেই মূল্যের বৃদ্ধি হইল। অপর পঞ্চাশ টাকা ও তাহার ন্যূন সংখ্যার মোকদ্দমা জিলার মধ্যে নানাস্থানে স্থাপিত এতদ্দেশীয় কমিস্যনরদিগকে অর্পণ হইল তাহারদের কিছু বেতন নির্দ্দিষ্ট হইল না কিন্তু রসুম টাকাপ্রতি এক আনা করিয়া লইতে হুকুম হইল ঐ কমিস্যনরেরা আরো সালিসীর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন এবং তাহারদের করা সকল ডিক্রী সরাসরীর ন্যায় হইত এবং তাহারদের ডিক্রীর আপীল জিলার জজ সাহেবের সমীপে হইতে পারিত। প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমায় এইরূপ নিষ্পত্তিকরণানন্তর তিনি আপীলী মোকদ্দমায় নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করিতে লাগিলেন বিশেষতঃ কলিকাতা ও পাটনা ও ঢাকা ও মুরশিদাবাদে চারিটা আপীল আদালত স্থাপন করিলেন প্রত্যেক আদালতে তিন জন জজ ও এক জন রেজিষ্টর ও এক কি ততোধিক আসিষ্টাণ্ট সাহেব ও এক জন কাজী ও এক জন মুফ্তী ও এক

জন পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন ও প্রথমতঃ কিয়ৎ মূল্যের মোকদ্দমা ঐ আপীল আদালতে হইতে পারিত কিন্তু অবশেষে জিলার জজসাহেবের নিকটে প্রথমতঃ উপস্থিত সকল মোকদ্দমার আপীল তথায়করণে অনুমতি দেওয়া গেল।

অপর এই বৎসরে সদর দেওয়ানী আদালত নামে খ্যাত পূর্ব্বোক্ত আদালতহইতে অন্য এক ভারি আদালত স্থাপিত হয়। প্রথমতঃ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর ও সুপ্রিম কৌন্সেলের অন্তঃপাতি সাহেবেরা তথায় বিচার করিতেন এবং কাজীয়লকুজ্জাৎ অর্থাৎ প্রধান কাজী ও দুই জন মুফ্তী ও দুই জন পণ্ডিত ও কতিপয় আসিষ্টাণ্ট সাহেব তথায় নিযুক্ত ছিলেন এবং সেখানে হাজার টাকার মূল্যের যে মোকদ্দমা প্রবিন্স্যল কোর্টে হইত তাহার আপীল হইত কিন্তু তাহাতে আপীলী মোকদ্দমা অনেক উপস্থিত হইতে লগিল অথচ শ্রীযুতের অবকাশ অল্প এইপ্রযুক্ত ইহার পর এই হুকুম হয় যে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক টাকার মোকদ্দমা না হইলে সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীল গ্রাহ্য হইবেক না। ১৭৮১ সালে পার্লিমেণ্ট এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের মোকদ্দমার আপীল শ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে হইতে পারে।

তদনন্তর উক্ত আদালতসকলে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার রীতির বিষয়ে শ্রীযুত মনোযোগ করিয়া এই আজ্ঞা দিলেন যে কোন আদালতে কোন ব্যক্তি আপন মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব আপনি করিতে পারিবে না কিন্তু উকীল নিযুক্ত হইয়া তাবৎ মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব করিবে এবং তাহারা আনারদের মেহনতানার কারণ মোকদ্দমা উপস্থিতকরণসময়ে যৎকিঞ্চিৎ রসুম এবং মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওনসময়ে তাহার মূল্য দৃষ্টে শতকরা কতক টাকা পাইবেক। কিন্তু যদ্যপি এই নিয়মে কোন২ বিষয়ে উপকার হইল তথাপি তাহাতে এই এক অশুভ ফল জন্মিল যে অল্প টাকার মোকদ্দমা অর্থাৎ দরিদ্র লোকেরমোকদ্দমা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া উকীলেরা তদ্বিষয়ে মনোযো

গ করিত না। লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের এই স্থির বোধ ছিল যে মোকদ্দমার খরচা বৃদ্ধি করিলে তাহাতে লোকেরদের যথার্থ বিচার প্রাপণের প্রকৃতরূপে নিষেধ হয়। মোগলেরদের আমলারদিগকে ফরিয়াদীর আপন মোকদ্দমার চৌথ দিতে হইত, কিন্তু লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব আদালতের রসুম একেবারে রহিত করিয়া কহিলেন যে উকীলেরদের খরচা ও সাক্ষিরদের খোরাকীব্যতিরেকে ফরিয়াদী ব্যক্তির আর কোন খরচা দিতে হইবেক না অতএব দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে যেং নিয়ম স্থির করিলেন তাহা এইরূপে আমরা ব্যক্ত করিলাম।

অপর ফৌজদারীব্যাপার নির্ব্বাহহওনার্থে শ্রীযুত এইং নিয়ম করিলেন। উপরের উক্ত যে চারি প্রবিন্স্যল কোর্ট আদলত স্থাপন করেন ঐ আদালতের জজ সাহেবদিগকে ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং তাঁহারদের তাবে উপযুক্ত আসিষ্টাণ্ট ও এতদ্দেশীয় আমলা লোক নিযুক্ত করিলেন। অপর দায়ের সায়েরীরূপে ঐ আদালতের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হুকুম হয় এবং ঐ প্রবিন্স্যল আদালত যে চারি প্রধান নগরেতে স্থাপিত হয় প্রতিমাসে সেই স্থানের জেলখানার কয়েদী ব্যক্তিরদের মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরণের হুকুম হয় এবং কলিকাতার প্রবিন্স্যল আদালতের এলাকার জিলাসকলের বৎসরে চারিবার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক। কিন্তু অন্যং জিলা আদালতের এলাকার মধ্যে বৎসরে দুইবার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক। তাহার পর লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব এই আজ্ঞা দেন যে ঐ উক্ত জজসাহেবেরা এক কালে দুই আদালতের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন অর্থাৎ এক আদালতে প্রধান জজসাহেব ও রেজিষ্টর ও মুফ্তী। অপর আদালতে অবশিষ্ট দুই জন জজসাহেব ও আসিষ্টাণ্ট ও কাজী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন এই রীতিক্রমে কিয়ৎকাল কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইলে অবশেষে দৃষ্ট হইল যে ঐ জজ সাহেবেরা যে সময়ে দায়েরসায়েরী কর্ম্মে ভ্রমণ করেন তৎসময়ে আপীলের কর্ম্ম বন্দ হয়। ইহাতে কর্ম্মের অত্যন্ত ক্ষতি হইতে লা

[৮ অধ্যায়।] [১৭৯৩ সাল।]

গিল অতএব ১৭৯৪ সালে হুকুম হয় যে এক জন জজসাহেব সদর মোকামে থাকিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন অন্য দুই জন জজ সাহেব জিলায় ভ্রমণ করিয়া ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন কিন্তু ঐ আদালতের এই এক রীতি ছিল যে দুই জন জজ সাহেব আপীলী মোকদ্দমা না শুনিলে তাহার নিষ্পত্তি হইত না অতএব এই নূতন নিয়মে তাহার কিছু ফল হইল না তাহাতে ১৭৯৭ সালে এই হুকুম হয় যে দুই জন জজ সাহেব সদর মোকামে থাকিবেন কেবল এক জন জজ সাহেব দায়েরসায়েরী ভ্রমণে যাইবেন। তৎসময়েও কলিকাতায় এক সদর নিজামৎ আদালত স্থাপিত হয় এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল ও সুপ্রিম কৌন্সেলের অন্তঃপাতি সাহেবেরা সদর দেওয়ানী আদালতে বৈঠক করিয়া যেরূপ প্রধান কাজী দুই জন মুফ্তীর সঙ্গে বসিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন তদ্রূপে ঐ আদালতের কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিবেন।

অপর ফৌজদারী আদালতের কর্ম্ম নির্ব্বাহহওনার্থে এই২ বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল। দায়েরসায়েরী আদলতের বিচার্য্য মোকদ্দমার এক ফর্দ্দ প্রস্তুত করা গেল পরে তদ্দৃষ্টে নালিশের সাক্ষি সকলের সাক্ষ্য লওয়া গেল এবং আসামী আপন তরফের সকল সাক্ষি দরপেশ করিল পরে ঐ জোবানবন্দীসকল লিখিয়া লওয়া গেলে তাহার নীচে ঐ অপরাধে মুসলমানের শারানুসারে যে দণ্ড নিরূপিত আছে তাহা কাজী কি মুফ্তী লিখিতেন। যদি জজসাহেব তাঁহারদের বিচারে সম্মত হইতেন তবে সেই শাস্তি তৎক্ষণাৎ দেওয়া যাইত কিন্তু যদি জজসাহেব কাজীর বিধানে অসম্মত হইতেন তবে চূড়ান্ত আজ্ঞা প্রাপণার্থে সেই বিষয় নিজামৎ আদালতে অর্পিত হইত। পুনশ্চ জজ সাহেবেরদের প্রতি এই হুকুম হয় যে তাঁহারা দায়েরসায়েরী ভ্রমণ সমাপনানন্তর চলিত ব্যবস্থার দোষগুণ বিষয়ে এবং জেলখানা সকল কি অবস্থায় এবং কয়েদী ব্যক্তিরদের কিরূপ রক্ষণাবেক্ষণ হইতেছে এবং সামান্যতঃ প্রজাবর্গের সচরাচর বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের জ্ঞাতব্য যে সকল কথা তাহা শ্রীযুতের হজুরে লিখিয়া পাঠাইবেন। লার্ড

কর্ণওয়ালিস সাহেবের সকল নিয়মাপেক্ষা এই নিয়ম উত্তম বোধ হইতেছে এবং তাহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হয় যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজশাসন যাহাতে উত্তরোত্তর উত্তম হইয়া প্রজাগণের সুখের বৃদ্ধি হয় ইহা লার্ড কর্ণওয়ালিসের নিতান্ত চেষ্টা ছিল। তৎসময়ে তিনি আরো এই আজ্ঞা করিলেন যে ফৌজদারী মোকদ্দমায় মুসলমানেরদের শরা কিয়ৎ২ মতান্তরকরণপূর্ব্বক বহাল থাকিবেক এবং উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে হিন্দুরদের প্রতি হিন্দুর শাস্ত্র ও মুসলমানের প্রতি মুসলমানের শরা বহাল থাকিবেক এবং ঐ শাস্ত্রের অর্থ পণ্ডিত ও মৌলবীরা করিবেন।

অপর পোলীসের বিষয়ে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব অনেক প্রকৃতর মতান্তর করিলেন ইহার পূর্ব্বে জমীদারেরা পোলীসের তাবৎ কর্ম্ম আপনারদের পেয়াদার দ্বারা নির্ব্বাহ করিতেন এবং নগরে২ কোতওয়ালেরা পেয়াদার দ্বারা তৎকর্ম্ম নিষ্পত্তি করিত কিন্তু এক্ষণে তৎক্ষমতা কোতওয়াল ও জমীদারেরদের হস্তহইতে লওয়া গেল এবং জিলার জজ সাহেবদিগকে তাঁহারদের মাজিস্ত্রেটী পদের উপলক্ষে অপরাধি ব্যক্তিকে ধৃতকরণের ক্ষমতা দেওয়া গেল। লঘু অপরাধে তাঁহারদিগকে দণ্ডাজ্ঞা দিতে হুকুম হইল কিন্তু ভারি অপরাধে আসামীকে ধৃতকরণপূর্ব্বক দায়েরসায়েরী আদালতের সমক্ষে বিচারহওনের নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমার তাবদ্বিবরণ তাঁহারদিগকে প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা হয়। অপর প্রত্যেক জিলা চতুরস্র দশ ক্রোশ আয়তনে নানা ভাগে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেক ভাগে এক২ দারোগা ও তাহার অধীন কতক বরকন্দাজ নিযুক্ত হইল। দারোগার প্রতি এই হুকুম হয় যে সে লিখিত দরখাস্ত প্রাপ্ত হইলেই অপরাধি ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারে এবং যদি ঐ অপরাধ জামিনলওনের যোগ্য হয় তবে মাজিস্ত্রেটসাহেবের সম্মুখে হাজিরহওনের বিষয়ে তাহার স্থানে জামিন লইবে। এবং ঢাকা ও পাটনা ও মুরশিদাবাদ এই তিন শহর পাড়ায়২ বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক পাড়ায় এক দারোগা ও কতিপয় বরকন্দাজ নিযুক্ত হইল এবং তাহারা সকল কোতওয়াল অর্থাৎ দারোগার আজ্ঞাধীন ও দারোগা মাজিস্ত্রেট সাহে

বের আজ্ঞাধীন। অপর যেং বিষয় মাজিস্ত্রেট সাহেবের কর্ণ গোচর হইয়াছিল সেই সকল প্রতিমাসে নিজামৎ আদালতে জ্ঞা পন করিতে তাঁহার প্রতি আজ্ঞা হয়। লার্ড কর্ণওয়ালিস দেশের শাসনার্থে যে নিয়ম স্থাপন করেন তাহার স্থূলবিবরণ-আমরা এইরূপে বর্ণনা করিলাম এবং যদ্যপি কালক্রমে তাহার যৎকি ঞ্চিৎ বৈপরীত্য হইয়া থাকে তথাপি বাস্তবিক সেই নিয়ম অদ্যা পি চলিতেছে।

অপর টেপুসুলতানের সহিত সন্ধিকরণানন্তর লার্ড কর্ণওয়া লিস বঙ্গদেশে ফিরিয়া আইলেন এবং কিঞ্চিৎকাল পরে ফ্রান্সী য় ও ইঙ্গলণ্ডীয়েতে যুদ্ধহওয়াতে ফুদচেরিনগর আক্রমণকরণাভি প্রায়ে তিনি পুনর্ব্বার মান্দ্রার্জে গমন করিলেন কিন্তু তিনি সেখানে না পঁহুছিতে সর জান ব্রাথওএট সাহেব সেই নগর আক্রমণ ক রিয়াছিলেন তাহাতে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব বঙ্গদেশে প্রত্যাগ মন না করিয়া ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরলী পদের ইস্তাফা দি য়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার আমলে এই দুই মহাকার্য্যের সমাধা হয় বিশেষতঃ হয়দরআলী ও তাঁহার পুত্র টেপুসুলতানের মহীসুর রাজ্যের যে পরাক্রমেতে বিংশতিবৎ সরাবধি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট. নিত্য উদ্বিগ্ন ছিলেন সেই পরাক্রম তিনি ভ্রষ্ট করেন। দ্বিতীয় ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যে মহারাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার সর্ব্ব বিষয়ে সুনিয়ম করাতে তাহা মূ লবদ্ধ করেন। অতএব যদ্যপি হেষ্টিংস সাহেবকে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যস্থাপক কহা যাইতে পারে তথাপি ঐ রাজ্য দৃঢ়ীভূতকরণের প্রশংসা অবশ্যই লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহে বকে প্রদান করিতে হয় ইতি।

[৮ অধ্যায়।] [১৭৯৩ সাল।]

৯ অধ্যায়।

১৭৯৩ সালে কোম্পানির চার্টর অর্থাৎ ফরমানের মিয়াদ গত হয় অতএব উত্তরকালে ভারতবর্ষীয় রাজশাসনবিষয়ক নিয়মের নির্দ্ধার্য্যকরণের আবশ্যক হইল। তাহাতে ইঙ্গলণ্ডদেশীয় বাণিজ্যের প্রধান২ নগরস্থেরা রাজমন্ত্রী ও পার্লিমেণ্টে বিনয়পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিলেন যে ইঙ্গলণ্ডদেশীয় তাবদ্বণিকেরা ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের সম্ভোগী হন কিন্তু রাজার মন্ত্রিরদের সহিত কোর্ট আফ্ ডৈরক্তর্স সাহেবেরদের তৎকালীন উত্তমরূপে সৌহার্দ্দ থাকাতে রাজমন্ত্রিরা কোম্পানিকে এক নূতন ফরমান প্রদান করিতে নিশ্চয় করিলেন। অপর যে বণিকেরা ঐ বাণিজ্যের সম্ভোগী হইতে নিতান্ত ব্যগ্র ছিলেন তাঁহারদের পরামর্শ নিরাকরণকরণার্থে কোর্ট আফ ডৈরক্তর্সকর্ত্তৃক এক কমিটি নিযুক্ত হয় এবং তাঁহারা ভারতবর্ষীয় রাজ্যের বাণিজ্যবিষয়ক এক রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। তাহার অভিপ্রায় এই যে কোম্পানির হস্তহইতে সেই বাণিজ্য উঠাইলে তাহার লোপ হওনের সম্ভাবনা। ঐ রিপোর্ট ১৭৯৩ সালের ২৫ ফেব্রুআরি তারিখে পার্লিমেণ্টে প্রস্তাব হয় তাহাতে বোর্ড কন্ট্রোলের সভাপতি শ্রীযুত ডণ্ডাস সাহেব পার্লিমেণ্টে উপস্থিত হইয়া কোম্পানি বাহাদুরের তাবদ্বিষয় বিস্তারে কহিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কোম্পানির তদ্বর্ষের হিসাবেতে দৃষ্ট হইল যে ব্যয়াপেক্ষা তাঁহারদের আয় অধিক অতএব তদ্দৃষ্টে শ্রীযুত ডণ্ডাস সাহেব কহিলেন যে কোম্পানি বাহাদুর এইক্ষণে অত্যুত্তম অবস্থায় আছেন এবং পরেও ভারতবর্ষে ব্যয়অপেক্ষা চিরকাল আয়ের আধিক্য হইতে পারে যদ্যপি ভারতবর্ষ পুনর্ব্বার কোম্পানিতে অর্পিত হয় তবে তত্রস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারহইতে রাজকর ইঙ্গলণ্ডদেশে স্রোতের ন্যায় নিয়ত আসিবে। তিনি আরো কহিলেন যে খরচাবাদে প্রতিবৎসর এক কোটি চব্বিশ লক্ষ টাকা থাকিবে অতএব ঐ টাকার মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কোম্পানি বাহাদুরের কর্জ পরিশোধার্থ নিরূপিত হয় ও পঞ্চাশ লক্ষ টাকা

ভারতবর্ষীয় করস্বরূপ ইঙ্গলণ্ডীয় রাজকোষে প্রদত্ত হয় এবং অব শিষ্ট চব্বিশ লক্ষ টাকা কোম্পানির অংশিরদের মধ্যে বিভক্ত হয়। কিন্তু যে সময়ে তিনি পার্লিমেণ্টের দ্বিতীয় সভায় কোম্পানির ধ নের বিষয়ে এতদ্রূপ বাগাড়ম্বর করিতেছিলেন তৎকালে টাকার নিমিত্তে কোম্পানি বাহাদুরের এমত ক্লেশ উপস্থিত হয় যে তাঁহার দের দুই কোটি টাকা কর্জ করিতে হইল। কিন্তু তাঁহারদের দায় গ্রস্ততা তৎসময়ে ব্যক্ত হইলে উদ্যোগ বিফল্ হয় ইহা জানিয়া তাঁহারা টাকা কর্জকরণের প্রসঙ্গও না করিয়া পার্লিমেণ্টে এই প্রস্তাব করেন যে আমারদিগকে এক কোটি টাকাতে পূর্ণ করিয়া আপনারদের মূল ধনের বৃদ্ধি করিতে অনুমতি দেন। অপর ই ঙ্গলণ্ডদেশে অন্যং লোকেরা শতকরা ৫ টাকার হিসাবে সুদ দিতেন কিন্তু কোম্পানি বাহাদুর শতকরা ১০ টাকার হিসাবে দিতে অঙ্গীকার করিলেন। তাহাতে অন্যং মহাজনেরা দুই কোটি টাকা দিয়া কোম্পানির ঐ উক্ত কোটি টাকার কাগজ ক্রয় করি লেন এবং এইরূপে কোম্পানি বাহাদুর আপনারদের দায়হইতে মুক্ত হইলেন ও কোম্পানি বাহাদুরের ব্যয়অপেক্ষা আয় অধিক সকলের যে এই প্রবোধ ছিল তাহা ভ্রমাত্মক হইল না। কিঞ্চিৎ কাল পরে কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা কোম্পানি বাহাদুর কে পুনর্ব্বার ফরমান প্রদানার্থ পার্লিমেণ্টের দ্বিতীয় সভায় দর খাস্ত করেন এবং কিঞ্চিৎ বাদানুবাদানন্তর প্রায় কোন ব্যতিক্রম না হইয়া ফরমান পুনর্ব্বার তাঁহারদিগকে প্রদত্ত হইল। তন্মধ্যে কেবল এইমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় যে ইঙ্গলণ্ডদেশের ভিন্নং বণিকের দিগকে কোম্পানির জাহাজে পনের হাজার মোন বোঝাই বাণি জ্যদ্রব্য ভারতবর্ষহইতে ইঙ্গলণ্ডদেশে প্রতিবৎসর আনয়ন করি তে অনুমতি হইল কিন্তু ঐ বাণিজ্যের অনুমতি দেওনকালে এত আপাদক নিয়মিত হইল যে কোন বণিক সে অনুমতি গ্রহণ ক রিলেন না। অপর কোম্পানির চার্টর বিংশতি বর্ষের নিমিত্তে দে ওয়া গেল।

পরে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের পদে কোম্পানি বাহাদুরের ভারতবর্ষীয় এক জন কর্ম্মকারক শ্রীযুত জান সোর সাহেব গবর্

নর্ জেনরলী পদে অভিষিক্ত হইয়া সর জান সোর উপাধিপ্রাপ্ত হইলেন। রাজকরসম্বলিত ব্যাপারবিষয়ে তাঁহার অতিবিজ্ঞতা ছিল এবং তৎকালীন গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় কেবল আপনারদিগের ব্যয়ের লাঘবকরণ এতদর্থ কোম্পানির কর্ম্মে ঐ সাহেবের যাদৃশ উপযুক্ততা অপর তাদৃশ উপযুক্ত ব্যক্তি দৃষ্ট হইল না। তৎসময়ে মুরশিদাবাদের নবাব মবারক উদ্দৌলা তেইশ বৎসরাবধি নবাবী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া সাঁইত্রিশ বৎসরবয়স্ক হইয়া পরলোক গত হন। তিনি বার পুত্র ও তের কন্যা সন্তান রাখিয়া যান এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উজীর উদ্দৌলা মসনদ প্রাপ্ত হইয়া ১৭৯৩ সালের ২৮ সেপ্তেম্বর তারিখে তাঁহার পিতৃপদাভিষিক্ত হওনের ঘোষণা হইল। অপর সর জান সোর সাহেব বড় সাহেবী পদ প্রাপ্তহওনের কিঞ্চিৎকাল পরে মহীসুরের যুদ্ধে যে নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়েরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহকারী ছিলেন তাঁহারদের মধ্যেই যুদ্ধহওনের সম্ভাবনা হইল। ঐ যুদ্ধের পরিশেষ হওনের কিঞ্চিৎ পরে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব এমত এক নূতন সন্ধিকরণের চেষ্টা পাইলেন যে তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ও মহারাষ্ট্রীয়েরা ও নিজাম টেপুসুলতানের আক্রমণ নিবারণার্থ এক সন্ধিপত্রের দ্বারা পরস্পর বদ্ধ থাকেন কিন্তু নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়েরদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদহওনের যে সম্ভাবনা তাহাতে তিনি লিপ্তহওনে অনিচ্ছুক হইয়া ঐ সন্ধিতে এই নিয়ম করিলেন যে সন্ধিকারক তিন জনের মধ্যে যদি কাহারো সহিত বিবাদ হয় তবে বিবাদিরদের মধ্যে যিনি তৃতীয় ব্যক্তির সহায়তা প্রার্থনা করিবেন তৎপক্ষীয় যাথার্থ্যের নিশ্চয় না জানিয়া এবং প্রথমত উভয়ের মধ্যে মিলকরণের উদ্যোগ না করিয়া ঐ তৃতীয় ব্যক্তি তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইবেন না। অপর ঐ সন্ধিপত্রের এক পাণ্ডুলেখ্য হয়দরাবাদ ও পুণ্যগ্রামে প্রেরিত হইল। নিজামের ইহা স্পষ্ট বোধ ছিল যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আনুকূল্য না করিলে আমার কোন প্রকারে মহারাষ্ট্রীয়েরদের হইতে রক্ষা নাই তথাপি ঐ সন্ধিপত্রের বিষয়ে লার্ড কর্ণওয়ালিসের ব্যগ্রতা দেখিয়া নিজাম ইহা মনে ভাবিলেন যে এই সন্ধিকরণসময়ে আমার

নিজবিষয়ক উপকারহওনের এক সুযোগ। অতএব তিনি লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে কহিলেন যে আমাকে কর প্রদান করেন যে কর্ণালের নবাব তাঁহার প্রতি টেপুসুলতান এইক্ষণে অত্যাচার করিতেছেন অতএব তাঁহার সাহায্য করিতে যদি শ্রীযুত অনুমতি করেন তবে আমার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে কোন আপত্তি নাই কিন্তু গবর্নর্ জেনরল সাহেব তাহা শুনিয়া এমত বিরক্ত হই লেন যে নিজাম ভীত হইয়া আর কিছুমাত্র বাক্প্রয়োগ না করি য়া তৎক্ষণাৎ ঐ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

কিন্তু পুণ্যনগরের দরবারে সন্ধির বিষয়ে অধিক লটখট ঘ টিল। তৎসময়ে নানা ফরনবীস তথায় উজীর ছিলেন এবং তাঁহার এই নিশ্চয় ছিল যে সিন্ধিয়ার প্রতিকূলে মহারাষ্ট্রীয়েরা কদাচ সাহায্য করিবেন না অতএব ঐ সন্ধিকরণবিষয়ে তিনি অ নেক টালমটাল করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে বড় সাহেব যাহাতে কদাচ স্বাক্ষর করিবেন না এমত সন্ধিপত্রের এক পাণ্ডু লেখ্য প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুতের নিকটে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে এই বিশেষ নিয়ম লিখিত ছিল যে মহারাষ্ট্রীয়েরা টেপুসুলতা নের রাজ্যের উপর চৌথ লইতে অনুমতি প্রাপ্ত হন। বাস্তবিক তৎসময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পরাক্রমের বিষয়ে ঈর্ষান্বিত হইয়া নিজামের রাজ্য তাঁহাহইতে কাড়িয়া লইতে ব্য গ্র ছিলেন অতএব এক বৎসরপর্য্যন্ত মিথ্যা কথোপকথনে ক্ষে পণ হইলে শ্রীযুত বোধ করিলেন যে মহারাষ্ট্রীয়েরদের এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরকরণবিষয়ে যে প্রত্যাশা সে মিথ্যা। নিজামও স্পষ্টরূপে অবগত হইলেন যে মহারাষ্ট্রীয়েদের সন্ধিপত্রে স হীকরণের বিলম্বের কারণ এই যে আমার রাজ্যের উপর তাঁহারদের আক্রমণকরণের নিতান্ত চেষ্টা অতএব ইঙ্গলণ্ডীয়ে রা আমার সহিত সন্ধিপত্রের দ্বারা বদ্ধ হইলে মহারাষ্ট্রীয়ে রদেরহইতে আর কোন ভয় আমার থাকিবে না। ইহা দৃঢ় বোধ করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যে কেবল তাঁহার সহিত সন্ধিপত্র করেন ইহাতে অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন কিন্তু অত্যন্ত শান্তস্বভাবতা প্রযুক্ত সর জান সোর সাহেব যাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা বিরক্ত

হন এমত কোন ব্যাপার করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না অতএব নিজামের সহিত তদ্রূপ সন্ধি করিতে নিবৃত্ত হইলেন এবং স্বীয় দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা যে পূর্ব্বকৃত সন্ধিপত্র বজায় রাখিবেন তাঁহারা এতদ্রূপ বাচনিক প্রতিজ্ঞা করিলে তিনি ক্ষান্ত থাকিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে অনুৎসাহী দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রোৎসাহী হইয়া নিজামের প্রতিকূলে যে শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করিবেন ইহা তাঁহারা গোপনেও রাখিলেন না এবং ১৭৯৪ সালের জানুআরিমাসে নিজাম এমত ভীত হইলেন যে তাঁহার দরবারে ইঙ্গলণ্ডীয় রেসিডেণ্ট সাহেবকে এই প্রস্তাব করিলেন যে কোম্পানি বাহাদুর যে আমার দেশের কর্ত্তা হন এমত নিয়মপর্য্যন্ত করিতেও স্বীকৃত আছি। তাহাতে রেসিডেণ্ট সাহেব বড় সাহেবের নিকটে পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে এইক্ষণে অতিউত্তম সুযোগ হইয়াছে ইহা ত্যাগ করা অনুচিত তথাপি শ্রীযুত ইহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ করিলেন না।

মহারাষ্ট্রীয়েরদের মধ্যে পূর্ব্বাবধি এই রীতি ছিল যে তাঁহারা মহা সৈন্যসকল নিত্য প্রস্তুত রাখিয়া আপনারদিগের চতুর্দ্দিগস্থ লোকেরদের প্রতি সতত দৌরাত্ম্যাচরণ করিতেন পরে তাহারদের স্থানহইতে কিছু টাকা লইয়া ক্ষান্ত হইতেন। এতদ্রূপ নিয়তকরত শেষে তাঁহারদের মধ্যে সহজতঃ এই নিয়ম ঘটিল যে রাজস্বের চৌথ পাইলে তাঁহারা ক্ষান্ত হইবেন। অনন্তর তাঁহারা একবার চৌথ পাইলে প্রতিবৎসর তদ্রূপ চৌথের দাওয়া করিতেন এবং তাঁহারা সৈন্যসমভিব্যাহারে আগত না হইলেঐ চৌথ কদাচ আদায় হইত না অতএব সেই চৌথ প্রতিবৎসর কিছু২ বাকী পড়িত এবং চতুর্দ্দিগস্থ লোকেরদের প্রতি আক্রমণকরণবিষয়ে তাঁহারদের নিত্য এই অপদেশ ছিল অর্থাৎ চৌথ বাকী আছে। কোন২ গতিকে মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনারদের আমলা লোক প্রেরণ করিয়া চৌথ আদায় করিতেন এবং এতদ্রূপ একবার লইলেই তাঁহারদের দৌরাত্ম্যের ব্যাপ্য দেশসকলের অন্তঃপাতি বিষয়ে তাঁহারা হস্ত নিক্ষেপকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে

ন। নিজামের অধিকারের উপর মহারাষ্ট্রীয়েরদের বহুকালা বধি চৌথ ছিল এবং নিজামের সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সম্পর্ক হওনের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজামের দেশের মধ্যে এমত প্রবল ছিলেন যে তাঁহার মন্ত্রিরা মহারাষ্ট্রীয়েরদের তুষ্ট রাখণেতে যাদৃশ চেষ্টিত তাদৃশ স্বীয় প্রভুকেও সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টান্বিত ছিল না। কিন্তু যখন নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়েরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত টেপুসুলতানের উপর যুদ্ধকরণার্থ সম্মিলিত হইলেন তখন নিজামের অধিকারের উপর মহারাষ্ট্রীয়েরা চৌথের বিষয়ে বাক্যমাত্র উল্লেখ করিলেন না যেহেতুক তাঁহারদের এই স্থির বোধ ছিল যে তাহা করিলে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবেন। অপর ঐ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজামের উপর পুনর্ব্বার চৌথের দাওয়া করিতে লাগিলেন তদ্বিষয়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং মধ্যস্থ হইতে প্রস্তাব করিলেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যুদ্ধের দ্বারা ঐ মধ্যস্থতা প্রবল করিবেন না ইহা অবগত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহারদের ঐ প্রস্তাব অতিতুচ্ছত্বে পরিগ্রহ করিলেন অতএব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এতদ্বিষয়ে কোন এক পক্ষাবলম্বনের নির্দ্ধার্য্যকরণের আবশ্যক হইলে গবর্নর্ জেনরল সাহেব বিবেচনা করিলেন যে কোম্পানির কোষ এইক্ষণে অর্থশূন্য অতএব যুদ্ধের খরচ আমরা যোগাইতে পারিব না এইপ্রযুক্ত নিজামকে সহকারী করিতে নিশ্চয় করিলেন না এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহা অবগত হইবামাত্র নিজামের প্রতি আক্রমণ করিতে কিছু ত্রুটি করিলেন না।

কিন্তু তাঁহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বেই মাদাজি সিন্ধিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইলেন তাঁহার মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়েরদের রাজধানী পুণ্যগ্রামে মন্ত্রিরদিগকে তিনি এমত বাধ্য করিয়াছিলেন যে তাঁহার মরণোত্তর রাজকীয় বিষয়ে একটা মহা বৈলক্ষণ্য ঘটিবে ইহা সকলেরি স্থির বোধ ছিল এবং পুণ্যনগরে নিযুক্ত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উকীল বোধ করিলেন যে মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত নিজামের সম্মিলনহওনের সুযোগ সময় এই কিন্তু মৃত সিন্ধিয়ার ভ্রাতৃপুত্র দৌলতরাও সিন্ধিয়া অতি দূরস্থান হইতে

সৈন্য সংগ্রহকরণপূর্ব্বক পুণ্যগ্রামে আগত হইয়া তথায় তাঁহার পিতৃব্য অপেক্ষাও প্রবল হইলেন। অতএব আমার উপর যুদ্ধ নিবারণহওনের কোন উপায় নাই ইহা নিজাম নিতান্ত অবগত হইয়া রণভূমিতে প্রথমতঃ অগ্রসর হইতে নিশ্চয় করিলেন এবং সৈন্যসমভিব্যাহারে বিদেরস্থানপর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে ১৭৯৫ সালের মার্চ মাসের পূর্ব্বার্দ্ধে দৌলতরাও সিন্ধিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরদের সৈন্য লইয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন। তাঁহাতে উভয়ের সহিত তুমুল যুদ্ধ হওয়াতে উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরদের পরস্পর গোলমাল হইলে কোন পক্ষের জয় পরাজয়ের নিশ্চয় হইল না কিন্তু নিজামের সৈন্যসহচারি তাঁহার স্ত্রীগণেরা তাঁহাকে পলায়ন করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন এবং তিনিও ঐ কুমন্ত্রণা শুনিয়া পলায়ন করিয়া কর্দিলা নগরে আশ্রয় লইলেন ঐ কিল্লার চতুর্দ্দিগ পর্ব্বতে বেষ্টিত কেবল তাহাতে প্রবেশনীয় এক পথ ছিল সেই পথ মহারাষ্ট্রীয়েরা আক্রমণ করিয়া কএক সপ্তাহপর্য্যন্ত নিজামকে অতিদুরবস্থায় বদ্ধ রাখিলেন। পরে নিজামের ছাউনিতে আহারীয় দ্রব্যের অত্যন্ত অপ্রতুল এবং উপকার প্রাপণের কিছুমাত্র ভরসা ছিল না অতএব মহারাষ্ট্রীয়েরা তৎসময়ে যেমত আজ্ঞা তাঁহার প্রতি করিলেন তাহাই তাঁহার স্বীকার করিতে হইল তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা পূর্ব্বকৃত চৌথের দাওয়া অতিদৃঢ়ীভূত করিয়া বার্ষিক পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা উৎপাদক ভূমি তাঁহার স্থানে লইলেন এবং নগদ তিন কোটি টাকা দণ্ড করিলেন তন্মধ্যে তৃতীয়াংশ টাকা তৎক্ষণাৎ তাঁহার দিতে হইল অবশিষ্ট বৎসরেং পঁচিশ লক্ষ টাকা করিয়া দিতে নিয়ম করিলেন। এতদতিরিক্ত তাঁহাকে এই আজ্ঞা করিলেন যে অহিনকুলবৎ মহারাষ্ট্রীয়েরদের শত্রু এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পরম মিত্র আজিম ওলওমরানামক তাঁহার অতি বিচক্ষণ মন্ত্রিকে প্রতিভূ দিবেন।

এইরূপে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা নিজামের সাহায্য না করাতে তিনি একেবারে উচ্ছিন্ন হইলেন। কিন্তু গবর্নর্ জেনরল সাহেব কেবল তাঁহার সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন এমত নহে নিজাম যে

দুই দল ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন পুণ্যনগরস্থ লোকেরা কি জানি বিরক্ত হয় এই আশঙ্কায় শ্রীযুত ঐ সৈন্যেরদিগকে মহারাষ্ট্রীয়েরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন। তাহাতে নিজাম অতিশয় বিরক্ত হইলেন যে আমি ঐ সকল সৈন্যেরদিগকে বেতন দিতেছি কিন্তু আমার কর্ম্মকালে তাহারা অকর্ম্মণ্য অতএব সন্ধি করিবামাত্র তিনি তাহারদিগকে বিদায় করিলেন এবং যে ফ্রান্সীয় সৈন্যেরা তাঁহার বেতনভুক্ ছিল তাহারদের সংখ্যা বাড়াইতে তিনি নিশ্চয় করিলেন। ইহার পুর্ব্বে রেমণ্ডনামক এক জন অতিবিজ্ঞ ফ্রান্সীয় সেনাপতি নিজামের নিমিত্ত কতক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইউরোপীয় রীত্যনুসারে তাহারদিগকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। অতএব ঐ সকল সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তাহারদের বেতন স্বরূপ তাঁহার অধিকারের কতক রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ইহাতে সুতরাং গবর্নর্ জেনরল সাহেব শঙ্কিত হইয়া যাহাতে তাহা না হয় এমত নানাপ্রকার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার সেই উদ্যোগেতে কিছু ফল দর্শিল না যেহেতুক নিজাম ঐ ফ্রান্সীয় সৈন্যেরদিগকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সীমান্তর স্বীয় অধিকারে তৎক্ষণাৎ স্থাপন করিলেন। তাহাতে শ্রীযুত হয়দরাবাদের দরবারে রেসিডেণ্ট সাহেবকে নিজামের প্রতি ইহা কহিতে আজ্ঞা দিলেন যে আপনি যদি ঐ সকল সৈন্য শীঘ্র উক্ত স্থান হইতে উত্থাপন না করহ তবে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে এইক্ষণেই তোমার দেশের উপর আক্রমণার্থ প্রেরণ করিব। এই নিমিত্তে নিজাম ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করিতেন বা না করিতেন তাহা নিশ্চয় অবগত হওয়া গেল না যেহেতুক তিনি যুদ্ধ করণাবধারণ না করিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলীজা রাজধানীহইতে পলায়ন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন ইহাতে নিজাম ঈদৃশ শঙ্কাকুল হইলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে সকল সৈন্য সংপ্রতি বিদায় করিয়াছিলেন তাহারদিগকে তাঁহার পুনর্ব্বার আহ্বান করিতে হইল অতএব শ্রীযুত তাহারদিগকে নিজামের সহায়তা করিতে অবিলম্বে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু

তাহারা রণভূমিতে না পঁহুছিতেং আলীজা পরাভূত হইয়া ধৃত হইলেন কিঞ্চিদনন্তর তাঁহার সন্তানেরদের মধ্যে অপর এক জন রাজবিদ্রোহি কর্ম্মকরণাভিপ্রায়ে আপনার সঙ্গে মহা এক দল সৈন্য লইয়া স্থানান্তর গত হইলেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আনুকূল্যে তিনিও পরাজিত হন যদ্যপিও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যের দ্বারা এই স্থলে নিজাম অত্যন্ত উপকৃত হইলেন তথাপি তাঁহার এই দৃঢ় বোধ ছিল যে মহারাষ্ট্রীয়েরা আমাকে বিনষ্ট করিতে নিশ্চয় করিয়াছে অতএব ঐ মহারাষ্ট্রীয়েরদের প্রতিকূলে আমার যে যুদ্ধ হইবে তাহার সাহায্য ইঙ্গলণ্ডীয়েরা এই সকল সৈন্যের দ্বারা কদাচ করিবেন না এইপ্রযুক্ত ফ্রান্সীয় রেমণ্ড সাহেবের অধীনে যে সকল সৈন্য ছিল তাহারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে অবধারণ করিয়া ভরণপোষণার্থ তাহারদিগকে ভূমির রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ইহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সুতরাং বিরক্ত হইলেন যেহেতুক দক্ষিণদেশে ফ্রান্সীয়েরদের অধীন কোন সৈন্য থাকা তাঁহারদের অত্যন্ত অনিষ্ট। তাহাতে নিজাম কহিলেন আমার তাবৎ শত্রু অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয়েরদের যাহাতে দমন হয় এমত সৈন্য যদি ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আমাকে প্রদান করেন তবে এ সকল ফ্রান্সীয় সৈন্যেরদিগকে বিদায় করিতে আমি এইক্ষণেই প্রস্তুত আছি। কিন্তু গবর্নর্ জেনরল সাহেব এতদ্বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ না করাতে তাহা একেবারে বিফল হইল।

কিন্তু ইতিমধ্যে এমত ঘটনা উপস্থিত হইল যে তাহাতে দক্ষিণদেশীয় তাবৎ রাজকীয় ব্যাপারের পরিবর্ত্তন হয় বিশেষতঃ ১৭৯৫ সালের ১৭ অক্তোবর যুবা পেসুআ মাধুরাওর পরলোক প্রাপ্তি হয় এবং মহারাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষেরদের মধ্যেও নানা বিবাদ উপস্থিত। নানা ফরনবীস এই অভিপ্রায়ে এক বালককে গদিতে উপবেশন করাইতে মনঃস্থ করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে নামমাত্র রাজা করিয়া পরাক্রমসকল আপনার অধীনে রাখিবেন। পক্ষান্তরে সিন্ধিয়ার ইচ্ছা ছিল যে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী রাঘবরাওর পুত্র বাজিরাওকে সিংহাসনে উপবেশিত করেন। তাহাতে নানা ফরনবীস নিজামের দ্বারা আপনার দল পুষ্ট করি

তে ইচ্ছা করিয়া নিজামের যে মন্ত্রী প্রতিভূস্বরূপে কয়েদ ছিলেন তাঁহাকে তিনি মুক্ত করিলেন এবং ঐ মন্ত্রির দ্বারা নিজামের স হিত এক নূতন সন্ধি করিয়া কর্দিলাস্থানে আশ্রয় লওনসময়ে অগত্যা নিজাম যাহা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন নানা ফরনবীস সে সকল বিষয় ছাড়িয়া দিলেন। ইতিমধ্যে সিন্ধিয়া মহাসৈন্য সমভিব্যাহারে পুণ্যনগরে ত্বরায় গমন করিয়া বলপূর্ব্বক বাজি রাওকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইলেন ও নিজামের সহিত নানা ফরনবীস যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহা অন্যথা করিলেন কিন্তু এইক্ষণে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষেরদের পরস্পর বিরোধহওয়া তে নিজামকে তুচ্ছ জ্ঞান করা অনুচিত বোধ করিয়া সিন্ধিয়া স্বয়ং নিজামের সহিত এক সন্ধি করিয়া কর্দিলাস্থানে নিজাম যাহা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন তাহার তিন অংশ ছাড়িয়া দি লেন।

সর জান সোর সাহেবের আমলে টেপুসুলতানের সহিত ইঙ্গ লণ্ডীয়েরদের প্রায় কিছু সম্পর্ক ছিল না। শ্রীরংপটমে আত্মকৃত সন্ধিপত্রের নিয়মসকল টেপুসুলতান পূর্ণ করিলে শ্রীযুত তৎপুত্রে রদিগকে মুক্ত করিয়া তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন কিন্তু ইঙ্গ লণ্ডীয়েরদের এমত বোধ হইল যে তিনি অন্তঃকরণাভিমানে বিদ্ধ হইয়াছেন অতএব তাঁহার সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রকৃত মৈত্রী কোনরূপে হইতে পারে না।

এইক্ষণে অযোধ্যার রাজকীয় ব্যাপারবিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রস্তাব্য। লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব ভারতবর্ষীয় রাজদণ্ডধারণ করিয়া অযোধ্যার রাজসম্পর্কীয় বিষয়ে এই নিয়ম করেন যে তাহার রা জকীয় কর্ম্ম ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হয় বিশেষতঃ বহিস্থ বিপক্ষহই তে দেশরক্ষাকরণ ও দেশের অন্তঃপাতি বিষয়সকলের রক্ষণা বেক্ষণ তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধীন শেষোক্ত কর্ম্ম নবাবের আয়ত্ত থাকিবে। কিন্তু লার্ড কর্ণওয়ালিস সা হেব অযোধ্যার অধিকার দিয়া গমন করিয়া কিয়ৎকাল রাজধা নীতে বাস করিলে রাজশাসন ও রাজস্ব আদায়করণের বিশৃঙ্খ লতা ও প্রজাগণকে দুঃখাবস্থ দেখিয়া বিস্ময় বোধে তদ্বিষয়ক

খেদ কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। অপর ১৭৯২ সালে হয়দর বেগখাঁনামক নবাবের প্রধান মন্ত্রী লোকান্তর গত হইলে তাঁহার পদে নবাব উজীর হুসেন রেজা খাঁ ও রাজা তেকায়তরায়কে নিযুক্ত করিলেন এবং কিঞ্চিৎকাল পরে তাঁহারদের তৎকর্ম্মে নিযুক্তহওনে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট স্বী কৃত হইলেন কিন্তু ঐ নবনিযুক্ত মন্ত্রিরা যদ্যপিও যথাসাধ্য উ দ্যোগ করিলেন তথাপি তাঁহারা উজীরের নিজব্যয়ের লাঘব করিতে অথবা রাজস্ব আদায়কারি আমলারদিগের অত্যাচার নিবারণ করিতে ক্ষম হইলেন না। তাহাতে ১৭৯৩ সালের জানু আরি মাসে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব নবাব উজীরের নিকটে এক পত্র লিখিয়া তাহাতে প্রজাগণের দুঃখ ও দেশের দুরবস্থা ব্যক্তরূপে বর্ণনা করেন এবং কহিলেন যে আপনার অপরিমিত ব্যয়েতে ও রাজ্যের কুশাসনেতে এ সকল দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। অপর লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের বিলায়তে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে ঐ নূতন নিযুক্ত মন্ত্রিরা কলিকাতায় আগত হইয়া তাঁহা কে পুনর্ব্বার দেশের দুর্দশা জ্ঞাপনপূর্ব্বক দৈশিক মঙ্গলবিষয়ক পরামর্শ প্রশ্ন করিলেন। অতএব শ্রীযুত ভারতবর্ষ ত্যাগকরণের পূর্ব্বে মান্দ্রাজহইতে নবাব উজীরের নিকটে অপর এক পত্র লি খিয়া জ্ঞাপন করিলেন যে আপনকার রাজস্বের যে অতিন্যূনতা হইতেছে ইহা কে না অবগত আছে অতএব ইহার কারণ কে বল তোমার কর আদায়ক আমলারদের অত্যাচার ও নির্দ্দয়তা। এবং এতদ্রূপ কুশাসনেতে প্রজাগণের কিপর্য্যন্ত দুঃখ তাহা তিনি সবিস্তার লিখিলেন। পুনশ্চ লিখেন যে দুঃখি লোকেরদের প্রার্থনা পরমেশ্বর শ্রবণ করেন ও তাহারদিগকে যাঁহারা দুঃখ দেন তাঁহারা পরমেশ্বরের ক্রোধের পাত্র হন এবং পূর্ব্বকালীন নানা রাজ্যের ইতিহাসের মধ্যেও দৃষ্ট হইতেছে যে অন্যায় কর্ম্মকরণেতে বা অন্যের অহিতাচার নিবারণ না করাতে রাজ বংশ্যেরদের রাজ্য একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে।

অযোধ্যার তাবদ্ব্যাপারের এমত দুরবস্থায় অবস্থিতি সময়ে রোহেলারদের অধ্যক্ষ ফয়জুল্লা খাঁ অতিবৃদ্ধ হইয়া পরলোক

গত হন। মৃত্যুকালেতে তাঁহার দেশ কুশলী এবং প্রজাগণ স্বচ্ছন্দ ও রাজশাসন অতিকোমল ছিল এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ আলী তৎপদাভিষিক্ত হইয়া নিজাম ও রোহেলারদের অন্যং অধ্যক্ষকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইলেন কিন্তু গোলাম মহম্মদ তৎকনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অধীন করিয়া তাঁহাকে বধ করেন এবং নবাব উজীরের নিকটে লিখিয়া জ্ঞাপন করেন যে আমাকে রামপুরের অধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে আপনাকে যথেষ্ট উৎকোচ প্রদান করিব। ঐ হত মহম্মদআলী একপুত্র রাখিয়া যান তথাপি নবাব উজীর তাঁহার অতিদুরাত্ম হত্যাকারি ভ্রাতার পরামর্শ শ্রবণ গোচর করিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত পরামর্শ না করিয়া তাহা সিদ্ধ করিতে পারেন না। অপর গবর্নর্ জেনরল সাহেব এবিষয় অবগত হইয়া কহিলেন যে আমি পূর্ব্বাবধি রোহেলখণ্ডের ঐ ভাগ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারান্তর্গত করিতে নিশ্চয় করিয়াছি অতএব সর রাবর্ট আবরক্রম্বি সাহেব সসৈন্যে তদ্দেশে যাত্রা করিয়া গোলাম মহম্মদকে জয় করেন এবং ফয়জুল্লাখাঁয়ের যে সকল ন্যস্তধন ছিল তাহাও নবাব উজীরকে প্রদান করেন এবং তাবদ্দেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নামে অধিকার করিয়া মহম্মদআলীর পুত্র আসবজাকে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা উৎপাদক এক জায়গীর নিযুক্ত করিয়া দেন।

অপর অযোধ্যার রাজ্যবিষয়ক বিশৃঙ্খলতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং নবাব উজীরের দুই মন্ত্রী হুসেন রায়খাঁ ও রাজা তেকায়তরায় আপনারদের প্রভুর স্বীয় ব্যয়ের হ্রাসতা করিতে উদ্যুক্তহওয়াতে তিনি তাঁহারদের অপদস্থ করিতে এবং তাঁহারদের পরিবর্ত্তে আপনার প্রিয়পাত্র জাউলালকে প্রধান মন্ত্রির কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু নবাবের উপর তৎকালীন অন্যং বিভ্রাটও উপস্থিত যেহেতুক কোর্ট আফ্ ডৈরক্তর্স সাহেবেরদের ইচ্ছা ছিল যে ভারতবর্ষস্থ সৈন্যেরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন অথচ ব্যয়ের বাহুল্য না হয়। অতএব তাঁহারা গবর্নর্ জেনরল সাহেবের নিকটে লিখিয়া জ্ঞাপন করিলেন যে আপনি নবাব উজীরকে এমত প্রবোধ দেউন যে তিনি আ

পনার অকর্ম্মণ্য অশ্বারূঢ়েরদিগকে বিদায় করিয়া তাহারদের বেতনে যে টাকা লাগিত তাহা আমারদের কল্পিত নূতন সৈন্যের দিগকে খরচের নিমিত্তে দেন অতএব ১৭৯৭ সালের মার্চ মাসে শ্রীযুত স্বয়ং লক্ষ্ণৌতে গমন করিয়া যাহাতে নবাব উজীর এই নিয়ম স্বীকৃত হন এবং স্বীয়দেশে রাজশাসনের কোন সুনিয়ম করেন এমত নানা চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। অপর নবাব প্রথমতঃ তাহাতে নানা অনিষ্ট দর্শাইলেন কিন্তু অবশেষে তিনি ইহা স্বীকার করিলেন যে বৎসরে যদি আমার সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক না লাগে তবে নিজ অশ্বারূঢ়েরদিগকে বিদায় করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয় এক রেজিমেণ্ট অশ্বারূঢ় ও এক রেজিমেণ্ট পদাতিক সৈন্যেরদিগকে বেতন দিতে স্বীকৃত আছি। এই নিয়ম করণের দুই তিন মাস পরে নবাবউজীর লোকান্তর গত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সাদত আলী দরবারের কুমন্ত্রণা ভয়ে পূর্ব্বে কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন। পরে মৃত নবাবের জ্যেষ্ঠপুত্র মীরজা আলী পিতৃপদাভিষিক্তহওনে অপেক্ষিত থাকাতে সাদত আলী যে স্বয়ং মসনদ প্রাপ্ত হন এতদর্থে তিনি মিরজা আলীর উপর এই দোষোদ্ভাবন করিলেন যে আমার ভ্রাতার যত সন্তান তাহারা সকলেই জারজ। অতএব এতদ্বিষয়ের মীমাংসাকরণের ভার সুতরাং গবর্নর্ জেনরল সাহেবের প্রতি অর্পিত হওয়াতে তিনি কহিলেন মীরজা আলীকে তাঁহার পিতা পুত্রের ন্যায় স্বীকার করিয়াছিলেন এবং মুসলমানের শরাঅনুসারে তাঁহার এমত স্বীকারকরাতে পুত্র পিতার সিংহাসনারোহণের যোগ্য এবং বেগমেরা অর্থাৎ আসফ উদ্দৌলার ভার্য্যা ও তাঁহার মাতা এবং রাজধানীর লোকেরা তাহাতে স্বীকৃত আছেন অতএব সর্ব্বত্র উজীর আলী নামেবিখ্যাত মীরজা আলী সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকর্তৃক স্বীকৃত হইলেন।

কিন্তু ঐ যুব নবাব তৎপদাভিষিক্ত হওনের কিঞ্চিৎকাল পরে তাঁহার নামে শ্রীযুতের নিকটে নানা অভিযোগ হইতে লাগিল। তাহাতে শ্রীযুত স্বয়ং লক্ষ্ণৌতে গমন করিয়া দেখিলেন যে তথায় যেমত ধূর্ত্ততা হইতেছে এমত কখন শ্রুত হন নাই বিশেষতঃ

প্রধানা বেগম নবাবের কর্ম্মে হস্তক্ষেপণ করিতে উদ্যতা হইয়াছিলেন তাহাতে উভয়ের মহা বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে ঐ বেগম একেবারে আলমাস আলীখাঁর বাধ্যা হইলেন ঐ আলমাস খাঁ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অতিবিরুদ্ধাচারী এবং অত্যাচারের দ্বারা ক্রমশঃ অযোধ্যা রাজ্যের মধ্যে অনেক ভূম্যধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাবৎ দরবারের বৈক্লব্য হয় সুতরাং দেশমধ্যে তাবৎ রাজশাসনের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা। অপর ২৯ দিসেম্বর তারিখে ঐ আলমাসখাঁ রাজমন্ত্রির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নবাব উজীরের প্রতিকূলে অনেক কটুকাটব্য উক্তিপূর্ব্বক কহিলেন যে তিনি জারজ অথচ লম্পট এবং তাঁহার দুষ্কর্ম্মেতে একেবারে দেশ উচ্ছিন্ন হইবে অতএব তিনি সিংহাসনের অযোগ্য এবং আসফ উদ্দৌলার জারজ পুত্রসকল সিংহাসন প্রাপ্তির অনধিকারী হইয়া তাঁহার কোন এক ভ্রাতা মসলদ প্রাপ্ত না হন বেগমেরদের এই নিতান্ত ইচ্ছা এবং বেগমেরা আরো শ্রীযুতকে ইহা জ্ঞাপন করিলেন যে যদি আমারদের এই আকাঙ্খা পূর্ণা করেন তবে আমরা শ্রীযুতকে অনেক টাকা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। এতদ্রূপে যুব নবাবের প্রাতিকূল্যে শ্রীযুতের মন যে পরিবর্ত্তন হয় এবং নবাবের বিপরীতে যে সকল অভিযোগ হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত যে বিশ্বাস করেন এমত দিনং উদ্যোগ হইতে লাগিল।

কিন্তু যাঁহাকে আসফ উদ্দৌলা আপন পুত্রস্বরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন ও যাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করিতে শ্রীযুতের ইচ্ছা হইয়াছিল তাঁহার প্রতিকূলে শ্রীযুতের মন শীঘ্র পরাবর্ত্তিত হইল না কিন্তু শ্রীযুতের মন এতদ্রূপ দোলায়মান থাকাতে মৃত নবাবের তহজীন আলীনামক অতিবিশ্বস্ত এক জন খোজা তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন যে উজীর আলীর মাতা এক সমজাতীয়েরভার্য্যা ছিলেন এবং ঐ স্ত্রী কখন অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা থাকিতেন না কিন্তু প্রত্যহ স্বস্থান হইতে বহির্গতা হইতেন অতএব ঐ উজীরালী কদাচ মৃত নবাবের পুত্র নহেন কিন্তু নবাব পাঁচ শত টাকা দিয়া তাঁহার মাতার স্থানহইতে তাঁহাকে কিনিয়া লন। তিনি আরো

কহিলেন যে মৃত নবাবের সন্তান না থাকাতে গর্ব্ভবতী স্ত্রী সকল কে ক্রীত করিয়া তাহারদের পুত্রেরদিগকে আপন পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন এবং আসফউদ্দৌলার পুত্রের ন্যায় যাহারা গণিত আছে তাহারা সকলেই এতদ্রূপ জাত। এই গল্প শ্রবণ করিয়া শ্রীযুতের মনপরাবর্ত্তিত হইতে লাগিল এবং তিনি উজীরালীকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিতে এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে মৃত নবাবের ভ্রাতা সাদত আলীকে সিংহাসনোপবিষ্ট করাইতে নিশ্চয় করিলেন। এই বিষয় সাদত আলীর নিকট প্রস্তাবিত হইলে এবং কিং নিয়মে তিনি সিংহাসনপ্রাপ্ত হইবেন তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি সকলই স্বীকার করিলেন। অপর তিনি কানপুরে গমনপূর্ব্বক তথাহইতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যসমভিব্যাহারে লক্ষ্ণৌতে গমন করিলেনএবং তথায় পঁহুছিয়া ১৭৯১ সালে নবাব উজীররূপে বিখ্যাত হইলেন। যেং নিয়ম তিনি স্বীকার করিয়া সিংহাসনপ্রাপ্ত হন তাহা এই। অযোধ্যার রাজ্যহইতে প্রতিবৎসরে কোম্পানির সরকারে ছেয়াত্তর লক্ষ টাকা দান করিবেন এবং আলাহাবাদের প্রদেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে দিবেন ও দশ সহস্র ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে অযোধ্যারাজ্যের মধ্যে স্থান দান করিবেনও মসনদ প্রাপ্ত হওনোপলক্ষে বার লক্ষ টাকা কোম্পানি বাহাদুরকে দিবেন এতদতিরিক্ত বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা উজীরালীকে দিবেন এবং মৃত নবাবের সন্তানেরদিগকে উত্তমরূপে ভরণপোষণ করিবেন। অপর ইংঙ্গণ্ডদেশে কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা ও বাদশাহের মন্ত্রিরা এই সকল নিয়ম শুনিয়া অতিসন্তুষ্ট হইলেন।

পরে ১৭৯৪ সালের ৭ সেপ্তম্বর তারিখে লার্ড হোবার্ট সাহেব মান্দ্রাজের গবরনরী কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এবং ১৭৯৫ সালের ১৩ অক্তোবর তারিখে কর্ণাট দেশের নবাব মহম্মদ আলী লোকান্তরগত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উমদৎওলওমরা তৎপদাভিষিক্ত হন এবং যদ্যপিও ইহার পূর্ব্বে নবাবের স্বীয় অধিকারের রাজস্বের উপর বরাৎ দিয়া টাকা কর্জকরাতে দেশের অত্যন্ত অহিত হইতেছে ইহা মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট জ্ঞাত ছিলেন

তথাপি বর্ত্তমান নবাবের মৃত্যু না হইলে তদ্রীতির পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। নবাবের কর্জ এইরূপে হইত কোম্পানিকে নবাবের যে টাকা দাতব্য ঐ টাকা যোগাইয়া দিতে মান্দ্রাজের কএক জন প্রধান বণিকেরা বন্দোবস্ত করিয়া নবাবের জমীদারীর কিয়দ্ভাগ ঐ কর্জের টাকার বন্ধকস্বরূপ লইতেন এবং খতে এমত লেখা থাকিত যে ঐ টাকা পরিশোধ না হওয়াপর্য্যন্ত সেই বন্ধকী ভূমির তাবদ্বিষয় মহাজনেরদের অধীনে থাকিবে। ইহাতে গরীব প্রজা বেচারারদের অত্যন্ত ক্লেশের পরিশেষ হইল না। যেহেতুক অত্যল্প কালের মধ্যে অধিক টাকা প্রজারদের স্থানহইতে আকর্ষণ করামাত্র যাঁহারদের অভিপ্রায় তাঁহারদের হস্তে ঐ দুঃখি প্রজাগণ একেবারে পতিত হইল। অতএব যত প্রকার অত্যাচার মনুষ্যের বোধগম্য তত অত্যাচারগ্রস্ত তাহারা হইল ইহাতে দেশের রাজস্বের অতিশয় ক্ষতি ও সরকারী রাজস্বের অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতে লাগিল। মান্দ্রাজের বড় সাহেব লার্ড হোবার্ট রাইয়তেরদের দুঃখ দেখিয়া এমত দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন যে অগৌণে তাহার কোন প্রতিকার করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং তদ্বিষয়ক উপায়ের মধ্যে তাঁহার কেবল এই বিবেচ্য হইল যে কোম্পানির কিস্তির টাকা পরিশোধার্থ কর্জকরণ নিমিত্তে যে ভূমিসকল বন্ধক দেওয়া গিয়াছে তাহা গবর্ণমেণ্টের স্বহস্তে রাখণব্যতিরেকে আর কোন উপায় নাই ইহাতে এই উপকার হওনের সম্ভাবনা ছিল যে নবাব অন্যায় সুদদেওনের ভার হইতে মুক্ত হইবেন এবং কর আদায়কেরদের অত্যাচারহইতে প্রজারাও মুক্ত হয় এবং এই নিমিত্তে নবাব কোম্পানির যত টাকা ধারিতেন তন্মধ্যে কোটি টাকাপর্য্যন্ত ক্ষমা করিতে প্রস্তাব করিলেন তথাপি নবাব তন্নিয়ম স্বীকার করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক হইলেন কারণ তাঁহার যে কর্ম্মকারকেরা প্রজার নিকটহইতে অন্যায়োপাত্ত টাকার অংশী ছিল তাহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে ইহা কহিতেন যে আপনি শ্রীযুত বড় সাহেবের নিয়ম স্বীকার করিলে আপনকার রাজক্ষমতা একেবারে লোপ পাইবে। অতএব লার্ড হোবার্ট সাহেব নিত্য এমত আপত্তি দেখিয়া কলি

কাতায় গবর্নর্ জেনরল সাহেবের নিকটে তদ্বিষয় প্রস্তাব ক
রিলেন কিন্তু কর্ণাটের রাজস্ব গ্রহণবিষয়ে মান্দ্রাজের বড় সাহে
বের যে আকাঙ্খা তদপেক্ষা অধিক আকাঙ্খা শ্রীযুত গবর্নর্
জেনরল সাহেবের ছিল এবং লার্ড হোবার্ট সাহেবের চিঠী
পঁহুছনের পূর্ব্বে মহম্মদ আলীর মৃত্যুসম্বাদ শ্রবণমাত্রেই শ্রীযুত
তাঁহার নিকটে লিখিলেন যে তাবৎ কর্ণাট দেশের রাজস্ব আদা
য়করণের ভার কোম্পানিতে অর্পিত হয় ইহা নবাব যাহাতে
স্বীকার করেন তাহাতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা পান।

কিন্তু লার্ড হোবার্ট এই নিয়মে উমদৎ ওলওমর যে কদাচ স্বী
কার করিবেন না ইহা নিশ্চয় জানিয়া তিনিবিলির প্রদেশ একে
বারে আপনার অধীনে রাখিতে এবং কর্ণাট দেশের তাবৎ কি
ল্লায় ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য স্থাপন করিতে অবধারণ করিলেন। কিন্তু
শ্রীযুত তাঁহার এই কল্প অবগত হইলে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া
বরং তাঁহার নিকটে লিখিলেন যে এইরূপ করিলে মহম্মদআ
লীর সহিত পূর্ব্বকৃত সন্ধিপত্রের নিয়ম উল্লঙ্ঘন হয় এবং আমার
অভিপ্রায় নয় যে এই কর্ম্মসমাধাতে কোন বল প্রদর্শন করা
যায়। ইহাতে লার্ড হোবার্ট সাহেব উত্তর করিলেন যে কোম্পা
নির পাওনা টাকার নিমিত্ত নবাব যে দেশ বন্ধক রাখিয়াছিলেন
তত্তৎ প্রদেশ অন্যের নিকটে বন্ধক দেওনেতে নবাব ঐ সন্ধিপ
ত্রের নিয়ম অন্যথা করিয়াছেন অতএব আমরাও সেই সন্ধিপত্রে
র বন্ধনহইতে মুক্ত হইলাম তিনি আরো লিখিলেন যে রাইয়তে
রদের পরিশ্রমের লাভ কোম্পানি ভোগ করিতেছেন অতএব ঐ
রাইয়তেরদিগকে অত্যাচারহইতে রক্ষা করা কোম্পানির অবশ্য
কর্ত্তব্য কিন্তু এই সকল যুক্তি সিদ্ধ কথায় কলিকাতার বড় সাহেব
নুইলেন না বরং মান্দ্রাজের বড় সাহেবের সঙ্গে প্রতিবাদ করি
তে ক্ষান্ত না হইয়া তদ্বিষয়ে ইঙ্গলণ্ডদেশে আপীল করিলেন এবং
কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা গবর্নর্ জেনরলের পক্ষ হই
য়া লার্ড হোবার্টের উপর বিরক্ত হইলেন এবং ইহার পূর্ব্বে
তাঁহাকে ভারতবর্ষে গবর্নর্ জেনরলী পদ দেওনবিষয়ে যে অ
ঙ্গীকার ছিল তাহা অন্যথা করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে বার্ষিক

পনের হাজার টাকা করিয়া বৃত্তিস্বরূপ দিলেন। এই সময়েও ইঙ্গলণ্ডীয় ও হলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ হয় তাহাতে ভারতবর্ষীয় হলণ্ডীয়েরদের অধিকারসকল ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আক্রমণ করেন এবং ১৭৯৫ সালে কেপেতে তাঁহারদের যে স্থান ছিল. তাহাও অধিকার করিলেন।

অপর ১৭৯৮ সালের আরম্ভে সর জান সোর সাহেব লার্ড টেন্‌মৌথ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া বড় সাহেবী কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। লার্ড হোবার্ট সাহেব ও মান্দ্রাজের গবর্‌নরী কর্ম্মে ইস্তফা করিয়া বিলায়তে গমন করেন এবং যে লার্ড ক্লাইব সাহেব এতদ্দেশীয় পলাশির যুদ্ধে জয়ী হন তাঁহার পুত্র মান্দ্রাজের. বড় সাহেবী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ১৭৯৮ সালের ২১ আগস্ত তারিখে তথায় পঁহুছেন।

১০ অধ্যায়।

১৭৯৭ সালে কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা ভারতবর্ষে এই প্রচার করেন যে আমরা লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষে গবর্‌নর্‌ জেনরলী পদে নিযুক্ত করিলাম কিন্তু তাঁহারদিগের এই ইষ্ট বিষয় কদাচ সিদ্ধ হইল না যেহেতুক কিঞ্চিৎকাল পরেই তাঁহারা এই ঘোষণা করিলেন যে কোন বিশেষ কারণে আমরা লার্ড মর্নিংটন সাহেবকে তৎপদাভিষিক্ত করিলাম তিনি ১৭৯৮ সালের মে মাসে কলিকাতায় পঁহুছেন. যে সময়ে তিনি ইঙ্গলণ্ডদেশ পরিত্যাগ করেন তৎসময়ে ইঙ্গলণ্ড দেশাধিপতির মন্ত্রিরদের মনে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল যে বোনাপার্ট ফ্রান্সীয় সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষের উপর আক্রমণ করিবেন এবং ভারতবর্ষীয় কোন২ রাজাও তাঁহার সঙ্গে যোগ করিবেন। অপর লার্ড মর্নিংটন কলিকাতায় পঁহুছনের তিন সপ্তাহ পরে মরিচ উপদ্বীপের বড় সাহেব যে ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার এক প্রতিলিপি কলিকাতায় পঁহুছে ঐ ঘোষণাপত্রে উক্ত বড় সাহেব লেখেন যে টৈপুসুল

তানহইতে দুই জন উকীল আমার নিকটে পঁহুছিয়াছে এবং ফ্রান্সদেশে প্রেরণহওনার্থ টেপুসুলতানের এক পত্র আমি পাই য়াছি। তথায় উকীল প্রেরণের তাঁহার অভিপ্রায় এই যে ফ্রান্সী য়েরদের সহিত তাঁহার দৃঢ় সম্বন্ধ হয় এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে ভারতবর্ষহইতে দূরীকরণের মানস সাফল্যকরণার্থে ফ্রান্সীয়েরদে র স্থানে সৈন্য যাচ্ঞা করেন। এই প্রচারিতপত্র শ্রীযুতের নিকটে পঁহুছিলে তিনি একেবারে অবাক হইলেন এবং বিবেচনা করিয়া তাঁহার এই আশ্চর্য্য বোধ হইল যে টেপুসুলতান যদি এমত বৃহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বা ইচ্ছা করিতেছেন তবে তাহা এতদ্রূপ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করা কেবল তাঁহার উন্মত্ততা যেহেতুক ইঙ্গলণ্ডী য়েরা তাঁহার মানস নির্ম্মূলকরণার্থ উপায় করিতে সমর্থ। কিন্তু লার্ড মর্নিংটন ঐ প্রচারিতপত্র লার্ড ক্লাইব সাহেব না পঁহুছিতে তৎসময়ে মান্দ্রাজের বড় সাহেবের পদধারী জেনরল হারিস সা হেবের নিকটে প্রেরণ করিয়া লিখিলেন যে এইক্ষণে টেপুসুলতা নের সহিত অবশ্য যুদ্ধহওনের সম্ভাবনা অতএব দিন থাকিতে সৈন্য সংগ্রহকরণের উপায় চেষ্টা করিতে তাঁহাকে আজ্ঞা দিলে ন। ইহার পর অন্য নানা ঘটনাতে শ্রীযুতের মনে এই দৃঢ় বোধ হইল যে ঐ ঘোষণাপত্র টেপুসুলতানের নিতান্ত স্বকপোলরচিত যেহেতুক তৎসময়ে টেপুসুলতানের দরবারী দুই জন মাঙ্গলূরহ ইতে জাহাজেতে মরিচ উপদ্বীপে পঁহুছে ইহা প্রমাণীকৃত হইল। কথিত ছিল যে ঐ দুই জন টেপুসুলতানের উকীল এবং তাঁহার দের তথায় পঁহুছনের পর অবিলম্বে উক্ত ঘুষ্টবিষয় প্রচারিত হয়। তৎসময়েও শ্রীযুত শুনিলেন যে এক ফ্রান্সীয় যুদ্ধ জাহা জ কতক স্বেচ্ছাচারি সৈন্যেরদিগকে মরিচ উপদ্বীপহইতে মা ঙ্গলূরে লইয়া গিয়াছে এবং ঐ সৈন্যেরদিগকে তথাহইতে শ্রী রংপটমে লইয়া গিয়া টেপুসুলতান স্বীয় সৈন্যের মধ্যে ভর্ত্তি করিয়াছেন।

অপর মান্দ্রাজহইতে লার্ড মর্নিংটন সাহেবের নিকটে এই সম্বাদ পঁহুছিল যে মহীসুরের রাজ্য আক্রমণকরণার্থে এইক্ষণে সৈন্য প্রস্তুত করা অসাধ্য তথাপি তিনি অগৌণে সৈন্য সংগ্রহ

করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে-মান্দ্রাজের বড সাহেব আপত্তি করিয়া কহিলেন যে সম্প্রতি সৈন্য সংগ্রহকরণ বিলম্বসাধ্য ও তাহাতে অনেক ব্যয় হয় এবং টেপুসুলতানও বাহুল্যরূপে সৈন্যসমাগম দেখিয়া উত্থানিত হইবেন। কিন্তু লার্ড মর্নিংটন সাহেব অতি স্থিরপ্রতিজ্ঞ এবং গতিক্রিয়ায় অসহিষ্ণু অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ একেবারে তদ্বিষয়ক অমোঘ আজ্ঞা দিলেন। পরে সৈন্য একত্র হইতেং হয়দরাবাদে ফ্রান্সীয়েরদের সেনাপতির অধীনে যে সৈন্য ছিল তাহা নষ্ট করিতে শ্রী যুত উদ্যুক্ত হইলেন যেহেতুক তিনি মনে এই চিন্তা করিলেন যে টেপুসুলতানের সহিত যেসময়ে আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করিব তৎসময়ে ভারতবর্ষে যদি কোন ফ্রান্সীয় সৈন্য থাকে তবে তাহাতে সঙ্কট ঘটিবে। পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবে যে পূর্ব্ব গবরনর জেনরল সাহেব মহারাষ্ট্রীয়েরা কি জানি বিরক্ত হন এতন্নিমিত্ত ঐ সৈন্যেরদিগকে উদস্ত করিতে উদ্যোগী হন নাই কিন্তু লার্ড মর্নিংটন সাহেব প্রকারান্তর ব্যক্তি এবং ভারতবর্ষস্থ কোন রাজার কিছুমাত্র অপেক্ষা করিতেন না। অতএব হয়দরাবাদের ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উকীলকে তিনি ইহা লিখিলেন যে আপনি নিজামের নিকটে গিয়া আমার এই ইষ্ট জ্ঞাপন করিবেন যে তাঁহার ফ্রান্সীয়াধীন সৈন্যেরদিগকে এইক্ষণে বিদায় করেন এবং তাঁহার বেতন ভোগী ইঙ্গলণ্ডীয় যে দুই দল সৈন্য আছে তদতিরিক্ত আমি অপর চারি দল সৈন্য প্রেরণ করিতেছি এবং তাঁহাকে তাবৎ শত্রু বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয়েরদের হইতে রক্ষা করিতে আমি প্রতিজ্ঞা করি। পরে নিজাম শ্রীযুতের এই প্রস্তাব শুনিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং ১৭৯৮ সালের ১ সেপ্তম্বর তারিখে তন্নিয়মানুসারে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় ঐ সন্ধিপত্রে নিজাম এই লিখেন যে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে গ্রহণ করিয়া তাহারদিগকে ভরণপোষণার্থ প্রতিমাসে দুই লক্ষ টাকা করিয়া দিতে এবং ফ্রান্সীয় সৈন্যেরদিগকে বিদায় করিতে অঙ্গীকার করিলেন। তৎসময়ে তাঁহার বেতনভুক ফ্রান্সীয়াধীন চৌদ্দ হাজার সৈন্য ছিল এবং মহা সেনাপতি রেমণ্ডসাহেব যদি ঐ সৈন্যেরদের অধ্যক্ষ থাকি

ন্তেন তবে তাহারদিগকে এতদ্রূপ কর্ম্মচ্যুতকরণে কিঞ্চিৎ দুঃসাধ্য হইত কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বেই তিনি লোকান্তরগত হইয়াছিলেন এবং সৈন্যসকলও অবাধ্য হইয়াছিল কিন্তু যদ্যপি নিজাম এই বিষয় স্বীকৃত হইয়াছিলেন তথাপি কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে তাঁহার ও তাঁহার মন্ত্রির মন দোলায়মান হইল। তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয় রেসিডেণ্ট সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে লোক প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে তুমি প্রতিশ্রুত কর্ম্ম এইক্ষণে প্রতিপালন না করিলে আমরা সসৈন্যে ফ্রান্সীয়েরদের ছাউনির উপর আক্রমণ করিব এবং তোমার প্রতারণা তাবদ্দেশে প্রকাশ করিব। ইহাতে নিজাম একেবারে অবনত হইয়া ফ্রান্সীয়েরদের ছাউনিতে আমাত্য লোক প্রেরণ করিয়া এই ঘোষণা করিলেন যে ফ্রান্সীয় সেনাপতিরদিগকে আমি বিদায় করিলাম এবং সৈন্যেরদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলাম। অপর তৎক্ষণাৎ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যকর্ত্তৃক ফ্রান্সীয়েরদের ছাউনি বেষ্টিত হইল ও ফ্রান্সীয় সৈন্যেরদিগকে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ইহা কহাগেল যে তোমারদিগের যে প্রাপ্য বেতন বাকী আছে তাহা দেওয়া যাইবে এবং হইতে পারে যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তোমারদিগকে বেতন দিয়া রাখিতে পারেন। ইহা শুনিয়া তাহারা বেওজরে অস্ত্রাদি ত্যাগ করিল এবং তাহারদের সেনাপতিরদিগকে কয়েদ রাখা গেল। কিন্তু লার্ড মর্নিংটন সাহেব ঐ সেনাপতিরদের সহিত অত্যন্ত সৌজন্য ব্যবহার করিয়া নিজামের স্থানে তাহারদিগের যে প্রাপ্য ছিল তাহা দেওয়াইলেন ও তাহারদের যে সকল বিষয় ছিল তাহাও দেওয়াইয়া গবর্ণমেণ্টের খরচে তাহারদিগকে ফ্রান্সদেশে পঁহুছিয়া দিলেন। এইরূপে যুদ্ধবিগ্রহ না হইয়া অতিসঙ্গোপনে অতিমৌনরূপে এই মহাব্যাপার নির্ব্বাহ হইল এবং সকলে এই অতিবিজ্ঞের কর্ম্ম জ্ঞান করিয়া লার্ড মর্নিংটনকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তৎসময়ে ও শ্রীযুত পুণ্যনগরস্থ মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত সন্ধি করিতে সচেষ্ট হইলেন এবং পেসুআ শ্রীযুতের নিকটে লোক প্রেরণ করিয়া জ্ঞাপন করিলেন যে আপনি এই প্রকারে নিজামে

র সহিত যে সন্ধি করিয়াছেন তাহাতে আমার পরম সন্তোষ। যেমত দারুময়ী পুত্তলিকা কুহকের ইচ্ছাক্রমে নৃত্য করে এই স্থলেও ঐ পেসুআ তদ্রূপ সিন্ধিয়ার ইচ্ছাধীনে তাবদ্ব্যাপার করিতে লাগিলেন। গবরনর জেনরল সাহেব তৎসময়ে যেমত দৃঢ় প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতেছিলেন তাহাতে সিন্ধিয়ার অতিশয় অসন্তোষ ও টেপুসুলতানের সহিত যোগ করিতে তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল কিন্তু সিন্ধিয়া ইহা স্পষ্ট বোধ করিলেন যে আগরার নিকটে আমার যে সকল অধিকার আছে তাহা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আক্রমণের ব্যাপ্য এবং আমার শত্রুতাচরণকরণের সম্বাদ শুনিবামাত্র তাঁহারা অবিলম্বে তাহা জয় করিতে ত্রুটি করিবেন না এই নিমিত্ত তিনি শ্রীযুতের নিকটে ইহা লিখিয়া জ্ঞাপন করিলেন যে আপনকার কৃত কর্ম্মে আমারো পরমাহ্লাদ আছে তথাপি মহীসুরের উপর আক্রমণার্থে টেপুসুলতানের সহিত যুদ্ধকরণেতে মহারাষ্ট্রীয়েরা কোন প্রকারে স্বীকৃত হইলেন না অতএব শ্রীযুত তাঁহারদের সাহায্যব্যতিরেকেও স্বয়ং ঐ যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন।

অপর ১৭৯৮ সালের ১৮ জুন তারিখে কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরদের গোপনীয় কর্ম্মনির্ব্বাহক কমিটীর সাহেবেরা লার্ড মর্নিংটন সাহেবের নিকটে লিখিলেন যে ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধ জাহাজের বহর ভূমধ্যস্থ সমুদ্রপথে গমন করিয়াছে এবং অনুমান হয় যে ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ তাহারদিগের শেষ অভিপ্রায়। এই নিমিত্ত কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা অধিক চারি হাজার ইউরোপীয় সৈন্য ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতে নিশ্চয় করিলেন। কিঞ্চিৎ কালানন্তর গবরনর জেনরল সাহেব শুনিলেন যে ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধজাহাজ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক পরাজিত হইয়াছে কিন্তু ফ্রান্সীয়েরদের সৈন্যেরা মিসর দেশে উত্তীর্ণ হইয়াছে অতএব তদ্বিষয়ের সঙ্কট এইক্ষণেও নিবৃত্ত হয় নাই। অপর কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরা গবরনর জেনরল সাহেবের নিকটে আরো ইহা লিখিলেন যে টেপুসুলতান ফ্রান্সীয়েরদের আনুকূল্য করিতে যদি প্রস্তুত হইতেছেন এমত তোমার বোধ হয়

তবে অবিলম্বে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবা এমত ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া গেল। তাহাতে গবরনর জেনরল সাহেব অপূর্ব্ব যত্নপূর্ব্বক টেপুসুলতানের অধিকারের উপর আক্রমণার্থ মান্দ্রাজ ও বোম্বেতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন কিন্তু সৈন্যেরদের রণস্থলে উপস্থিত হইতে প্রস্তুত না হওনের পূর্ব্বে টেপুসুলতানের সহিত শ্রীযুত কিছুমাত্র লিখনপঠন না করিয়া ১৮ নবেম্বর তারিখে তিনি মিত্রভাবে এক পত্র লিখিয়া টেপুসুলতানকে জ্ঞাপন করিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মহাশত্রু ফ্রান্সীয়েরদের সহিত তুমি যে যোগ করিয়াছ তাহা অনবগত নহি এবং তাঁহারদের সঙ্গে তোমার এতদ্রূপ মৈত্রীকরণেতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পক্ষে অমঙ্গল জ্ঞান করি অতএব যাহাতে এতদ্বিষয়ের সন্দেহ ভঞ্জন ও শঙ্কা দূর এবং উভয় রাজ্যের শান্তির মূলবদ্ধ হয় এমত উপায় যাহা আমি স্থির করিয়াছি তাহা জ্ঞাপনার্থ আমার এক জন অমাত্যকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করি। অনুমান হয় যে টেপুসুলতানের সৈন্যের মধ্যে যে সকল ফ্রান্সীয় সৈন্য ছিল তাহারদিগকে বিদায় করাইতে বড় সাহেবের প্রথম অভিপ্রায় ছিল কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা ক্রমে২ যেমন সংগ্রহ হইতে লাগিল তেমন টেপুসুলতানের স্থানে তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ এবং টেপুসুলতানের প্রতারণার ভয়েতে যে সৈন্য সংগ্রহ করা গিয়াছিল তাহার খরচা টাকা দাওয়া করিতে শ্রীযুত নিশ্চয় করিলেন প্রথমতঃ কোটি টাকা স্থির করিয়া কিঞ্চিদনন্তর দুই কোটি টাকা এবং তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দাওয়া করিতে অবধারণ করিলেন। পরে ১০ দিসেম্বর তারিখে তিনি টেপুসুলতানকে লিখিলেন যে আবশ্যক বোধ করিয়া এই সকল কর্ম্ম শীঘ্র নিষ্পন্নকরণার্থ অবিলম্বে আমি মান্দ্রাজে যাত্রা করিতেছি।

অপর ঐ মাসের ৩১ তারিখে মান্দ্রাজে পঁহুছিয়া টেপুসুলতানের উত্তর প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে তিনি লিখেন যে আমার রাজ্যের মধ্যে এক বণিক্ জাতীয় আছে তাহারা তণ্ডুল বোঝাই এক জাহাজ লইয়া মরিচ উপদ্বীপে গমন করিয়াছিল সেই জাহাজে অনুমান চল্লিশ জন তথা হইতে আমার রাজ্যে আগত হয়

তন্মধ্যে অনেকেই কাফরি এবং তাহারদের কএক জন আমার ভৃত্যেরদের মধ্যে ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহাতে ফ্রান্সীয়েরা অতিশয় ধূর্ত্ততাপ্রযুক্ত এই কথা ধরিয়া যাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে আমার শত্রুতা হয় এমত রাষ্ট্র করিতেছে কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত মৈত্রীভাবে থাকা আমার নিতান্ত চেষ্টা এবং তাঁহারদের সহিত আমার এক সন্ধিপত্রও বহুকালাবধি আছে তাহার কোন নিয়ম আমি এপর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করি নাই। কিন্তু শ্রীযুত ঐ পত্র দেখিয়া তাহা কেবল টেপুর বাহানামাত্র বোধ করিয়া তাঁহার নিকটে এই উত্তর লিখিলেন যে ফ্রান্সীয়েরদিগকে ভারতবর্ষে আনয়নার্থ উদ্যোগ যে তুমি করিতেছ ইহা আমার নিশ্চয় বোধ আছে অতএব ইহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়ের ও তাঁহারদের স্বপক্ষ রাজগণ সন্দিগ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহারা যে নিঃশঙ্ক হন এতদর্থ তোমার নূতন নিয়মকরণের আবশ্যক আছে অতএব তুমি সেই নিয়ম করিবা কি না ইহার উত্তরপ্রাপণার্থে আমি এক দিন মাত্র প্রতীক্ষা করিব। লার্ড মর্নিংটন সাহেবের এতদ্রূপ এক দিন প্রতীক্ষাকরণের কেবল এই কারণ যে বর্ষাকাল আরম্ভের পূর্ব্বে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যুদ্ধের ব্যাপারসকল সমাপ্ত করিতে পারেন।

কিন্তু জানুআরি মাসের শেষপর্য্যন্তও টেপুসুলতানের কোন উত্তর প্রাপ্ত না হওয়াতে লার্ড মর্নিংটন সাহেব কহিলেন যে টেপুসুলতানের এ কেবল অবজ্ঞা ও শঠতা। পরে ৩ ফেব্রুআরি তারিখে তিনি ইহা শুনিলেন যে টেপুসুলতান দুইজন উকীলকে তেঁলাঙ্গবাড়েতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা তথায় পঁহুছিয়া ফ্রান্সদেশের সাহায্য যাচঞ্চা করণার্থ জাহাজারোহণ করিয়া ফ্রান্সদেশে গমন করিয়াছেন অতএব সেই দিবসে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া লার্ড মর্নিংটন সাহেব জেনরল হাঁরিস সাহেবকে মান্দ্রাজের সৈন্য লইয়া ও জেরনরল ষ্টুআর্ট সাহেবকে বোম্বেস্থ সৈন্য লইয়া মহীসূরে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং ভারতবর্ষস্থ তাবৎ রাজারদিগকে লিখিয়া জ্ঞাপন করিলেন যে ব্রিটিসগবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে টেপুসুলতানের সহিত যুদ্ধাবস্থায় আছেন। পরে

সালের ১৩ ফেব্রুআরি তারিখে টেপুসুলতান শ্রীযুতের পূর্ব্ব প্রে রিত পত্রের এই উত্তর প্রদান করিলেন যে এইক্ষণে আমি মৃগ য়াক রণার্থ যাত্রা করিলাম অতএব আপনি যে উকীল প্রেরণের কথা লিখিয়াছেন অল্প লোকসমভিব্যাহারে সেই উকীলকে আমা র নিকটে প্রেরণ করিবেন। তাহাতে লার্ড মর্নিংটন সাহেব এই উত্তর লিখিলেন যে এইক্ষণে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে অতএব ইহার পর যাহা লিখিতে হয় তাহা জেনরল হারিস সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিবা।

যে সৈন্য লইয়া এইক্ষণে মহীসুর রাজ্য আক্রমণ করা যাইবে তাহার সংখ্যা এই। মান্দ্রাজসম্পর্কীয় সৈন্য বেলূরে ২০০০০ একত্র হইয়াছিল তন্মধ্যে ২৬৩৫ অশ্বারূঢ় ও ৪৩৮১ ইউরোপীয় সৈন্য। ইহারা যুদ্ধে যাত্রাকরণের পূর্ব্বে নিজামের বৈতনিক ৬৫০০ সৈন্য তাহারদের সঙ্গে সঙ্গত হইল। এই সকল সৈন্য দেখিয়া জেনরল হারিস সাহেব কহিলেন যে ইহারা যেমন তাবৎ যুদ্ধায়োজনেতে সুসজ্জিত এতাদৃশ উত্তম সুসজ্জ ইউরো পীয় সৈন্য ভারতবর্ষে রণ ভূমিতে কখন প্রবিষ্ট হয় নাই। অপর পশ্চিমদিগের তটে বোম্বেহইতে যে সৈন্য সংগৃহীত হই য়াছিল তাহার সংখ্যা ৬৪২০ তন্মধ্যে ১৬১৭ ইউরোপীয়। এবং অপর এক দল সৈন্য কর্ণল ব্রৌন সাহেবের অধীনে দক্ষিণ দেশহইতে রণস্থলে আগত হইতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হইল।

২১ ফেব্রুআরি তারিখে বোম্বেস্থ সৈন্যরা কাননূরহইতে ছাউ নি উঠাইয়া ২ মার্চ তারিখে সিদাপুরে পঁহুছিয়া কুরুগ দেশে সংগৃহীত তাবৎ আহারীয় দ্রব্য রক্ষা করিল। পরে জেনরল হারিস সাহেব মান্দ্রাজের সৈন্য লইয়া ৫ মার্চ তারিখে মহী সুর রাজ্যে প্রথম পাদার্পণ করিয়া কএক দুর্গ আয়ত্ত করিতে সুচেষ্ট হওয়াতে ঐ দুর্গসকল শীঘ্র আক্রান্ত হইল। ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি সাহেব যখন মহীসুর রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা উত্তীর্ণ হন তখন অনুমান টেপুসুলতান মাদুরের অঞ্চলে অবস্থিতি করিতে ছিলেন এবং তিনি সেনাপতির আগমন বার্ত্তা শুনিয়া বঙ্গলূরপ্র দেশে যাত্রা করিবেন এমত সকলেরি অনুমান হইল। পরে ৫

মার্চ তারিখের অতিপ্রত্যূষে জেনরল ষ্টুআর্ট সাহেব আপনার সন্নিহিত ছাউনিতে এক দল মহা সৈন্য দেখিলেন এবং কিঞ্চি দনন্তর তাহারা সুলতানের সৈন্য ইহা নিশ্চয় জানিলেন কিন্তু তৎপ্রদেশ মহাবনেতে ব্যাপ্ত এবং তৎকালে দিবাকরেরো তাদৃশ প্রকাশ ছিল না এইপ্রযুক্ত বিপক্ষেরদের সৈন্য সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিলেন না। পরন্তু টেপুসুলতান বনের আনুকূল্যে ই ঙ্গলণ্ডীয়েরদের অজ্ঞাতসারে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়া এককালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যের সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে আক্র মণ করিলেন। তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অগ্রস্থিত সৈন্যের উ পর ছয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত অবিরত গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল কিন্তু জেনরল ষ্টুআর্ট সাহেব নূতন সৈন্য লইয়া দলপুষ্ট করাতে বি পক্ষেরা হটিতে লাগিল। তাহাতে ইলঙ্গণ্ডীয়েরদের পক্ষে হত ও আঘাতী ও অদৃশ্য সর্ব্ব সুদ্ধা ১৪৩ জন নিশ্চয় করা গেল কিন্তু ইহার অধিক বিপক্ষেরদের সৈন্যহানি হইয়া থাকিবে। পরে সুল তান ১৪ মার্চ তারিখপর্য্যন্ত পড়িয়াপটমে তাঁহার স্বীয় ছাউনি তে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর পূর্ব্বদিগ হইতে আগচ্ছৎ সৈন্যে রদিগকে নিবারণার্থ শ্রীরংপটমে তিনি প্রত্যাগমন করেন। অপর এই যুদ্ধের নিমিত্তে লার্ড মর্নিংটন যে এক পাণ্ডুলেখ্য প্র স্তুত করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত সাহসকৃত বোধ হয়। তদ্বিবরণ এই যে ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতিরা দুর্গ আক্রমণার্থে পথিমধ্যে কিছু মাত্র বিলম্ব না করিয়া একেবারে শ্রীরংপটমে যাত্রা করেন। জেনরল হারিস সাহেবের সাহস ও নৈপুণ্য বিষয়ে তাঁহার অ ত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এইপ্রযুক্ত যুদ্ধসম্পর্কীয় সম্পূর্ণ ক্ষমতা যে তাঁহাকে অর্পণ করিলেন কেবল তাহা নয় কিন্তু গবরনর জেন রল সাহেবের রাজকীয় বিষয়ে যে ক্ষমতা ছিল তাহাও তাঁহাকে দিলেন। অপর কএক জন সেনাপতি সাহেবকে তাঁহার কৌন্স লির ন্যায় নির্দ্দিষ্ট করিলেন যে বিভ্রাট সময়ে তাঁহারদের পরা মর্শ গ্রহণপূর্ব্বক কার্য্য করেন তন্মধ্যস্থ আনরবিল কর্ণল উএলেস লি সাহেব ইদানীন্তন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শৌর্য্যশালী এবং ডুক আফ উএলিংটন নামে বিখ্যাত হইয়া এইক্ষণে ইঙ্গলণ্ড

দেশে প্রধান উজীরী কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন এবং কাপ্তান মালকম সাহেবও সর জান মালকমনামে বিখ্যাত হইয়া এইক্ষণে বো ম্বের গবরনরী কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন।

কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এই সকল সৈন্যের মধ্যে এই এক দোষ ছিল যে তাঁহারা যুদ্ধ সামগ্রীর আতিশয্যে ভারাক্রান্ত ছিলেন যেহেতুক শ্রীরংপটম নগরের আক্রমণার্থ তাঁহারদিগের বহু সংখ্যক ভিত্তিভেদক তোপ ছিল তাহা বহনার্থ অনেক বলদের আবশ্যক এতদতিরিক্ত তাঁহারদের অসংখ্যক যুদ্ধায়োজনের ও আহারীয় দ্রব্য ছিল এবং নিজামের সৈন্যের তাবৎ সরঞ্জাম ও ছাউনির অসংখ্যক অনুচর এই সকল লইয়া এমত মহা জনতা ও তন্মধ্যে এতাদৃশ গোলমাল হয় যে তাহাতে বিপক্ষের দের যদি কিছুমাত্র সতর্কতা থাকিত তবে বর্ষা উপস্থিতিপর্য্যন্ত ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের যাত্রা প্রায় নিবৃত্তি করিতে পারিত এবং তাহা হইলে ঐ যুদ্ধযাত্রার একেবারে বৈফল্য হইত। এবং তাঁহারদের মধ্যে পুনঃ২ এমত বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল যে তাঁহার দের যাত্রার পারিপাট্যকরণার্থ দুই তিন দিনপর্য্যন্ত গমন রুদ্ধ করিতে হয় কিন্তু এক বা দুই দিনেতে পারিপাট্যপূর্ব্বক যাত্রা করিয়াও পুনর্ব্বার তদ্রূপ গোলমাল হইল। পরে অনেক যত্নেতে সৈন্যেরা বঙ্গলূর স্থানে পঁহুছিল এবং টেপুসুলতান এই অনুমান করিলেন যে পূর্ব্ব যুদ্ধে তাঁহারা যদ্রূপ কর্ম্ম করিয়া ছিলেন তদ্রূপ এইক্ষণে করিয়া বঙ্গলূরে কিঞ্চিৎকাল অবস্থিত হ ইয়া ঐ স্থান দুর্গাদিতে সুরক্ষিত করিবেন এবং তথা হইতে মান্দ্রা জের গমনাগমনের পথ মুক্ত রাখিবেন। কিন্তু তাঁহার এ অনুমান মি থ্যা হইল যেহেতুক ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতিসাহেব তথায় কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া একেবারে শ্রীরংপটমে যাত্রা করিতে নিশ্চয় ক রিলেন। বঙ্গলূরঅবধি শ্রীরংপটমপর্য্যন্ত যে সকল গমনীয় পথ ছিল তন্মধ্যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে২ পথে গমনের সম্ভাবনা ছিল সেই সকল পথের আহারাদি দ্রব্য ও তৃণাদি টেপুসুলতান নষ্ট করিয়াছিলেন কিন্তু দৈবায়ত্ত যে এক পথের আহারীয় দ্রব্য ও তৃণাদি তিনি নষ্ট করেন নাই সেই পথ অর্থাৎ কঙ্কনহলির পথ

অবলম্বন করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কঙ্ক নহলি ও সুলতানপেট এই দুই স্থানের মধ্যে ওখলনামক পুষ্ক রিণীপর্য্যন্ত পঁহুছনের পূর্ব্বে তাঁহারদিগের কোন স্মরণীয় কর্ম্ম হয় নাই। ঐ পুষ্করিণী সৈন্যেরদের এমত আবশ্যক যে ১৭৯১ সালের যুদ্ধে উক্ত পুষ্করিণী বিপক্ষকর্ত্তৃক নষ্ট হওয়াতে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের অশেষ বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। এইক্ষণ কার যুদ্ধেও পূর্ব্ববৎ বিপক্ষেরদের সৈন্যেরা ঐ পুষ্করিণী শুষ্ক করিতে উদ্যত হইয়া ছিল কিন্তু যেমন তাহারা পুষ্করিণীর বাঁধ কাটিয়া জল ছাড়িয়া দিতেছিল তেমন ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তথায় পঁহু ছিয়া তাহা নিবারণপূর্ব্বক জল রক্ষা করিলেন।

অপর ইঙ্গলণ্ডীয় আগচ্ছৎ সৈন্যেরদের সহিত সাক্ষাৎকরণার্থ যখন টেপুসুলতান শ্রীরংপটমে যাত্রা করেন তখন তিনি মধ্য পথনামে খ্যাত পথ দিয়া গমন করেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অন্য পথে যাত্রা করিয়াছেন ইহা শুনিয়া তাঁহারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করণার্থ বক্র পথ দিয়া মালিয়াবেলিপর্য্যন্ত গমন করিলেন এবং ১৮ তারিখে মাদুর নদীর তীরে পঁহুছিয়া তিনি যে স্থানে প্রথম আপনার ছাউনি স্থাপন করেন সেই স্থান ইঙ্গলণ্ডীয়েরদে র গমনাবরোধের যৎপরোনাস্তি উপযুক্ত কিন্তু অদৃষ্টক্রমে তিনি সেই স্থান ত্যাগকরণপূর্ব্বক মালিয়াবেলিতে অবস্থিত হইয়া ই ঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন। পরে ইঙ্গ লণ্ডীয়েরদের সৈন্যেরা মন্দ২ গমনে ২৪ মার্চ তারিখে উক্ত ন দীর তীরপর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দেখে যে তাহার কিঞ্চিৎ দূরে বি পক্ষেরা ছাউনি করিয়া আছে। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রধান সৈন্যা ধ্যক্ষ জেনরল হারিস সাহেবের এই অভিপ্রায় ছিল যে শ্রীরং পটমের অভিমুখে যাত্রা করিয়া বিপক্ষেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যত্ন পাইব না কিন্তু উপস্থিত হইলে করিব। পরে ইঙ্গলণ্ডীয়ে রদের অগ্রস্থিত ক্ষুদ্র২ সৈন্যের ঝুণ্ডুর উপর বিপক্ষেরদের আক্র মণ করাতে তাহারদের রক্ষণার্থ সেনাপতি সাহেবের সৈন্য প্রেরণ করিতে হইল এবং টেপুসুলতানও আপন সৈন্যেরদিগকে পু ষ্টকরণার্থ অন্য২ সৈন্যের দল প্রেরণ করিলেন তাহাতে ক্রমে২ উ

ভয়পক্ষের তাবৎ সৈন্যেরদের সঙ্গে যুদ্ধ হয় ও টেপুসুলতান আপনার তাবৎ অশ্বারূঢ় লইয়া সাহসপূর্ব্বক ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উপর আক্রমণ করিলেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের শ্রেণী ভঙ্গ করিতে পারিলেন না এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যেরা সুশ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিপক্ষেরদের উপর অনিবার্য্যরূপে আক্রমণ করত তাহারা শঙ্কাকুল হইয়া হটিতে লাগিল। এবং কর্ণল ফ্লাইড সাহেব তাহারদের শ্রেণীর কিঞ্চিৎ ভঙ্গ দেখিয়া অশ্বারূঢ় সৈন্যসমষ্টি ব্যাবহার করিয়া তাহারদের প্রতি ধাবমান হওয়াতে বিপক্ষেরা ইতস্ততঃ পলায়মান হয় ও তাহারদের সহস্র লোক মারা পড়ে কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পক্ষে ৬৯ জনের অধিক নহে।

ঐ যুদ্ধের কিঞ্চিৎকালপরেই টেপুসুলতান ১৭৯১ সালে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব যে পথ দিয়া শ্রীরংপটমে গমন করিয়াছিলেন এইক্ষণে তৎপথাবলম্বী হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরাও তথায় যাত্রা করিবে ইহা ভাবিয়া ঐ সৈন্যেরদের পশ্চাদ্ভাগে সসৈন্যে গমনকরিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি সাহেব সেই পথে না গিয়া অন্য পথে গমন করাতে কোন বিপক্ষ সৈন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না এবং টেপুসুলতান যে সময়ে আর কোনদিগে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে অন্বেষণ করিতেছিলেন তৎসময়ে তাঁহারা ভিত্তিভেদক তোপ সকল লইয়া ৩০ মার্চ তারিখে কাবেরী নদী উত্তীর্ণ হইলেন। পরে টেপুসুলতান দেখিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা কাবেরী নদী উত্তরণপূর্ব্বক তাঁহার হস্তানধীন হইয়া তাঁহার রাজধানীপর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। তাহাতে একেবারে ভগ্নমনা হইয়া তিনি আপনার সেনাপতিরদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে দেখুন আমারদিগের শেষ দশা উপস্থিত অতএব আপনারা ইহাতে কি স্থির করিয়াছেন তাঁহারা উত্তর করিলেন যে আপনকার যে দশা আমারদেরো সেই। পরে সকলেই পরামর্শ করিয়া এই দৃঢ় অনুমান করিলেন যে জেনরল হারিস সাহেব দক্ষিণদিগহইতে শ্রীরংপটমের কিল্লার উপর আক্রমণ না করিয়া বরং পার হইয়া উপদ্বীপে উত্তীর্ণ হইবেন অতএব সেই উপদ্বীপে আমরা সৈন্যসকল সমভিব্যাহার

পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া হয় জয়ী হইব নতুবা মরিব এই নিশ্চয় করিলেন অতএব প্রধান সেনাপতিরদের স্থানে তিনি জন্মের মত বিদায় লইলে পরস্পরের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। অনন্তর টেপুসুলতান কতক স্বীয় সৈন্য লইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অন্বেষণ করত আরাকেরীনামক নদীতে পার হইলেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি সাহেবের কোন প্রকারে সেই উপদ্বীপে উত্তীর্ণহওনের কল্প ছিল না বরং এক মহাপথ দিয়া ঘূরে আসিয়া টেপুসুলতানের রাজ্যের সীমা অতিক্রমকরণের এক মাস পরে অর্থাৎ ৫ এপ্রিল তারিখে তিনি কিল্লার ভিত্তিভেদকরণার্থ এক স্থান অবধারণ করেন। অপর তিনি কিল্লার যে দিগে আক্রমণ করিতে নিশ্চয় করিলেন সেই দিগ সম্প্রতি নূতন দুর্গেতে রক্ষিত হইয়াছিল এবং টেপুসুলতান তাহা দেখিয়া আপনার তাবৎ পদাতিক সৈন্য লইয়া সেই দুর্গ ও নদীর মধ্যবর্ত্তিস্থানে ছাউনি করিয়া থাকিলেন।

অপর ৬ এপ্রিল তারিখেজেনরল ফ্লাইড সাহেব চারি দলসৈন্য লইয়া বোম্বেস্থ সৈন্যেরদিগকে শ্রীরংপটমে আনয়নার্থপ্রেরিত হইলেন। টেপুসুলতান ইহা শুনিয়া উক্ত সাহেবের সহিত উক্ত সৈন্যেরদের সম্মিল না হয় এতদর্থ আপনার অশ্বারূঢ় সৈন্য তাহার প্রাতিকূল্যার্থ প্রেরণ করিলেন কিন্তু তাঁহার সেই উদ্যোগ বিফল হইল যেহেতুক জেনরল ফ্লাইড সাহেব বোম্বের তাবৎ সৈন্য লইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ছাউনিতে নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিলেন এবং বোম্বের সৈন্যেরাও অবিলম্বে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অন্যং সৈন্যের সঙ্গী হইয়া নগরের উপর আক্রমণ করিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা যৎকালে টেপুসুলতানের রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতেছিল তৎসময়ে গবর্নর জেনরল সাহেব টেপুসুলতানের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার কোন উত্তর তিনি প্রদান করেন নাই কিন্তু ৯ এপ্রিল তারিখে জেনরল হারিস সাহেবের নিকটে লিখিয়া ইহা জ্ঞাপন করিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা কি নিমিত্তে আমার রাজধানীর প্রতি যুদ্ধ করিতেছে। তাহাতে জেনরল হারিস সাহেব উত্তর ক

রিলেন যে ইহার কারণসকল গবর্নর্ জেনরল সাহেবের প্রে
রিত পত্র পাঠ করিলে অবগত হইতে পারিবা। পরে ১৬
এপ্রিল তারিখে জেনরল হারিস সাহেব স্বীয় ছাউনিতে যে
সকল আহারীয় দ্রব্য ছিল তাহার তত্ত্ব করিয়া দেখেন যে ঐ
সকল দ্রব্যের অপচয়েতে বা আমলা লোকেরদের অত্যাচারতে
যত অনুমান তিনি করিয়াছিলেন তত নাই এবং দেখিলেন যে
সৈন্যেরদিগকে সম্পূর্ণ দিনভক্ষ্য দিলে তাহা কেবল ৯ দিবসের উপ
যুক্ত অর্দ্ধেক করিয়া দিলে আঠার দিনের ভক্ষণীয় মাত্র আছে
অতএব তিনি গবর্নর্ জেনরল সাহেবের নিকটে ইহা লিখি
লেন যে ৬ মে তারিখের মধ্যে যদি ভক্ষণীয় দ্রব্য না পঁহুছে তবে
একেবারে অনাহারে তাবৎ সৈন্য মারা পড়িবে। পরে ১৭ এ
প্রিল তারিখে নদীর উত্তর পার্শ্বস্থ সৈন্যেরা পূর্ব্বাপেক্ষা কিল্লার
সন্নিহিত হইল কিন্তু জেনরল হারিস সাহেব আহারীয় দ্রব্যবি
ষয়ে নিয়ত ভয় করত কৈম্বিতুর ও বড় মহল দিয়া যে আহারীয়
দ্রব্য আসিবার সম্বাদ শুনিয়াছিলেন তাহার রক্ষণার্থ তথায়
সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ২০ এপ্রিল তারিখে সৈন্যেরা কিল্লার
অতিসন্নিহিত এক স্থান আয়ত্ত করিল তাহাতে টেপুসুলতান
জেনরল হারিস সাহেবের নিকটে ইহা লিখিলেন যে আমার
সঙ্গে সন্ধির নিয়ম নির্দ্ধার্য্যকরণার্থে এক জন উকীল আমার
নিকটে প্রেরণ করেন। তাহাতে জেনরল সাহেব এই উত্তর
করিলেন যে আমার প্রতি আজ্ঞা আছে যে টেপুসুলতান আপ
নার অধিকারের অর্দ্ধেক না দিলে এবং প্রতিভূস্বরূপে আপনার
চারিপুত্র ও চারি প্রধান সেনাপতিকে প্রেরণ না করিলে ও আট
চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে নগদ কোটি টাকা না দিলে তাঁহার সহিত সন্ধি
করিবা না। কিন্তু যদ্যপি জেনরল হারিস সাহেব এইরূপে সন্ধি
র নিয়মকরণের প্রস্তাব করিলেন তথাপি তিনি ক্ষণমাত্র যুদ্ধো
দ্যোগ রহিত করিলেন না এবং ২৪ অবধি ২৭ তারিখপর্য্যন্ত সৈ
ন্যেরা তোপসকল সন্নিহিতস্থানে আনয়ন করত এবং অবিরত
গোলা নিক্ষেপকরত কালযাপন করিল। ২৮ তারিখে টেপুসুলতা
ন অপর একপত্র লিখিলেন যে সন্ধিকরণ অতিশয় গুরুতর বিষয়।

অতএব তাহার নিয়ম স্থৈর্য্যকরণার্থ আমি দুই জন উকীল প্রে
রণ করিতেছি তাহাতে জেনরল সাহেব উত্তর করিলেন যে পূর্ব্বে
তোমাকে সন্ধির যে নিয়ম জ্ঞাপন করিয়াছি তাহার কিছুমাত্র
অন্যথা করিতে পারিব না অতএব উকীল প্রেরণের আবশ্যক কি
যদ্যপি উকীলেরা প্রেরিত হইয়া উক্ত নগদ টাকা ও উক্ত প্রতিভূ
সঙ্গে করিয়া আনয়ন না করেন তবে আমি তাঁহারদের সঙ্গে
সাক্ষাতো করিব না কিন্তু আগামি দিবসের দুই প্রহর তিন ঘণ্টাপর্য্য
ন্ত তোমার উত্তরের অপেক্ষায় থাকিব।

পরে২৮ এপ্রিল তারিখে ছয়টা ভিত্তিভেদক তোপ স্থাপিত ক
রিয়া ৩০ তারিখে তদ্দারা কিল্লার প্রাচীরের প্রতি গোলা নিক্ষেপ
হইতে লাগিল এবং ৩ মে তারিখে গোলন্দাজের অধ্যক্ষ জেন
রল সাহেবের নিকটে এই রিপোর্ট করিলেন যে কিল্লার ভিত্তি
ভেদ হইয়া সৈন্যেরদের প্রবেশোপ যুক্ত পথ হইয়াছে অতএব
তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিল্লা আক্রমণার্থ উদ্যোগ করাগেল। পরে
এই স্থির হইল ৪ মে তারিখে সৈন্যেরা কিল্লার উপর আক্রমণ
করিবে অতএব তদ্দিবসের অতিপ্রত্যূষে ইঙ্গলণ্ডীয় আক্রামক
সৈন্যসকল উপযুক্ত স্থানে সুসজ্জ হইয়া প্রস্তুত থাকিল। পরে
জেনরল সাহেব ইহা নিশ্চয় করিলেন যে মধ্যাহ্ন সময়ে দুর্গ
স্থ সৈন্যেরা অবশ্যই বিশ্রাম করিবে অতএব সেই সময় আক্র
মণের অতিউপযুক্ত। অপর আক্রামক সৈন্য শ্রেণির অগ্রসর
হইয়া প্রথমে কিল্লার মধ্যে প্রবেশকরণের ভার জেনরল বের্ড
সাহেব প্রার্থনা করিলেন। পরে দিবা দুইপ্রহর একঘণ্টা সম
য়ে সৈন্যেরা স্বং স্থানহইতে যাত্রা করিল। কিল্লার যে দিগে
প্রথম ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আক্রমণ করিতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন
সেই দিগে সৈয়দ সাহেব ও সৈয়দ গোফুর টেপুসুলতানের সৈ
ন্যাধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। সৈয়দ গোফর যুদ্ধবিষয়ে অতি
নিপুণ এবং পূর্ব্বে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিয়া কর্ণল
ব্রাথউএথ সাহেবের বিভ্রাটের ভাগী হইয়াছিলেন। অপর কিল্লা
র যে কোণের উপর ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আক্রমণ করিলেন তাহা এমত
দৃঢ় যে টেপুসুলতান উপযুক্তরূপে আগমন করিলে তাঁহারদের

আক্রমণ নিবারণ করিতে পারিতেন। কিন্তু সুলতান নিত্য কা
হারো বাধ্য না হওয়াতে তাঁহার মন একেবারে অনুৎসাহি হইল
এবং তাঁহাকে যাঁহারা স্ফুট কথা কহিতেন তাঁহারদিগকে দূরী
করণ করিয়া কেবল কএক জন তোষামোদী লোক লইয়া কাল
যাপন করিতেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আক্রমণ যে কিরূপে নিবারণ
হইতে পারে তাহা কোন যুদ্ধবিষয়ে বিচক্ষণ লোক তাঁহাকে কহি
তে পারিতেন কিন্তু ঐ তোষামোদি লোকেরা তাঁহাকে সর্ব্বদা এমত
কহিত যে আপনাকে পরমেশ্বর রক্ষা করিবেন এবং আপনকা
র এই অতিদুর্গ দুর্গেতে কি কেহ আগমন করিতে পারে ইত্যাদি
মিষ্ট কথায় তাঁহাকে নিবৃত্ত রাখিত। সৈয়দ গোফর তাঁহার আ
সন্ন কালের এই বিপরীত বুদ্ধি দেখিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক
প্রথম নগর বেষ্টিতহওনের সময়ে কহিয়াছিলেন যে সুলতান
অনেক তোষামদি লোকেতে বেষ্টিত স্বীয় চক্ষুতে কিছু দেখি
তে পান না ইহাতে যে অশুভ ফলের সম্ভাবনা তাহা আমার দে
খিতে ইচ্ছা নাই আমি ইতস্ততো স্বীয় মৃত্যু চেষ্টা পাইতেছি কিন্তু
তাহা হয় না।

অপর ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যে দিনে শেষ আক্রমণ করেন তদ্দিনে সৈ
য়দ গোফর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বহু লোকের সমাগম দেখিয়া অন
মান করিলেন যে এঁহারা অদ্যই কিল্লা আক্রমণ করিবেন এবং
তাহার সম্বাদ টেপুসুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন তাহাতে
তিনি উত্তর করিলেন যে তোমরা সতর্ক থাক কিন্তু ভাল দিবসে
ইঙ্গলণ্ডীয়েরা কদাচ আক্রমণ করিবে না ইহা কহিয়া তিনি স্বীয়
পূজাদি ও দৈবজ্ঞতা কর্ম্মে রত হইলেন। পরে সৈয়দ গোফর
মধ্যাহ্নসময়ে ইহা স্পষ্ট বোধ করিলেন যে এক ঘণ্টার মধ্যে ইঙ্গ
লণ্ডীয়েরদের কর্তৃক দুর্গ আক্রান্ত হইবেক অতএব হতাশ ও রাগে
তে পরিপূর্ণ হইয়া ধাবমানপূর্ব্বক সুলতানের নিকটে গমন করত
ইহা কহিতে লাগিলেন যে আমি টেপুসুলতানকে স্বহস্তে আক
র্ষণ করিয়া একেবারে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আগন্তব্য স্থানে বসাইব
এবং আসন্ন কালেই তাঁহাকে যুদ্ধের উদ্যোগ করাইব। যে সি
পাহীরদিগকে কোন বিশেষ কর্ম্মে তিনি প্রেরণ করিয়া ছিলেন

তাহারদের সঙ্গে পথি মধ্যে সাক্ষাৎ হইল কিন্তু যেমন সৈয়দ গোফর ঐ সিপাহীরদিগকে যুদ্ধার্থে আজ্ঞা করিতেছিলেন তেমন একটা গোলা পতিত হইয়া তাঁহার মস্তক একেবারে উড়িয়া গেল। পরে সুলতান এক ক্ষুদ্র তাম্বুতে মধ্যাহ্ন কালে ভোজনে উপবিষ্ট ছিলেন ইতিমধ্যে সৈয়দ গোফরের মৃত্যুসম্বাদ নিকটে পঁহুছিল তাহাতে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন এবং তাঁহার ভোজন সমাপ্ত না হইতেং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক কিল্লা আক্রমণারম্ভ হইল তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার সৈন্যেরদিগকে প্রস্তুত হইতে এবং তোপে গোলা পূরিতে আজ্ঞা দিলেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যে স্থানে অভিমুখে ভিত্তিভেদক তোপ সকল স্থাপিত করিয়াছিলেন সেই স্থানে স্বয়ং গমন করিলেন। পরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আপনারদিগকে ছাউনীহইতে নির্গমনহওনের পর সাত মিনিটের মধ্যে কিল্লা আক্রমণ করিয়া তদুপরি ইঙ্গলণ্ডীয় রাজধ্বজ প্রেরিত করিলেন তদ্বিবরণ শ্রবণকরুন। দুর্গের মধ্যে প্রবেশকরণের এই নিয়ম হইয়াছিল যে ভেদিত স্থানে তাঁহারা প্রবিষ্ট হইলেই দুই দলে বিভক্ত হইয়া এক দল দক্ষিণাংশে ও অন্য দল বামাংশে গমন করিয়া পূর্ব্ব দ্বার বিখ্যাত স্থানে পুনর্ব্বার একত্র হইবেন। দক্ষিণাংশগামি সৈন্যেরা জেনরল বের্ড সাহেবের অধীনে ছিল এবং পথিমধ্যে তাঁহারদের কোন বিঘ্ন হয় নাই কিন্তু বাম দিগগামী সৈন্যেরদের সেনাপতি কর্ণল ডনলপ সাহেব প্রথমেই আঘাতী হন এবং টেপুসুলতানের সৈন্যেরা যুদ্ধ করিয়া তাঁহার অতিপ্রতিবন্ধকতা করিল ও তাঁহার দুই পার্শ্বেতে এমত গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিল যে তাহাতে সেনাপতি ও সৈন্যেরা অতি শীঘ্র মারা পড়িতে লাগিলেন এবং যদ্যপি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের দৈবাৎ উপকার না হইত তবে তাঁহারদের অধিকাংশ লুপ্ত হইত। ঐ উপকারের বিশেষ এই যে তাঁহারা ভেদিত স্থান দিয়া কিল্লার মধ্যে প্রবেশ করিলেই দেখেন যে বিপক্ষেরা তাহারদের গমনীয় পথে একটা বৃহৎ নর্দমা কাটিয়াছে কিন্তু মজুরেরা সৌভাগ্যক্রমে আপনারদের গমনোপযুক্ত একটা ক্ষুদ্র পথ রাখিয়াছিল এবং কতক ইঙ্গলণ্ডীয় সিপাহীরা অনুসন্ধান পাইয়া তাহার উ

পরি উঠিয়া বিপক্ষেরদের সিপাহীরদিগকে তথাহইতে দূরীক রণ করিল এবং তাহারদের সম্মুখবর্ত্তি তাবৎ সৈন্যেরদিগকে তাড়াইতেং একেবারে অগ্রসর হইল। সুলতান ঐ স্থানে যুদ্ধ ক রিতে ছিলেন এবং সেনাপতির ধর্ম্মপ্রতিপালন না করিয়া বরং সামান্য সৈন্যের কর্ম্ম করিয়া স্বহস্তে দুই তিন বার ইঙ্গলণ্ডীয়ের দের প্রতি গোলা নিক্ষেপ করিলেন।

অপর তাঁহাকে ছাড়িয়া সৈন্যেরদিগকে পলায়নপর দেখিয়া যদ্যপিও ঘাটের দরওয়াজা দিয়া ইচ্ছা করিলে তিনি স্বয়ং প লায়ন করিতে পারিতেন তথাপি অন্তর্গত কিল্লার মধ্যে গমন ক রিতে নিশ্চয় করিলেন এবং যেমন তিনি অন্তঃ কিল্লার দ্বারের নিকটে যাইতেছিলেন তেমনি তাঁহার বক্ষঃস্থলের কিঞ্চিন্নিম্ন ভা গে এক গুলির আঘাত হয় তথাপি অগ্রসর হইয়া দরওয়াজা পর্য্যন্ত পঁহুছিলেন ঐ দরওয়াজায় অন্তর ও বহিস্থ উভয় সৈন্যে রদের দ্বারা অসীম উৎপাত হইতে ছিল এবং কতক ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরাও অন্তঃ কিল্লায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল ও বাহির হইতে ও কতক ধাবমান হওয়াতে সুতরাং ঐ দরওয়াজায় অদ্ভুত গো লমাল হইতে লাগিল। ঐ গোলমাল সময়ে টেপুসুলতান তথায় পঁহুছিয়া অন্তর্গত কিল্লায় প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক হইয়া যেমন তিনি ঐ দরওয়াজায় প্রবেশ করিতেছিলেন তেমনি কিল্লার অন্তঃস্থ সৈ ন্যেরদের গোলাক্ষেপেতে আঘাতী হইলেন এবং তাঁহার অশ্বও আঘাতী হইয়া পড়িল। পরে তাঁহার মস্তকহইতে উষ্ণীষ মুক্ত হ ইয়া পতিতহওয়াতে তাঁহার পরিচরাকেরা তাঁহাকে পাল্‌কীর মধ্যে তুলিয়াদিল কিন্তু ঐ স্থানে শবেতে ও আঘাতি ব্যক্তিতে প রিপূর্ণ হইয়া এমত ঠাসাঠাসি হইতেছিল যে তাঁহাকে তথাহই তে বাহির করা দুঃসাধ্য। কিঞ্চিদনন্তর ইঙ্গলণ্ডীয় এক সৈন্য টেপুসুলতানের মণিমুক্তাতে ভূষিত কোমর বন্দ চিরিয়া লইতে উদ্দ্যোগ করিল তাহাতে সুলতান যথাসাধ্য বলপূর্ব্বক তাহাকে ত লবার দ্বারা আঘাতী করিতে উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া সে ব্যক্তি গুলির দ্বারা সুলতানের কপালে আঘাত করাতে তৎক্ষ ণাৎ তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

[১০ অধ্যায়।] [১৭৯৯ সাল।]

অপর ইঙ্গলণ্ডীয় যে দুই ঝুণ্ড আক্রামক সৈন্য কিল্লার মধ্যে প্র বিষ্ট হইয়া এক দল দক্ষিণাংশে ও এক দল বামদিগে গমন করি য়াছিল তাহারা আসিয়া পুর্ব্বদিগস্থ দরওজায় মিলিল। তাহা তে কিল্লার মধ্যস্থ রাজবাটীভিন্ন আরং সকল তাহারা আয়ত্ত ক রে। ঐ রাজবাটীতে টেপুসুলতানের অতিবিশ্বস্ত ভৃত্যসকল ছি ল এবং তাহারা স্বীয় প্রভুরপরিবারের নিমিত্তে যথাসাধ্য ঘোর তর যুদ্ধ করিবে এই অনুমান করিয়া মেজর আলন সাহেব অল্প সৈন্যসমভিব্যাহারে তাহারদের নিকটে সেনাপতি সাহেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহারদিগকে কহিলেন যে তোমরা যদি শিষ্ট ব্যবহার করিয়া এই স্থান আমারদিগকে অর্পণ কর তবে ভাল হইতে পারিবে নতুবা সিপাহীরা অত্যন্তব্যগ্র আছে এবং তো মারদের এক প্রাণীও বাঁচিবে না। মেজর সাহেব এই প্রস্তাব করিলে কিল্লাদার এবং অন্য এক জন সেনাপতি সম্মুখস্থ অট্টা লিকার ছাত দিয়া আসিয়া তন্নিকটস্থ একটা ভগ্ন প্রাচীরের দ্বারা নামিয়া সাহেবের সঙ্গে কথোপকথন করিতে লাগিল কিন্তু তাহারা তৎসময়ে অত্যন্ত ব্যাকুল থাকাতে ঐ স্থান অর্পণকরণ বিষয়ে তাদৃশ সুসম্মত দৃষ্ট হইল না। পরে সাহেব কহিলেন তোমরা যদি ইহাতে কিছুমাত্র বিলম্ব কর তবে আমারদের সি পাহীরদিগকে আমি থামাইয়া রাখিতে পারিব না এবং এমত প্রতিজ্ঞা আমি করি যদি তোমরা আমাকে কিল্লার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেও তবে তোমারদের এক চুলমাত্র নষ্ট হইবে না। কিন্তু ঐ সময়ে কি ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি সাহেব কি টেপুসুলতা নের পরিজনেরা কেহ জানেন না যে টেপুসুলতান মারা পড়িয়া ছেন অতএব অবশ্যই টেপুসুলতান রাজবাটীতে আছেন ইহা ভাবিয়া সেনাপতি সাহেব ঐ বাটীর মধ্যে যাইতে সচেষ্ট হই লেন কিন্তু কিল্লাদারের কদাচ ইচ্ছা ছিল না যে তিনি তাহার ভিতরে প্রবেশ করেন। ইহাতে নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া মেজর সা হেব এবং অন্য দুই জন সেনাপতি সাহেব এক শুভ্রবর্ণ অর্থাৎ শান্তিসূচক পতাকা হস্তে করিয়া ঐ ভগ্ন প্রাচীরদ্বারা উঠিয়া গে লেন এবং কিল্লার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ লোকেরদিগকে

কহিলেন যে যদি তোমরা কিছু প্রতিবন্ধক না হও তবে এই পতাকার দ্বারা তোমরা রক্ষা পাইবা। পরে কিল্লাদারের বিশ্বাসার্থে ঐ সাহেব আপনার তলবার খুলিয়া তাহাকে দিলেন এবং টেপুসুলতান কোথায় বলিয়া তাঁহার তত্ত্ব লওয়াতে সকলেই কহিল তাঁহার পরিজন এই কিল্লায় আছেন বটে কিন্তু তিনি এ স্থানে নাই। মেজর সাহেব তাহারদিগের ঐ কথায় সন্দিগ্ধ হইয়া কহিলেন যে তবে টেপুসুলতান কোথায় তোমরা কহ নতুবা আমি সিপাহীদিগকে থামাইতে পারিব না। কিন্তু মেজর সাহেবের সঙ্গে যখন এই সকল কথোপকথন হইতেছিল তখন টেপুসুলতানের সৈন্যেরা ঐ কিল্লার মধ্যে ইতস্ততঃ বেগে যাতায়াত করাতে সাহেবেরদের মনে কিঞ্চিৎ উদ্বেগ জন্মিল এবং সঙ্গি সাহেবেরা মেজর সাহেবকে কহিলেন যে আপনার তলবার তুলিয়া লউন নতুবা কি জানি বিশ্বাস নাই অমঙ্গল ঘটিতে পারে। কিন্তু মেজর সাহেব ভাবিলেন যদি আমি এখনেই স্বীয় কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস দর্শাই তবে বহিস্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সিপাহীরা ধাবমান হইয়া এককালে কিল্লাস্থ তাবতের মস্তকচ্ছেদন করিবে অতএব তিনি তাহা করিলেন না কিন্তু সুলতানের পরিচাকেরদিগকে কহিলেন যে তোমরা হয় সুলতান বা তাঁহার পুত্ত্রকে আমাকে দেখাও নতুবা আমি আপনার সৈন্য স্থির রাখিতে পারি না। তাহাতে অন্তঃপুরস্থ টেপুসুলতানের দুই পুত্ত্র কহিয়া পাঠাইলেন যে অন্তর মহালে আসন করিলেই আপনি আসিতে পারেন। পরে মেজর সাহেব অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন যে টেপুসুলতানের দুই পুত্ত্র পরিচারকেতে বেষ্টিত হইয়া আসনোপরি উপবিষ্ট আছেন তাহাতে মেজর সাহেব নিকটে গিয়া তাঁহারদিগকে এই জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনারদের পিতা কোথায় তাঁহারা কহিলেন আমরা জ্ঞাত নহি কিন্তু এই মহালে তিনি নাই এইমাত্র জানি। পরে মেজর সাহেব কহিলেন যে তবে বহির্দ্বার মুক্ত করিয়া দেও তাহাতে তাঁহারা কহিলেন যে পিতার আজ্ঞা না পাইলে কিরূপে তাহা হইতে পারে। মেজর সাহেব তাহারদিগকে উত্তর করিলেন যে বহিস্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা যদি বলপূর্ব্বক ঐ দরওয়াজা

খুলিয়া প্রবেশ করে তবে কাহারো প্রাণ রক্ষা পাইবে না কিন্তু যদি তোমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে বহির্দ্বার মুক্ত করিয়া দেও তবে অন্তর মহালে তোমারদের নিজসিপাহীরদিগকে চৌকীতে রাখা যাইবে এবং ইঙ্গলণ্ডীয় সিপাহীরা বাহিরের চৌকীতে নিযুক্ত থাকিবে ও আমার আজ্ঞাব্যতিরেকে কোন এক প্রাণী কিল্লার মধ্যে আসিতে পারিবে না। এই কথা শুনিয়া যুবরাজেরদের বিশ্বাস জন্মিল এবং তাঁহারা বহির্দ্বার মুক্ত করিতে অনুমতি দিলেন। পরে ঐ দ্বার মুক্ত হইলে মেজর সাহেব দেখিলেন যে জেনরল বের্ড সাহেব অনেক সৈন্যসমভিব্যাহৃত হইয়া তথায় উপস্থিত আছেন এবং সিপাহীরা রাজবাটী লুঠ করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র তাহাতে মেজর সাহেব তাবদ্বৃত্তান্ত সেনাপতি সাহেবকে কহিয়া পুনর্ব্বার অন্তর মহালে গিয়া দুই যুবরাজকে আনিয়া জেনরল বের্ড সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইলেন। এবং তিনি অতিশয় সমাদরপূর্ব্বক তাঁহারদিগকে গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তোমারদের কিছুমাত্র অপমান কি অত্যাচার করা যাইবে না। পরে তাঁহারদিগকে সেনাপতি সাহেবের স্থানে সমর্পণ পূর্ব্বক প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিলেন।

অপর ঐ দুই যুবরাজ এতদ্রূপে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইলে সাহেবেরা রাজবাটীর প্রত্যেক স্থানে টেপুসুলতানকে অন্বেষণ করা গেল এবং সুলতানের তৈনাতী সৈন্যেরদিগকে বিগতাস্ত্র করিয়া কতক ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে রাজবাটীতে আনয়ন করিলেন। অপর কএক কুঠরী অনুসন্ধান করাতে টেপুসুলতানের উদ্দেশ না পাইয়া মেজর আলন সাহেব কিল্লাদারকে কহিলেন যে যদি আপনার ও আপনার প্রভুর প্রাণরক্ষা করিতে ইচ্ছা কর তবে শীঘ্র কহ যে তাঁহাকে কোথায় গোপনে রাখিয়াছ। তাহাতে কিল্লাদার মেজর আলন সাহেবের তলওবারের মুষ্টি স্থান স্পর্শকরিয়া শপথ করিলেন যে টেপুসুলতান নিতান্ত রাজবাটীতে নাই কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আক্রমণসময়ে আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া কিল্লার উত্তর কোণের দ্বারে পতিত আছেন আমি স্বয়ং তথায় গমনপূর্ব্বক আপনাকে দেখাইতেছি ইহাতে আমার

যদি কিছু প্রতারণা থাকে তবে আমাকে যাদৃচ্ছিক শাস্তি দেন অ তএব জেনলর বের্ড সাহেব ও তাঁহার কএক জন সেনাপতি সেই স্থানে গমন করিয়া দেখেন যে আঘাতি ব্যক্তি ও শবেতে সেই স্থান পরিপূর্ণ এবং তৎসময়ে রাত্রিযোগহওয়াতে আলোক স মবধান করিয়া মেজর আলন সাহেব ও কিল্লাদার যে স্থানে টেপু সুলতানের পালকি ছিল তথায় গমনপূর্ব্বক পালকীর মধ্যেই তাঁহার শব পাইয়া রাজবাটীতে আনাইলেন। সেই শব যখন প্রথম দৃষ্ট হইল তখন কিঞ্চিৎ তপ্ত ছিল এবং দুই চক্ষু অমুদ্রিত ও মুখ অবিকৃত তাহাতে মেজর আলন ও কর্ণল উএলেসলি সাহেবের প্রথমতঃ ভ্রমাত্মক বোধ হইল যে তিনি জীবিত আছেন। ঐ শবের মস্তকের নিম্নভাগে তিন এবং কপালে এক আঘাত দেখাগেল এবং শরীরস্থ আভরণ সকল অপহৃত হইয়াছিল।

পরে টেপুসুলতানের যে পুত্র ও সেনাপতিরা কিল্লার মধ্যে ধৃত হন না তাঁহারা সুলতানের মৃত্যুসম্বাদ পাইবামাত্র ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে আপনারদিগকে সমর্পণ করিলেন কিন্তু তন্মধ্যে ধুন্দিয়ানামক এক ব্যক্তি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আয়ত্ত না হইয়া বরং স তত প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ ধুন্দিয়া মহারাষ্ট্রীয় বংশ্য এবং পূর্ব্বে হয়দরআলী ও টেপুসুলতানের সৈন্যের মধ্যে সৈন্যাধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের আমলে টেপুসুলতানের যখন যুদ্ধ হয় তখন তিনি সৈন্য স্থানহইতে পলায়ন করিয়া অনেক দস্যু সংগ্রহকরণপূর্ব্বক তুঙ্গভদ্রা নদীর অঞ্চলে অনবরত অত্যাচার করিতে লাগিলেন। অ পর টেপুসুলতান তাহাকে অনেক ফুসলাইয়া এবং তোমার কিছুমাত্র ক্ষতি করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাকে হস্তাধীনকরিলেন কিন্তু ধৃত করিবামাত্র কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। পরে কএক বৎসরপর্য্যন্ত সে তথায় বদ্ধ থাকিল। তদনন্তর টেপুসুলতানেরও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধারম্ভকালে কারাগারহইতে পলায়নপূর্ব্বক সে পুনর্ব্বার অনেক দস্যু সংগ্রহ করিয়া এমত মহা প্রবল এক দল করিল যে জেনরল হারিস সাহেবের অনেক ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য লইয়া তাঁহার প্রতিকূলে যাত্রা করিতে হইল কিন্তু

ধুন্দিয়া অকস্মাৎ উত্তরদিগহইতে দক্ষিণ দেশে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় অনুচরের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া হয়দরালীর তুল্য এক নূতন রাজ্য স্থাপনকরণের উদ্যোগ পাইতে লাগিলেন। অতএব কর্ণল উএলেসলি সাহেবকে অনেক সৈন্যসমভিব্যাহৃত করিয়া তাঁহার প্রাতিকূল্যার্থে প্রেরণ করিতে হইল। কিন্তু ধুন্দিয়া স্বীয় সতর্কতা ও নৈপুণ্যপ্রযুক্ত ঐ কর্ণল সাহেবকে তিনি চারি মাসপর্য্যন্ত ফিরিয়া ঘূরিয়া তাঁহার তাবদুদ্যোগ বিফল করিল। অবশেষে উভয়ের অশ্বারূঢ় সৈন্যের যুদ্ধেতে ঐ ধুন্দিয়া হত হয়।

টেপুসুলতান মৃত্যুসময়ে পঞ্চাশৎবর্ষবয়স্ক ছিলেন তাঁহার নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য এবং অতিশয় তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও চাতুর্য্য ছিল কিন্তু বিবেচনায় তাদৃশ পরিপক্বতা ছিল না। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন ইহা নিশ্চয়াবগত হইয়া তিনি কি নিমিত্ত ঐ আগচ্ছৎ ঝড়ের প্রতিকার বিষয়ে প্রস্তুত হইলেন না ইহা আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যেহেতুক তাঁহার রাজধানী কএক নূতন দুর্গেতে দৃঢ়করণব্যতিরেকে আর কোন যুদ্ধোপায় করিলেন না। কিন্তু তাঁহার মনে এই স্মরণ ছিল যে আমার পিতা যখন নানা দিগস্থ শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত ছিলেন তখন বর্ষাকাল উপস্থিতিপর্য্যন্ত তিনি আপনাকে শ্রীরংপটমে বদ্ধকরিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উদ্যোগসকল ব্যর্থ করেন যেহেতুক বর্ষাকাল উপস্থিতিমাত্র তাঁহারদের স্ব২ দেশে প্রত্যাগমনের আবশ্যক হইয়াছিল। অনুমান হয় যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধকরণবিষয়ে টেপুসুলতান তাঁহার পিতার সদৃশউপায় করিতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যেরা কিল্লার প্রাচীর যখন হস্তগত করে তখন তাঁহার প্রথম এই বোধ হইল যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা শ্রীরংপটম অধিকার করিতে পারিবেন কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহার এমত বোধ ছিল না। এই যুদ্ধের সময়ে তাঁহার এই এক মুখ্য দোষ ছিল যে তিনি আপনার অশ্বারূঢ় সৈন্যের বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করিলেন না যদি তাঁহার অশ্বারূঢ়েরা বিলক্ষণরূপে প্রস্তুত থাকিত তবে এমত শীঘ্র যুদ্ধ নিষ্পন্ন হইত না। টেপুসুলতানের তাবদ্ধন ঐ কিল্লার তাঁহার প্রাপ্ত

হইলেন তাহাতে নগদ ৬৪০০০০০ টাকার অধিক ছিলনা এবং মণিমুক্তাপ্রবালাদিতে ৩৬০০০০০ টাকা ঐ সমুদায় টাকা সেনাপতি সাহেব ঐ যুদ্ধে প্রকাশিত সাহসের পারিতোষিকস্বরূপ সৈন্যেরদিগকে বিতরণ করিলেন।

অপর যুদ্ধেতে মহীসুর রাজ্য প্রাপ্ত হইলে এই জিজ্ঞাসা হইল যে ঐ রাজ্য লইয়া এইক্ষণে কি কর্ত্তব্য। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেবের বিশেষ এই ইচ্ছা ছিল যে মহীসুর রাজ্য অধিকারকরণেতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কোন গ্লানি না জন্মে। ঐ যুদ্ধেতে নিজাম কিছু মনোযোগ করেন নাই অতএব জয়প্রাপ্ত ঐ রাজ্যের তিনি কিছু দাওয়া করিতে পারেন না তথাপি স্বীয় বদান্যতা প্রকাশ করিয়া শ্রীযুত যে অংশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরা লইবেন তত্তুল্যাংশ তাঁহাকে দিতে নিশ্চয় করিলেন। পরে মহীসুর রাজ্যের যে সকল অংশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরা লন তাহা এই। মলবার তটে টেপুসুলতানের যত অধিকার ছিল এবং কৈম্বিতূর ও ধারাপূরাম প্রদেশ এবং আপনারদের পশ্চিম ও পূর্ব্বদিগস্থ রাজ্যের মধ্যস্থিত টেপুসুলতানের যে রাজ্য ছিল তাহা লওয়াতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পূর্ব্ব সমুদ্রঅবধি অপর সমুদ্রপর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে অধিকার হইল এবং যে উপদ্বীপস্থ শ্রীরংপটম্ সেই উপদ্বীপও শ্রীরংপটম তাঁহারদের যাতায়াতের উপযুক্ত স্থান এই প্রযুক্ত তাহাও আপনারদের অধীনে রাখিলেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের জয়প্রাপ্ত ঐ অধিকারেতে যত রাজস্ব আদায় হইত তত্তুল্য করোৎপাদক গুটি ও গরমকুণ্ডাপ্রভৃতি দেশ নিজামকে প্রদত্ত হইল। অপর মহারাষ্ট্রীয়েরদের বিষয়ে শ্রীযুত এই বিবেচনা করিলেন যে টেপুসুলতানের বিরুদ্ধে আমার সঙ্গে তাঁহারা ঐক্য ছিলেন বটে কিন্তু যুদ্ধকালীন কিছুমাত্র উপকার করেন নাই অতএব যাঁহারা যুদ্ধে সাহায্য করিলেন ও যাঁহারা আলস্যপ্রযুক্ত যুদ্ধে উদ্যোগী হইলেন না তাঁহারদিগকে সেই যুদ্ধেতে প্রাপ্তরাজ্যের তুল্যাংশ দেওয়া উচিত হয় না এই নিমিত্তে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ও নিজাম প্রত্যেকে যত দেশ প্রাপ্ত হন তাহার তিন অংশের দুই অংশের কিঞ্চিন্ন্যূন অথচ অর্দ্ধেকের অধিক এমত দেশ তাঁহারদিগকে প্রদান ক

রিতে স্বীকৃত হইলেন। অপর এতদ্রূপে মহীসুর রাজ্যের বণ্টন হইলেও তথাপি অবশিষ্ট ৪৫৫০০০০ টাকা উৎপাদক দেশ অবিভক্ত থাকিল এবং ঐ অবিভক্ত দেশ লইয়া স্বতন্ত্র রাজ্য করিতে নিশ্চয় করা গেল! পরে তদ্বিষয়ে এই জিজ্ঞাস্য হয় যে ঐ রাজ্য কোন্ ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে কি টেপুসুলতানের পুত্র কি মহীসুর রাজ্যের প্রাচীন রাজবংশ্য যে ব্যক্তি হয়দরআলীও তাঁহার পুত্রকর্তৃক বদ্ধ ছিলেন তাঁহাকে। অনন্তর শ্রীযুত তাহাতে এই বিবেচনা করিলেন যে হয়দর আলীর বংশ্য কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইলে তিনি তাদৃশ বাধ্য হইবেন না কিন্তু হয়দরালী কর্তৃক বদ্ধ প্রাচীন রাজবংশ্য ব্যক্তিকে কেবল মুক্ত করিলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন কিন্তু তাঁহাকে মুক্ত করিয়া যদি রাজ্য প্রদান করা যায় তবে কিপর্য্যন্ত তিনি বাধ্য থাকিবেন তাহা নির্ব্বচনীয় নহে। তৎসময়ে মহীসুরের প্রাচীন রাজার উত্তরাধিকারি অপ্রাপ্তব্যবহার এক বালককে ঐ রাজ্য প্রদান করিতে নিশ্চয় করাগেল। অপর যেং নিয়মে তাঁহাকে সেই রাজ্য প্রদত্ত হইল সেই নিয়ম এই যে তদ্দেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্য ব্যতিরেকে অপর কোন সৈন্য থাকিবে না এবং ঐ সৈন্যেরদিগের বেতনস্বরূপ প্রতিবৎসর তিনি ২৪৫০০০০ টাকা দিবেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহারা দেশের উৎপন্ন রাজস্ব বুঝিয়া উক্ত টাকাহইতে অধিক টাকার দাওয়া করিতে পারিবেন এবং তাঁহার রাজশাসনেতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যদি অসন্তুষ্ট হন তবে রাজকীয় ব্যাপারে তাঁহারা হস্ত নিক্ষেপ করিবেন এবং অত্যাবশ্যক বুঝিলে তাবৎ রাজশাসনের ভার আপনারাই একেবারে গ্রহণ করিতে ক্ষম হইবেন অতএব ঐ মহীসুর রাজ্যের বাস্তবিক তাবৎ পরাক্রম ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধীনেই থাকিল সুতরাং ঐ রাজা ও তাঁহার মন্ত্রী ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ভৃত্যের ন্যায় থাকিলেন। পরে রাজার প্রতি আজ্ঞা হইল যে তিনি মহীসুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীতে বাস করিবেন।

অপর টেপুসুলতানের পরিবার ও তাঁহার প্রধানং অমাত্যেরদের প্রতি শ্রীযুত অত্যন্ত দানশৌণ্ডাচরণ করিলেন এবং কর্ণাট

দেশে বেলূরের কিল্লায় তাঁহারদিগের বাস স্থান নিযুক্ত করিয়া সুলতানের স্থানে তাঁহারা মাসিক বৃত্তিস্বরূপ যত টাকা পাইতেন ততোধিক টাকা তাঁহারদিগকে জীবিকাস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং তাঁহার প্রধান২ অমাত্যেরদের স্ব২ পদানুসারে তাঁহার দিগকে জায়গীর ও বৃত্তি স্থির করিয়া দিলেন। অপর শ্রীযুতের এতদ্রূপ দানশীলতাপ্রযুক্ত তদ্দেশের বন্দোবস্তের অতিসুগম হইল যেহেতুক তদ্দেশের অধ্যক্ষেরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এতদ্রূপ বদান্যতা ওসদ্ব্যবহার দৃষ্টি করিয়া তাহারদের প্রভুত্ব স্বীকার করণে কিছু মাত্র ত্রুটি করিলেন না। অপর টেপুসুলতানের অতিবিখ্যাত একজন প্রধান অমাত্য অথচ অশ্বারূঢ়াধ্যক্ষ কমিরুদ্দীন খাঁকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে কি২ নিয়মে আপনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রভুত্ব স্বীকার করিবেন তিনি কহিলেন যে আমি কিছু নিয়ম করিব না শ্রীযুত যাহা স্থির করিবেন তাহাতেই আমি স্বীকৃত

পরে টেপুসুলতানের রাজ্যবণ্টনবিষয়ে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ও নিজামের যে সন্ধিপত্র প্রস্তুত হয় তাহাতে এই লিখিত ছিল যে পেসুআর নিমিত্তে যে অংশ নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল তাহা লইতে যদি তিনি এক মাসের মধ্যে স্বীকার করেন এবং অন্য২ কএক বিশেষ নিয়ম অঙ্গীকার করেন তবে সেই অধিকার তাঁহারি হইবেক নতুবা তাঁহাকে যে দেশ প্রদানকরণের কল্প হইয়াছিল তাহা বিভাগ করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরা দুই অংশ ও নিজাম একাংশ প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু তথাপি মহারাষ্ট্রীয়েরদের ভয় নিজামের মনহইতে দূর হইল না এবং শ্রীযুত এই বিবেচনা করিলেন যে তাঁহার অধিকার মহারাষ্ট্রীয়েরা হস্তগত করিলে তাঁহারা অনায়াসে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকার আক্রমণ করিতে পারেন। অতএব নিজামের অধিকার রক্ষাকরণের ভার লওয়া আপনারদেরি অত্যুচিত এবং নিজামো স্বীয় দৌর্ব্বল্য জ্ঞাপন করিয়া স্বচ্ছন্দে সেই ভার তাঁহারদিগকে দিতে ইচ্ছুক হইলেন কিন্তু তৎসময়ে সুবাদারের মন্ত্রিরদের মন্ত্রণা স্থির ছিল না এবং বড় সাহেব এই ভাবিলেন যে উত্তরকালে নিজাম বেতনভোগী ইঙ্গ

লণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে হঠাৎ কর্ম্মচ্যুত করিলে মহারাষ্ট্রীয়ের দের হইতে নিজামের দেশ রক্ষাকরণের আবশ্যকতাপ্রযুক্ত ত থায় আপনারদের খরচেতে সৈন্য অবশ্যই রাখিতে হইবে অ তএব ইহা না হয় এতদর্থে গবর্নর্ জেনরল সাহেব এই উ পায় স্থির করিলেন যে নিজাম সৈন্যেরদের খরচের নিমিত্তে প্রতিমাসে বা প্রতিবৎসরে টাকা দেওন অপেক্ষা বরং ঐ সৈন্যে রদের খরচা যত টাকা লাগে তদুৎপাদক ভূমি আমারদিগকে প্রদান করিলে ভাল হয় নিজাম ঐ নিয়ম স্বীকার করিলেন স্বে চ্ছায় বা অনিচ্ছাতে তাহা জানা গেল না। অপর ১৮০০ সা লের ১২ অক্তোবর তারিখে তদ্বিষয়ের এক সন্ধিপত্র হয় তাহা তে উভয় পক্ষের এইং নিয়ম লিখিত থাকে বিশেষতঃ ইঙ্গলণ্ডী য়েরা এই অঙ্গীকার করেন যে সুবাদারের নিকটে এইক্ষণে যে স কল ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য আছে তদতিরিক্ত দুই দলপদাতিক ও এক দল অশ্বারূঢ় সৈন্য নিজামকে দেওয়া যাইবে এবং তাবৎ শত্রু হইতে তাঁহাকে নিতান্ত রক্ষা করা যাইবে ও লার্ড কর্ণওয়ালি সের আমলে এবং টেপুসুলতানের মরণানন্তর মহীসুর রাজ্যে নিজাম যেং ভাগ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন সে সকল ইঙ্গলণ্ডীয়ের দিগকে প্রদান করিবেন। নিজাম আরো এই প্রতিজ্ঞা করেন যে আপন ক্ষমতায় কাঁহারো সঙ্গে যুদ্ধ বা সন্ধি করিব না এবং অন্যং রাজার সঙ্গে যদি কখন আমার বিরোধ উপস্থিত হয় তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে মধ্যস্থ মানিয়া তাঁহারা যাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন তদনুসারে কার্য্য করিব। পুনশ্চ তিনি এই অঙ্গীকার করেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যত সৈন্য এইক্ষণে আ মার দত্ত দেশহইতে বেতন পাইবে তাহারা যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহারদের সাহায্য করিবে এবং এতদতিরিক্ত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কাহারো সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আমি নিজ ৬০০০ অশ্বা রূঢ় ও ৬০০০ পকাতিক লইয়া তাঁহারদের আনুকূল্য করিব। যে অধিকার নিজাম ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে এতদ্রূপে প্রদান করেন তাহার বার্ষিক উৎপন্ন রাজস্ব ৬১০০০০০ টাকা ছিল। অন ন্তর টেপুসুলতানের উপাখ্যানের বিষয়ে আরো এইমাত্র বক্তব্য

যে টেপুর রাজ্যের মধ্যে যে ভাগ পেসুআকে দানকরণের কল্প ছিল সিন্ধিয়ার আজ্ঞাক্রমে তিনি তাহা লইতে স্বীকার করিলেন না অতএব ঐ অধিকারো নিজাম ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরা বিভাগ করিয়া লইলেন।

১১ অধ্যায়।

অযোধ্যার রাজ্যবিষয়ে সর জান সোর সাহেব যে সকল নিয়ম করেন তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে এবং যদ্যপি ইউরোপে কোম্পানির কর্ত্তা মহাশয়েরা তন্নিয়মে অতিসন্তুষ্ট হইলেন তথাপি লার্ড মর্নিংটন সাহেব ভারতবর্ষে পঁহুছিবামাত্র তদ্রাজ্যের নিয়মের নানা ব্যতিক্রম করিতে ইচ্ছুক হইলেন। বিশেষতঃ অন্তুরবেদে নবাবের যে অধিকার তাহা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রী আলমাস খাঁর হস্তাধীন ছিল এবং গবর্নর জেনরল সাহেবের এই মানস যে ঐ আলমাস খাঁর মরণোত্তর ঐ রাজ্য আপনারদের অধীন রাখা ও তন্নিমিত্ত নবাবের বার্ষিক দাতব্য টাকার কিঞ্চিন্ন্যূন করা উচিত। ঐ অধিকার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আয়ত্ত রাখণে শ্রীযুতের অভিপ্রায় এই যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আফগান জাতীয়েরদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হন। অপর শ্রীযুতের আরো এই মানস ছিল যে অযোধ্যা রাজ্যে নবাবের যেসকল সৈন্য আছে তাহারদের সুনিয়ম হয়। যেহেতুক সেইসকল সৈন্য অকর্ম্মণ্য ও অবাধ্য ছিল। এবং ঐ সৈন্যবিষয়ে শ্রীযুত এই স্থির করিলেন যে সময় বুঝিয়া নবাব উজীরকে আমি এইপরামর্শ দিব যে তাঁহার রাজস্ব আদায় করণের এবং দরবারের নিমিত্ত যে সৈন্যের আবশ্যক তদ্ভিন্ন সৈন্যসকল তিনি একেবারে বিদায় করেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় সুশিক্ষিত অশ্বারূঢ় ও পদাতিকদিগকে বেতন দিয়া রাখেন।

ঐ সময়ে আবদল্লিরদের রাজা জিমান সা ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ যে আড়ম্বর করিয়াছিলেন তাহাতে নবাবের সৈন্যেরদের সুনিয়

মকরণবিষয়ে শ্রীযুত যে পরামর্শ স্থির করেন তাহার সুযোগ হই ল। ১৭৯২ সালে ঐ জিমান্ সা পিতা তৈমুর সার মরণোত্তর সিংহাসন প্রাপ্ত হন ঐ তৈমুর সা তদ্বংশস্থাপক অতিবিখ্যাত আহমুদ সার পুত্র ছিলেন। অপর জিমান্ সার রাজ্য সিন্ধু নদীর মহানা অবধি কাশ্মীর দেশপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত এবং সীক রাজ্যের সীমাঅবধি ফারসী দেশের সীমাপর্য্যন্ত তন্মধ্যে কাবল ও কান্দহার ও পেসৌর ও গিজনী ও গৌড় ও সিজিস্থান ও খোরাসান ও কাশ্মীর দেশ ছিল। ১৭৯৬ সালে জিমান্ সা লাহোরপর্য্যন্ত আগমন করেন এবং যদ্যপিও তিনি আপনার সঙ্গে কেবল ৩৩০০০ অশ্বারূঢ় সৈন্য আনয়ন করেন তথাপি মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া কম্পমান হইতে লাগিলেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরাও কিছু আশঙ্কিত হইলেন। পরে জিমান্ সা লাহোরে পঁহুছিয়া কহিলেন যে আমি এইক্ষণে পিতৃবংশ স্থাপনার্থ এবং মগলেরদের সাম্রাজ্যে পুনর্ব্বার সত্য ধর্ম্ম স্থিরীকরণার্থ আগমন করিয়াছি। জিমান্ সার আগমনেতে নবাব উজীরের রাজ্যে অশেষ বিঘটন উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত আলমাস খাঁ অযোধ্যা রাজ্যের অর্দ্ধেক ইজারায় লইয়া ছিলেন এবং তদ্দেশ রক্ষণার্থ তিনি অনেক সৈন্যেরদিগকে বেতন দিয়া রাখিয়া ছিলেন ঐ সকল সৈন্যেরা যৎকিঞ্চিৎ সুশিক্ষিত ও বাধ্য ছিল কিন্তু নবাব উজীরের অন্য সৈন্যেরা এমত অকর্ম্মণ্য যে তাহাতে যুদ্ধের বিষয়ে কিছু উপকার না হইয়া বরং অপকার হইত। ঐ বিভ্রাট সময়ে গবর্নর সর জান সোর সাহেব কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। জিমান্ সার আগমনেতে মহারাষ্ট্রীয়েরা ভীত হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের স্থানে এই প্রার্থনা করেন যে জিমান্ সার নিবারণার্থে আপনারা আমারদের সঙ্গে যোগ করুন কিন্তু তাহাতে সর জান সোর সাহেব এই ভাবিলেন যে মহারাষ্ট্রীয়েরা যদি জিমান্ সাকে পরাজয় করেন তবে অত্যন্ত প্রবল হইবেন অতএব মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে প্রবল করাও উচিত হয় না। পক্ষান্তরে আফগানীয়েরাও যদি মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে জয় করে তবে ভারতবর্ষে এক মহারাজ্য স্থাপন করিবে

সেও শঙ্কার বিষয়। ইহাতে গবর্নর্ জেনরল সাহেবের অন্তঃক রণে নানা দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল কিন্তু ঐ জিমান্ সার এক ভ্রাতা জিমান্ সার প্রাতিকূল্যাচরণ করাতে ১৭৯৩ সালে তাঁহার স্বীয় দেশরক্ষাকরণার্থ ভারতবর্ষহইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করি তে হইল তাহাতে গবর্নর্ জেনরল সাহেব একেবারে শঙ্কা হইতে মুক্ত হইলেন।

পরে ১৭৯৮ সালে এই মহাজনরব হয় যে ভারতবর্ষ আক্রম ণার্থ আফগানীয়েরা মহা আয়োজন করিতেছে কিন্তু সেপ্তেম্বর মা সের অবসান সময়ে এই সম্বাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল যে তাহারা স্বীয় দেশ রক্ষার্থে পুনর্ব্বার কান্দাহারে গমন করিয়াছে তাহাতে পুন শ্চ লোকেরদের ভয় নিবৃত্তি হইল কিন্তু পশ্চাৎ শ্রুত হওয়া গেল যে ১০ অক্তোবর তারিখে তাহারা ভারতবর্ষের অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিবে তাহাতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব জিমান্ সার আগমন নিবারণার্থ সিন্ধিয়াকে নানা উপায় জ্ঞাপন করিলেন সিন্ধিয়া শ্রীযুতের পরামর্শক্রমে তাঁহার উত্তর কোণস্থ রাজ্যে গমন না করিয়া বরং দক্ষিণ দেশে মহারাষ্ট্রীয়েরদের বিষয়ে হস্ত নিক্ষেপকরত পুণ্য নগরে অবস্থিতি করিলেন। পরে ঐ জি মান্ সা লাহোরপর্য্যন্ত আসিয়া ৪ জানুআরি তারিখে পরাঙ্মুখ হইয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে গমন করিলেন।

অপর ডনকান সাহেব শ্রীযুতের নিকটে এইরূপ লিখিলেন যে মৈহেন্দিআ আলীনামক এক ব্যক্তি সংপ্রতি আমার নিকটে আসিয়া কহিলেন যে আমি এইক্ষণে ফারসী দেশে যাত্রা করিতে ছি এবং তোমারদের অনুমতি হইলে আফগানিস্থানের পশ্চি মপ্রদেশ আক্রমণার্থ ফারসী দেশের রাজাকে লওয়াইতে পারি তাহা হইলে জিমান্ সা সুতরাং ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার অবকাশ পাইবেন না। ইহার পূর্ব্বে ফারসী দেশের রাজা বা বা সা জিমান্ সার ভ্রাতা মহম্মদকে জ্যেষ্ঠ এবং সিংহাসনের প্রকৃতোত্তরাধিকারী জ্ঞান করিয়া তৎ পক্ষাবলম্বী হইয়া খোরা সান প্রদেশ জয়করণার্থ আপনার সৈন্য তথায় প্রেরণ করি য়াছিলেন। অপর গবর্নর্ জেনরল সাহেব ফারসীদেশে

১৫২ মালকম সাহেব উকীলীকর্ম্মে ফারসীদেশে প্রেরিত হন।

উকীলপ্রেরণের এমত সুযোগবার্ত্তা অবগত হইয়া মেহেন্দিআআলীকে প্রেরণ না করিয়া আপনারদের সম্ভ্রমানুসারে বহুব্যয় করিয়া জাঁকজমকপূর্ব্বক কাপ্তান মালকম সাহেবকে উকীলী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন। ঐ সাহেব পারসী ভাষায় অতিবিজ্ঞ ও নিত্য অনুশীলনকরাতে রাজকীয় ব্যাপারে অতিদক্ষ। অপর কাপ্তান মালকম সাহেব ফারসীর দরবারে পঁহুছিয়া বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইলেন যেহেতুক ফারসীর রাজা অবিলম্বে খোরাসান রাজ্য অতিক্রম করাতে জিমান্ সার ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ মানসের বৈয়র্থ্য হইল। পরে মালকম সাহেবের চেষ্টাতে ফারসীর রাজা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল সাহেবের সঙ্গে এক দৃঢ় সন্ধি করেন তাহাতে এই২ নিয়ম লিখিত ছিল যে আফগানীয়েরা উত্তরকালে যদ্যপি কখন ভারতবর্ষের উপর আক্রমণ করে তবে ফারসীর রাজা স্বীয় মহাসৈন্য লইয়া আফগানীয়েরদের নিজ দেশ একেবারে উচ্ছিন্ন করিবেন এবং ঐ রাজা কখন যদ্যপি আফগানীয়েরদের সঙ্গে সন্ধিপত্র করেন তাহাতে ইহা লিখিত থাকিবে যে আফগানীয়েরা কদাচ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উপর অত্যাচার করিবে না। এবং ঐ সন্ধিপত্রে রাজা আরো এই লিখিলেন যে ফ্রান্স দেশীয় কোন ব্যক্তিরদিগকে স্বীয় রাজ্যে বসতি করিতে দিবেন না। এইক্ষণে আফগানীয়েরদের চরিত্রবিষয়ের পরিশেষ করা উচিত। বিশেষতঃ আফগানীয়েরা যুদ্ধেতে ১৮০০ সালের কিয়ৎকাল এবং ফারসী দেশের রাজার সঙ্গে বন্দোবস্তকরণেতে অবশিষ্ট কতক কাল ক্ষেপণ করিলেন কিন্তু ১৮০১ সালে জিমান্ সার ভ্রাতা মহম্মদ সা এক দল মহাসৈন্য সংগ্রহ করিয়া জিমান্ সার সঙ্গে যুদ্ধ করেন তাহাতে তিনি পরাজিত হইয়া কারাবদ্ধ হইলেন।

অযোধ্যার যে নবাব উজীর আলী রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ছিলেন তাঁহার পূর্ব্বরাজ্যের অতিসন্নিকৃষ্ট কাশীধামের তুল্য নিকটস্থানে তাঁহাকে বাস করিতে দেওয়া অপরামর্শ জ্ঞান করিয়া শ্রী যুত তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়নার্থ নিশ্চয় করিলেন কিন্তু উজীর আলী তাহা কোন প্রকারে স্বীকার করিলেন না এবং যদ্যপিও

তিনি শ্রীযুতের নিকটে স্তব বিনয়পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে অনেক প্রকার কহিলেন তথাপি শ্রীযুত স্বীয় স্থিরীকৃত কল্পের অন্যথা না করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়নের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অপর ঐ সময় উপস্থিত হইলে ১৭৯৯ সালের ১৪ জানুআরি তারিখে তিনি অল্প লোক সমভিব্যাহারে কাশীহইতে দেড় ক্রোশ অন্তরিত রেসিডেণ্ট চেরি সাহেবের নিকটে গমন করিয়া যথোপযুক্ত কিঞ্চিৎ শিষ্টালাপকরণের পর কলিকাতায় গমনেতে স্বীয় ভাবি ক্লেশ বিস্তারিতরূপে সাহেবকে নিবেদন করিতে লাগিলেন এবং তৎকথোপকথনেতে ক্রমে উজীরআলীর রাগ প্রকাশ হইতে লাগিল অবশেষে অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়া তিনি সাহেবকে কটুকাটব্য কহিতে লাগিলেন তাহাতে চেরি সাহেব অতি শিষ্টাচারপূর্ব্বক তাঁহার রাগ থামাইবার উদ্যোগ করিয়া কহিলেন যে এ বিষয়ে কেবল শ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে আমি কার্য্য করিতেছি অতএব আমার প্রতি কি নিমিত্তে আপনি ক্রোধ করেন। তাহাতে ঐ যুব উজীরআলী একেবারে রাগোন্মত্ত হইয়া আসনহইতে উঠিয়া সাহেবকে তলওয়ারের আঘাত করিলেন এবং তাহা দেখিয়া তাঁহার অনুচরেরা স্বং তলওয়ার খাপ হইতে নিষ্ক্রমণ করিল। পরে চেরি সাহেব যেমন আপনার খিড়কী দ্বারদিয়া পলায়ন করিতেছিলেন তেমনি ঐ অনুচরেরা একেবারে তলওয়ারেতে আঘাত করিলে সাহেব পরলোক গত হইলেন ঐ সাহেবের ঘরে অপর যে দুই জন সাহেব ছিলেন তাঁহারদিগকেও তলওয়ারেতে হত করিল। অনন্তর ঐ হন্তারা আঘাতকরণার্থ অন্যং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ঘরে ধাবমান হইয়া পথিমধ্যে আর দুই জন সাহেবকেও ছেদন করিল কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এক জন সাহেব আপনার ঘরের উপর এক ব্যক্তির গমনোপযুক্ত এমত এক সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির দ্বারা গমন করিয়া উপর ছাদে দণ্ডায়মান থাকিলে ঐ হন্তারা যেমন ঐ সোপানদ্বারা উঠিতে লাগিল তেমনি সাহেব তাহারদিগকে একেং ছেদন করিতে লাগিলেন তাহাতে এত কাল ক্ষেপণ হয় যে ইতিমধ্যে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য সকল তথায় আসিয়া ঐ সাহেবকে রক্ষা করিল এবং উজীরআলী

স্বয়ংও তাঁহার সঙ্গিরা সৈন্য সমাগম দেখিয়া পলায়ন পর হইলেন এবং ভটোয়ালের বনময় প্রদেশে আশ্রয় লইয়া তথায় ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজশাসনেতে অসম্মত কএক জমীদারেরদের সঙ্গে যোগ করিলেন। অপর এই অত্যাচারের সম্বাদ লক্ষ্ণৌতে পঁহুছিবামাত্র সকলেই একেবারে শঙ্কাকুল হইলেন এবং নবাব সাদতআলী অত্যন্ত ভয়েতে কম্পিতকলেবর হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন যে কানপুরে আপনারদের যে সকল সৈন্য আছে তাহারদিগকে আমার নিজরক্ষণার্থ শীঘ্র প্রেরণ করুন। এবং ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি সাহেব তাঁহাকে কহিলেন যে আমরা উজীর আলীকে ধৃতকরণার্থ যে সৈন্য প্রেরণ করিতেছি তৎসঙ্গে আপনার কতক সৈন্যও প্রেরণ করুন তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে আমার সৈন্যেরা সুশিক্ষিত নহে ও অত্যন্ত অবিশ্বাসী অতএব উজীরালীর সঙ্গে যুদ্ধকরণার্থ তাহারদিগকে প্রেরণ করিলে কি জানি তাহার সঙ্গে বা যোগ করে। পরে সাদতআলীর অল্প সৈন্য প্রেরিত হওয়াতে বাস্তবিক তাহাই ঘটিল। ইতিমধ্যে উজীরআলী কএক সহস্র লোক সংগ্রহ করিয়া গোরক্ষপুরের মাঠেতে চড়াউ করেন তাহাতে অযোধ্যা রাজ্যের তাবৎ প্রজারা ভয়েতে একেবারে কম্পান্বিত হইল কিন্তু উজীরআলীকে নিবারণার্থ অবিলম্বে কতক ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য সংগ্রহ হইল এবং উভয়ের বারম্বার যুদ্ধ হওয়াতে উজীর আলীর সৈন্যেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া ক্রমে পলায়ন করিতে লাগিল তাহাতে উজীরআলী আপনাকে প্রায় একাকী দেখিয়া এক রজপুত রাজার আশ্রয় লইলেন। দিসেম্বর মাসে ঐ রাজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক উজীরআলীকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করেন তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা উজীরআলীকে কলিকাতার কিল্লায় আনয়নপূর্ব্বক বদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

অপর ১৭৯৯ সালের জানুআরি মাসে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল সাহেব লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্ট সাহেবকে এক পত্র লিখেন তাহার অভিপ্রায় এই যে নবাব উজীর আপনার সৈন্যের বিষয়ে সুনিয়ম করেন ঐ পত্রে শ্রীযুত তাহা ব্যক্ত করিয়া লিখেন যে আমার

নিতান্ত অভিপ্রায় এই যে উজীর শীঘ্র তাঁহার সকল সৈন্যকে বিদায় করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে ইঙ্গলণ্ডীয় সুশিক্ষিত সৈন্যেরদিগকে স্বীয় দেশ রক্ষার্থে বেতন দিয়া রাখেন। উজীরের সৈন্যের সুনিয়মকরণের তাৎপর্য্য এই যে সৈন্যদ্বারা নবাব উজীরের যে পরাক্রম তাহা একেবারে লোপ করা। কিন্তু নবাব উজীর যে অতিশীঘ্র এই নিয়ম স্বীকার করিবেন এমত বোধ হইল না এবং শ্রীযুত এই ব্যাপার অতিশয় গুরুতর বুঝিয়া লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্ট লমসডন সাহেবের তদ্বিষয়ে তাদৃশ নৈপুণ্য নাই এই বোধে তৎপরিবর্ত্তে কর্ণল স্কাট সাহেবকে লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। অপর জুন মাসে কর্ণল স্কাট সাহেব তথায় পহুঁছিয়া দেখেন যে পূর্ব্বোক্ত সৈন্যবিষয়ক নিয়ম স্বীকৃত হইলে স্বীয় তাবৎ ক্ষমতা একেবারে লুপ্ত হইবে এই বোধে নবাবউজীর তাহাতে সচেষ্ট না হইয়া বরং তাহার বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। অপর অনেক গতিক্রিয়াকরণোত্তর রেসিডেণ্ট সাহেবকে নবাব কহিলেন যে এবিষয় এমত অসাধ্য নহে ভরসা আছে যে তাহা নিষ্পন্ন হইতে পারে কিন্তু আমার এক প্রসঙ্গ আছে তাহা শ্রীযুত এ স্থানে পহুঁছিলে জ্ঞাপন করিব অথবা আপনি যদি তদ্বিষয় নির্ব্বাহ করিতে ক্ষম হন তবে আপনাকেও তাহা জ্ঞাপন করিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু উজীর তদ্বিষয় গোপন করিলেন কদাচ প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইলেন না এবং পূর্ব্বোক্তরূপ সৈন্যের ব্যবস্থাকরণ বিষয়ে তিনি শৈথিল্য করিতে লাগিলেন তাহাতে ৫ নবেম্বর তারিখে শ্রীযুত তাঁহাকে এক পত্র প্রেরণ করিয়া উদ্বোধ জন্মাইলেন তৎপত্রে অনেক বিষয় বিস্তার করিয়া লিখেন তন্মধ্যে বিশেষ এই যে তোমাকে বিপক্ষহইতে কোম্পানি বাহাদুর রক্ষা করিবেন সন্ধিপত্রে এমত লিখিত আছে এইক্ষণে জিমান সা এবংহইতে পারে অন্যেরাও তোমার দেশ আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক আছে এবং তোমার রাজ্যরক্ষার্থ আমরা হঠাৎ সৈন্য সংগ্রহ করিতে অক্ষম অতএব রাজ্য রক্ষাকরণের উপযুক্ত সৈন্য যদি নিয়ত তোমার দেশে না থাকে তবে কিরূপে দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ হইব।

কিন্তু তথাপি ঐ নিয়ম নবাব উজীরের অত্যন্ত অনিষ্ট দেখিয়া শ্রীযুত ইহা বিবেচনা করিলেন যে বলব্যতিরেকে ইহা কদাচ নির্ব্বাহ হইবে না অতএব যত সৈন্য তদ্দেশে স্থাপন করিতে শ্রীযুত নিশ্চয় করিয়া ছিলেন তত সৈন্যই তথায় একেবারে যাত্রা করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন এবং কহিলেন যে ঐ সৈন্যেরদের ভরণপোষণার্থ যত ব্যয় হইবে তাহার দাওয়া নবাব উজীরের স্থানে কর। কিন্তু শ্রীযুতের উপরিউক্ত ৫ নবেম্বরের পত্র উজীরের নিকটে না পঁহুছিতে ঐ মাসের ১২ তারিখে উজীর স্বীয় গূঢ়াভিপ্রায় ব্যক্তকরণার্থ ঐ দিবসের প্রত্যূষে রেসিডেন্ট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ইহা কহিতে লাগিলেন যে বর্ত্তমান রীত্যনুসারে এতদ্দেশের রাজকীয় কর্ম্মনির্ব্বাহ করা আমার অসাধ্য ইহা আমি আপনাকে পুনঃ২ নিবেদন করিয়াছি অতএব এইক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই যে রাজকীয় ব্যাপার সকল স্বয়ং ত্যাগ করিয়া আমার পুত্রকে তাহাতে নিযুক্ত করি যেহেতুক সামান্যরূপে কালযাপনার্থ আমার প্রয়োজনোপযুক্ত ধন আছে।

অপর শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব যখন শুনিলেন যে নবাব উজীর স্বীয় রাজ্য ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক আছেন তখন তিনি অত্যন্ত হৃষ্টমনা হইয়া তদ্বিষয়ে এই স্থির করিলেন যে যদি নবাব উজীর এইক্ষণে স্বয়ং রাজকর্ম্মচ্যুত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন তবে তাঁহার পুত্রকে ঐ রাজ্যে নিযুক্ত না করিয়া তাহা কোম্পানির হস্তে সমর্পণ করেন। অপিচ তদ্বিষয়ে শ্রীযুত এমত ব্যগ্র হইলেন যে নবাবউজীরকে কিছুমাত্র জ্ঞাপন না করিয়া সন্ধিপত্রের এক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়া রেসিডেন্ট সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিলেন কিন্তু সম্বাদপ্রেরণ ও অপরাপর পত্র লিখনইত্যাদি কর্ম্মেতে ১৫ দিসেম্বরপর্য্যন্ত গত হইল। রাজ্যের তাবৎ পরাক্রম কোম্পানির হস্তে সমর্পণকরণবিষয়ক যে পাণ্ডুলেখ্য শ্রীযুত প্রস্তুত করেন তাহা প্রথমতঃ ঐ তারিখে নবাব উজীরকে জ্ঞাপন করা যায় তাহাতে উজীর কিছুমাত্র রাগ প্রকাশ না করিয়া ঐ সন্ধিপত্র প্রথমাবধি শেষপর্য্যন্ত স্থির হইয়া পাঠ করিলেন। পরে রেসিডেন্ট সাহেবকে উজীর এই কহিলেন যে এই সন্ধিপত্রে আমি স্বাক্ষর ক

রিলে রাজ্যে আমার উত্তরাধিকারির কি ক্ষমতা থাকিবে তাহাতে রেসিডেণ্ট সাহেব এই কহিলেন যে সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারেতে আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী কোম্পানিবাহাদুরবিনা অন্য কেহ হইবেন না। পরে উজীর তাঁহাকে এই জিজ্ঞাসা করিলেন যে রাজবংশ্যেরদের অতিপ্রাচীন এমত রাজ্য ত্যাগ করা উচিত কি না তাহাতে রেসিডেণ্ট সাহেব কহিলেন যে তাঁহারদের ভরণ পোষণার্থ শ্রীযুত উত্তম জীবিকা স্থির করিয়া দিবেন। অপর নবাব উজীরের মুখাবলোকন করিয়া রেসিডেণ্ট সাহেব কিছু মাত্র বোধ করিতে পারিলেন না যে তিনি ইহাতে তুষ্ট বা বিরক্ত। কিন্তু ১৯ নবেম্বরে রেসিডেণ্ট সাহেব শ্রীযুতের নিকটে ইহা লিখিলেন যে নবাব উজীর আমার নিকটহইতে গিয়া সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলেখ্য পাঠ করিয়া এই কহিলেন যে আমি এইক্ষণে এমত খেদিত যে কাহারো মুখাবলোকন কি আলাপাদি করিতে পারিব না এবং রাজকীয় প্রাত্যহিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সমর্থ নহি কিন্তু তাঁহার ঐ খেদ সত্য কি মিথ্যা তাহা আমি কহিতে পারি না। অপর ২০ তারিখে উজীর রেসিডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে গবরনর জেনরল সাহেবের প্রস্তাব আমার অত্যন্ত অনিষ্ট এবং আমি যে প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম তাহার অনেক বিপরীত অতএব তাহা স্বীকার করিলে প্রজাগণ ও অন্য২ সম্ভ্রান্তলোক ও রাজগণের নিকটে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইব এইপ্রযুক্ত জীবনসত্ত্বে তাহা কদাচ আমি স্বীকার করিব না। শতবৎসরাবধি এই রাজ্যের প্রভুত্ব আমার বংশ্যে আছে এবং গবরনর জেনরল সাহেব সম্প্রতি যে নিয়ম করিয়াছেন তন্নিয়মানুসারে কোম্পানি বাহাদুরকে প্রদান করিলে আমার রাজ্য ও অধিকার বিক্রয় করা হয়। অবশেষে উজীর কহিলেন যে কোম্পানি বাহাদুরের হিন্দুস্থানের মধ্যে এমত পরাক্রম ও ক্ষমতা প্রবল যে তাবদ্দেশই তাঁহারদের অতএব তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণে আমার কি ক্ষমতা কিন্তু পুত্রকে রাজ্য প্রদানকরণাভিপ্রায়ে আমার রাজ্যে ইস্তফা দেওনে যদি শ্রীযুতের সম্মতি না হয় তবে আমিও ইস্তফা দিব না।

পরে নবাবউজীরের এই সঙ্কল্প শ্রীযুত অবগত হইলে বিশেষ বিরক্ত হইয়া কহিলেন যে নবাব এইক্ষণে আমার সঙ্গে প্রতারণা ও কৌটিল্যপূর্ব্বক আচরণ করিতেছেন এবং তাঁহার এই সকল আপত্তি উত্থাপনকরণের কেবল এই অভিপ্রায় যে বর্ষার পূর্ব্বে আমারদের সৈন্যেরা তাঁহার দেশে না যাইতে পারে যে হেতুক বর্ষা উপস্থিতি হইলেই সৈন্যেরদের গমনাবরোধ হইবে এইপ্রযুক্ত শ্রীযুত স্বীয় প্রস্তাবিত বিষয় বলদ্বারা সম্পন্ন করিতে নিশ্চয় করিলেন। এবং ফেব্রুআরি মাসের শেষপক্ষে এ বিষয় আর টালমটাল করা যায় না ইহা নবাবের বিলক্ষণ বোধ হইল অতএব ঐ নূতন সৈন্যেরদের নিমিত্তে যে টাকা দাওয়া করা গেল তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা দিলেন পরে যে সৈন্যেরদিগকে একেবারে জীবনোপায় হীন করা গেল দেশের উপর তাহারদের দ্বারা অত্যাচারহওনের সম্ভাবনা কিন্তু ইউরোপীয় যে সাহেবেরদের প্রতি এই গুরুতর ভার অর্পিত হইল তাঁহারা এমত দক্ষতারূপে তাহা উদ্ধার করিলেন যে কোনরূপে অত্যাচার হইল না অতএব সকলেই তাঁহারদিগকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। অপর নবাবের স্থানে ঐ সৈন্যেরদের যে বেতন বাকী ছিল তাহা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগকে দেওয়াইলেন এবং ঐ বেতন দেওয়ানই দেশে অত্যাচার না হওনের প্রধান কারণ। এবং ঐ সৈন্যেরা অনেকে একত্র হইলে যে স্থলে কিছু উপদ্রব হওনের সম্ভাবনা সেই স্থানেই তাহারদিগকে ব্রিটিস রেসিডেণ্ট সাহেব অনেক প্রকার বুঝাইয়া শিষ্টাচার করিয়া কহিলেন যে তোমরা যদি ইহাতে অন্যথাচরণ কর তবে তোমারদিগের দমনার্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা প্রস্তুত এবং এতদ্রূপে তাহারদিগকে কখন মৈত্র বা কখন ভয়প্রদর্শন করাইয়া কোন হঙ্গামাদি না হইয়া সাহেবেরা বৎসরের মধ্যে এই মহাব্যাপার সম্পন্ন করিলেন।

অপর ১৮০০ সালের নবেম্বরমাসে শ্রীযুত অধিক সৈন্য বেতন দিয়া রাখিতে উজীরের উপর দাওয়া করিলেন তাহাতে উজীর রেসিডেণ্ট সাহেবকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া কহিলেন যে আমি আর দেশের রাজস্ব বর্দ্ধিত করিতে পারি না যেহেতুক

আমার নিজ সৈন্যেরদিগকে বিদায়করণেতে যে লাভ হইয়াছে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে বেতন দিয়া রাখণেতে তদপেক্ষা অধিক ব্যয় হইতেছে। তাহাতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব তাঁহার এই প্রতিবাদ শ্রবণানন্তর তাহা অতিতুচ্ছ বোধ করিয়া ১৮০১ সালের অক্তোবর মাসে রেসিডেণ্ট সাহেবকে এক পত্র লিখেন যে কেবল নবাবের শৈথিল্যেতে ইঙ্গণ্ডীয়েরদের সহিত কৃত বন্দোবস্ত পূর্ণ হইতেছে না অতএব যে সময়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অযোধ্যারাজ্যের বিষয়ে বিশেষমনোযোগকরণের আবশ্যক তৎসময় আগত দেখিতেছি যেহেতুক দেশের রাজস্ব যদি ন্যূন হয় তাহাতে কোম্পানি বাহাদুরের অনেক ক্ষতি আছে। অপর উক্তপত্রের নিম্নভাগে এই লেখেন যে এতদ্বিষয় যেমত গুরুতর তদনুরূপ বহুকালপর্য্যন্ত ইহার গূঢ় ভাব বুঝিয়া আমার বিবেচনায় এই স্থির হইয়াছে যে অযোধ্যা রাজ্যের তাবৎ রাজকীয় ও যুদ্ধসম্পর্কীয় ও নিজামতের ব্যাপার যেপর্য্যন্ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টে সমর্পিত না হয় সেপর্য্যন্ত তৎপ্রদেশের নষ্টহওনের ভয় দূর হইবে না কিন্তু নবাবের ও তাঁহার পরিজনেরদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে এবং উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধার্য্য করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। অপর গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এই স্থলে স্বীয় গূঢ়াভিপ্রায় একেবারে ব্যক্ত করিলেন যে অযোধ্যা রাজ্যের বিশৃঙ্খলতাপ্রযুক্ত তাহা ইঙ্গলণ্ডীয়ের হস্তে অর্পিতহওনের অত্যাবশ্যক অতএব রেসিডেণ্ট সাহেবকে শ্রীযুত ইহা লিখিলেন যে আমার এই মানস নবাবকে জ্ঞাপন করিবা যদি তিনি ইহা স্বীকার করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক হন তবে তাঁহাকে কহিবা যে এইক্ষণে দেশ রক্ষণার্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে যে টাকা বেতন দিয়া রাখিতেছেন তত্তুল্য টাকা উৎপাদক দেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে নির্দ্ধার্য্য করিয়া দেন এবং শ্রীযুত ঐ দেশ মনোনীতকরণবিষয়ে ইহা স্থির করিলেন যে নবাবের রাজ্যের যাহাতে চতুর্দ্দিগ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্ত্তৃক বেষ্টিত হয় এমত দেশ লওয়া উচিত। এইপ্রযুক্ত দোআব ও রহেলখণ্ড ও আজীমগড় ও গোরক্ষপুর মনোনীত করেন।

কিন্তু এই স্থলে এই মন্তব্য যে সর জান সোর সাহেব নবাব উজীরের সহিত যে সন্ধি করেন তাহাতে এই নিয়ম লিখিত ছিল যে নবাব বার্ষিক ৭৬০০০০০ টাকা দিবেন। অপর লার্ড মর্নিংটন সাহেব নবাবের উপর যে নূতন সৈন্যেরদের ব্যয়ের ভার নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন সে বার্ষিক ৫৪০০০০০ সর্ব্বসুদ্ধা ১৩০০০০০০ টাকা অতএব তত্তুল্য টাকা উৎপাদক দেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে প্রদান করিতে নবাবের প্রতি গবরনর সাহেবের আজ্ঞা হইল। ঐ প্রদেশ প্রদানোত্তর নবাবের কেবল বার্ষিক ১০০০০০০ টাকা উৎপাদক দেশ থাকিল। ইহাতে শ্রীযুতের মানস যে নবাব স্বীয়রাজ্যের অর্দ্ধেকের অধিক ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে একেবারে খারিজদাখিল করিয়া দেন অতএব নবাব যে ইহাতে অস্বীকৃত হইবেন ইহা কোন্ ব্যক্তি না বুঝিবেন। কিন্তু নবাব ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের পরাক্রমের ইয়ত্তা উদ্ভূতারূপে অবগত হইয়া ভাবিলেন যে শেষে অবশ্যই ইহা আমার স্বীকার করিতে হইবে তবে অশুভস্য কালহরণং অর্থাৎ অশুভ বিষয়ে যত দিন ক্ষেপণ করিতে পারি। অপর নিত্য এইবিষয়ে তিন চারি মাসপর্য্যন্ত কথোপকথন হইল এবং নবাব উজীর এই প্রার্থনা করিলেন যে আমি স্বীয়বংশের অমর্য্যাদা দেখিতে ইচ্ছা করি না অতএব আমাকে তীর্থ যাত্রা করিতে আজ্ঞা প্রদান করুন কিন্তু শ্রীযুত তাহা কোন প্রকারে স্বীকার করিলেন না। পরে লার্ড মর্নিংটন সাহেব নবাব উজীরকে ইহাতে নিয়ত অসম্মত দেখিয়া বলপূর্ব্বক স্বীয় অভীষ্ট নির্ব্বাহ করিতে স্থির করিলেন এবং রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে লিখিলেন যে নবাব এত প্রবোধ বাক্যের দ্বারাও যদি ইহা স্বীকার না করেন তবে আমরা যেং প্রদেশ লওনের নির্দ্ধার্য্য করিয়াছি আমারদের সৈন্যেরা গমনপূর্ব্বক তত্তদ্দেশ দখল করিবে। উজীর শ্রীযুতের এতদ্রূপ স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া কহিলেন যে আমার ঐ সকল দেশ আপনারদিগকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট যাহা তাহাতে আপনার দিগের কোন সম্পর্ক না থাকিয়া আমার বংশ্যেরি অধিকার থাকে তাহাতে শ্রীযুত কহিলেন যে অবশিষ্ট দেশ তোমারি থাকিবে

কিন্তু অনেক সৈন্য রাখিয়া যে তুমি পরাক্রমশালী হইবা ইহা কদাচ হইবে না এবং কহিলেন যে দেশের বণ্টনবিষয়ে যে নিয়ম এইক্ষণে আমি কহিলাম তাহার অভিপ্রায় এই যে তোমার যুদ্ধকরণের পরাক্রম না থাকে। অপর নবাব উজীর শ্রীযুতের এতদভিপ্রায় অবগত হইয়া যে সকল প্রদেশ শ্রীযুত দাওয়া করিতেছেন তাহা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে দেওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক অনিচ্ছুক হইলেন এবং শ্রীযুতকে কহিলেন যে সকল অবশিষ্ট দেশ আমার থাকিবে তাহাতে আপনারা স্বেচ্ছামত সৈন্য স্থাপন করিবেন অতএব সেই সকল দেশে যে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকিবে না ইহা কোন্ বালকে না বুঝে। অপর এতদ্দেশীয় রীত্যনুসারে নবাব উজীর শ্রীযুতকে জ্ঞাপন করিলেন যে এইক্ষণে তীর্থে যাত্রা করিতে আমার অভীষ্ট অতএব আমার যে ধনসম্পত্ত্যাদি সে সকলি আপনার তাহা লইয়া আপনি যা ইচ্ছা তাহা করুন।

অপর নবাব উজীরের অধিকারেরঅধিকাংশ যে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা লোকদৃষ্ট হয় শ্রীযুতের এমত ইচ্ছা ছিল না অতএব শ্রীযুত নবাবকে বারম্বার উত্ত্যক্ত করিয়া যে এতদ্বিষয় তাঁহাকে স্বীকার করাইবেন ইহা স্থির করিলেন। অতএব শ্রীযুতের এই মানস সাফল্যকরণার্থ তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত হেনলি উএলেসলি সাহেবকে বিশেষ উকীলী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া নবাবের দরবারে প্রেরণ করেন তথাপি নবাবকে উত্ত্যক্ত করিতেও কিছু ত্রুটি করিলেন না এবং উজীরকে এতদ্রূপ কহিলেন যে আপনি রাজ্যে ইস্তফা দিয়া কোম্পানির বৃত্তিভোগী হইয়া কালযাপন করুন ইহাই আমারদের প্রধান সঙ্কল্প কিন্তু ইহা যদি আপনার অত্যনভীষ্ট হয় তবে নিদানে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের বেতনের নিমিত্তে দেশ নির্দ্ধার্য্য করিয়া না দিলে নয়। তাহাতে উজীর অনেক টালমটাল করিলেন ও সন্দিগ্ধ হইয়া কহিলেন যে আপনারদের যেমন ইচ্ছা কিন্তু এই অসম্ভ্রমের কর্ম্ম আমার দেখিতে না হয় এতদর্থ আমাকে তীর্থ যাত্রা করিতে অনুমতি দেউন। অপর ৩ সেপ্তেম্বরে উএলেসলি সাহেব লক্ষ্ণৌতে পঁহুছিয়া নবাবের স

হিত দুই তিনবার সাক্ষাৎকরণানন্তর সৈন্যেরদের নিমিত্তে তাঁহার নিকটে নবাবের অধিকারের কিয়দংশ নির্দ্ধার্য্যকরণ ও নবাব তাবদধিকারে ইস্তফা দিয়া তিনি কোম্পানি দত্ত বৃত্তিভোগী হন শ্রীযুতের এই দুই প্রসঙ্গ প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু উজীর আপনার তাবদ্দেশ ত্যাগকরণের প্রসঙ্গে একেবারে হেয়জ্ঞান করিয়া কহিলেন যে বহুকালাবধি আমার অতি প্রাচীন রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের মধ্যে এই রাজবংশ্যকে কদাচ আমি লজ্জিত করিব না। তাহাতে ১৯ সেপ্তেম্বরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উকীল সাহেবকে শ্রীযুত ইহা লিখিলেন যে আমার উক্ত প্রসঙ্গদ্বয়ের অন্যতর যদি নবাব স্বীকার না করেন তবে আমি তাঁহার তাবদ্রাজ্য এককালে অধিকার করিব কিন্তু যে দিবসে শ্রীযুত এই পত্র উকীল সাহেবকে লিখেন তদ্দিবসেই নবাবউজীর ঐ উকীল সাহেবের নিকটে এক পত্র দিয়া তাহাতে লেখেন যে আমাকে যদি আপনারা তীর্থ যাত্রা করিতে অনুমতি প্রদান করেন ও আমার পুত্রকে সিংহাসনোপবিষ্ট হইতে দেন তবে সৈন্যের বেতনার্থে আপনারা যে দেশ নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন তাহা প্রদান করিতে সম্মত হইলাম। অপর উকীল সাহেবেরা এতদ্বিষয়ে আর কোন উপায় না দেখিয়া তাঁহার ঐ প্রসঙ্গে সুতরাং স্বীকৃত হইলেন এবং তন্নিয়মজ্ঞাপক এক পত্র প্রস্তুত হইল ও তাহা উকীল সাহেব ও নবাব আপনারদের মোহরাঙ্কিত করিলেন।

অপর ২৭ সেপ্তেম্বরে নবাব উজীর উকীল সাহেবের নিকটে এক পত্র প্রেরণ করিয়া এই প্রার্থনা করেন যে এইক্ষণে আমি রাজ্যের অর্দ্ধাংশের অধিক ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে প্রদান করিলাম কেবল অবশিষ্টাংশেতে আমার প্রভুত্ব থাকে। তাহাতে উকীল সাহেবেরা এই উত্তর করিলেন যে আপনকার দেশের উপর বৃটিস গবর্ণমেণ্টের এমত ক্ষমতা আছে যে দেশরক্ষণে নিযুক্ত সৈন্যেরদের জীবিকোপযুক্ত যত টাকা তত্তুল্য টাকা উৎপাদক দেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরা লইতে পারেন এবং অবশিষ্ট যে অংশ আপনার অধীনে থাকিবে তাহাতে তাঁহারা স্বীয় সৈন্য স্থাপন করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া নবাব লিখিলেন যে যদি অবশিষ্টাংশেতেও

আমার প্রভুত্ব না থাকে তবে রাজ্যের অর্দ্ধেকের অধিকাংশ দে ওনেতে আমার কি ফল হইবে কিন্তু তৎকালীন এতদ্বিষয়ক আর কিছু প্রস্তাব করিলেন না। অপর নবাব উজীরের দত্ত দেশের রাজস্ববিষয়ে অনেক কথার আন্দোলন হইতে লাগিল কিন্তু ১০ নবেম্বরে তদ্বিষয়ক সন্ধিপত্র নবাব ও উকীল সাহেবেরদের কর্ত্তৃক স্বাক্ষরীকৃত হইল এবং ১৪ তারিখে বারাণসে গবর্ নর্ জেনরল সাহেব তাহাতে সহী করেন। ঐ সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে নবাব উজীর ১৩৫০০০০০ টাকা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদি গকে প্রদান করিলেন। যদ্দিবসে গবর্নর্ জেনরল সাহেব ঐ সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন তদ্দিবসেই তিনি প্রাপ্ত দেশের বন্দোবস্ত করণার্থে এক কমিস্যনর স্থাপন করিয়া কোম্পানির সিবিল সম্প্রদায়ীয় ভৃত্যেরদের মধ্যে তিন জনকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন ও স্বীয় ভ্রাতা হেনলি উএলেসলি সাহেবকে ঐ কমিস্যনর সাহেবের দের সভাপতিত্বে নিযুক্ত করিয়া তদ্দিবসেই তিনি কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে পত্রের দ্বারা সন্ধিপত্রের সমাধাহ ওনের সম্বাদ প্রেরণ করেন। তৎপত্রে শ্রীযুত উক্ত সন্ধিপত্রের যে শুভ ফল জন্মিবার সম্ভাবনা তাহা বর্ণনা করিয়া লিখিলেন যে এই সন্ধিপত্রদ্বারা নবাব উজীরের সৈন্যসম্বলিত পরাক্রম একে বারে লুপ্ত হইয়াছে। এবং কলিকাতার অধীন দেশস্থ সৈন্যে রদের ভূরি ভাগের খরচা নবাবের শিরে পড়িবে ও কোম্পানি বাহাদুরকে নবাবের দাতব্য টাকার আর কোন ব্যাঘাত নাই অ পিচ পৃথিবীর উর্ব্বর দেশের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ যে অযোধ্যা প্র দেশ তন্মধ্যে প্রজারদের সুখসম্পত্তি উন্নতিকরণের উপায় কোম্পা নির হস্তে হইল।

১৮২৯ সালের ১৯ জানুআরিতে শ্রীযুত কানপুরে যাত্রা ক রেন এবং নবাব উজীর তাঁহার সম্ভ্রমকরণোপলক্ষে স্বীয় রাজ ধানী পরিত্যাগ করিয়া তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকরণার্থ গ মন করিলেন। সাক্ষাৎকরণসময়ে সম্প্রতি অধিকারের অধি কাংশ প্রদত্তে নবাব উজীরের অন্তঃকরণে যে বিষাদ জন্মিয়াছে তাহা দূরীকরণার্থে শ্রীযুত সমাদর পুরঃসর অনেক আমোদ প্র

মোদ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। অপর ফেব্রুআরি মাসে শ্রীযুত স্বয়ং লক্ষ্ণৌতে গমনপূর্ব্বক নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ মাসের পরার্দ্ধে তথাহইতে প্রস্থিতিপূর্ব্বক কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। উজীরের ও ব্রিটিসগবর্ণমেণ্টের উপর ভৌবেগমের কতক দাওয়া ছিল তন্নিষ্পত্তিকরণার্থে শ্রীযুত তাঁহার মোক্তারকারদিগকে কহিলেন যে এইক্ষণে আমি কলিকাতায় চলিলাম অতএব তথায় ইহার সকল সমাধা করিব ইতি মধ্যে উক্ত ভৌ ব্রিটিসগবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে থাকনঅভিপ্রায়ে এবং নবাবের অত্যাচারহইতে নিবারিতহওনার্থে শ্রীযুতকে কহিলেন যে আমি মুমূর্ষু দশায় কোম্পানি বাহাদুরকে উত্তরাধিকারী করিয়া আমার তাবৎ সম্পত্তি দানপত্রদ্বারা তাহারদিগকে প্রদান করিয়া যাইব। কিন্তু তাঁহার সম্পত্তির এতাদৃশ দান অযোধ্যা রাজ্যে প্রচলিত ব্যবহারের বিরুদ্ধ তথাপি গবরনর জেনরল সাহেব তাঁহার ঐ দানগ্রহণ করিতে নিশ্চয় করিয়া কহিলেন যে তিনি রাজবংশ্য অতএব স্বীয় সম্পত্তির দানবিষয়ে দেশীয় ব্যবহারের অধীন নহেন। অপর নবাবউজীর এমত ধনাকাঙ্ক্ষী যে ঐ বেগমের এতদ্রূপে আপনার ও স্বীয় পরিজন ও ভৃত্যেরদের জীবনোপায়নিমিত্ত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আশ্রয়াধীন হওয়া যুক্তি সিদ্ধ বটে।

ইতিমধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের আমলারা প্রাপ্ত দেশ অধিকার করিতে লাগিলেন। অপর শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব বিলায়তে কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবেরদের নিকটে লিখিলেন যেআমার ভ্রাতাকে প্রাপ্ত দেশের কমিস্যনরের অধ্যক্ষতার ভার দেওনের কারণ এই যে সেই কর্ম্ম অতিদুঃসাধ্য এবং তিনি সরকারী কর্ম্মনির্ব্বাহকরণে অতিবিজ্ঞ এবং তিনি আমার ভ্রাতা এপ্রযুক্ত লোকেরদের নিকটে অতি মান্য হইয়া তদ্দ্বারা কর্ম্ম শীঘ্র নিষ্পন্ন হইতে পারে। অপর লেখেন যে তদ্দেশের বন্দোবস্তের মুখ্য কর্ম্ম এক বৎসরে সমাধা হওনের সম্ভাবনা তন্নির্ব্বাহ হইলেই তাঁহাকে তৎকর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া অবশিষ্ট কর্ম্মের ভার কোম্পানির চিহ্নিত ভৃত্যেরদের প্রতি অর্পণ করিব কিন্তু কোর্ট আফ ডৈর

ক্তর্স সাহেবেরা শ্রীযুতের ভ্রাতার তৎকর্ম্মে নিযুক্তহওনের বার্ত্তা শ্রবণমাত্রেই তাঁহাকে ঐ কর্ম্মচ্যুত করিতে শ্রীযুতকে আজ্ঞাজ্ঞাপক এক পত্র লিখিলেন। কিন্তু ঐ পত্র নিয়মানুসারে বোর্ড কন্ট্রোলের সাহেবেরদের নিকটে তাঁহারদের সম্মতির নিমিত্তে প্রেরিত হইলে তাঁহারা তৎপত্র হেয়জ্ঞান করিয়া কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরদিগকে কহিলেন যে আপনারা বড় সাহেবের ভ্রাতার তৎকর্ম্মে নিযুক্তহওন বিষয়ে কিছুমাত্র লিখিবেন না। অপর উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের স্থূল কার্য্য সমাপ্ত হইলেই উএলেসলি সাহেব স্বীয় সভাধ্যক্ষতা কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

এইক্ষণে ফরক্কাবাদের বিষয়ে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব যাহা প্রসঙ্গ করেন তাহা প্রস্তাব্য। ফরক্কাবাদের নবাব অযোধ্যার নবাবকে কর প্রদান করিতে স্বীকৃত ছিলেন কিন্তু ঐ নবাবের সহিত উজীরের সম্প্রতি যে সন্ধিপত্র হয় তাহাতে উজীর এই লিখিলেন যে আপনি উত্তরকালে ঐ কর আমাকে না দিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে দিবেন। ঐ ফরক্কাবাদের রাজ্য গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরস্থ দীর্ঘে পঁচাত্তর ক্রোশ প্রস্থে পঁচিশ ক্রোশ এবং তাহাতে বার্ষিক সাড়ে দশ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইত। নবাব উজীর যে দেশ সম্প্রতি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে প্রদান করেন তদ্দেশদ্বারা ফরক্কাবাদের নবাবের রাজ্য চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত। তৎসময়ে ঐ নবাব অপ্রাপ্তব্যবহার থাকাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার এক জন পিতৃব্য তদ্দেশের সরকারী কর্ম্মনির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিঞ্চিৎকালানন্তর ঐ নবাব প্রাপ্তব্যবহার হইয়া সুতরাং আপনার পৈতৃক রাজ্যের অধিকার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু গবর্নর জেনরল সাহেবের এমত মানস ছিল না তিনি এই বিবেচনা করিলেন যে কোম্পানি বাহাদুরের দেশের মধ্যে স্বতন্ত্র কোন রাজ্য থাকা ভাল নহে অতএব ঐ নবাব ও তাঁহার পরিজনেরদিগকে মাসিক উত্তম উপজীবিকা প্রদান করিয়া তাঁহার তাবদধিকার কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিতে নিশ্চয় করিলেন। পরে যুব নবাব শ্রীযুতের এতদ্রূপ সঙ্কল্প অবগত হইয়া

উএলেসলি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ঐ সাহেব তাঁহাকে সুস্পষ্টরূপে শ্রীযুতের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তাহাতে ঐ যুবরাজ বহুকালাবধি স্বীয় রাজ্যকরণবিষয়ক আশাবৃক্ষকে সংবর্দ্ধিত করিয়া তাহার মূলোৎপাটন করিতে হঠাৎ স্বীকৃত হইতে পারিলেন না অতএব তিনি শ্রীযুত উএলেসলি সাহেবের নিকটে এই প্রস্তাব করিলেন যে বরং ইহা না করিয়া এক জন ইউরোপীয় সাহেবকে আমার রাজ্যের রাজস্ব আদায়করণকার্য্যে নিযুক্ত করুন এবং তিনি দেশ রক্ষার্থ নিযুক্ত সৈন্যেরদিগকে বেতন দিয়া অবশিষ্ট আমার নিজ ভরণপোষণার্থ দেন তাহাতে আমার নাম রাজ্যের মধ্যে থাকিতে পারে কিন্তু উএলেসলি সাহেব কহিলেন যে ইহা কদাচ হইতে পারিবে না কিন্তু আপনি যে নিয়মের কথা কহিলেন তাহাতে আপনার নিজ ভরণপোষণার্থ কি থাকে তাহা হিসাব করিয়া দেখুন তাহাতে ঐ যুবরাজের দৃষ্ট হইল যে আবশ্যক সরকারী তাবদ্ব্যয় করিয়া নিজব্যয়ার্থ সমুদায়ে বার্ষিক ৬২০০০ টাকা মাত্র থাকে অতএব নবাব এই সকল দৃষ্টে আর কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া কেবল কিঞ্চিল্লঘু বিষয় প্রার্থনা করেন তাহাতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন। অপর ১৮০২ সালের ৪ জুন ফরক্কাবাদের নবাবের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট এই সন্ধিপত্র করেন যে তাঁহার তাবদধিকার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিয়া বার্ষিক ১০৮০০০ টাকা তিনি পাইবেন।

অপর নবাব উজীরের দত্তদেশের জমীদারপ্রভৃতির সঙ্গে তিন বৎসরের নিমিত্ত মৌজায়২ রাজস্বের বন্দোবস্ত হয় সায়েরাতের ও রাহাদারীর ও অন্যা২ যে রাজকর আদায়করণে অধিক খরচা লাগে তাহা রহিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে পরমিট পঞ্চোত্তরার এক মাসুল স্থাপিত হয়। নিমকের ব্যবসায়ো গবর্ণমেণ্ট আপন হস্তে গ্রহণ করিলেন ও নিমক প্রস্তুতকরণেতে মহাজনেরদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকিল না। পরে বোর্ড কমিস্যনরস্বরূপ নিযুক্ত হইয়া যে সাহেবেরদের প্রতি দেশের বন্দোবস্তকরণের ভার অর্পিত হইয়াছিল তৎকর্ম্ম সমাধাহওনোত্তর

তাঁহারা দায়েরসায়েরী ও আপীলের জজসাহেবের কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন ঐ সকল দেশ ছয় জিলায় বিভক্ত হইয়া তাহাতে ছয় জন জজ ও ছয় জন রেজিষ্টরসাহেব নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু ঐ নবপ্রাপ্ত প্রদেশে যাঁহারা প্রায় স্বাধীন রাজার ন্যায় ক্ষমতাবিশিষ্ট এমত কতক জমীদার ছিলেন এবং যদ্যপি তাঁহারা প্রথম বৎসরে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন তথাপি দ্বিতীয় বৎসরে সাসরি ও বিজয়গড় এই দুর্গদ্বয়ের অধ্যক্ষ অথচ বিংশতি সহস্র সৈন্যের অধিপতি ভগবন্ত সিংহনামক রাজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রভুত্বের বৈপরীত্যাচরণ করিতে লাগিলেন এই প্রযুক্ত উক্ত দুই কিল্লা অধিকারকরণার্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্য তথায় প্রেরিত হইল কিন্তু প্রথমতঃ যুদ্ধেতে তাহারা কিঞ্চিৎ কষ্ট পাইয়া অবশেষ ঐ কিল্লা আয়ত্ত করিল এবং রাজা ও তাঁহার সমভিব্যাহৃত সৈন্যেরা পলায়ন করিয়া মহারাষ্ট্রীয় দেশে আশ্রয় লইলেন। তাহার কঞ্চিদনন্তর কচৌরার রাজা অবাধ্য হইলেন তৎপ্রযুক্ত ১৮০৩ সালের ৪ মার্চে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্য তাঁহাকে দমনকরণার্থে প্রেরিত হয় এবং সেনাপতি সাহেব অবিলম্বে তোপের দ্বারা কিল্লা ভেদ করিলে রাজা ও তাঁহার সৈন্যসকল যুদ্ধকরতঃ কিল্লাবেষ্টনকারি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যশ্রেণির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পলায়ন করিলেন কিন্তু যদ্যপিও তাঁহারা তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন তথাপি তাঁহারদের পশ্চাৎ ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ধাবমান হইয়া অনেককে ছেদন করেন।

অপর তেতিয়ার দুর্গাধ্যক্ষ রাজা চতরুসাল ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে ১৮০৩ সালের ৩০ সেপ্তেম্বরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এক দল সৈন্য তাঁহার প্রতিকূলে প্রেরিত হইল। ঐ যুদ্ধে অনেক ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি ও সৈন্যমারা পড়ে কিন্তু শেষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ঐ দুর্গ আয়ত্ত করিলেন। এই সকল অবাধ্য রাজা ও জমীদারপ্রভৃতি দমন হইলে তদ্দেশ শান্তাবস্থায় থাকিল এবং তৎকালাবধি অদ্যপর্য্যন্ত তথায় আর কোন বিভ্রাট উপস্থিত হয় নাই।

[১১ অধ্যায়।] [১৭৯৯ সাল।]

১২ অধ্যায়।

এইক্ষণে ভারতবর্ষের পশ্চিমদিগবিষয়ক প্রস্তাবকরণের আবশ্যক। সৌরাষ্ট্রের নবাবের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অনেক,কাল পূর্ব্বে এমত এক নির্দ্ধার্য্য হইয়া ছিল যে তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে নিয়মিতরূপে কতক টাকা প্রদান করিবেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাঁহার ঐ নগর ও তচ্চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ বিপক্ষহইতে রক্ষা করিবেন। কিন্তু সৌরাষ্ট্রের গড় রক্ষাকরণার্থে নবাবের স্থানে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যত টাকা প্রাপ্ত হইতেন তদধিক টাকা ঐ কর্ম্মে তাঁহারদের ব্যয় হইত। অতএব ১৭৯৭ সালে তাঁহারা নবাবের স্থানে অধিক টাকার দাওয়া করিলেন এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে অনেক কথার আন্দোলন হওনের পর নবাব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে বার্ষিক ১০৩০০০ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু তদ্বিষয়ক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরহওনের পূর্ব্বে বিশেষতঃ ১৭৯৯ সালের ১৮ জানুআরিতে নবাব এক অতি শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন ঐ শিশুও তাঁহার মরণোত্তর দুই বা তিন সপ্তাহের মধ্যে লোকান্তর গমন করেন। অপর মৃত নবাবের ভ্রাতা আমি তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া সৌরাষ্ট্রের রাজ্য দাওয়া করিলেন।

কিন্তু ব্রিটিসগবর্ণমেণ্ট ইহা সুযোগ বুঝিয়া এই স্থির করিলেন যে মৃত নবাবের ভ্রাতা যদি অধিক কর দিতে স্বীকৃত না হন,তবে তাঁহাকে আমরা নবাবের পদ প্রদান করিতে স্বীকার করিব না। পরে নবাবের পদাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তি ইহা অবগত হইয়া কহিলেন যে রাজ্যের আয়ব্যয়ের বিষয় সূক্ষ্ম বিবেচনাপূর্ব্বক দেখিলাম যে লক্ষ টাকার অধিক প্রদান করিতে পারা যায় না। অপর গবর্নর্ জেনরল সাহেব তাঁহার এই আপত্তি শ্রবণ করিবা মাত্র ১৮০০ সালের ১০ মার্চে বোম্বের গবর্নর্ সাহেবকে এই আজ্ঞা করিলেন যে আপনি অবিলম্বে সৌরাষ্ট্র প্রদেশের আয়ব্যয় ও রাজকীয় কর্ম্ম তাবৎ স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। ঐ গবর্নর্ সাহেব এতদ্বিষয় অতিগুরুতর বোধ করিয়া ২ মে তারিখে স্বয়ং তথায়

গমন করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং তিনি সেই স্থানে পঁহুছিয়া মৃত নবাবের ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীযুতের মানস সকল ব্যক্ত করিলেন। নবাবের ভ্রাতা ঐ সকল বার্ত্তা অবগত হইয়া কহিলেন যে আমার পৈতৃক অধিকার এতদ্রূপ বাজেআফ্তহওনাপেক্ষা বরং মৃত্যু শ্রেষ্ঠকল্প। সৌরাষ্ট্র নগর আমারদের মধ্যে মক্কার এক দ্বারের ন্যায় গণিত অতএব তদ্দ্বার যদি আমি জানিয়া শুনিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে অমর্পণ করি তবে তাবৎ মুসলমানের নিকটে আমি যে রূপ লজ্জাপাইব তাহার বর্ণনা অসাধ্য। কিন্তু বোম্বের গবর্নর্ সাহেব গবরনর জেনেরলের স্থানে যে আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা প্রতিপালন করিতে নিশ্চয় করিয়া সৌরাষ্ট্র নগর ও তৎপ্রদেশ কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যের দ্বারা বলক্রমে অধিকার করিতে নিশ্চয় করিলেন। ইতিমধ্যে মৃত নবাবের স্বজনগণ নবাবের ভ্রাতার নিকটে আসিয়া এই নিবেদন করিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা পরামর্শ সিদ্ধ নয় বরং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অভীষ্ট পূর্ণকরণ এইক্ষণে আপনকার শ্রেয়স্কর পক্ষ। অতএব তাঁহারদের পরামর্শানুসারে তিনি গবর্নর্ সাহেবকে নিবেদন করিলেন যে এইক্ষণে আপনকার আজ্ঞপ্ত বিষয়ে আমি স্বীকৃত হইলাম। পর দিবসে তদ্বিষয়ে এক সন্ধিপত্র হয় তৎক্রমে নবাবের ভ্রাতা সৌরাষ্ট্র নগর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে প্রদান করেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাঁহাকে ও তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগকে প্রতিবৎসর ১০০০০০ টাকা নগদ বৃত্তি দিবেন ও মহারাষ্ট্রীয়েরদের যে চৌথ তাহা ইঙ্গলণ্ডীয়েরা দিবেন এবং রাজকীয় ব্যাপারব্যয়োপযুক্ত সকল দিয়া থুইয়া অবশিষ্টের পঞ্চমাংশ তাঁহাকে প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন।

এইক্ষণে তঞ্জাউরের রাজ্যবিষয়ক প্রসঙ্গ করা উচিত। তদ্দেশের তুলযাজীনামক রাজা ১৭৮৬ সালে লোকান্তরগত হইলে তাঁহার পুত্র আমীর সিংহ পিতৃসিংহাসনোপবিষ্ট হন। পূর্ব্বকৃত এক সন্ধিক্রমে টেপুসুলতানের সহিত যুদ্ধাবস্থায় আমীর সিংহের তাবদ্রাজ্য ইঙ্গলণ্ডীয়াধীন হইয়াছিল কিন্তু ১৭৯৩ সালে তাঁহার

সঙ্গে যে সন্ধিপত্র হয় তদ্দারা ঐ রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইল। অপর ১৭৯৮ সালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হঠাৎ এমত বোধোদয় হইল যে আমীর সিংহ মৃত নবাবের প্রকৃতোত্তরাধিকারী নহেন কিন্তু পূর্ব্ব রাজার সরফূজিনামক দত্তক পুত্রের বাস্তবিক তাহাতে স্বত্বাধিকার আছে। ঐ সরফূজির সিংহাসনপ্রাপ্তি বিষয়ের দাওয়া যথার্থ কি না ইহা কখন নিশ্চিত হয় নাই কিন্তু এই মাত্র জানা আছে যে রাজ্য প্রাপণাশয়ে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যে নিয়ম সরফূজিকে আজ্ঞা করিবেন তাহাই তাঁহার স্বীকার করিতে হইবে। অপর কএক মাসপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ক কথোপকথন হওনানন্তর ১৭৯৯ সালের ২৫ অক্তোবরে সরফূজির সহিত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের এই সন্ধিপত্র হয় যে তঞ্জাউর রাজ্য একেবারে ইঙ্গলণ্ডীয়াধীন হইবেক এবং সরফূজি প্রতি বৎসরে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা পাইবেন ও সরকারের আবশ্যক ব্যয়ানন্তর অবশিষ্ট যে রাজস্ব বাঁচিবে তাহার পঞ্চমাংশ পাইবেন।

অপর ১৮০০ সালের ৭ আপ্রিলে মান্দ্রাজের বড় সাহেব গবর্নর জেনরল সাহেবের নিকটে লিখিলেন যে শ্রীরংপটমে প্রাপ্ত কাগজপত্রের মধ্যে কর্ণাটের নবাব মহম্মদআলী ও তাঁহার পুত্র ওমদৎওলওমরা টেপুসুলতানের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা অবগত হইলাম এবং এইক্ষণে তাহা আপনকার নিকটে প্রেরণ করিতেছি। অপর শ্রীযুত ঐ সকল পত্র পাঠানন্তর এই নিশ্চয় করিলেন যে উক্ত দুই নবাব টেপুসুলতানের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরুদ্ধাচরণের অবশ্য কুমন্ত্রণা করিয়াছিলেন তাহা ঐ পত্রে ব্যক্ত আছে অতএব কর্ণাটের নবাবকে মুশাহেরাপ্রদান করিয়া তাঁহার তাবদ্রাজ্য ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকার ভুক্ত করিতে হইবেক। কিন্তু এই কর্ম্মকরাতে অন্যং রাজারদের কিছু অন্যায় বোধ না হয় এতদর্থে তিনি কএক জন সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া আজ্ঞা দিলেন যে আপনারা সাক্ষিরদিগকে আহ্বান করিয়া ঐ পত্রের তাবদ্বিষয়ের সূক্ষ্ম বিবেচনা করিবেন তাহাতে ঐ সাহেবেরা শ্রীরংপটমে ও মান্দ্রাজে ও অন্যং স্থানে সাক্ষিরদিগকে ডাকিয়া তাহারদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন। পরে

ঐ সকল সাক্ষ্য বিবেচনা করিয়া শ্রীযুতের নিকটে এই রিপোর্ট করিলেন যে উক্ত দুই নবাব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত টেপুসুল তানের বিরুদ্ধাচরণেতে যে কুমন্ত্রণা করিয়াছিলেন ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা পক্ষপাতশূন্য হইয়া এইস কল বিষয় বিবেচনা করেন তাঁহারা অবগত হইতে পরিবেন যে কদাচ উক্ত নবাবেরদের উপর দোষ অর্পণ হইতে পারে না। ঐ পত্রে অতিশয় শিষ্টাচারের বাক্য লিখিত ছিল বটে ত থাপি রাজরীত্যনুসারে তাহা লিখিত বোধ হইল। কিন্তু কি নবাব কি সুলতান ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত বিরুদ্ধাচরণে যে প্রবৃ ত্ত হইয়া ছিলেন তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ তাহাতে প্রাপ্ত হও য়া গেল না তথাপি গবর্নর্ জেনরল্ল সাহেবের এমত বোধোদ য় হইল যে ইহাতে নবাবের অবশ্য দোষ আছে এবং এই সঙ্ক ল্পে নবাবকে রাজ্যভ্রষ্ট করিতে শ্রীযুত নিশ্চয় করিলেন। এই স্থলে ইহাও মন্তব্য যে নবাবের রাজশাসন অতি কুৎসিত প্রযুক্ত তাঁহার আমলে প্রজাগণের অত্যন্ত ক্লেশ সুখলেশেরো সম্ভাবনা ছিল না।

অপর কর্ণাট রাজ্য রাজেয়াপ্তকরণ বিষয়ের আজ্ঞা যখন মা দ্রাজের বড় সাহেবের নিকটে পঁহুছে তখন নবাব ওমদৎ ওল ওমরা এমত সঙ্কটাপন্ন যে তাঁহার রক্ষা পাওয়া ভার অতএব মুমূর্ষু দশায় তাঁহাকে এমত খেদজনক সম্বাদ দেওয়া বড় সাহেবে র মত হইল না।

কিঞ্চিৎ কাল পরে নবাবের কনিষ্ঠ পুত্র আপনার পিতার স হিতসাক্ষাৎকরণার্থে ত্রিচিনাপল্লীহইতে আইসেন তাহাতে গব র্নর্ সাহেবের নিকটে এক অমূলক জনরব প্রকাশ হয় যে তিনি রাজসদনহইতে বহুমূল্য ধন অর্থাৎ মণিমুক্তাদি হরণ করিয়া স্থানান্তর করিতে আসিয়াছেন ইহা শুনিয়া গবর্নর্ সাহেব রাজ বাটীর সদর দ্বারেতে সৈন্য চৌকী রাখিয়া আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা তথাহইতে বহুমূল্য বস্তু লইয়া যাইতে দিবা না কিন্তু রাজবাটীর মধ্যে কিছুই ধন ছিল না।

[১২ অধ্যায়।] [১৮০০ সাল।]

অপর ১৮০১ সালের ১৫ জুলাই তারিখে নবাব ওমদৎওল ওমরা পরলোকপ্রাপ্ত হন। তদ্দিবসেই মান্দ্রাজের গবর্নর দুই জন সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া মৃত নবাব মহম্মদআলী ও তাঁহার পুত্র ওমদৎওলওমরার শঠতার বিষয়ে টৈপুসুলতানের রাজবাটীতে প্রাপ্তপত্রে যাহা দৃষ্ট হইয়াছিল তাহা নবাবের পরিজনেরদিগকে জ্ঞাপন করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং তাঁহারদের প্রতি আরো এই আজ্ঞা হয় যে এই অপরাধের প্রতিফলস্বরূপ ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাবৎ কর্ণাট দেশ গ্রহণ করিয়া নবাবের পরিজনেরদিগকে ভরণপোষণার্থে উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। এই সকল কথা মৃত নবাবের প্রধান ভৃত্যেরদিগকে কথিত হইলে তাঁহারা উত্তর করিলেন যে তাঁহার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত না হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র কিরূপে সরকারী কার্য্যে মনোযোগ করিতে পারিবেন তাহাতে উক্ত দুই সাহেব কহিলেন যে এই কথা এক মহারাজকীয় বিষয়ঘটিত অতএব তাহা বিলম্বসাধ্য নহে। ইহা শুনিয়া তাঁহারা ঐ যুব নবাবকে কিঞ্চিৎকাল পরে সাহেবেরদের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন এবং তিনি তাঁহার দিগকে পিতার দানপত্র অর্পণ করিলেন। পরে ঐ দানপত্রে ইহা লিখিত ছিল যে কর্ণাট দেশে আমার যে স্বত্বাধিকার আছে তাহা আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলী হোসেনকে দান করিলাম এবং মহম্মদ নজীব ও সলার জঙ্গ ও তকিয়া আলী খাঁয়েরদিগকে তাহার টার্ণি অথচ মন্ত্রিস্বরূপ নিযুক্ত করিলাম। পরে যুব নবাব স্থানান্তর হইলে সাহেবেরা তিনজন মন্ত্রিকে তৎর্ম্মের সকল বিবরণ ব্যক্ত করিয়া টৈপুসুলতানকে মৃত দুই নবাব যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা ও তৎপত্রাদিতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যেং দোষ ধরিয়াছিলেন তাহা দেখাইলেন। নজীব খাঁ এই সকল পত্র দেখিয়া প্রথমতঃ স্তব্ধ হইলেন পরে কহিলেন যে ইহাতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ কোন বিষয় দোখ না। সে যাহা হউক মৃত নবাবেরদের অপরাধের বিষয়ে আপনারা যে সকল সাক্ষ্য লইয়াছেন তাহা আমারদিগকে জ্ঞাত করান এবং আমরা সেই সাক্ষ্যের দোষ খণ্ডনার্থে অন্য পক্ষীয় সাক্ষী আপনারদের সমক্ষে উপস্থি

ত করিব পরে এইরূপ উভয় সাক্ষ্যর মীমাংসা করিয়া কোম্পানি বাহাদুরের বিবেচনায় যাহা উপযুক্ত বোধ হয় তাহা করুন। কিন্তু যদ্যপি মন্ত্রিগণের এই প্রস্তাব অস্মদাদির বোধে অতি যুক্তিসিদ্ধ হয় তথাপি ইঙ্গলণ্ডীয় দুই জন কমিস্যনর সাহেব কহিলেন যে গবর্নর জেনরল তদ্বিষয়ে যে সকল সাক্ষ্য লইয়াছেন তাহাতে মৃত দুই নবাবের প্রতারণা ও অপরাধ বিলক্ষণরূপে প্রমাণ হই তেছে অতএব অপর সাক্ষির আবশ্যক কি। তাহার পর মৃত নবাবের শবের সমাধিদেওনার্থে মন্ত্রিরা চলিয়া গেলেন এবং তৎপর দিবসে সেই স্থানে তাঁহারা প্রত্যাগমন করিলে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববিষয়ের উল্লেখ হইল তাহাতে অনেক কথোপকথনের পর নবাবের মন্ত্রিরা অতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন যে পলীগারেরদের উপরে নবাবের যে প্রভুত্ব আছে তাহা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে অর্পণ করিতে স্বীকৃত আছি এবং কোম্পানি বাহাদুরের প্রাপ্য টাকার বিষয়েও কোন সুনিয়ম করিতে আমরা প্রস্তুত আছি কিন্তু কর্ণাট দেশ একেবারে নবাব বংশ্যের হস্তবহির্ভূত করিতে প্রাণ থাকিতে আমরা কদাচ পারিব না।

ইহা শুনিয়া কমিস্যনর সাহেবেরা কহিলেন যে যুব নবাব আমারদের সমক্ষে উক্তবিষয়ে অস্বীকার না করিলে এবং আমরা তাহা কর্ণে না শুনিলে তোমারদের কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। তাহাতে মন্ত্রিরা কহিলেন যে তাঁহার পিতা সম্প্রতি লোকান্তরগত হইয়াছেন এবং ঐ যুব নবাবও কেবল অষ্টাদশ বর্ষবয়স্ক অতএব এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে সরকারী বিষয়ের কথোপকথন করা উপযুক্ত নয় কিন্তু কমিস্যনর সাহেবেরা কহিলেন যে তাঁহার সহিত আমারদের কথা না কহিলে নয় অতএব ১৯ তারিখে ঐ যুব নবাব কমিস্যনর সাহেবেরদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সাহেব লোকেরা তাঁহাকে ইহা কহিলেন যে আপনি যদি কোম্পানি বাহাদুরের হস্তে আপন অধিকার অর্পণ করিতে স্বীকৃত হন তবে নবাবের খ্যাতি এবং আপনার বংশের কর্ত্তার যে সম্ভ্রম ও বৃত্তি তাহা আপনারি হইবেক কিন্তু আপনি যদি স্বীকৃত না হন তবে আপনার এই স

কল বিষয় লুপ্ত হইবেক। যুব নবাব উত্তর করিলেন যে উক্ত তিন মন্ত্রী রাজকীয় ব্যাপারে পরামর্শ দিবার নিমিত্তে আমার পিতাকর্তৃক নিযুক্ত হন অতএব সুতরাং আমি তাঁহারদের পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য্য করিতে পারি না। অপর যুব নবাবকে কহা গেল যে মান্দ্রাজের বড় সাহেব লার্ড ক্লাইব আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক আছেন ইহাতে মন্ত্রিরা তাঁহার যানাদি প্রস্তুতকরণার্থে বাহিরে যেমন গমন করিলেন তেমনি যুব নবাব কমিস্যনর সাহেবেরদের এক জনের কাণেং কহিলেন যে ঐ খাঁয়েরা আমাকে প্রতারণা করিতেছেন। পরে বড় সাহেবের তাম্বুতে যুব নবাব পঁহুছিলে তাঁহার সকল অমাত্যগণ এবং ঐ তিন জনমন্ত্রিকে দূরে রাখিয়া তিনি একাকী গবর্নর্ সাহেবের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আন্দোলন হইলে তিনি বড় সাহেবকে কহিলেন যে আপনকার প্রস্তাবে আমি নিতান্ত স্বীকৃত আছি অতএব যাহাতে কর্ণাটদেশের তাবং রাজকীয় কর্ম্ম কোম্পানি বাহাদুরের হস্তে অর্পিত হয় এমত এক সন্ধিপত্র আপনি প্রস্তুত করুন এবং কল্য আমি তাহাতে সহী করিব।

কিন্তু তৎপর দিবসে বড় সাহেবের সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ হইলে যুব নবাব পূর্ব্ব দিবসের অঙ্গীকৃত বিষয়ের অন্যথা করিয়া কহিলেন যে তাহাতে আমি স্বীকৃত আছি একথা কেবল অবিবেচনাপ্রযুক্ত কহিয়াছি এবং যদ্যপিও বড় সাহেব তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন তথাপি তিনি তাহাতে স্থির প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিলেন যে গতদিবসের কথা কেবল ভ্রান্তিপ্রযুক্ত হইয়াছিল আমার পৈতৃকাধিকার আমি কদাচ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে অর্পণ করিব না। ইহাতে মান্দ্রাজের বড় সাহেব যখন দেখিলেন যে তাঁহাকে নোয়াইবার কোন ভরসা নাই তখন মৃত ওমদৎওলওমরার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রকে কর্ণাট দেশের নবাবী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে নিশ্চয় করিলেন। তিনি তদ্বিষয় অবগত হইয়া কহিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাতেই আমি স্বীকৃত আছি অতএব এক সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইলে তিনি ও মান্দ্রাজের বড়

সাহেব তাহাতে সহী করেন তাহাতে এইং নিয়ম লিখিত ছিল যে কর্ণাট দেশে নবাবের বংশের যে স্বত্বাধিকার ছিল তাহা নবাব একেবারে ত্যাগ করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে অর্পণ করিলেন এবং নূতন নবাব স্বীয় ভরণপোষণার্থে ও আপনার পিতার স্ত্রীগণের ভরণপোষণার্থে কর্ণাটের রাজস্বের খরচাবাদে যাহা থাকে তাহার পঞ্চমাংশ পাইবেন। বৃটিস গবর্ণমেণ্ট তৎসময়ে আরো ইহা স্বীকার করেন যে নবাবের বংশের অন্যান্য ব্যক্তিরদিগকে আমরা স্বং মর্য্যাদানুসারে উপযুক্ত বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব এবং কর্ণাটের নবাবের যে সকল কর্জ ছিল তাহা পরিশোধকরণের ভার আপনারদের উপরে লইব। পরে ১৮০২ সালের ৬ আপ্রিলে এই সন্ধিপত্র কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের সভায় পঠিত হইলে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে তাহা স্বীকার করিলেন। তাহার কিঞ্চিৎকাল পরে অপদস্থ নবাব আলী হোসেন আমাশয় রোগেতে পরলোকগত হইলেন। তৎকালে তঞ্জাউরের রাজা আমীর সিংহেরও লোকান্তর গমন হয়।

অপর ইউরোপে আম্যান্স নগরে ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয়েতে সন্ধিপত্র হয় এবং ফুদচেরি নগর ফ্রান্সীয়েরদিগকে পুনর্ব্বার প্রদত্ত হয়। তাহাতে ফ্রান্সীয়েরদের রাজা বোনাপার্ট সাত জন সেনাপতি ও চৌদ্দ শত গোরা সিপাহী ও নগদ দশ লক্ষ টাকা তথায় প্রেরণ করেন ইহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কিঞ্চিৎ ভয় জন্মিল কিন্তু তাহার কএক মাস পরে ইউরোপে উক্ত দুই রাজাতে পুনর্ব্বার যুদ্ধোপক্রম হয় এবং ১৮০৩ সালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সৈন্য প্রেরণ করিয়া ফুদচেরি আয়ত্ত করেন।

[১২ অধ্যায়।] [১৮০২ সাল।]

১৩ অধ্যায়।

গবরনর জেরনল বাহাদুর যেরূপে মহীসুর রাজ্য অধিকার ক রেন ও নিজামের সৈন্যসম্বলিত পরাক্রম যেরূপে বিনষ্ট করিয়া তাঁহারি খরচে তাঁহার দেশে এক ঝুণ্ড ইঙ্গলণ্ডীয় মহাসৈন্য নিযুক্ত করেন ও যেরূপে অযোধ্যায় স্থাপিত ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের বে তনস্বরূপ বলিয়া তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধেকের অধিক লন ঐ সকল বৃত্তান্ত পূর্ব্বং অধ্যায়ে ব্যক্ত আছে। মহারাজ পেসুআর সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করণের অভিপ্রায় তিনি যেরূপে সুফল করিলেন এইক্ষণে তাহা প্রস্তাব্য। পেসুআ মহাশয় তৎকালে দৌলাত রাও সিন্ধিয়ার এমত পরায়ণ ছিলেন যে তাঁহাকে প্রায় সিন্ধি য়ার দাস কহাতে অনুচিত হয় না। শ্রীযুত ইহা বিবেচনা করি লেন যে তিনি ঐ দাস্যাবস্থাহইতে মুক্তহওনের প্রত্যাশিত হই লে হইতে পারে যে এক দল ইঙ্গণ্ডীয় সৈন্য বেতন দিয়া রাখি বেন। কিন্তু পেসুআ এতদ্বিষয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছুক তথাপি তাঁহার তদ্বিষয়ক অনিচ্ছুকতা হঠাৎ ব্যক্ত করা অপরামৃশ্য বোধ করি য়া তিনি অনেক গতিক্রিয়া করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁ হার স্থানে শ্রীযুত তদ্বিষয়ক সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত উত্তর চাহিলে তিনি এই উত্তর করিলেন যে কদাচ আমি ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে আমার রাজ্যে স্থান দিতে পারিব না কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎকাল পরে যশোবন্ত রাও হোলকার যখন অত্যন্ত ভয়ানক সৈন্য সম ভিব্যাহারে পুণ্যনগরের দ্বারপর্য্যন্ত পঁহুছিলেন তখন পেসুআ মনেং অত্যন্ত ভীত হইয়া কহিলেন যে আমি এইক্ষণে ইঙ্গল ণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে বেতন দিয়া রাখিতে স্বীকৃত হইলাম। কিন্তু এই স্থলে পাঠকগণের সুবোধার্থ ঐ হোলকার বংশের আদি পুরুষের বিবরণ কিঞ্চিৎ প্রস্তাবকরণের আবশ্যক।

প্রথম মলহর রাও হোলকারনামক এক জন সেনাপতি উত্তর দিগে মহারাষ্ট্রীয়েরদের পেসুআর নিমিত্তে কতক প্রদেশ জয় ক রেন এবং মহারাষ্ট্রীয়েরদের তাৎকালিক নীত্যনুসারে ১৭৩৬

সালে মালব দেশে কতক অধিকার প্রাপ্ত হন তাহাতে ঐ হোল কার বংশ্যের পরাক্রমের প্রথমোপক্রম হয়। পরে পুণ্য নগরে পেসুআর পরাক্রম যদনুসারে হ্রাস হয় তদনুসারে ঐ সাম্রাজ্যের নানা প্রদেশীয়াধ্যক্ষেরদের পরাক্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ক্রমেং তাঁহারা স্বাধীন হইয়া কখনং পেসুআর তুল্য পরাক্রমী হইলেন কখন বা তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। অপর ১৭৬৬ সালে মলহর রাও হোলকার লোকান্তরগত হইলে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র তক্কাজী হোলকার সিংহাসনোপবিষ্ট হওনঅবধি ১৭৯৭ সালপর্য্যন্ত অবিরোধে রাজ্য করেন ঐ বৎসরে কাশী রাও মলহর রাও ইথোজী যশোবন্ত রাও হোলকারনামক এই চারি পুত্র রাখিয়া তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হন তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পুত্রদ্বয় বিবাহিতোৎপাদিত শেষোক্ত দ্বয় উপপত্নীজ। অপর জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশী রাও তক্কাজীর মরণানন্তর সিংহাসন প্রাপ্ত হন কিন্তু অল্পকালের মধ্যে কাশী রাওর সহিত তদ্ভ্রাতা মলহর রাও হোলকারের বিরোধ হয়। যেহেতুক মলহর রাও পৈতৃকঅধিকারের সমানাংশের দাওয়া করেন তাহাতে উভয়ে পেসুআর মধ্যস্থতাদ্বারা ঐ বিবাদভঞ্জনার্থে পুণ্য নগরে গমন করেন।

পেসুআ তৎসময়ে দৌলাত রাও সিন্ধিআর বশীভূত এবং সিন্ধিয়া ঐ বিরোধ অবগত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে হোলকারের অধিকার আমার হস্তগতকরণের সুযোগ উপস্থিত অতএব প্রথমতঃ কাশী রাওর পক্ষপাত করণচ্ছলে পেসুআর স্থানে কাশী রাওর যে যাইট লক্ষ টাকার দাওয়াছিল তাহাতে একেবারে জল দিয়া তিনি আরো নগদ ছয় লক্ষ টাকা কাশী রাওর স্থানে লন এবং মলহর রাওর উপর হঠাৎ চড়াউ করিয়া ১৭৯৭ সালের সেপ্তেম্বর মাসে পুণ্য নগরে তাঁহাকে ও তৎপরিচারকেরদিগকে হত করেন। কাশী রাওর স্ত্রী তৎ সময়ে গর্ব্ভবতী থাকাতে কিঞ্চিৎকালানন্তর তাঁহার এক পুত্র জন্মিল ঐ পুত্র খণ্ডে রাও নামে খ্যাত হইলেন। পরে ঐ খণ্ডেরাওকে সিন্ধিয়া হস্তগত করিয়া কাশী রাওর নামে হোলকারের রাজ্যে স্বয়ংরাজশাসন করণাভিপ্রায়ে কাশী রাওকেও বশীভূত করেন। অপর দুই ভ্রা

তার মধ্যে ইথোজী খোলাপুরে পলায়ন করিয়া যুদ্ধকরত ধৃত হওনপূর্ব্বক পুণ্য নগরে তিনি মারা পড়েন। যশোবন্ত রাও হোলকার নাগপুরে পলায়ন করিলে তত্রত্য রাজা সিন্ধিয়ার প্রবোধেতে তাঁহাকে কয়েদ করেন। অনন্তর কারাগারহইতে তিনি পলায়নপর হইয়া কএক যুদ্ধব্যবসায়ি ব্যক্তিরদিগকে সংগ্রহ করিয়া নানা স্থানে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং ১৮০১ সালে যুদ্ধেতে তিনি এমত পরাক্রমী হন যে সিন্ধিয়াও তাহাতে ভীত হইয়া তাঁহাকে দমনকরণার্থে নর্ম্মদা নদীতীরে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। পরে ১৮০১ সালের ১৪ সেপ্তেম্বরে হোলকারের ইণ্ডোর নামে রাজধানীর নিকটে উভয়ের যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে হোলকার একেবারে পরাজিত হইয়া তাঁহার যুদ্ধায়োজন দ্রব্য ও তোপপ্রভৃতি সিন্ধিয়ার হস্তগত হইল।

এই যুদ্ধ হওনানন্তর মহারাষ্ট্রীয়েরদের রাজ্যের উপর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পরাক্রমের এই সুযোগ বুঝিয়া গবর্নর্ জেনরল সাহেব কর্নল কালিন সাহেবকে সিন্ধিয়ার দরবারে প্রেরণ করিয়া তদ্দ্বারা সিন্ধিয়ার নিকটে এই২ বিষয় প্রস্তাব করেন। প্রথম সিন্ধিয়া আপনার রাজ্যের মধ্যে এক দল ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য স্থাপন করেন। দ্বিতীয় ঐ সৈন্যেরদের ভরণপোষণার্থে তাহারদের বেতনের তুল্য টাকা উৎপাদক দেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে প্রদান করেন। তৃতীয় তাঁহার সহিত অন্য২ রাজারদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে তদ্ভঞ্জনার্থে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে মধ্যস্থ মানিবেন। চতুর্থ তাঁহার বেতনভোগী যত ফ্রান্সীয় সৈন্য আছে তাহারদিগকে বিদায় করিয়া এমত প্রতিজ্ঞা করেন যে আর কখন স্বীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু শ্রীযুতের এই সকল প্রস্তাবের অন্যতমেও সিন্ধিয়া অঙ্গীকৃত হইলেন না বরং ইহা কহিলেন যে আমার দরবারে এক উকীল প্রেরণ করিতে শ্রীযুতের নিকটে আমার প্রার্থনার অভিপ্রায় এইমাত্র যে আমারদের সঙ্গে যে মিত্রতা আছে তাহা আরো দৃঢ়তর হয়। অতএব সিন্ধিয়ার সহিত তাঁহার দেশে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য স্থাপন করার যে পরামর্শ ছিল তাহা একেবারে সুদূর পরাহত হইল কিন্তু পেসুআর উপর সিন্ধিয়ার যে প্রভুত্ব

তাহা বিলুপ্তকরণাভিপ্রায়ে পেসুআর সহিত ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যের দিগকে বেতন দিয়া রাখণের যে কল্প শ্রীযুত তাহা সফলকরণের উদ্যোগ করাতে সিন্ধিয়া সুতরাং বিরক্ত হইলেন। তৎসময়ে পেসুআ এমত পরাধীন ছিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে স্বপক্ষপাতিকরণের আবশ্যকতা সুজ্ঞাত থাকিয়াও আপনার অধিকারের মধ্যে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে আনয়ন করিতে তাঁহার অত্যন্তানিষ্ট ছিল কিন্তু যশোবন্ত রাও হোলকরের যুদ্ধেতে কৃতকার্য্য হওয়াপ্রযুক্ত তাঁহার তদ্বিষয় অবশ্য স্বীকার করিতে হইল অতএব ঐ যশোবন্তরাওর পরাজিত হওনের বার্ত্তায় অবধান করুন।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে ইণ্ডোর নগরের নিকটে হোলকার যে যুদ্ধে পরাজিত হন কিন্তু শীঘ্র সেই সংগ্রমের শান্তি হয় এবং তিনি অন্যং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এমত দলপুষ্ট হইলেন যে পুণ্য নগরপর্য্যন্ত অধিকারকরণে তাঁহার উৎসাহ জন্মিল। অতএব তিনি সর্ব্বত্র এই ঘোষণা করিলেন যে আমার জ্যেষ্ঠ কাশী রাওর মনের অত্যন্ত দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত তিনি স্বয়ং রাজশাসনকরণে অক্ষম ইহাতে মৃত মলহর রাওর শিশু পুত্রকে সিংহাসনাভিষিক্ত করা উপযুক্ত এবং আমি ও তাঁহার পিতৃব্য এপ্রযুক্ত ঐ বালককে আমার হস্তে সমর্পণ করা উচিত ইহা হইলে আমি তাঁহার সংস্কারাধ্যক্ষ হইয়া তাবৎ রাজকীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে পারি। পুনশ্চ কহিলেন আমার এই সকল প্রস্তাব পেসুআ যে স্বীকার করেন এতদর্থে পুণ্য নগরে গমন করিয়া আমি তাঁহাকে বিলক্ষণ রূপে শিক্ষা করাইব।

১৮০২ সালের প্রথমার্দ্ধে হোলকার এক দল মহাসৈন্য সংগ্রহকরণপূর্ব্বক দক্ষিণদিগভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন তাহাতে সিন্ধিয়া সদাশিব ভৌমিক তাঁহার এক জন প্রধান সেনাপতির অধীনে স্বীয় সৈন্যের অধিকতরাংশ রাখিয়া তাঁহাকে হোলকারের সঙ্গে যুদ্ধকরণার্থে প্রেরণ করেন। উক্ত ভৌজী সেপ্তেম্বর মাসের পরার্দ্ধে পুণ্য নগরের নিকটে পঁহুছিলে পেসুআর সৈন্যেরা তথায় উপস্থিত হওয়াতে ২৫ অক্তোবরে উভয় সৈন্যেতে যুদ্ধ হয়। তিন ঘণ্টাপর্য্যন্ত গোলা নিক্ষেপ করণানন্তর

হোলকার স্বীয় অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া বিপক্ষেরদের প্রতি ধাবমান হওয়াতে সিন্ধিয়ার অশ্বারূঢ় সৈন্যেরা কিঞ্চিৎ হটিতে লাগিল তদ্দৃষ্টে হোলকারের সৈন্যেরদের শূরত্ব একেবারে বর্দ্ধিত হইল এবং স্বল্প কালানন্তর সিন্ধিয়ার সৈন্যেরা পলায়ন করিলে হোলকার জয়ী হইলেন। এই যুদ্ধেতে কোন্ পক্ষের জয় হইবে তদ্দর্শনার্থ পেসুআ রণস্থলের কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর বিপক্ষপক্ষের জয় প্রদর্শন করিয়া তিনি পলায়নপর হন কিন্তু পূর্ব্বে আপনার মন্ত্রির হস্তে এক পত্র দিয়া কহিলেন যে তুমি অবিলম্বে এই লিপি ব্রিটিস রেসিডেণ্ট সাহেবকে দিবা। তৎ পত্রে পেসুআ এই লিখেন যে আমি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ছয় দল পদাতিক সৈন্য ও তদুপযুক্ত গোলন্দাজ দিগকে বেতন দিয়া রাখিতে এবং গুজরাটে অথবা কর্ণাটে তাহারদের বেতনস্বরূপ দেশ তাঁহারদিগকে প্রদান করিতে স্বীকত আছি। এতদ্রূপে শ্রীযুতের মানস তদপেক্ষায় সফল হইল এবং যে দিবসে তিনি পেসুআর ঐ পত্র প্রাপ্ত হইলেন তদ্দিবসেই তাহা আপনার স্বাক্ষরদ্বারা সুব্যক্ত করিলেন।

যুদ্ধানন্তর পেসুআ পুণ্য নগরের এক দুর্গে আশ্রয় লইয়া তথা হইতে কঙ্কন দেশে পলায়ন করেন তাহাতে হোলকার কিঞ্চিদ্দূর তৎপশ্চাৎ২ গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ধৃত করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আইলেন। তাঁহার আশা এতদ্রূপ ভগ্না হইলে তিনি ইমারত রাও নামে পেসুআর পিতার পোষ্য পুত্রকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিতে নিশ্চয় করিলেন অতএব কতক সৈন্য তাঁহার নিবাস স্থানে প্রেরণ করিয়া ঐ ইমারত রাওকে পুণ্য নগরে আনয়ন করিলেন এবং রাজধানীহইতে পেসুআর পলায়ন সিংহাসন পরিত্যাগের ন্যায় গণনা করিয়া ঐ ইমারতরাওকে সিংহাসনাভিষিক্ত করেন এবং তাঁহার দ্বারা রাজশাসন চালাইতে লাগিলেন। অপর পুণ্য নগর যৎসময়ে হোলকারের হস্তগত হয় তৎসময়ে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রেসিডেণ্ট সাহেব ঐ নগরে ছিলেন এবং হোলকার অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে মৈত্রভাবে থাকা ইমারত রা

ওর যেমত ইচ্ছা তেমন আমারো বটে কিন্তু রেসিডেণ্ট সাহেব তাহাতে ইহা বিবেচনা করিলেন যে পেসুআর সাহিত ইঙ্গলণ্ডী য়েরদের এইক্ষণে সন্ধি হইয়াছে কিন্তু তাঁহার রাজধানী অধুনা বিপক্ষেরদের হস্তগত অতএব রাজধানী বিপক্ষের অধীন হইলে যদি আমি অবস্থিতি করি তবে পেসুআর রাজ্যে তাঁহার বিপক্ষে রদের প্রভুত্ব স্বীকার করার ন্যায় হয় এতদ্রূপ বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ রেসিডেণ্ট সাহেব ঐ রাজধানী ত্যাগ করিয়া বোম্বে প্রস্থান করিলেন।

ইতি মধ্যে যে স্থানে হোলকারের আগমনের সম্ভাবনা সেই স্থানে আমার থাকা কর্ত্তব্য নয় পেসুআ ইহা বোধ করিয়া বাসিন নগরে গমন করেন যেহেতুক সেই স্থানে অবস্থিতি করিলে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আশ্রয়াধীন হন। তথাহইতে তিনি ৮ দিসেম্বরে আপনার মন্ত্রিকে স্বীয়াবাসে প্রেরণ করেন এবং মন্ত্রির তথায় পঁহুছনের পাঁচ দিবস পরে পুণ্য নগরহইতে রেসিডেণ্ট সাহেব সেই স্থানে পঁহুছেন। মন্ত্রির পঁহুছনের পর দিবসে রেসিডেণ্ট কর্ণল ক্লোস সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং উক্ত যুদ্ধের পর পেসুআ যে সন্ধিপত্রের অনুষ্ঠান করেন তদ্বিষয়ক বিবেচনা উভয়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহা অবিকলে সম্পন্ন হইল। পরে ৩১ দিসেম্বরে বাসিন নগরে পেসুআ তৎপত্র মোহরাঙ্কিত করেন এবং তৎপ্রযুক্ত ঐ সন্ধিপত্র সর্ব্বত্র বাসিনের সন্ধিপত্র বলিয়া বিখ্যাত হইল। সন্ধিপত্রের নিয়ম এই২ যে কোম্পানির কতক সৈন্য পেসুআর খরচে তাঁহার রাজ্যে স্থাপিত হইবে এবং ঐ সৈন্যেরদের বেতনস্বরূপ কতক ভূমি পেসুআ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং ঐ সন্ধিপত্রেতে পেসুআ এই প্রতিজ্ঞা করেন যে আমি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অননুমতিতে কোন রাজার সহিত যুদ্ধ বা সন্ধি করিব না কিন্তু কাহারো সহিত কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে মধ্যস্থ মানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিব।

এই সন্ধির দ্বারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরা মহারাষ্ট্রীয়েরদের রাজ্যব্যা

পারে হস্ত নিক্ষেপ করণক্ষম হইলেন এবং সুতরাং মহারাষ্ট্রী য়েরদের প্রধানং অধ্যক্ষ সিন্ধিয়া হোলকার বিরাটের রাজাপ্র ভৃতি তাহাতে উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন যেহেতুক মহারাষ্ট্রীয়েরদের রাজকীয় ব্যাপারে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের লিপ্ত হওন তাঁহারদের অ ত্যন্তানভীষ্ট এইপ্রযুক্ত তাঁহারা ঐ সন্ধিপত্রে কেহ স্বাক্ষর করেন নাই কিন্তু করিব করিতেছি বলিয়া বহুকালপর্য্যন্ত বড় সাহে বের সঙ্গে দীর্ঘসূত্রতাচরণ করিলেন। তাহাতে শ্রীযুত প্রথমতঃ এই মনে করিলেন যে কোন গুরুতর বিষয়ে হঠাৎ স্বীকার করা দেশীয় রীতি না হইবে এই প্রযুক্তই বা তাঁহারা অনেক টালমটা ল করিতেছেন এবং বাসিনে সন্ধিকরণপ্রযুক্ত অন্যং মহারাষ্ট্রীয় রাজারদের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে যুদ্ধ ঘটিবে না তাঁহার এমত প্রত্যাশা ছিল কিন্তু সেই প্রত্যাশা ক্রমশঃ চলন্মেঘানুরূপ দূরগতা হইল। অতএব ১৮০৩ সালের নবেম্বর মাসে তিনি মান্দ্রা জের বড় সাহেবের নিকটে লিখিলেন যে মহীসুর রাজ্যের উ ত্তর সীমায় আপনি সৈন্য সংগ্রহ করিবেন এবং আবশ্যকমতে তাহারা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকে। তৎসময়ে শ্রীযুত বোম্বের গবর্ নর্ সাহেবের নিকটে এইংলিখেন যে বোম্বেস্থ সৈন্যেরদের মধ্যে যুদ্ধার্থে যত সৈন্য যাইতে পারে তাহারদিগকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিবেন এবং সেনাপতি সাহেব ১৮০৩ সালের ফেব্রুআরি মাসের শেষে নিজামের বেতনভোগী ইঙ্গলণ্ডীয়ের তাবৎসৈন্য এবং তাঁহার নিজ পনের হাজার সৈন্য লইয়া পুণ্য নগরহইতে আটান্ন ক্রোশ বিপ্রকৃষ্ট পারিয়াগুনামক স্থানে ছাউনি করি লেন।

তাহার কিঞ্চিদন্তর জেনরল উএলেসলি সাহের্ব অনুমান এ গার হাজার সৈন্য লইয়া ৮ মার্চে পুণ্য নগরাভিমুখে যাত্রা করে ন পরে ১২ এপ্রিলে ঐ সেনাপতি সাহেব তুঙ্গভদ্রা নদী উত্তীর্ণ হ ইয়া ৭ মে তারিখে পুণ্য নগরের সন্নিহিত পানাউল্লানামক স্থা নে ছাউনি করেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এতদ্রূপ সৈন্য সংগ্রহ ক রণের দুই অভিপ্রায় ছিল প্রথম পেসুআকে পুণ্য নগরে লইয়া পিতৃসিংহাসনে স্থাপন করেন দ্বিতীয় তাঁহার ও ইঙ্গলণ্ডীয়ের

দের তাবৎ শত্রু ঐ সকল সৈন্য সমারোহ দেখিয়া ভীত হয়। অতএব ১৩ মে তারিখে মহারাজ পেসুআ দুই হাজার আড়াই শত ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যসমভিব্যাহারে এবং তাঁহার ভ্রাতা চিম্নাজী আপ্পা ও মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের প্রধান২ অমাত্যেরদিগকে সমভিব্যাহার করিয়া পুণ্য নগরে প্রবিষ্ট হন। অনন্তর সিংহাসনারূঢ় হইয়া প্রধান অমাত্যগণকর্তৃক সেবিত হইলেন। তাঁহার আগমনসময়ে ইঙ্গলণ্ডীয় রেসিডেণ্ট সাহেব স্বীয় অমাত্যগণসমভিব্যাহৃত হইয়া বহু সমাদরপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাক্ষাৎকালে পুণ্য নগরের সন্নিহিতে জেনরল উএলেসলি সাহেবের অধীনে যে সকল সৈন্য ছিল তাহারা সম্ভ্রমোপযুক্ত সেলামী তোপ করিতে লাগিল তদ্ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সিউঞ্জর কিল্লাহইতেও তদনুরূপ তোপ হইল। পরে পেসুআ অমাত্যগণ সমভিব্যাহৃত হইয়া যেমন নগরে পাদার্পণ করিলেন তেমনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ছাউনিহইতে দ্বিতীয়বার তোপ হইল। অপর পেসুআ যে সময়ে রাজবাটীর দ্বারে প্রবিষ্ট হন তৎসময়ে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের তাবৎ ছাউনিহইতে পুনর্ব্বার তোপ হয় এবং সূর্য্যাস্তসময়ে পুণ্যনগরের নিকটবর্ত্তি পর্ব্বতোপরিস্থ কিল্লাহইতে তোপ হইল এতদ্রূপে জয়সূচক তোপের ধ্বনিতে তাবদ্দিবস ক্ষেপণ হইল।

অপর বাসিন নগরে পেসুআর সহিত যে সন্ধি হয় তদ্দ্বারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত অন্য২ মহারাষ্ট্রীয় রাজারদের যুদ্ধ ঘটিবে না এতদ্রূপ শ্রীযুতের যে দৃঢ় বোধ ছিল তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে কিন্তু ১৮০৩ সালের মে মাসের প্রথমে শ্রীযুতের এই বোধোদয় হইল যে ঐ সন্ধিপত্র হওয়াতে মহারাজ সিন্ধিয়া অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন কারণ যে তদ্দ্বারা মহারাষ্ট্রীয়েরদের রাজকীয় ব্যাপারে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা হস্তনিক্ষেপকরণের যো পাইলেন এবং তৎপ্রযুক্ত সিন্ধিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধকরণার্থে বিরাটের রাজার সহিত যোগ করিতেছেন তাহাতে সিন্ধিয়ার মনোগত একেবারে নিশ্চয় করণাভিপ্রায়ে তাঁহার দরবারে উকীল কালিন্স সাহেবকে বাসিনে স্বাক্ষরীকৃত সন্ধিপত্রের এক পাণ্ডুলে

খ্য সিন্ধিয়াকে প্রদান করিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে কর্ণল কালিন্স সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ পাণ্ডুলেখ্য দর্শাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে ইহাতে মহারাজের স্বত্বাধিকারের কোন ক্ষতি আছে কি না তাহাতে তাঁহার মন্ত্রী উত্তর করিলেন যে ইহাতে কিছু ক্ষতি বোধ হয় না এবং মহারাজ স্বয়ংও সেই উত্তরে সায় দিলেন। পরে কর্ণল কালিন্স সাহেব তাঁহাকে এই নিবেদন করিলেন যে বিরাটের রাজার সহিত আপনকার সম্প্রতি অনেক কথোপকথন হইতেছে এবং ঐ রাজাও সসৈন্যে আপনকার ছাউনির নিকটে আগমন করিতেছেন অপিচ যশোবন্ত রাও হোলকারের সহিত আপনকার যে বিচ্ছেদ ছিল তাহা এইক্ষণে ভগ্ন হইয়া সন্ধি হইয়াছে এবং বিরাটের রাজা রঘুজী ভোসলার এক জন উকীল হোলকারের দরবারে নিযুক্ত হইয়াছে ইহাতে সুতরাং শ্রীযুতের এই বোধ হইতেছে যে মহারাষ্ট্রীয় রাজারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রাতিকূল্যে কোন মন্ত্রণা করিয়া থাকিবেন অতএব আপনকার কি অভিপ্রায় তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করুন যে হেতুক তাবৎ মহারাষ্ট্রীয় রাজারদের সহিত মৈত্রভাবে থাকা শ্রীযুতের নিতান্ত ইচ্ছা। তাহাতে মহারাজ সিন্ধিয়া উত্তর করিলেন যে মহারাজ পেসুআ কিম্বা নবাব নাজিমের অধিকার আক্রমণ করিতে আমার মানস নহে কিন্তু বিরাটের রাজার সহিত আমার যে কথোপকথন হইতেছে পরিণামে তাহার কি ফল হইবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে তাহা কিরূপে কহা যায়। অপর সিন্ধিয়া যে কোন সুস্পষ্ট উত্তর প্রদান করিবেন না ইহা রেসিডেণ্ট সাহেব অবগত হইয়া তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া বিনীতিপূর্ব্বক এই নিবেদন করেন যে আপনকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া আমারদিগের তাবৎ সন্দেহ একেবারে দূর করুন। তাহাতে সিন্ধিয়া উত্তর করিলেন যে ইহা করিলে বিরাটের রাজার সহিত আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা ভঙ্গ হয় কিন্তু অল্প দিবসের মধ্যে উক্ত রাজার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে তদনন্তর আমি কহিতে পারিব যে ভদ্রাভদ্র অর্থাৎ যুদ্ধ কি শান্তি হইবে। এইরূপ কথোপকথনেতে প্রায় তিন ঘণ্টা ক্ষেপণ হইয়া

অনন্তর রেসিডেণ্ট সাহেব মহারাজ সিন্ধিয়ার নিকট হইতে বিদায় হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অপর শ্রীযুত ঐ সাক্ষাৎকালীন কথাবার্ত্তার সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া এবং যুদ্ধ হইবে কি শান্ত্যবস্থায় থাকিবে তাহা পরে ব্যক্ত করিব সিন্ধিয়ার এই বিশেষ কথা ধরিয়া মনেং বিবেচনাপূর্ব্বক নিশ্চয় করিলেন যে সিন্ধিয়া আমারদের অমর্য্যাদা করিয়াছেন অতএব আমারদিগের গৌরব ও স্বত্বাধিকার যাহাতে রক্ষাপায় অবিলম্বে এমত উপায় করিতে হইবে। অতএব শ্রীযুত শীঘ্র যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং ১৮০৩ সালের ১১ জুনের মধ্যে গুজরাটের সৈন্যব্যতিরেকে ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চলে যে সৈন্য সংগ্রহ করেন তাহার সংখ্যা ন্যূনাধিক ২৮২৪৪ তাহার অধিকাংশ জেনরল উএলেসলি সাহেবের অধীনে ছিল। তৎসময়েও শ্রীযুত ভারতবর্ষীয় সৈন্যাধ্যক্ষকে এই আজ্ঞা করিলেন যে কলিকাতার অধীন দেশের পশ্চিম সীমায় সৈন্য সংগ্রহ করণপূর্ব্বক আপনি প্রস্তুত থাকিবেন। পরে শ্রীযুত স্বীয় ভ্রাতা জেনরল উএলেসলি সাহেবকে মহারাষ্ট্রীয় অধিকারের মধ্যে ও দক্ষিণদেশে কি শান্তি কি যুদ্ধ তাবদ্ব্যাপারের প্রভুত্ব অর্পণ করিলেন ইতিমধ্যে মহারাজ সিন্ধিয়া এবং বিরাটের রাজা স্বং সৈন্য একত্র করিয়া এমত স্থানে স্থাপন করেন যে তাহা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের শঙ্কাজনক হইল। অতএব ১৪ জুলাইতে জেনরল উএলেসলি সাহেব দৌলাৎরাও সিন্ধিয়ার নিকটে অত্যন্ত মর্য্যাদান্বিত এমত এক পত্র লিখিলেন যে এতদ্রূপ স্থানে সৈন্য স্থাপন করাতে বৃটিস্ গবর্ণমেণ্ট আপনার শত্রুতাচরণ বোধ করিয়াছেন অতএব ঐ সকল সৈন্য যদি নর্ম্মদা নদীর পারে না লইয়া যান তবে অগত্যা শত্রুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া তদ্রূপ ব্যবহার আপনার প্রতি আমারদিগের করিতে হইবে কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষেরা যদি আপন সৈন্যেরদিগকে পূর্ব্ব স্থানে স্থাপনকরণার্থে লইয়া যান তবে আমিও আমার অধীন সৈন্যেরদিগকে স্থানান্তর করিব। এতদ্বিষয়ক অনেক আন্দোলন হওনানন্তর তাহা বিফল হ

ইল এবং মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ নিবৃত্তি যে হয় না এমত সকলেরি বোধগম্য হইল।

১৪ অধ্যায়।

অপর মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত যুদ্ধের যে অত্যাবশ্যকতা শ্রীযুত ইহা নির্ণয় করিয়া তদ্যুদ্ধার্থ মহা আয়োজন করিতে নিশ্চয় করিলেন। তৎসময়ে হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিম কোণে বঙ্গদেশীয় তাবৎ সৈন্য জেনরল লেক সাহেবের অধীনে ছিল ঐ সাহেব অভ্রংশ্য চতুরতা ও উৎসাহপূর্ব্বক এমত উদ্যোগ করিলেন যে দক্ষিণ দেশহইতে যুদ্ধারম্ভের সম্বাদ প্রাপ্তিমাত্র জেনরল পেরোন সাহেবের অধীনে যে সৈন্য ছিল জুলাই মাসের পূর্ব্বার্দ্ধে তাহারদের সহিত যুদ্ধকরণার্থে প্রস্তুত হন। অপর শ্রীযুতের এই সকল মুখ্যাভিপ্রায় ছিল যে গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্ত্তি যে অধিকার তাহা আয়ত্ত করেন এবং ঐ প্রদেশ যে ফ্রান্সীয় সৈন্যেতে সুরক্ষিত তাহারদিগকে অপদস্থ করেন ও যমুনা নদীপর্য্যন্ত কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন এবং দিল্লী ও আগরা নগর হস্তগত করেন। তাঁহার আরো এই মানস যে বুন্দেলখণ্ড প্রদেশ জয় করিয়া অধিকার করেন এবং মগলের বাদশাহকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আশ্রয়াধীন করিয়া তাঁহার যে ক্ষমতা তাহা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হয়। ইহার পূর্ব্বে দিল্লী নগর সিন্ধিয়ার অধীনে ছিল এবং মগলেরদের রাজাও সিন্ধিয়ার অত্যন্ত বাধ্য অতএব মগলের বাদশাহকে সিন্ধিয়া যাহা আদেশ করিতেন তাহাই তিনি স্বীকার করিতেন এবং এতদ্রূপে স্বীয় অভিপ্রেত বিষয় সকল মগলের নামে প্রবল করিতেন তাহাতে শ্রীযুত এই মনে করিলেন যে দিল্লীর প্রদেশ ইঙ্গলণ্ডীয়াধীন হইলে সুতরাং মগলেরদের রাজাও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধীন হইবেন। এতদতিরিক্ত শ্রীযুতের এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে যমুনা নদীর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে জয়নগরাবধি বুন্দেলখণ্ড পর্য্যন্ত যত ক্ষুদ্২ রাজা আছেন তাঁহারাও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বশী

ভূত হন এই সকল প্রধানাভিপ্রায় সিদ্ধকরণার্থে দক্ষিণদেশে স্বীয় ভ্রাতা জেনরল উএলেসলি সাহেবকে যদ্রূপ মহাপরাক্রম অর্পণ করিয়াছিলেন তত্তুল্য পরাক্রম শ্রীযুত জেনরল লেক সাহেবকেও উত্তর প্রদেশে অর্পণ করিলেন।

কটক প্রদেশ ঐ সময়ে বিরাট রাজার রাজ্যান্তর্গত থাকাতে বঙ্গদেশের ইঙ্গলণ্ডীয়াধীন অধিকার ও মান্দ্রাজের অধিকার ব্যবহিত ছিল অতএব তৎপ্রদেশ যদি একবার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকৃত হয় তবে কুমারী অন্তরীপাবধি তিব্বৎ পর্ব্বতপর্য্যন্ত অধিকার অবিচ্ছেদে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধীন হয় এবং সমুদ্রের তটে মহারাষ্ট্রীয়েরদের আর স্থানমাত্র থাকে না অতএব তৎপ্রদেশ আয়ত্তকরণাভিপ্রায়ে শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব মহোদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অপর বোম্বে প্রদেশে বারঅথ নগর সিন্ধিয়ার অধীনে থাকাতে শ্রীযুত বোম্বের গবরনর সাহেবকে লিখিলেন যে যুদ্ধারম্ভের সম্বাদ প্রাপ্তিমাত্রেই ঐ স্থান অধিকারকরণার্থে আপনি প্রস্তুত থাকিবেন।

অপর জেনরল লেক সাহেব ১০৫০০ সৈন্য লইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন এতদ্ভিন্ন প্রয়াগে বুন্দেলখণ্ড প্রদেশ অধিকার করণার্থে ৩৫০০ সৈন্য সংগৃহীত হইল এবং কাশীধামে কোন আন্তরিক উৎপাত ও বিপক্ষ সৈন্য প্রবিষ্ট না হয় এতদর্থে মিরজাপুরে ২০০০ সৈন্য সংগৃহীত হইল। জেনরল লেকসাহেবের নিবারণার্থে সিন্ধিয়ার যে সৈন্য সংগ্রহ হয় তাহা পেরোন নামে এক জন ফ্রান্সীয় সেনাপতির অধীনে ছিল। তদন্তর্গত ইউরোপীয় রীত্যনুসারে সুশিক্ষিত ১৭০০০ পদাতিক ও অনুমান ১৫০০০ বা ২০০০০ অশ্বারূঢ এবং তদুপযুক্ত তোপ প্রভৃতি। যে সময়ে তাঁহার সহিত যুদ্ধকরণার্থে উক্ত সৈন্যসকল প্রেরিত হয় তৎসময়েও শ্রীযুত তাঁহাকে সিন্ধিয়ার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির নিমিত্তে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরে ৭ আগস্তে জেনরল লেক সাহেব কানপুর ত্যাগ করিয়া ২৮ তারিখে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সীমান্তে পঁহুছেন এবং পর দিবস প্রত্যূষে মহারাষ্ট্রীয়েরদের অধিকারে তিনি প্রবিষ্ট হন। অনন্তর সূর্য্যো

দয়ের কিঞ্চিৎ পরে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা বিপক্ষেরদের ছাউনির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দেখে যে আলিগড়ের নিকটবর্ত্তি মাঠে তাহারদের তাবদশ্বারূঢ় শ্রেণীবদ্ধ আছে। পরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যেমন অগ্রসর হইতে লাগিলেন তেমন বিপক্ষেরা ক্রমেং হটিয়া অবশেষে রণভূমি ত্যাগ করিল। ইহাতে কোএল নগর অবিলম্বে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পিত হয় কিন্তু আলিগড়রক্ষক সৈন্যেরা ঐ গড় কদাচ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে অর্পণ করিতে স্বীকৃত হইল না তাহাতে জেনরল লেক সাহেব ৪ সেপ্তেম্বরে বলপূর্ব্বক তাহা আক্রমণ করিতে নিশ্চয় করিলেন। আক্রমণ করণকালে সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণল মনসন সাহেব আঘাতী হন ও ছয় জন সেনাপতি সাহেব একেবারে মারা পড়েন কিন্তু পরিশেষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা জয়ী হইয়া ঐ নগর আয়ত্ত করিলেন তাহাতে বিরোধিরদের ২০০০ সৈন্য মারা পড়ে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ২১২ জন আঘাতী হয় এবং ৫৯ জন পঞ্চত্ব পায়।

অপর ৫ সেপ্তেম্বরে জেনরল পেরোন সাহেব জেনরল লেক সাহেবের নিকটে লিখেন যে আমি মহারাজ সিন্ধিয়ার কর্ম্মে ইস্তফা দিয়াছি অতএব সম্পত্তি ও অমাত্যগণ লইয়া কোম্পানি বাহাদুরের দেশদিয়া লক্ষ্ণৌতে সপরিবারে প্রস্থান করিতে আপনি আমাকে অনুমতি দেন তাহাতে জেনরল লেক সাহেব তাঁহাকে উক্তমত অনুমতি প্রদান করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি না করাতে জেনরল পেরোন সাহেব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারদিয়া লক্ষ্ণৌতে গমন করিলেন।

যে দিবসে জেনরল লেক সাহেব উক্ত জেনেরল সাহেবের পত্র প্রাপ্ত হইলেন তদ্দিবসেই তিনি দিল্লী উদ্দেশেতে যাত্রা করেন। সিন্ধিয়ার যে সৈন্য জেনরল পেরোন সাহেবের অধীনে ছিল তাহা বেরকেননামক অপর এক জন ফ্রান্সীয় সেনাপতির অধীনে থাকিল এবং ঐ সেনাপতি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আগমনের বার্ত্তা শ্রবণমাত্রেই তাঁহারদের নিরাবণার্থে রাত্রিযোগে যমুনা নদী সসৈন্যে পার হইলেন। অপর ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা অবিশ্রান্ত নয় ক্রোশ চলিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া দিল্লীহইতে তিন ক্রোশ অন্তরিত

স্থানে দিবা এগার ঘণ্টা সময়ে পঁহুছিলেন কিন্তু যেমন তাঁহারা তাম্বু ফেলাইয়া আপনারদের বিশ্রামের প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন তেমনি বিপক্ষেরা তাঁহারদের উপর চড়াউ করিল। জেনরল লেক সাহেবো অমনি বিরোধিরদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্রেই আপনারদের অতিক্লান্ত শ্রান্ত ঐ সৈন্যেরদিগকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা করিলেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পক্ষে ৪৫০০ সৈন্যমাত্র বিপক্ষেরদের ১৯০০০ সৈন্য ছিল। কিঞ্চিদনন্তরেই সর্ব্বসাধারণ সৈন্যেরদের যুদ্ধ হইতে লাগিল তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা অতিশয় গাম্ভীর্য্যপূর্ব্বক ধীরে২ বিপক্ষেরদের নিকটে গমন করিলেন এবং যদ্যপিও বিপক্ষেরা তাঁহারদিগের প্রতি গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল তথাপি তাঁহারা বিরোধিরদের দেড় শত হাত নিকটে পঁহুছনের পূর্ব্বে এক বন্দুকো আপনারদের স্কন্ধাবরোহ করিলেন না। অনন্তর তাহারদের অতিসন্নিকৃষ্ট হইয়া একবার এক গুলি নিক্ষেপ করিয়া পরে সঙ্গীন চড়াইয়া একেবারে বিপক্ষেরদের প্রতি ধাবমান হওয়াতে তাহারা রণস্থলে টেঁকিতে না পারিয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যমুনা নদীর তীরপর্য্যন্ত অনবরত চ্ছেদনকরত তাহারদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইলেন। পরে বিপক্ষেরদের পলায়ন করাতে তাহারদের কামান বারুদপ্রভৃতি যাহা রণভূমিতে ছিল তাহা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল। এই যুদ্ধে বিপক্ষেরদের ৩০০০ সৈন্য মারা পড়ে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্য অদৃশ্য ও আঘাতীও হত সমুদায়ে ৪৮০ জন হয়। অপর ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবিরত অস্ত্রধারী হইয়া শেষে নদীর তীরে ছাউনি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লইলেন এবং তৎপর দিবসে দিল্লী নগরের সম্মুখ স্থলে অবস্থিতি করেন ইতিমধ্যে বিপক্ষেরা দিল্লী নগর ও কিল্লা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে এবং শাহআলম বাদশাহ জেনরল লেক সাহেবের নিকটে জ্ঞাপন করিলেন যে আমি এই ক্ষণে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আশ্রয় লইতে ইচ্ছুক। পরে ১৪ সেপ্তেম্বরে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা যমুনা নদী পার হয় এবং তদ্দিবসেই শেষোক্ত যুদ্ধে বিপক্ষীয় যে পাঁচ জন সৈন্য ছিল তাহারা ইঙ্গলণ্ডীদের শরণাগত হইল।

[১৪ অধ্যায়।] [১৮০৩ সাল।]

অপর ১৮০৩ সালের ১৬ সেপ্তেম্বরে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ জেনরল লেক সাহেব শাহআলম বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন তাহাতে শ্রীযুত বাদশাহ তাঁহাকে অনেক অনুগ্রহ করিয়া মগল রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় গণ্য উপাধি প্রদান করিলেন।

তদন্তর কর্ণল অক্টরলোনি সাহেবকে অল্প সৈন্য দিয়া দিল্লী নগরাধ্যক্ষরূপে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া জেনরল সাহেব স্বয়ং ২৪ সেপ্তেম্বরে দিল্লী ছাড়িয়া আগরার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে ৪ অক্তোবরে তথায় পঁহুছিয়া কিল্লাস্থিত সৈন্যেরদিগকে দুর্গ অর্পণ করিতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু তাহাতে ঐ সৈন্যেরা কিছু উত্তর করিলনা। অপর সর্ব্বদিগে দৃষ্টি করিয়া জ্ঞাত হইলেন যে বিপক্ষেরদের সাত দল সুশিক্ষিত পদাতিক কিল্লার বাহিরে ছাউনি করিয়া আগরা নগর হস্তগত করিয়াছে অতএব তথাহইতে তাহারদিগকে স্থানান্তর না করিলে কিল্লার উপর চড়াউ করা দুঃসাধ্য এইপ্রযুক্ত ১০ তারিখে শ্রীযুত তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সৈন্যেরদিগকে আজ্ঞা দিলেন তাহাতে অতিতুমুল যুদ্ধহওনান্তর বিপক্ষেরা পরাজিত হয়। উক্ত সৈন্যের মধ্যে আড়াই হাজার জন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বৈতনিক কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত হইয়া ১৩ অক্তোবরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ছাউনিতে পঁহুছে। তদ্দিবসেই আগরার দুর্গস্থ সৈন্যেরা জেনরল সাহেবের নিকটে লিখিয়া প্রেরণ করিলেন যে আপনার সঙ্গে আমারদের কিছু কথা আছে তাহাতে জেনরল সাহেব এক জন সেনাপতিকে তাহারদের সঙ্গে কথোপকথনার্থে প্রেরণ করিলেন কিন্তু ঐ সেনাপতি সাহেব কিল্লার নিকটগত হইয়া যেমন তাহারদিগকে কিল্লার বন্দোবস্তকরণের নিয়ম বুঝাইতেছিলেন তেমনি তাঁহার প্রতি ঐ কিল্লাহইতে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল তাঁহাতে জেনরল সাহেব যুদ্ধব্যতিরেকে উপায় নাই বুঝিয়া ১৭ অক্তোবরে প্রত্যূষে ভিত্তিভেদক তোপদ্বারা গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং তদ্দিবসীয় অপরাহ্নে দুর্গস্থ সৈন্যেরা এই নিয়মে দুর্গ সমর্পণ করিল যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাঁহারদের কাহারো প্রাণহানি করিবেন না ও সম্পত্তি অপহরণ করিবেন না।

আগরার দুর্গ এতদ্রূপে অধিকৃত হইলে সিন্ধিয়ার যে সতর দল সৈন্য তৎপ্রদেশে ছাউনি করিয়াছিল তাহারদের প্রতি আক্রমণ করিতে হইল। অপর তাহারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদেরকর্ত্তৃক আগরা বেষ্টিত হওন কালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ছাউনির পশ্চাৎ পনের ক্রোশ অন্তরে অবস্থিতিপূর্ব্বক নিরস্ত হইয়া থাকিল। তাহাতে জেনরল সাহেব ভাবিলেন যে তাহারা দিল্লী নগরের প্রতি আক্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার তন্নগর যে আক্রমণ করে এমত অভিপ্রায় অতএব অগৌণে তাহারদের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া জেনরল সাহেব ২৭ অক্তোবরে আগরাহইতে যাত্রা করিলেন কিন্তু অবিরত বৃষ্টিপ্রযুক্ত তাঁহারদের অনেক ব্যাঘাত হওয়াতে ফতেপুর স্থানে ভারিং দ্রব্য ও লওয়াজিমা সকল রাখিয়া ৩০ ও ৩১ তারিখে বিংশতি ক্রোশ গমনপূর্ব্বক বিপক্ষ সৈন্যেরা প্রত্যূষে যে স্থানে ছাউনি করিয়াছিল সেই স্থানে ৩১ তারিখে দিবাবসানে পঁহুছিয়া জেনরল সাহেব মনেং ভাবিলেন যে কেবল অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া বিপক্ষেরদের পশ্চাৎং ধাবমান হইলে বুঝি তাহারদিগকে ধৃত করিতে এবং তাহারদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিব। অতএব ঐ ৩১ অক্তোবরের নিশীথে তাবদশ্বারূঢ় লইয়া পূর্ব্বাহ্ণে সাত ঘণ্টাপর্য্যন্ত সাড়ে বারক্রোশ চলিলেন পরে বিপক্ষেরদিগকে লাগাল পাইয়া আপনার অতিশ্রান্ত সৈন্যেরদিগকে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের কাল না দিয়াও একেবারে বিপক্ষেরদের প্রতি ধাবমান হইলেন কিন্তু তাঁহারা আপনারদের অল্প সৈন্যেতে বিপক্ষীয় বহুতর সৈন্যেরদের কি করিতে পারেন অতএব যুদ্ধেতে কিছু ফল দর্শিবে না ইহা বিবেচনা করিয়া নিশ্চয় করিলেন যে এই ক্ষণে কিঞ্চিৎ হঁঠিয়া পদাতিকেরদের আগমনপর্য্যন্ত ক্ষান্ত থাকি পশ্চাৎ সকলে মিলিয়া একেবারে আক্রমণ করা যাইবে। তাঁহার পদাতিকেরা অতিপ্রত্যূষে রাত্রিসত্ত্বে যাত্রা করিয়া আটঘণ্টার মধ্যে সাড়ে বার ক্রোশ চলতঃ ঘর্ম্ম ও ধূলিতে মুক্কিত হইয়া জেনল সাহেবের নিকটে এগার ঘণ্টার সময়ে পঁহুছিল। অতএব তাহারদিগকে কিছু বিশ্রাম দেওনের অত্যাবশ্যক ইতিমধ্যে সৌভাগ্যক্রমে বিপক্ষেরা ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি সাহেবের নিকটে কহি

য়া পাঠাইল যে আমারদের সঙ্গে আপনি একটা বন্দোবস্ত করুন আমরা আপনারদের বন্দুকপ্রভৃতি আপনাকে সমর্পণ করি। তাহাতে জেনরল সাহেব কহিলেন যে ভাল তদ্বিষয়ক বিবেচনা করণার্থে তোমারদিগকে একঘণ্টা অবকাশ দিলাম অনন্তরই যুদ্ধ হইবে ঐ উক্ত কালানন্তর তাহারদের উত্তর প্রাপ্ত না হওয়াতে জেনরল লেক সাহেব আপনার অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য সকল শ্রেণিবদ্ধ করিয়া একেবারে বিপক্ষেরদের প্রতি আক্রমণ করিলেন। ঐ যুদ্ধের তাবদ্বৃত্তান্ত বিস্তার করিয়া লেখনের অনাবশ্যক বুঝিয়া তদ্বিষয়ে এইমাত্র প্রস্তাব্য যে তদ্যুদ্ধে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সম্পূর্ণরূপে জয়ী হন ও বিপক্ষেরদের তোপপ্রভৃতি যে কিছু যুদ্ধসামগ্রী সকলি তাঁহারদের হস্তেপতিত হইল। ঐ সংগ্রামে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ১৭২ জন হত ও ৬৫২ আঘাতী হয়। এইক্ষণে তিন মাস হইল জেনরল লেক সাহেব মহারাষ্ট্রীয়েরদের রাজ্যসীমায় আগমন করিয়াছিলেন এবং এই অল্প কালের মধ্যে সিন্ধিয়ার যে সৈন্যের বিষয়ে শ্রীযুত আকুল ছিলেন কেবল তৎসৈন্য যে বিনষ্ট হয় এমত নহে কিন্তু সিন্ধিয়া ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বহুায়াসপূর্ব্বক যমুনা নদীর উত্তর পার্শ্বে যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন সে তাবদ্দেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল।

এইক্ষণে হিন্দুস্থানের দক্ষিণভাগে জেনরল উএলেসলি সাহেবের অধীনস্থ সৈন্যেরদের কীর্ত্তি প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। পুণ্য নগরের সন্নিহিত আহমদ নগরনামক সিন্ধিয়ার অতিশয় এক দুরাক্রমণীয় দুর্গ ছিল অতএব তদ্দুর্গ আক্রমণের সময় বুঝিয়া উক্ত জেনরল সাহেব ৮ আগস্তে স্বীয় ছাউনি উঠাইয়া আহ্মদ নগরে পঁহুছিয়া তদ্দিবসেই দুর্গের তলস্থ গ্রাম আয়ত্ত করিয়া আপনার কামান ১০ তারিখে কিল্লা লক্ষ্য করিয়া পাতিলেন তাহার দুই দিবস পরে ঐ কিল্লাদার জেনরল সাহেবের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে ঐ দুর্গসমর্পণ করিল। বন্দোবস্তের বিশেষ এই যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাহারদের প্রাণহানি করিবেন না এবং কাহারো নিজসম্পত্তি গ্রহণ করিবেন না। তদনন্তর ঐ দুর্গের শামিল ৬০০০০০ টাকা বার্ষিক উৎপাদক যে প্রদেশ ছিল তাহার বন্দো

বস্তুকরণেতেএবং দুর্গ পুনর্ব্বার বিপক্ষেরদের হস্তগত না হয় এ মত উপায়করণেতে দ্বাদশ দিবস গত হইল। পরে ২৪ আগস্তে তিনি সসৈন্যে গোদাবরী নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তদ্দিবসেই মহা রাজ সিন্ধিয়া ও বিরাটের রাজা সসৈন্যে অজয়ন্তি পর্ব্বত আরো হণ করিয়া কতক অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া নিজামের অধিকা রের মধ্যে প্রবিষ্ট হন। পরে তাঁহারা দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে যাত্রা করাতে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল যে গোদাবরী নদী উত্তীর্ণ হই য়া হয়দরাবাদ নগরের প্রতি গমন করিবেন এমত তাঁহারদের অভিপ্রায়। জেনরল উএলেসলি সাহেব তাঁহারদের এই সকল ব্যাপারের বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রেই ফিরিয়া আসাতে গোদাবরী ন দীর নিকটে পঁহুছিয়া নদীর উত্তর তীরে পূর্ব্বাভি মুখে গমন ক রিলেন। বিপক্ষেরা তাঁহার এতদ্রূপ প্রত্যাগমনের সম্বাদ পাই য়া আপনারদের যাত্রার কল্প ভগ্ন করিয়া পুনর্ব্বার উত্তর দিগে জলনাপুরের আঞ্চলে গমন করিল। পরে ২ সেপ্তেম্বরে কর্ণল ষ্টিবন্সন সাহেব বোম্বেস্থ সৈন্য লইয়া ঐ জলনাপুরের কিল্লা আক্রমণপূর্ব্বক অধিকার করেন। মহারাজ সিন্ধিয়া ও বিরাটের রাজা উত্তরদিগে অবিরত গমনকরত পুনর্ব্বার অজয়ন্তি পর্ব্বতে পঁহুছিয়া ফ্রান্সীয় দুই জন সেনাপতির অধীন সিন্ধিয়ার অপর ষোল দল পদাতিক সৈন্য আরো পুষ্ট করিলেন। ২১ সেপ্তেম্ব রে কর্ণল ষ্টিবন্সন সাহেবের বোম্বের সৈন্য দল ও জেনরল উএ লেসলি সাহেবের সৈন্যদল সম্মুখসম্মুখে দুইদিগহইতে আসি য়ণ পরস্পর এমত সন্নিকৃষ্ট হয় যে উভয় সেনাপতির সাক্ষাৎ হ ইল এবং তাঁহারা এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে কর্ণল ষ্টিব ন্সন সাহেবের সৈন্যেরা পশ্চিমদিগহইতে জেনরল উএলেসলি সাহেবের,সৈন্যেরা পূর্ব্বদিগহইতে আগমনপূর্ব্বক তাহারা ২৪ তারিখে সম্মিল হইয়া বিপক্ষেরদের প্রতি আক্রমণ করিবে কিন্তু ২৩ তারিখে জেনরল উএলেসলি সাহেব শুনিলেন যে সি ন্ধিয়া ও বিরাটের রাজা অতিপ্রত্যূষে আপনারদের অশ্বারূঢ় ল ইয়া স্থানান্তর গত হইয়াছেন এবং তাঁহারদের পদাতিকেরা তিন ক্রোশ অন্তরিত স্থানে অদ্যাপি অবস্থিত আছে।

ইহার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া জেনরল উএলেসলি সাহেবের মনে এই উদয় হইল যে বিপক্ষেরা অবশ্য পলায়ন করিয়াছে অতএব পর দিবসের প্রত্যূষে কর্ণল ষ্টিবন্সন সাহেবের অপেক্ষা না করিয়া বিরোধিরদের উপর চড়াউ করিতে নিশ্চয় করিলেন। পরে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া দেখেন যে বিরোধিরা আশায়ি গ্রামের নিকটে ছাউনি করিয়াছে এবং অবিলম্বে তাহারদের প্রতি আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধ সর্ব্বত্র আশায়ির যুদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত তাহাতে বিপক্ষেরা কিঞ্চিৎ কাল যুদ্ধ করিয়া শেষে ৯৮ তোপ ও ৮ পতাকা রণভূমিতে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। কথিত আছে যে তাহারদের রণভূমিতে ১২০০লোক মারা পড়ে কিন্তু ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পূর্ব্বং যুদ্ধে যত সৈন্যর ক্ষতি হইয়াছিল তদপেক্ষা অধিক সৈন্য এই যুদ্ধে বিনষ্ট হয় যেহেতুক রণস্থলে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ৪৫৯০ সৈন্য মাত্র ছিল তন্মধ্যে ৪২৮ জন হত এবং ১১৩৮ জন আঘাতী হয় অর্থাৎ তাঁহারদের সৈন্যের তৃতীয়াংশের অধিক বিনষ্ট হয়।

অপর কর্ণল ষ্টিবন্সন সাহেব পূর্ব্বে যেমত নিয়ম করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ করিয়া ঠিক ২৪ সেপ্তেম্বরে জেনরল উএলেসলি সাহেবের নিকটে পঁহুছিলেন। শেষোক্ত সাহেবের সৈন্যেরা গত যুদ্ধেতে অত্যন্ত শ্রান্তহওয়াতে বিপক্ষেরদের পশ্চাদ্ধাবমানহইতে সমর্থ হইল না অতএব কর্ণল ষ্টিবন্সন সাহেবকে তৎকর্ম্মে প্রেরণ করিলেন তাঁহার সৈন্যেরা তপ্তি নদীর তীরেং গমনকরত এমত দর্শাইল যে সিন্ধিয়ার অধিকার খাণ্ডেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের গমন অবরোধ করিবে তাহাতে জেনরল উএলেসলি সাহেব এই ঠাহরাইলেন যে এইক্ষণে আমার অধীনে যে সৈন্য আছে তাহাতেই যুদ্ধ নির্ব্বাহ করিতে ক্ষম হইব অন্যের সাহায্যাপেক্ষা নাই অতএব কর্ণল ষ্টিবন্সন সাহেবকে কহিলেন যে তুমি অতি ত্বরায় গমনপূর্ব্বক আশিরগড় ও বুঢ়ানপুর এই দুই কিল্লা অধিকার করিতে চেষ্টা পাইবা। এই সম্বাদ শুনিয়া সিন্ধিয়া ও বিরাটের রাজা আপনং সৈন্য পৃথক্ করিয়া সিন্ধিয়া পূর্ব্ব দিগে

বিরাটের রাজা গোদাবরী নদীর অঞ্চলে গমন করিলেন। অন
ন্তর কর্ণল ষ্টিবন্সন সাহেব যাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা প্রায়
তিনি অনায়াসে নিষ্পন্ন করিয়া বরহম্পুরে পঁহুছনমাত্রই ঐ ন
গর তাঁহার হস্তগত হইল এবং ১৫ অক্তোবরে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট
হইয়া ১৭ তারিখে আশির গড়ের প্রতি গমন করিলেন ঐ
গড় ভারতবর্ষীয় কিল্লার মধ্যে অতিশয় দুরাক্রমণীয় এবং
ভারতবর্ষের চাবি বলিয়া বিখ্যাত। ১৮ তারিখে কর্ণল
ষ্টিবন্সন সাহেব ঐ দুর্গের নিম্ন প্রদেশে যে গ্রাম ছিল তাহা অধি
কার করিলেন এবং ২০ তারিখে ঐ কিল্লার প্রতি ভিত্তিভেদক
তোপের দ্বারা গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন অনন্তর এক ঘ
ণ্টার মধ্যে ঐ দুর্গস্থেরা পূর্ব্ব যে২ নিয়ম ইঙ্গলণ্ডীয়েরা কহিয়াছি
লেন তাহা স্বীকারপূর্ব্বক ঐ দুরাক্রমণীয় দুর্গ একেবারে তাঁহার
দিগকে সমর্পণ করিল এবং এতদ্রূপে দক্ষিণদেশে সিন্ধিয়ার
যত রাজ্য ছিল সে সকলি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তাধীন হইল।
এই কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে কর্ণল ষ্টিবন্সন সাহেব সিন্ধিয়ার অন্বেষ
ণার্থ পূর্ব্ব দিগে যাত্রা করিলেন কিন্তু জেনরল উএলেসলি সাহেব
তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দুর্গ গাবুল
গড় অগ্রে আক্রমণ করিবা।

পূর্ব্বোক্ত আশায়ির যুদ্ধের কিঞ্চিৎ কালানন্তর সিন্ধিয়ার এক জন
মন্ত্রী জেনরল উএলেসলি সাহেবের নিকটে এক পত্রের দ্বারা
কহিলেন যে পুনর্ব্বার মিলহওনের নিয়মকরণার্থ আপনি আ
মারদের নিকটে এক জন উকীল প্রেরণ করুন কিন্তু জেনরল সা
হেব তাহা করিলেন না। অপর নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে
যশোবন্ত রাও গোড়পাড়ানামক একব্যক্তি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ছা
উনিতে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে সিন্ধিয়া সন্ধির নিয়ম কর
ণার্থে আপনারদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে
জেনরল সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার ওকাল২
নামা দেখি তাহা তিনি দর্শাইতে ক্ষম না হওয়াতে জেনরল সা
হেব কহিলেন যে এতদ্বিষয়ে সিন্ধিয়ার নিকটে দরখাস্ত কর এ
বং ওকালৎনামা পঁহুছনপর্য্যন্ত তুমি আমারদের নিকটে থাক

ইতিমধ্যে সিন্ধিয়ার নিকটহইতে এক পত্র আগত হইল তাহাতে লেখেন যে আমি গোড়পাড়া উকীলকে আপনারদের নিকটে প্রেরণ করি নাই কিন্তু অতিত্বরায় অপর এক জন উকীলকে পাঠাইতেছি। তাহার কিঞ্চিৎ পরে গোড়পাড়ার ওকালৎনামার নিবেদন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক তিনি যেমন সমাদৃত হইয়াছিলেন এই সম্বাদ সিন্ধিয়ার নিকটে পঁহুছিল তাহাতে সিন্ধিয়া কহিলেন যে গোড়পাড়া উকীলকে আমার প্রেরণ করা উচিত বটে পরে সিন্ধিয়া গোড়পাড়ার নিকটে ওকালৎনামা প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে তুমি জেনরল সাহেবকে এই জ্ঞাপন কর যে তিনি কিছু কালের নিমিত্তে আমার ও বিরাটের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ নিবৃত্তি করুন। তাহাতে জেনরল সাহেব কহিলেন যে তোমার সঙ্গে কিছু কালের নিমিত্তে যুদ্ধ নিবৃত্তি করিতে পারি কিন্তু বিরাটের রাজার সঙ্গে পারি না যেহেতুক তিনি এতদ্বিষয়ে আমাকে কিছুমাত্র নিবেদন করেন নাই অতএব ইহারমধ্যে সিন্ধিয়ার সহিত অল্পকালের নিমিত্তে যুদ্ধ রহিত হওয়াতে জেনরল উএলেসলি সাহেব কর্ণল ষ্টিবন্সন সাহেবের সাহায্যার্থ গাবুল গড়ের প্রতি যাত্রা করিতে নিশ্চয় করিলেন। অপর বিরাট রাজার প্রায় তাবৎ সৈন্য ইলিকপুরের কিঞ্চিদগ্রে ছাউনি করিয়াছিল। অনন্তর জেনরল উএলেসলি সাহেবেরও কর্ণল ষ্টিবন্সন সাহেবের সৈন্য বিপক্ষেরদের ছাউনির সমক্ষে একত্র হয় এবং কিঞ্চিদনন্তর বিপক্ষেরা আপনারদের সৈন্যসকল আরগামের মাঠে যুদ্ধার্থে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখে সে সময়ে প্রায় সূর্য্য অস্ত হন তথাপি জেনরল উএলেসলি সাহেব কহিলেন যে অদ্যরাত্রেই তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে। বিপক্ষেরদের ছাউনি তিন ক্রোশঅন্তরিত থাকাতে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা তিন ক্রোশ গমনপূর্ব্বক তাহারদের ছাউনি আক্রমণ করে এবং তাহাতে বিরোধি সৈন্যেরা ইতস্ততঃ পলায়ন করিল কিন্তু রাত্রিযোগপ্রযুক্ত তাহারদের পশ্চাৎ২ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা গমন করিতে সমর্থ হইল না। ঐ যুদ্ধেতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সর্ব্বসুদ্ধ ৩০০লোকের অধিক হানি হয় নাই। সর্ব্বত্র এই যুদ্ধ আরগামের যুদ্ধ না

মে বিখ্যাত। ঐ যুদ্ধহওনানন্তর জেনরল সাহেব গাবুলগড় বেষ্টন করিতে নিশ্চয় করিলেন। ঐ গড় অতি উচ্চ এক পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি এবং পুণ্যা ও তপ্তি নদীর অপাদান স্থানের মধ্যবর্ত্তী। অনন্তর ৭ দিসেম্বরে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যের উভয় দল ইলিকপুরহইতে প্রস্থান করিয়া কর্ণল ষ্টিবন্সন সাহেবের দল পঞ্চদশ ক্রোশব্যাপক এক পথে যাত্রা করত অসংখ্যক বিভ্রাটগ্রস্ত হইল তাঁহার সৈন্যেরদের তাবৎ বৃহৎ২ কামান ও যুদ্ধসরঞ্জামপ্রভৃতি অত্যন্ত দুর্গম পর্ব্বতদিয়া স্বহস্তেতে আকর্ষণপূর্ব্বক বা ঘাড়েতে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইল। অপর ১২ তারিখে কর্ণল ষ্টিবন্সন সাহেব গাবুলগড়ে পঁহুছিয়া রাত্রিযোগে দুর্গের উত্তর দিগে সম্মুখাসম্মুখী করিয়া ভিত্তিভেদক তোপের শ্রেণী বিন্যাস করিলেন। পরে ১৪ তারিখে দিবাবসানে দুর্গের যে ভিত্তি ভেদিত হইল তাহা প্রবেশোপযুক্ত এই সম্বাদ জেনরল সাহেবকে দেওয়াতে তিনি তাবৎ সৈন্য প্রস্তুত করিয়া পর দিবসে ঐ দুর্গের উপর আক্রমণ করিতে নিশ্চয় করিলেন। অপর তদ্দিবসীয় মধ্যাহ্নের কিঞ্চিদনন্তর সৈন্যেরা বহিঃস্থ কিল্লা আয়ত্ত করিয়া অতিশীঘ্র ঐ দুর্গ আক্রমণ করে। অনন্তর অন্তর্গত কিল্লার প্রাচীর আক্রমণ করিতে হইল কিন্তু ঐ প্রাচীর তোপেতে ভেদিত না হওয়াতে সৈন্যেরা প্রথমতঃ বহির্দ্বার ভঙ্গ করিতে উদ্যুক্ত হইল কিঞ্চিদনন্তর অন্বেষণপূর্ব্বক তথায় এমত স্থান দৃশ্য হইল যে তাহাতে প্রাচীর অতিক্রম করা যায় এবং কাপ্তান কাম্বল সাহেব ও কএক জন সৈন্য ভিতরে প্রবেশ করিয়া বহির্দ্বার মুক্ত করিয়া দেওয়াতে তাবৎ সৈন্য তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ইহাতে বিরোধিরা কিছুমাত্র বাধকতা না করিয়া একেবারে তাঁহারদিগকে দুর্গ সমর্পণ করিল।

ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যের প্রধান দুই দল যে সময়ে এই কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল তৎসময়ে অন্য২ ক্ষুদ্র দলের সৈনেরা ভিন্ন স্থানীয় বিপক্ষেরদের দেশ অধিকারকরণপূর্ব্বক ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধোদ্যোগ সফল করিল। বিশেষতঃ ৬ সেপ্তেম্বরে কর্ণল পৌএল সাহেব বুন্দেলখণ্ডে প্রবিষ্ট হইলেন পরে রাজা হিম্মত বাহাদুর তের চৌদ্দ হাজার সৈন্য লইয়া ২৩ সেপ্তেম্বরে কান নদীর তীরে পঁহু

ছেন। রাজা সম্‌শের বাহাদুর তৎকালে ঐ নদীর পারে ছাউনি করিয়াছিলেন পরে উক্ত কর্ণল সাহেব কএক দুর্গ আক্রমণ করিয়া ১০ অক্তোবরে ঐ নদী উত্তীর্ণ হন এবং ১২ তারিখে সম্‌শের বাহাদুরের সঙ্গে যুদ্ধ হয় তদ্যুদ্ধে বাহাদুর জীর অনেক সৈন্য মারা পড়িলে হটিয়াং তিনি বেটুআ নগর অতীত হইয়া শেষে তৎপ্রদেশহইতে পলায়ন করিলেন এবং এতদ্রূপে তাবৎ বুন্দেলখণ্ড প্রদেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারে আইল।

অপর কটক প্রদেশ আক্রমণার্থে মান্দ্রাজের উত্তর দেশস্থিত এক দল সৈন্যের প্রতি হুকুম হয় যে তাহারা গাঞ্জামহইতে কটকের অভিমুখে যাত্রা করে এবং তৎসময়েও বঙ্গদেশহইতে তাহারদিগকে পুষ্টকরণার্থে ছয় হাজার সৈন্য প্রেরিত হয় শ্রীযুত কর্ণল হাড়কোট সাহেব ঐ সকল সৈন্যের অধিপতি ছিলেন। অপর ৮ সেপ্তম্বরে তাঁহারা যাত্রা করিয়া ১৪ তারিখে মাণিকপটম অধিকার করেন এবং গতমাত্রেই মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহারদের সমক্ষেই পলায়ন করিলেন। পরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সেনাপতি সাহেব জগন্নাথদেবের পাণ্ডারদিগকে কহিলেন যে এইক্ষণে মন্দির ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আশ্রয়ে রাখ তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিলেন তদনন্তর কেবল কটক প্রদেশ অধিকার করিতে বাকি রহিল কিন্তু বন্যাপ্রযুক্ত ১৮ অক্তোবরের পূর্ব্বে তথায় পঁহুছিতে পারিলেন না কালে তথায় পঁহুছিবামাত্রই ঐ নগর তাঁহারদের আয়ত্ত হইল পরন্তু তত্রস্থ দুর্গ কিছু দুরাক্রমণীয় তন্মধ্যে প্রবেশকরণের কেবল এক পথ সেও একটা সাঁকোর উপরদিয়া। ১৪ তারিখে তোপশ্রেণী পাতিত হইল এবং বিপক্ষেরদের তোপসকল একেবারে বন্দ হয় তদনন্তর ঐ কিল্লা আক্রমণ করিতে নিশ্চয় হইলে কিঞ্চিৎকাল যুদ্ধহওনোত্তর বৈরিগণ কিল্লা পরিত্যাগ করিয়া একেবারে পলায়ন করিল। এতদ্রূপে তাবৎ কটক প্রদেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল।

গুজরাটান্তর্গত সিন্ধিয়ার যে অধিকার তাহা বোম্বেহইতে প্রেরিত সৈন্যের দ্বারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অধিকার করেন বিশেষতঃ কর্ণল উডিন্টন সাহেব সসৈন্যে ২১ আগস্তে বারোডাহইতে প্রস্থান

করিয়া ২৩ তারিখে বারোআথনামক দুর্গের সন্নিহিত এক ক্রোশর মধ্যে ছাউনি করেন। অপর ২৯ তারিখে তৎকিল্লা ভিত্তিভেদক তোপের দ্বারা এমত ভেদিত করেন যে তাহাতে প্রবেশ করা যায় বোধ হইল তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুর্গ আক্রমণ করিতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা নিশ্চয় করিলে শ্রীযুত কাপ্তান রিচার্ডসন্ সাহেব সৈন্য লইয়া ঐ দুর্গে চড়াউ করেন এবং কিঞ্চিৎ কাল যুদ্ধানন্তর দুর্গ ত্যাগ করিয়া বিরোধিরা পলায়ন কল্লে। ঐ বারোআথ দুর্গ আক্রমণ করাতে এগার লক্ষ টাকা উৎপাদক সিন্ধিয়ার প্রদেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আয়ত্ত হয়।

বিরাটের রাজা ও সিন্ধিয়া এতদ্রূপে সর্ব্বত্র ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে জয়ী দেখিয়া ভাবিলেন যে এইক্ষণে আমারদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত অতএব সন্ধি করা পরামর্শ সিদ্ধ তাহাতে ৩০ অক্তোবরে অর্থাৎ আরগামের যুদ্ধের পর দিবসে বিরাটের রাজার এক জন উকীল এক চিঠী সমভিব্যাহারে আনিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ছাউনিতে আসিয়া প্রধান সেনাপতি সাহেবের সঙ্গে কথোপকথনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলেই প্রথমতঃ যুদ্ধের কারণ বিষয়ক বাদানুবাদ হইতে লাগিল। উকীল কহিলেন যে প্রথমতই অতিক্রম করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যুদ্ধ করেন জেনরল সাহেব কহিলেন যে না অগ্রে রাজাই যুদ্ধেপ্রবৃত্ত হন। উকীল কহিলেন যে কর্ণল কালিন্স সাহেবের আজ্ঞাক্রমে মহারাজ আপনার সৈন্য স্থানান্তর না করাতে যুদ্ধারম্ভ হয় তাহাতে জেনরল উএলেসলি সাহেব কহিলেন যে এমত নহে কিন্তু মহারাজ ও সিন্ধিয়া এমত স্থানে আপনারদের সৈন্যের শিবির স্থাপন করেন যে তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহকারি রাজারদের শঙ্কা জন্মিল যুদ্ধের কারণ এই। পরে উকীল কহিলেন যে আমার রাজার সৈন্যেরা তাঁহার নিজাধিকারের বহির্ভূত হয় নাই এবং সিন্ধিয়া ও হোলকারের পরস্পর বিরোধেতে হিন্দুস্থানের নানাবিধ বিভ্রাট জন্মিতেছিল এবং মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের রীতির বিরুদ্ধে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা পেশোয়ার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন এইং নিমিত্তে সৈন্য

সমভিব্যাহারে আমার রাজার তথায় উপস্থিতহওনের আবশ্যক হইল। তাহাতে জেনরল উএলেসলি সাহেব উত্তর করিলেন যে আপনার প্রভু যে স্থানে সৈন্য স্থাপন করিলেন হোলকার ও সিন্ধিয়ার মধ্যস্থহওনার্থে সেইস্থানে সৈন্য স্থাপন করণের কিছু আবশ্যক ছিল না এবং আপনি যে পেশোয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে আমারদের এই উত্তর যে পেশোয়া ও ইঙ্গলণ্ডীয়েতে যে সন্ধি হয় তাহাতে অন্যেরদের হস্ত ক্ষেপ করিতে দিব না ইহা শুনিয়া উকীল কহিলেন সে যে হউক যুদ্ধ যাহার অপরাধেতে আরম্ভ হয় আমার মুনিবের ইচ্ছা এইক্ষণে এই যে তাহা নিবৃত্তি হয়। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে এক্ষণে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় কি তাহাতে জেনরল সাহেব উত্তর করিলেন যে তোমারদের আক্রমণকরণেতে আমারদের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা এবং যুদ্ধের খরচ সকল পূর্ণ করিয়া দিতে হইবেক। কিঞ্চিৎ পরে উকীল এই নিবেদন করিলেন যে যুদ্ধ ক্ষণেকের নিমিত্তে নিবৃত্ত হয় কিন্তু জেনরল সাহেব তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। পুনশ্চ তিনি এই প্রার্থনা করিলেন যে আপনার সহিত সন্ধিকরণের ক্ষমতা যেপর্যন্ত আমার প্রভুর নিকট হইতে আমি না পাই সেপর্য্যন্ত আমাকে আপনারদের শিবিরে থাকিতে দিউন কিন্তু সে প্রার্থনাও জেনরল সাহেব হেয়জ্ঞান করিলেন।

৯ নবেম্বরে জেনরল সাহেবের সহিত পুনর্ব্বার উকীলের সাক্ষাৎ হয় এবং উকীল ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রস্তাবিত নিয়মে রাজার স্বীকারসূচক এক পত্র পাঠ করিলেন সেই নিয়মএই২। বিরাটের রাজা কটক প্রদেশ কোম্পানি বাহাদুরকে প্রদান করিবেন এবং নিজামের দেশের সীমাবধি বরদা নদীপর্য্যন্ত যত দেশ এবং পূর্ব্বদিগে পূর্ব্বোক্ত সীমাবধি গাবুল গড়ের পর্ব্বতপর্য্যন্ত যত দেশ সে সকল নিজামকে দিতে হইবেক এবং ইহার পূর্ব্বে বিরাটের রাজা নিজামের অধিকারের উপরে যে কোন দাওয়া করিয়া থাকেন সে সকল ত্যাগ করিতে হইবেক এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যুদ্ধকালে যে কোন রাজার সহিত যে কোন বন্দো

বস্ত করিয়া থাকেন তাহার রাজস্ব স্বীকার করিতে হইবেক। পরে উকীল এই সকল দাওয়া শুনিবামাত্র কহিলেন যে ইহাতে আমার প্রভুর রাজ্যের যে হ্রাস হইবেক কেবল ইহা নয় কিন্তু এই সকল দিলে তাঁহার রাজ্য একেবারে লুপ্ত হইবেক। জেনরল উএলেসলি সাহেব উত্তর করিলেন যে রাজা রাজকীয় বিষয়ে অতি চতুর অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে যুদ্ধের ফলাফল বিবেচনা করা তাঁহার উচিত ছিল এক্ষণে তিনি সে বিভ্রাটের মধ্যে পতিত হইয়াছেন অতএব তাহার ফল ভোগিতেই হইবেক। এই বিষয় বারম্বার আন্দোলন হওনানন্তর জেনরল উএলেসলি সাহেব কিঞ্চিৎ রেয়াইত করিয়া গাবুলগড় ও তচ্চতুর্দ্দিকস্থ বার্ষিক চারি লক্ষ টাকা উৎপাদক দেশ রাজাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং এইরূপে সন্ধির সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত হইলে ১৬ দিসেম্বরে সন্ধিপত্রে সহী হয়। যদ্যপি বিরাটের রাজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের দাওয়া স্বীকার করিয়া যুদ্ধ নিবৃত্ত না করিতেন তবে জেনরল সাহেব আপনার তাবৎ সৈন্য লইয়া তাঁহার রাজধানী নাগপুরের উপর আক্রমণ অবশ্য করিতেন।

বিরাটের রাজার সহিত এইরূপে সন্ধি করাতে জেনরল উএলেসলি সাহেব সিন্ধিয়ার প্রতিকূলে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তাবৎ সৈন্য প্রেরণ করিতে সক্ষম হইলেন। গুজরাটে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে সৈন্যেরা যুদ্ধ করিতে ছিল তাহারা কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া মালব দেশস্থিত সিন্ধিয়ার অধিকার আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইল বাস্তবিক সিন্ধিয়াব্যতিরেকে তৎসময়ে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অন্য কেহ শত্রু ছিল না এবং রণস্থলে তাঁহারদের যে বহু সংখ্যক সৈন্য উপস্থিত ছিল তাহারা সকলেই সিন্ধিয়ার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল তাহাতে তিনি অবগত হইলেন যে এক্ষণে আমার সন্ধি না করিলে নয় কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরদের স্বভাবক্রমে তিনি প্রতি দিন সন্ধির গতিক্রিয়া করিতে লাগিলেন। অপর অনেক বিলম্বের পর ১৮০৩ সালের ২৯ দিসেম্বরে তিনি নীচে লিখিতব্য নিয়মে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত এক সন্ধি করেন ঐ সন্ধিক্রমে মহারাজ অন্তর্ব্বেদ অর্থাৎ যমুনা ও গঙ্গার মধ্য

বর্ত্তি তাবদ্দেশ এবং জয়পুর ও যোধপুর ও গোহদের রাজ্যের উত্তরের তাবদ্দেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে দান করিলেন এবং বারোআখের গড় ও প্রদেশ ও আহমদনগরের প্রদেশ ও অজয়ন্তি পর্ব্বতের দক্ষিণে গোদাবরী নদীপর্য্যন্ত তাঁহার যে সকল অধিকার ছিল তাহাও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে দান করিলেন এবং শাহ আলম বাদশাহের উপর তাঁহার যে সকল দাওয়া ছিল তাহা ত্যাগ করিয়া তাঁহার ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করিব না এমত অঙ্গীকার করিলেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সাহায্যকারি তাঁহার মিত্র রাজার উপর যে সকল দাওয়া ছিল তাহা ত্যাগ করিলেন। সিন্ধিয়াহইতে প্রাপ্ত এই সকল দেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরা এইরূপে বণ্টন করিলেন। বরদা নদীর পশ্চিমে এবং গাবুল গড় যে পর্ব্বতের উপর গ্রথিত তাহার দক্ষিণে যত দেশ এবং অজয়ন্তি পর্ব্বত ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তি তাবদ্দেশ নিজামকে দেওয়া গেল। এবং আহমদনগর ও তৎসংলগ্ন সকল দেশ পেসোয়াকে দত্ত হইল অবশিষ্ট তাবৎ প্রাপ্তাধিকার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের থাকিল। অপর যমুনা নদীর অঞ্চলে যে সকল ক্ষুদ্র রাজারা ইহার পূর্ব্বে সিন্ধিয়ার অধীন ছিলেন অর্থাৎ ভরতপুর ও যোধপুর ও জয়পুর ও মাচেরী ও বুন্দির রাজা ও গোহদের রাণা ও আম্বাজি রাও তাঁহারদিগকে গবর্নর্ জেনরল সাহেব সিন্ধিয়ার অনধীন করিতে চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহারদের মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচ রাজার সহিত এই রূপ সন্ধি হয় যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাঁহারদের স্থানে কোন কর গ্রহণ করিবেন না এবং তাঁহারদের অধিকারে আন্তরিক কোন ব্যবহারে হস্তনিক্ষেপ করিবেন না কিন্তু যদ্যপি কোম্পানির অধিকারে কেহ আক্রমণ করে তবে তাঁহারা আসিয়া ঐ শত্রুকে তাড়াইয়া দেওনের উদ্যোগ করিবেন এবং যদ্যপি অন্য কোন রাজা তাঁহারদের অধিকারের উপরে আক্রমণ করেন তবে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাঁহারদের সাহায্য করিবেন কিন্তু সাহায্যকরণে যে ব্যয় হইবেক তাহা তাঁহারা দিবেন। গোহদের রাণা ইহার পূর্ব্বে সিন্ধিয়াকর্তৃক অনধিকৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার যে অধিকার ছিল তাহা এবং তন্নিকটবর্ত্তি কতক প্রদেশ সিন্ধিয়া

স্বীয় এক প্রধান সেনাপতি আম্বাজিকে ইজারা করিয়া দিয়াছিলেন। অপর যুদ্ধকালে আম্বাজি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক সিন্ধিয়াকে ত্যাগ করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আশ্রয় লইলেন। অতএব গবর্নর্ জেনরল সাহেব ঐ সকল দেশ আম্বাজি ও গোহদের রাণাকে সমান ভাগ করিয়া দিলেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা কেবল গোআলিয়রের গড় ও শহর আপনারদের হস্তে রাখিলেন। পরে সিন্ধিয়া যুদ্ধের খরচেতে এবং উক্ত সকল দেশ প্রদানকরাতে এমত দুর্ব্বল হইলেন যে হোলকার পাছে তাঁহার উপর আক্রমণ করেন এই বিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত ভয় জন্মিল। এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নিকটে এই নিবেদন করিলেন যে হোলকারের হস্তহইতে আমাকে আপনারদের অবশ্য রক্ষা করিতে হইবেক তাহাতে তাঁহার সঙ্গে এতদ্বিষয়ে ১৮০৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে বুঢ়ানপুর শহরে পুনশ্চ এক সন্ধিপত্র হয় তদ্দারা এই নির্দ্ধার্য্য হয় যে তাঁহার রক্ষার্থে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ছয় সহস্র পদাতিক ও তদুপযুক্ত তোপ গোলন্দাজপ্রভৃতি তাঁহার দেশে স্থাপন করিবেন।

১৫ অধ্যায়।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সিন্ধিয়া ও বিরাটের রাজার সহিত যুদ্ধের বিভ্রাটহইতে মুক্ত হইলেই যশোবন্ত রাও হোলকারের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৮০৩ সালের দিসেম্বর মাসে হোলকার সসৈন্য জয়নগরের রাজার অধিকারের মধ্যে গমনপূর্ব্বক এমত স্থানে সৈন্য স্থাপন করিলেন যে তাহাতে ঐ রাজার সুতরাং শঙ্কা জন্মিল তৎকালেও তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যাধ্যক্ষের সমীপে এইরূপ পত্র লিখিলেন যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রভাবে থাকা আমার নিতান্ত বাঞ্ছা কিন্তু অপ্রকাশরূপে তৎকালে মাচেরীর রাজার নিকটে পত্র লিখিয়া তিনি যাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের শত্রু হন এমত চেষ্টা করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। মাচেরীর রাজা সেই

পত্র ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি সাহেবের সমীপে প্রেরণ করেন এবং এই বিপরীত পত্রদ্বয় এককালে সেনাপতি সাহেবের হস্তে পতিত হওয়াতে তিনি বোধ করিলেন যে ইহার মধ্যে সত্যতার লেশ নাই এবং যেপর্য্যন্ত হোলকারের ভাবি আচরণের বিষয়ে কিছু নিশ্চয় না হয় সেপর্য্যন্ত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্য রণস্থলহইতে উঠান পরামর্শ সিদ্ধ হয় না।

পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক যে এই সময়ে হোলকারের ঘরে২ রাজ্যাধিকারবিষয়ক বিবাদ ছিল তাহাতে গবর্নর্ জেনরল সাহেব মনে২ এই বিবেচনা করিলেন যে এই ঘরের বিরোধের মধ্যে আমি হস্ত নিক্ষেপ করিব না এবং সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের নিকটে শ্রীযুত লিখিলেন যে আপনি যশোবন্ত রাওর সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করুন যে তিনি যদ্যপি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের মধ্যে কিছু বিভ্রাট না জন্মান তবে তাঁহার হস্তে এক্ষণে যে পরাক্রম আছে তাহার বিপরীতাচরণ করিব না। পরে ২৯ জানুআরিতে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব তাঁহার নিকটে এক পত্র লেখেন যে মিত্রব্যবহারের ভূমিকা নির্ণয়করণার্থে আপনি এক উকীল আমার ছাউনিতে প্রেরণ করুন কিন্তু যে শঙ্কাজনক স্থানে এক্ষণে আপনি সৈন্য স্থাপন করিয়াছেন তাহারদিগকে সে স্থানহইতে উঠাইয়া লউন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মিত্র রাজার উপরে আর দৌরাত্ম্য না করুন। তাহার এক মাস পরে হোলকারের সমীপহইতে ঐ পত্রের উত্তর পঁহুছে তাহাতে পুনশ্চ লেখেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত শত্রুতাচরণ করা কদাচ আমার অভিপ্রায় নহে এবং সৈন্যেরদিগকে স্থানান্তর করিতে আমি প্রস্তুত ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের শিবিরেতে অবিলম্বে এক জন উকীল প্রেরণ করিতেছি। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহকারি রাজারদের ও প্রজাবর্গের নিকটে পত্র লিখিয়া তাহারদিগকে বৃটিসগবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবোধ জন্মাইলেন সেই পত্র ধরা পড়িয়া ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি সাহেবের হস্তে আইল তাহাতে তিনি কিঞ্চিন্মাত্র উগ্র না হইয়া বরং মিত্র ভাবে হোলকারের নিকটে পত্র লিখিলেন যে আপনি এইরূপ

গোপনে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরুদ্ধে চিঠী না লেখেন ইহাতে সাব ধান হইবেন।

১৬ মার্চে হোলকারের দুই জন উকীল ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের শিবিরে পঁহুছে কিন্তু তাহারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উপরে এইরূপ অসম্ভব দাওয়া করিল যে তাহাতে প্রধান সেনাপতি সাহেবের এমত দৃঢ় বোধ হইল যে হোলকার আমারদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন। পরে এইরূপ মিথ্যা কথোপকথনের সম্বাদ গবর্নর্ জেনরল সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে তিনি ১৮০৪ সালের ১৬ আপ্রিলে জেনরল উএলেসলি ও প্রধান সেনাপতি সাহেবদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন যে আপনারা অবিলম্বে হোলকারের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিবেন কিন্তু হোলকারের অধিকারের মধ্যে কোন ভাগ কোম্পানি বাহাদুরের নিমিত্তে লইতে তাঁহার মানস ছিল না বরং তাহা ভাগযোগ করিয়া পেসোয়াকে কতক ও নিজামকে কতক ও সিন্ধিয়া যদি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহায়তা করেন তবে তাঁহাকেও অধিকাংশ দেওয়া যায় এবং হোলকারের বংশের অন্য২ ব্যক্তিরদের ভরণপোষণার্থে কিঞ্চিৎ প্রদত্ত হয়।

হোলকারের সহিত যৎসময়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল তৎসময়ে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব মন্দ২ রূপে জয়নগরের রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন তৎকালেও হোলকার ঐ রাজ্য বিনষ্ট করিতে উদ্যুক্ত হইলেন তাহাতে কর্ণল মনসন সাহেবের অধীনে তিন হাজার সৈন্য রাখিয়া তাঁহাকে জয় নগরের অঞ্চলে প্রেরণ করিলেন তিনি ২১ আপ্রিলে তথায় পঁহুছেন। তাহার দুই দিবস পরে হোলকার অতিত্বরায় দক্ষিণাভিমুখ হইয়া যাত্রা করিলেন কর্ণল মনসন সাহেব তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইতে২ উত্তর ভাগে হোলকারের অধিকারের রামপুরনামক প্রধান স্থানের নিকটেপঁহুছিয়া ১৬ মে তারিখে বারুদের দ্বারা পুরদ্বার নষ্ট করিয়া ঐ নগর আয়ত্ত করিলেন। অপর হোলকার অতিবেগে গমনকরত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ও তাঁহার মধ্যে অনেক স্থান ব্যবধান হইল অতএব অতিশীঘ্র তাঁহার লাগাইল পাওয়া ভার প্রধান সেনাপতি সাহেব ইহা ভাবিয়া আপনার সৈন্যের

দিগকে শিবিরে স্থাপন করিয়া কর্ণল মনসন সাহেবকে আজ্ঞা করিলেন যে তুমি বিপক্ষেরদিগের তত্ত্ব লইবা যে তাহারা উত্তর ভাগে না আইসে।

প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের গমনের পর জেনরল মনসন সাহেব অবিরত অগ্রগমন করত ১ জুলাইতে বর্ষার অতি প্রাবল্য হইলেও হোলকারের শিবিরহইতে বিংশতি ক্রোশ অন্তরিত সোনারা স্থানে পঁহুছিলেন। ঐ শিবিরে হোলকারের সকল অশ্বারূঢ় পদাতিক তোপপ্রভৃতি ছিল। শ্রীযুত প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের সমক্ষেং হঠনের পর মালব দেশে এমত স্থানে হোলকার শিবির স্থাপন করেন যে তাঁহার শিবির ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের শিবিরহইতে চম্বলী নদী ব্যবধানমাত্র ছিল। ৭ জুলাইতে মনসন সাহেব অবগত হইলেন যে হোলকার আপনার সৈন্য তোপপ্রভৃতি লইয়া ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অনন্তর জেনরল সাহেব ক্ষণমাত্র গৌণ না করিয়া হোলকারের প্রতি আক্রমণ করিতে কল্প করিলেন কিন্তু পশ্চাৎ তিনি এই বিবেচনা করিলেন যে আমার সৈন্যের অধিকাংশ এইক্ষণে স্থানান্তরস্থ এবং শিবিরেতে কেবল দুই দিবসের ভক্ষণীয় দ্রব্য আছে অতএব কিঞ্চিৎ হটিয়া পরে টাকা সৈন্য তণ্ডুলাদি পঁহুছিলে বিপক্ষেরদের প্রতি চড়াউ করা উচিত হয় এতন্নিমিত্ত তিনি তাবৎ আহারীয় দ্রব্য ও লওয়াজিমা অগ্রে পাঠাইয়া সৈন্যেরদিগকে উত্তমরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ৮ জুলাইর পূর্ব্বাহ্নে নয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত সৈন্যেরদের আগমন প্রতীক্ষায় সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর কোন বিরোধি সৈন্য দৃষ্ট না হইলে তথাহইতে তিনি সসৈন্য যাত্রা করিলেন কিন্তু কিয়ৎ অশ্বারূঢ় সেই স্থানে রাখিয়া তাহারদিগকে এই আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে আমার পশ্চাৎ আসিবা। কিন্তু ছয় ক্রোশ মাত্র গমন করিলে তাঁহার নিকটে এই সম্বাদ আগত হইল যে ঐ সকল অশ্বারূঢ়েরদের প্রতি হোলকার চড়াউ করিয়া তাবৎকে ছেদন করিয়া সেনাপতি সাহেবকে ধৃত করিয়াছেন। তদনন্তর সৈন্য লইয়া যাত্রা করত পর দিবসের মধ্যাহ্নকালে নিরুদ্বেগে মুকন্দরা পর্ব্বতের পথে পঁহুছেন। ১০ তারিখে অতিপ্রত্যূ

যে বিপক্ষেরদের ভারি এক দল অশ্বারূঢ় প্রথম দৃষ্ট হইল ক্রম শঃ তাহার বাহুল্য হইলে হোলকার সেনাপতি সাহেবের নিক টে এই আজ্ঞা প্রেরণ করিলেন যে তোমার তাবৎ সৈন্য আমা কে সমর্পণ কর সেনাপতি সাহেব তাহা স্বীকার না করণেতে হো লকারের সৈন্যেরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রতি আক্রমণ করে কিন্তু শেষে তাহারা পরাজিত হইল ইহা দেখিয়া হোলকার আপনা র তাবৎ পদাতিক তোপপ্রভৃতি তথায় আনয়ন করিলেন। জেন রল সাহেব বিপক্ষেরদের অত্যন্ত প্রাবল্য দেখিয়া এই স্থানে তি ষ্ঠিতে পারিব না ইহা ভাবিয়া কোটাবুন্দি স্থানপর্য্যন্ত হটিয়া যা ইতে নিশ্চয় করিলেন। যাত্রাকালে অনবরত বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং বিরোধি সৈন্যেরা তাঁহারদিগকে যথাসাধ্য ক্লেশ দিতে ত্রুটি করিল না। তথাপি ১২ তারিখে তাঁহারা কোটাবুন্দিতে পঁহুছেন কিন্তু তত্রত্য রাজা বিভ্রাট দেখিয়া তাঁহারদিগকে আ শ্রয় দিতে স্বীকৃত হইলেন না। সৈন্যেরা তৎসময়ে মুমূর্ষুপ্রায় অত এব মনসন সাহেব সাত ক্রোশ অন্তরিত গামাস নদীপর্য্যন্ত গমন করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু ১০ তারিখঅবধি নিরন্তর বৃষ্টি হ ওয়াতে মৃত্তিকা অত্যন্ত পঙ্কিল হইল তৎপ্রযুক্ত সৈন্যেরা ১৩ তা রিখের পূর্ব্বে ঐ নদীর তীরে পঁহুছিতে পারিল না। পরে তথায় তাহারা পঁহুছিয়া দেখে ঐ নদী নিতান্ত অনুত্তরণীয়া তাহাতে পর দিবস ১৪ তারিখে তাঁহারা ভক্ষণীয় দ্রব্য অন্বেষণার্থ তথায় অব স্থিতি করিয়া ১৫ তারিখে নদী উত্তীর্ণ হইতে উদ্যোগ করিলেন কিন্তু দেখিলেন যে কদাচ তোপপ্রভৃতি পার করা যায় না ঐ ১৫ তারিখের রজনীযোগে পুনর্ব্বার বৃষ্টি এবং পর দিবসের প্র ত্যূষে তাঁহারা দেখিলেন যে তোপসকল কর্দমেতে এমত বসিয়া গিয়াছে যে তাহা উদ্ধার করা দুঃসাধ্য তৎসময়ে শিবির একেবা রে আহারীয় দ্রব্যশূন্য চতুর্দ্দিগস্থ গ্রামে যে যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষণীয় দ্রব্য ছিল তাহা সৈন্যকর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে। অগ্রসর হওনের অত্যাবশ্যকতাপ্রযুক্ত মনসন সাহেবের স্বীয় কামান সকল তথা য় ফেলিয়া যাত্রা করিতে হইল অনন্তর তাঁহারা দেখেন যে দেশ একেবারে জলপ্লাবিত হইয়াছে এবং চম্বল নামে যে ক্ষুদ্র নদী

র তীরে তাঁহারা ১৭ তারিখে পঁহুছেন সে নদী ও দুরুত্তরণীয়া এবং যদ্যপি তাঁহারা গোলন্দাজেরদিগকে হস্তির উপরে করিয়া পার করিলেন তথাপি অন্যং সৈন্যেরা ২৩ বা ২৪ তারিখের পূর্ব্বে পার হইতে পারিল না। পরে অধিকাংশ সৈন্য পার হইয়া কেবল অবশিষ্ট সাত শত জন নদীর এপারে থাকিল ইহা দেখিয়া বিপক্ষ সৈন্যদল তাঁহারদের প্রতি আক্রমণ করিল বটে কিন্তু কিছু করিতে পারিল না। পরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যেরা যেমন রামপুরের অভিমুখে যাত্রা করিল তেমনি পর্ব্বতীয় লোক ও দস্যুরা তাহারদের উপর বরম্বার আক্রমণ করে তৎপ্রযুক্ত যাত্রার এমত ব্যাঘাত হয় যে কেহং ২৭ কেহ বা ২৯ তারিখের পূর্ব্বে রামপুরে পঁহুছিতে পারিল না।

রামপুরে পঁহুছিলে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মনসন সাহেবের ক্লেশের বার্ত্তা শ্রবণমাত্র যে সৈন্যপ্রভৃতি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহারা উক্ত স্থানে মনসন সাহেবের সঙ্গে মিলিল বিশেষতঃ দুই দল সিপাহী ও এক দল অশ্বারূঢ় ও তাঁহার সমভিব্যাহৃত আট তোপ ও কতক শস্যাদি। মনসন সাহেবের এমত ভরসা ছিল যে খোসাল গড়ে পঁহুছিলে সদাশিব ভৌ বক্শীনামক এক জন সিন্ধিয়ার অমাত্যের অধীনে যে এক মহা দল সৈন্য আছে তাহারা আমার সঙ্গে মিলিবে এবং তথায় পঁহুছিলে ভক্ষণীয় দ্রব্যের অপ্রতুল থাকিবে না এই প্রযুক্ত তিনি সেই স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিতে নিশ্চয় করিলেন। তাহাতে ২২ আগুস্তে অতিপ্রত্যুষে বার্ণাস নদীর তীরে পঁহুছিয়া ২৪ তারিখে দেখেন যে নদীর জলের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে অএতব অবিলম্বে সৈন্য ও লওয়াজিমা দ্রব্যাদি পার করিতে তিনি উদ্যুক্ত হইলেন। লওয়াজিমা দ্রব্যাদি ও চারি দল সৈন্য পার হইলে জেনরল মনসন সাহেব অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া উত্তীর্ণ হইতে যেমন উদ্যোগ করিলেন তেমনি হোলকার আপনার অশ্বারূঢ় ও পদাতিক ও তাবৎ তোপ লইয়া ঐ ইঙ্গলণ্ডীয় ক্ষুদ্র দল সৈন্যের উপর চড়াউ করিলেন। তাহাতে মনসন সাহেব মুষ্টিমিত স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে বিপক্ষেরদের প্রতি একেবারে সাহসপূর্ব্বক পড়িয়া তা

হারদের কতক তোপ অধিকার করিলেন কিন্তু শেষে বিরোধির দের সৈন্য বাহুল্যপ্রযুক্ত তিনি আক্রান্ত হইয়া স্বীয় তাবৎ লও য়াজিমা দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া খোসালপুরে পলায়ন করিলেন এবং ২৫ তারিখের রাত্রিযোগে তথায় পঁহুছেন। বিরোধিরা তাঁহারদের পশ্চাৎ২ অবিরত ধাবমান হইয়া সেই স্থান বেষ্টন করিল তাহাতে মনসন সাহেব ভাবিলেন যে এস্থানেও আমা র থাকা হইলু না অতএব তিনি স্বীয় কামানসকল অকর্ম্মণ্য করিয়া তথাহইতে যাত্রা করিলেন পথিমধ্যে বৈরিগণ তাঁহার প্রতি বারম্বার আক্রমণ করিল কিন্তু তাহারা সাহেবের সৈন্যের শ্রেণী প্রভেদ করিতে পারিল না এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অবিরত আগরা সম্মুখ করিয়া যাত্রা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ২৭ তারি খে বিপক্ষেরদের অশ্বারূঢ় তিন দলে বিভক্ত হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যের উপর অতিভয়ানকরূপে চড়াউ করিল তাহাতে ইঙ্গল ণ্ডীয়েরদের সিপাহীরা বিপক্ষেরদের অতিসন্নিকৃষ্ট না হইতে নি রর্থক এক বন্দুকো না ছাড়িয়া অন্তিকতম হইয়া যুগপৎ গুলি ক্ষেপ করাতে বিরোধিরা হটিয়া শেষে পলায়ন করিল। অন ন্তর ২৮ তারিখে সূর্য্যাস্ত হওন সময়ে মনসন সাহেব বয়ানানা মক পর্ব্বতীয় পথে পঁহুছেন সৈন্যেরা তৎসময়ে অনাহারে ও প রিশ্রমেতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে জেনরল সাহেব কহিলেন যে অদ্য রাত্রিতে আমরা এই স্থানেই বিশ্রাম করিব কিন্তু তাঁহারা যেমন সেই স্থানে বিশ্রামার্থ তাম্বু স্থাপন করিলেন তেমনি বিরোধিরা অ নবরত তাঁহারদের প্রতি গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল তাহাতে মন সন সাহেবের অগত্যা সেই স্থানহইতে প্রস্থান করিতে হইল। সেই রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকারাবৃত এবং সৈন্যেরদের অতিশয় গোলমালহওয়াতে তাহারদের মধ্যে কোন সুনিয়মপূর্ব্বক শ্রেণী বদ্ধ করা দুঃসাধ্য হইল অতএব যিনি যেমনে পারিলেন তিনি তেমনে পলাইয়া ঐ মাসের শেষ দিবসে সকলেই আগরায় পঁহু ছেন। মনসন সাহেবের এই বিভ্রাট ব্যতিরেকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ঐ যুদ্ধের আদ্যন্তপর্য্যন্ত নিত্য জয়ী কিন্তু মনুষ্যের এমত স্বভাব যে শতং জয় ভুলিয়া এক পরাজয়মাত্র স্মরণে রাখে অতএব মন

সন সাহেবের এই অশুভ যাত্রার বিষয়ে লোকসকল বিলক্ষণ এই এক শ্লোক করিয়া নিত্য তাহা সঙ্গীত করিত যে হাতীপর হাওয়াদা ঘোড়াপর জীন জল্‌দী ভাগগিয়া কর্ণল মনসিন।

মনসন সাহেবের আগরায় পঁহুছনের পর হোলকার স্বীয় তাবৎ সৈন্য লইয়া আগরাহইতে পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তরিত মথুরাতে গমন করিয়া ঐ নগর তৎক্ষণাৎ অধিকার করিলেন তাহাতে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ অবিলম্বে আগরাহইতে যাত্রা করিয়া ১ অক্তোবরে মথুরায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু তিনি যেমন অগ্রসর হইলেন তেমন হোলকার হটিয়া এই এক ছল করিলেন যে তিনি ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি সাহেবের সম্মুখে আপনার অশ্বারূঢ় সকল রাখিয়া পদাতিক তোপপ্রভৃতি লইয়া গোপনে শীঘ্র দিল্লীতে যাত্রা করিলেন এবং ৮ অক্তোবরে দিল্লীর সম্মুখে পঁহুছিয়া অজস্র নগরের প্রতি গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন তৎকালে দিল্লীতে কেবল কিয়ৎ সিপাহীও অসুশিক্ষিত অশ্বারূঢ় ছিল এবং দুর্গসকল প্রায় ভগ্ন তাহাতে হোলকার যে শীঘ্র কৃতকার্য্য হইবেন এমত প্রত্যাশিত কিন্তু কর্ণল অক্তরলোনি সাহেব অসম সাহসপূর্ব্বক সেই স্থান রক্ষা করিলেন রক্ষক সৈন্য এতাদৃশ অল্প যে তাহারদের নিয়মিত পারা পরিবর্ত্তন করা সম্ভবিল না অতএব তাহারা স্ব২ স্থানেই থাকিল পরিচ্ছদাদিরো পরিবর্ত্তন করিল না কিন্তু কর্ণল সাহেব তাহারদের আহারীয় দ্রব্য ও মিঠাই সরকারী ব্যয়েতে সেই স্থানেই যোগাইয়া দেওয়াতে তাহারদের অত্যন্ত উৎসাহ জন্মিল ইহাতে অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াও তাহারা কিছুমাত্র বিরক্ত হইল না এবং নয় দিবসপর্য্যন্ত তাহারা সতত বিরোধিরদের আক্রমণ নিবারণ করত শেষে দেখিল যে বিপক্ষগণ দশম দিবসে একেবারে হতাশ হইয়া আপনারদের কামান ও সৈন্যপ্রভৃতি লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

তৎসময়ে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল শাহআলম বাদশাহ ও তাঁহার পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিলেন। দিল্লী নগরান্তঃপাতি এক খণ্ড অধিকারে কেবল তাঁহার নামমাত্র বাদশাহী থাকিল। তদ্বিষয়ে এই নিয়ম হইল যে ঐ

স্থান রেসিডেণ্ট সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে কিন্তু বাদশাহের নামে তাহার রাজস্ব উসুল হইবে ও সেই স্থানের আদালত তাঁহার নামে চলিবে। ঐ ভূমির উপস্বত্বব্যতিরেকে তাঁহার পরিজনের ভরণপোষণার্থে গবর্ণমেণ্ট আরো বার্ষিক নব্বই হাজার টাকা দেওনের নিয়ম করিলেন।

জুন মাসের অবসানকালে বর্ষাপ্রযুক্ত দক্ষিণ দেশে রাজকীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করা অত্যন্ত সুকঠিন হওয়াতে জেনরল উএলেসলি সাহেবকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে আদেশ হইল কিন্তু দক্ষিণ দেশস্থ সৈন্যেরদিগকে কর্ণল ওয়ালিস সাহেবের অধীনে রাখা গেল। তিনি ২৯ সেপ্তেম্বরে ফররোখাবাদহইতে যাত্রা করিয়া ৮ অক্তোবরে চান্দোরে পঁহুছেন এবং ১২ তারিখে ঐ গড় ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে সমর্পিত হয়। তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অপর চারি গড় অধিকার করেন এবং এইরূপে দক্ষিণ দেশে হোলকারের যে সকল অধিকার ছিল তাহা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল। মালব দেশে তাঁহার যে অধিকার ছিল তাহা ইহার পূর্ব্বে কর্ণল মরি সাহেব অধিকার করিয়াছিলেন।

প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব মথুরাতে যুদ্ধোপযুক্ত তাবৎ সামগ্রী প্রস্তুত করণপূর্ব্বক দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিয়া ১৭ অক্তোবরে তন্নগরে পঁহুছিলেন অর্থাৎ তথাহইতে হোলকারের পলায়নের দুই দিবস পরে। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে কর্ণল বর্ণ সাহেব হোলকারের আক্রমণসময়ে দিল্লীনগর রক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর হোলকার সেস্থানহইতে প্রস্থান করিলে কর্ণল বর্ণ সাহেবো তথাহইতে শাহরণপুরে উঠিয়া গেলেন। গমনসময়ে পথিমধ্যে হোলকার তাঁহার পশ্চাৎ গমন করত শামলি স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরদিবস প্রত্যূষে কর্ণল বর্ণ সাহেব নিকটবর্ত্তি এক ক্ষুদ্র গড়ে আশ্রয় লইয়া তাঁহার সহকারি সৈন্যেরা যেপর্য্যন্ত সেই স্থানে না পঁহুছে সেপর্য্যন্ত ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া বিপক্ষেরদিগকে নিবারণ করিতে নিশ্চয় করিলেন। ৩১ অক্তোবরে হোলকারের অশ্বারূঢ়ের পশ্চাৎ

যুদ্ধ সরঞ্জামপ্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কিল্লা হইতে পলায়নপূর্ব্বক ভরত পুরের অভিমুখে গেল।

ঐ দিগগড় ভরতপুরের রাজার অধিকার। উক্ত রাজার রাজ্য অতিক্ষুদ্র হইলেও তাঁহার স্ববংশ্য জাতনামক ব্যক্তিরা তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য অতএব রাজা পূর্ব্ব লিখিতমতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে সপক্ষ হইলেন তাহা ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অতিশুভ বিষয় বোধ করিলেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ঐ রাজার সহিত এক সন্ধিপত্র করিয়া তাঁহার রাজ্যের শত্রুগণহইতে রক্ষা করিতে অথচ ঐ রাজ্যের আন্তরিক ব্যাপারেতে হস্ত ক্ষেপ না করিতে অঙ্গীকার করেন এবং মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে তাঁহার যে চৌথ দিতে হইত তাহাহইতে রাজাকে মুক্ত করেন এবং সিন্ধিয়ার স্থানে জয়লব্ধ প্রদেশের মধ্যে তাঁহাকে এমত অধিকার প্রদান করেন যে তাহাতে রাজার নিজ রাজ্যের তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি হইল।

ঐ ভরতপুরের রাজা এতদ্রূপ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অনুগ্রহ পাত্র হইলেও হোলকার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিবা মাত্র তিনি হোলকারের আনুকূল্য করিতে সচেষ্ট হইলেন। পরে অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক পত্রের দ্বারা তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পরাক্রম তুচ্ছ করিতে হোলকারকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন যে আমি তদ্বিষয়ে যথোচিত সাহায্য করিতেছি। অপর গবর্নর্ জেনলর সাহেব ঐ রাজার এই সকল কুমন্ত্রণা অবগত হইয়াও তাঁহাকে একেবারে নিপাত করিতে ইচ্ছুক হইলেন না তাঁহাকে কেবল তদ্রূপ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু কিঞ্চিৎকাল পরে তিনি যে হোলকারের নিতান্ত সহায়তা করিয়াছেন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব ইহা অবগত হইয়া তাহা শ্রীযুতকে জ্ঞাপন করিলেন তাহাতে শ্রীযুত তাঁহার নিকটে এই লিখেন যে ভরতপুরের রাজার সহিত যুদ্ধ কি শান্ত্যবস্থায় থাকা ইহার ভার তোমার প্রতি অর্পণ করা গেল বিহিত যাহা উচিত হয় তাহা করিবা। অনন্তর দিগের দুর্গের প্রাচীরের নিম্নভাগে যখন যুদ্ধ হয় তৎসময়ে ভরতপুরের রাজার যে সকল সৈন্য

তথায় ছিল তাহারা অবিরত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রতি গোলা বৃষ্টি করিয়াছিল ইহা বিবেচনা করিয়া প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব আজ্ঞা করিলেন যে আর যুদ্ধের বিলম্ব করা উচিত নহে এবং রাজার যে সকল রাজ্য তাহা অবিলম্বে আমারদের অধিকার করা কর্ত্তব্য। এবং হোলকারের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধারম্ভ হইলে ইঙ্গলণ্ডীয়রেদের পক্ষপাতী না হইয়া বাপুজী সিন্ধিয়া ও সদাশিব ভৌ সসৈন্যে অতি কৃতঘ্নতারূপে হোলকারের সহিত মিলিয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত এই আজ্ঞা করিলেন যে রাজবিদ্রোহিবৎ জ্ঞান করিয়া তাহারদিগকে ধৃত করিলে প্রাণদণ্ড করিবা।

ইঙ্গলণ্ডীয়কর্ত্তৃক দিগ দুর্গ আক্রান্ত হওয়াতে হোলকার একেবারে হতাশ হইলেন যেহেতুক তাঁহার চতুর্দিকস্থ প্রদেশ সকল অতিশীঘ্র ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আয়ত্ত হইল। পরে শ্রীযুত লার্ড লেক সাহেব ভরতপুরের গড় বেষ্টন করিতে কিছু ত্রুটি করিলেন না। ঐ দুর্গের পরিধি চারি ক্রোশ পরিমিত এবং তাহা অতিপ্রশস্ত ও অত্যুচ্চ কাঁচা প্রাচীরেতে বেষ্টিত এবং ঐ প্রাচীরের বহির্ভাগে অতিগভীর ও জল পরিপূর্ণ একটা প্রশস্ত খাত আছে। তাহার গড় নগরের পূর্ব্বদিগে গ্রথিত এবং ঐ প্রাচীর মধ্যেং অনেক ক্ষুদ্র দুর্গেতে সুরক্ষিত ঐ সকল ক্ষুদ্র দুর্গ কামানেতে পরিপূর্ণ। তৎকালে ঐ স্থানে রাজার নাম ছিল রণজিৎসিংহ। হোলকারের পদাতিকসকল ঐ গড়ের নিম্নভাগে আশ্রয় করিয়াছিল। ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা তথায় পঁহুছিবামাত্র তাহারদিগকে সেই স্থানহইতে দূরীকরণপূর্ব্বক তাহারদের কামানপ্রভৃতি কাড়িয়া লইল। অপর ১৮০৫ সালের ৭ জানুআরিতে ভরতপুরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কামানহইতে প্রথম গোলাক্ষেপ হয় এবং দুই দিবসের মধ্যে ঐ কিল্লার ভিত্তি এমত ভেদিত হয় যে তাহা প্রবেশোপযুক্ত হইল অতএব ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব তদ্দৃষ্টে ঐ দুর্গ আক্রমণার্থ দলবদ্ধ করিয়া সৈন্যেরদিগকে প্রেরণ করিলেন। বহিঃস্থ খাতে ঐ সৈন্যেরা পঁহুছিয়া দেখে যে তাহা প্রায় দুস্তরণীয় তথাপি অনেক কষ্টে তথাহইতে উত্তীর্ণ হইয়া তাহারা ঐ ভিত্তিভেদিত স্থানে পঁহুছিয়া অনেক যত্নপূর্ব্বক যুদ্ধ

করিল বটে কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া তথাহইতে পরাঙ্মুখ হইল।

অনন্তর ২১ তারিখে পুনর্ব্বার গোলাতে ভিত্তিভেদিত হইল এবং আক্রামক সৈন্যেরা অপরাহ্নে তিনঘণ্টার সময়ে পুনশ্চ যাত্রা করিয়া ঐ খাতে পঁহুছিল কিন্তু গিয়া দেখে যে তাহা জলেতে অধিকপরিপূর্ণ এবং পারহওয়া অতিদুঃসাধ্য বিপক্ষেরদের গোলাতে অনেক সৈন্য হত হইলে তাহারা বিফল হইয়া ফিরিয়া আইল। পরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধসামগ্রি এবং আহারীয় দ্রব্য প্রায় শেষ হইতে লাগিল অতএব অপর স্থানহইতে তাহা আহরণার্থ কতক কাল বিলম্ব হইল। অপর ফেব্রুআরি মাসের প্রথমে পুনশ্চ গোলা নিক্ষেপ হইতে লাগিল এবং ২০ তারিখে পুনর্ব্বার প্রবেশযোগ্য ভিত্তি ভেদিত হইলে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈন্যের দুই তিন মহাদল দুর্গ আক্রমণার্থ প্রেরিত হইল। তন্মধ্যে এক দল প্রাচীরের উপরি ভাগপর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল কিন্তু তাহারদিগের অনেক ভুলভ্রান্তিহওয়াতে অন্তঃপ্রবেশ করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। পর দিবস ইঙ্গলণ্ডীয়েরা পুনশ্চ তদ্রূপ কৃতযত্ন হইয়াও তদ্রূপ নিষ্ফলহওয়াতে পরাঙ্মুখ হইলেন। এতদ্রূপ অনবরত গোলা নিক্ষেপ করাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তোপ শেষে প্রায় অকর্ম্মণ্য হইল এবং তাঁহারদের গুলিবারুদ ইত্যাদির শেষ হয় ও আহারীয় দ্রব্য তাবদ্ভক্ষিত হইল এবং আঘাতী ও পীড়িত ব্যক্তির বৃদ্ধি হইল অতএব কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে ঐ ভরতপুরের যুদ্ধহইতে তাঁহারদের ক্ষান্ত থাকার আবশ্যক হইল।

ইতিমধ্যে গুজরাটহইতে কোটার অভিমুখে যাত্রা করিতে যে সকল সৈন্যেরদিগকে হুকুম হইয়াছিল তাহারদের প্রতি পুনর্ব্বার এই আজ্ঞা হয় যে তোমরা কোটাহইতে শীঘ্র ভরতপুরের নিকট পঁহুছিবা এবং ২১ ফেব্রুআরিতে তাহারা উক্ত স্থানে পঁহুছিয়া ঐ নগর বেষ্টনকরণের উদ্যোগী হইল। ভরতপুর বেষ্টনকরণসময়ে আমীর খাঁনামক যে এক জন আপগানীয় উদাসীন অনেক পিণ্ডারি লোক সংগ্রহ করিয়া ইতস্ততঃ লুঠ

করিতে লাগিল অতএব তাঁহাকে দমনকরণার্থে ইঙ্গলণ্ডীয়ের দের অশ্বারূঢ় প্রেরিত হইলে তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হই লেন। পরে ভরতপুর পুনর্ব্বার বেষ্টনকরণের পূর্ব্বে লার্ড লেক সাহেব ইহা মনে করিলেন যে এই অবকাশে হোলকারের তা বৎ সৈন্যেরদিগকে আমরা এ অঞ্চলহইতে দূরীকরণ করি না কেন। অতএব ২৯ মার্চে নিশীথের কিঞ্চিদনন্তর তিনি অশ্বারূ ঢ় লইয়া স্বীয় শিবিরহইতে যাত্রা করিলেন কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিলে বিপক্ষেরদের সহিত সাক্ষাৎ হইল কিন্তু অতি দূরহ ইতে তাহারা দেখিয়া পলায়ন করিল। তাহার তিন দিবসপরে হোলকারের সৈন্যেরা পুনর্ব্বার আসিয়া ভরপুতরের দশক্রোশ অন্তরিত স্থানে শিবির স্থাপন করিল। অপর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব ইহা শুনিয়া অতি গোপনে রজনীযোগে তাহারদের শি বিরের প্রতি যাত্রা করিলেন যদ্যপিও তাহারা এমত উদ্যোগী থাকিল যে তাহারদের অশ্বারূঢ়েরা একেবারে অশ্বসকল সুস জ্জিত করিয়া রাখিল তথাপি ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অকস্মাৎ তাহার দের প্রতি আক্রমণ করিয়া প্রায় সকলকেই কাটিয়া ফেলিলেন। এই যুদ্ধেতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রাণিমাত্রের হানি হয় নাই।

হোলকার ইহাতে প্রায় উদাসীন হইলেন তাঁহার অতিমান্য সরদারেরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের শরণাগত হইতে লাগিলেন। এবং কিজানি ইঙ্গলণ্ডীয়েরা পুনর্ব্বার তাঁহার কিল্লারপ্রতি আক্রমণ ক রেন এই ভয়ে ভরতপুরের রাজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সন্ধি ক রিতে ব্যগ্র হইলেন।

অপর ইঙ্গলণ্ডীয়েরা রাজার প্রস্তাবেতে স্বীকৃত হইয়া ১০ এ প্রিলে এই২. নিয়মে সন্ধি করেন যে রাজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে যুদ্ধে যাহা ব্যয় করাইয়াছেন তৎপরিশোধের নিমিত্তে বিংশ তি লক্ষ ফরক্কাবাদি টাকা দিবেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরা পূর্ব্বে ঐ রাজাকে যে দেশ দিয়াছিলেন তাহা তিনি ফিরাইয়া দিবেন। পরে হোলকার ও ভরতপুরের রাজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রতি যে রূপ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন তাহাতে সিন্ধিয়া অত্যন্ত উৎসা হী হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিভ্রাট জন্মাইতে আরম্ভ করিলেন

তাহাতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল যথাসাধ্য তাঁহার পরাক্রম খর্ব্ব করিতে নিশ্চয় করিলেন। হোলকারের সৈন্যসকল তৎকালীন ইতস্ততঃ ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল এবং তিনি সিন্ধিয়ার সঙ্গে যোগ করিয়া পুনর্ব্বার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে মনঃস্থ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত ইহা দেখিয়া সিন্ধিয়া ও হোলকারের সঙ্গে পুনশ্চ যুদ্ধ করিতে মহাড়ম্বরপূর্ব্বক আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মার্কুইস কর্নলওয়ালিস সাহেব গবর্নর্ জেনরলের পদগ্রহণার্থে ভারতবর্ষে পঁহুছেন। লার্ড উএলেসলি সাহেব ১৮০৩ সালের দিসেম্বর মাসে কোর্টআফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে লিখিয়াছিলেন যে আমি ভারতবর্ষের কর্ম্মে ইস্তফা দিতে ইচ্ছুক আছি। অপর কোর্টআফ ডৈরক্তর্স সাহেব ও রাজমন্ত্রিরা ভারতবর্ষে তাঁহার আমলে কর্জের বৃদ্ধি দৃষ্টে কাতর হইয়া এই ভাবিলেন যে লার্ড উএলেসলি সাহেব অত্যন্ত ব্যয়শীল ও মহানুভব ব্যক্তি অতএব তিনি যত কাল ভারতবর্ষে থাকিবেন ততকাল শান্তিহওনের বা ব্যয়ের লাঘবকরণের কিছুমাত্র প্রত্যাশা নাই। পরে লার্ড কর্ণলওয়ালিস সাহেব অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াও গবর্নর্ জেনরলের পদ গ্রহণ করিয়া ১৮০৫ সালের ৩০ জুলাইতে কলিকাতায় পঁহুছেন এবং গবর্ণমেণ্ট অদ্যাপিও হোলকারের সহিত যুদ্ধাবস্থায় আছেন এবং সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধিলের স্থৈর্য্য বিষয়ের কিছু নিশ্চয় নাই ইহা অবগত হইয়া তিনি স্বয়ং পশ্চিম দেশে যাত্রা করিতে নিশ্চয় করিলেন। লার্ড উএলেসলি সাহেবের রাজ্যসম্পাদক নিয়মেতে লার্ড কর্ণলওয়ালিস সাহেব তাদৃশ সন্তুষ্ট ছিলেন না। এতদ্দেশীয় স্বাধীন রাজারদের ব্যাপারবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যে সতত লিপ্ত থাকেন ইহা তাঁহার কদাচ ইচ্ছা ছিল না তিনি সর্ব্বদিগ্ দৃষ্টি করিয়া ইহা অবগত হইলেন যে উক্ত নানা যুদ্ধে নিত্য সম্পৃক্তহওয়াতে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত ঋণ হইয়াছে এবং সেনাপতি ও সিপাহীরদের মাসিক বেতন অনেক বাকি পড়িয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয় অপেক্ষা ব্যয়ের বাহুল্য হইয়াছে। এতদ্দেশীয় স্বাধীন রাজারদের সহিত সম্পর্ক রাখাতে তাঁহার এতদ্রূপ ব্যয়া

ধিক্য অতএব তৎসম্পর্ক রহিত করিতে নিশ্চয় করিলেন বাস্তবিক যে রাজনীতি লার্ড উএলেসলি সাহেবের অত্যভীষ্ট তাহার বৈপরীত্য করিতে তিনি অবধারণ করিলেন। প্রথমতঃ যে উপরি সৈন্যদিগকে লার্ড উএলেসলি সাহেব বার্ষিক সত্তরি লক্ষ টাকা বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি তাহারদিগকে এইবিবেচনায় একেবারে বিদায় করিতে স্থির করিলেন যে এতদ্রূপ বেতন লওনেতে আমারদিগকে গ্রাস করা অপেক্ষা যদ্যপি তাহারা আমারদের সহিত যুদ্ধ করে তথাপি সে ভাল। কিন্তু তাহারদের মাসিক বেতন তিন চারি মাসের বাকি ছিল তৎপ্রযুক্ত ঝটিতি বিদায় করা দুঃসাধ্য বোধ হইল অতএব কোম্পানি বাহাদুর চা ক্রয়করণার্থে চীনদেশে যে টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন ঐ টাকা লার্ড কর্ণলওয়ালিস সাহেব জাহাজহইতে বাহির করিয়া অবিলম্বে তাহারদিগকে বেতন দিয়া বিদায় করিলেন।

পুণ্যনগরে ও হয়দরাবাদের রাজারদের সহিত ইহার পূর্ব্বে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট সন্ধিকরিয়া তাঁহারদের দরবারে এক জন রেসিডেণ্ট সাহেবকে স্থাপনকরিযাছিলেন কিন্তু তত্রত্য রাজসংক্রান্ত লোকেরা রেসিডেণ্ট সাহেবের অত্যন্ত বাধ্যহওয়াতে ঐ দেশের অবান্তরীণ কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার প্রায় তাঁহার প্রতি পতিত হইল এবং ঐ রাজা আলস্যে মগ্ন হইয়া রাজকীয় কর্ম্মে তাদৃশ মনোযোগ করিতেননা তাহাতে তাবৎ ব্যাপারের বিশৃঙ্খল হইল এবং দরবারের যে সকল বিবাদ বিসম্বাদ তাহাতে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট লিপ্ত হওয়াতে তাঁহার অত্যন্ত মানের লাঘব হইল অতএব যত শীঘ্রসাধ্য তত শীঘ্র ঐ সম্পর্ক রাহিত্যার্থ নিয়ত চেষ্টাম্বিত হইলেন। তিনি কোর্ট আফ ডৈরকর্স সাহেবেরদের নিকটে আরো লিখিলেন যে সিন্ধিয়ার সহিত আমার বিরোধ ভঞ্জন ও যুদ্ধ নিবারণ করা মুখ্যাভিপ্রায়। সিন্ধিয়ার সহিত সম্মিলনের দুই বাধাছিল প্রথমতঃ সিন্ধিয়া বৃটিস রেসিডেণ্ট সাহেবকে আপনার ছাউনিতে ধৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় যে গড়গোআলিয়রের উপর সিন্ধিয়ার দাওয়া ছিল সেই গড়গোআলিয়র ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আপনারদের হস্তে রাখেন। প্রথম বাধার বি

ষয়ে শ্রীযুত কহিলেন যে সিন্ধিয়ার সঙ্গে যদি তাবদ্বিষয়ের লট খট মিটাওনের কেবল এই মাত্র প্রতিবন্ধক থাকে তবে আমি তদ্বিষয়ক কিছুমাত্র উল্লেখ করিব না। দ্বিতীয় বাধার বিষয়ে কহিলেন যে আমার বিবেচনাতে গড় গোআলিয়রও গোহদ স্থান তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত ইহাহইলে সন্ধির আর কিছু বাধক থাকিবেনা। হোলকারের বিষয়ে শ্রীযুত এই স্থির করিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাঁহার অধিকারের যে অংশ জয় করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে ফিরিয়া দেওয়া উচিত।

অপর যমুনা নদীর তীরে যে ক্ষুদ্২ রাজারা ছিলেন তাঁহারদের ব্যাপারের বিষয় বিশেষ বিবেচ্য এবং যে সন্ধির দ্বারা তাঁহারদের অধিকার সকল শত্রু হস্তহইতে রক্ষা করিতে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন সেই দেশ সকলের সঙ্গে লিপ্ত না থাকা শ্রীযুতের অত্যাকাঙ্খা ছিল। তিনি তদ্বিষয়ে এমত ব্যগ্র ছিলেন যে তাহারদিগকে কোন নূতন দেশ প্রদান করিয়াও সন্ধির বন্ধনহইতে মুক্ত হন এমত স্বীকার করিলেন। বিশেষতঃ মাচেরী ও ভরতপুরের রাজার লেঠাহইতে মুক্তহইতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাঁহার এই প্রত্যাশা ছিল যে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদের সাহায্য না করিলেও তাঁহারা আপনারদের উদ্যোগেতেই সিন্ধিয়ার হস্তহইতে রক্ষা পাইতে পারিবেন এবং সিন্ধিয়া যে দোআবে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের উপর চড়াউ করিবেন ইহা সম্ভবে না অতএব মাচেরী ও ভরতপুরের রাজার সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সম্পর্ক রাখণের কিছু আবশ্যক নাই এই অভিপ্রায়ে সিন্ধিয়ার নিকটে এমত এক পত্র লিখিত হইল যে আপনি বৃটিস রেসিডেণ্ট সাহেবকে মুক্ত করিলে যাহাতে গড় গোআলিয়র ও গোহদ আপনার অধিকারভুক্ত হয় এমত এক নিয়ম করিতে লার্ড লেক সাহেব প্রস্তুত আছেন। কিন্তু এই সকল পত্র লার্ড লেক সাহেবের নিকটে পঁহুছনের পূর্ব্বে সিরজী রাও ঘাট্কানামক সিন্ধিয়ার প্রধান মন্ত্রী অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পরম শত্রু সিন্ধিয়ার কর্ম্মচ্যুত হইলেন এবং আম্বাজী তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন। পরে ঐ

ঘাট্কা এই রূপে বিদায় হইয়া হোলকারের দরবারে গমন করিলেন কিন্তু হোলকারের তৎসময়ে সিন্ধিয়ার সঙ্গে সুহৃদ্ভাবে থাকা চেষ্টা ছিল অতএব তিনি ঘাট্কারে আশ্রয় দিলেননা। মুনশী কাবেল নায়িননামক সিন্ধিয়ার এক জন বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল কিন্তু তিনি ঐ সিরজী রাও ঘাটকার বিরোধী ইহাতে সুতরাং তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সপক্ষ। ঐ ঘাট্কা তাঁহার প্রতি কিজানি কোন্ সময়ে বিরুদ্ধাচরণ করেন তৎ প্রযুক্ত মুনশী ভীত হইয়া দিল্লীতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আশ্রয়াধীনে থাকিলেন। পরে নূতন গবরনর্ জেনরল সাহেব সিন্ধিয়ার সহিত যে সন্ধি করিতে চেষ্টিত আছেন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব ইহা অবগত হইয়া উক্ত মুনশীকে আপনার শিবিরে আহ্বানপূর্ব্বক আনয়ন করিলেন এবং তাঁহার দ্বারা গোপনে সিন্ধিয়াকে এই জ্ঞাপন করিলেন যে মুনশী কাবেল নায়িনের দ্বারা তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত সন্ধি করেন তবে হইতে পারে যে তাঁহার তাহাতে মঙ্গল হইবে। এই প্রস্তাব যে ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি সাহেবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে তাহা সিন্ধিয়া কিছু মাত্র অবগত নাহইয়া মুনশী কাবেল নায়িনকে কহিলেন যে তুমি এই ক্ষণে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত একটা বন্দোবস্তের চেষ্টা পাও। ইহাতে সন্ধিকরণবিষয়ে প্রথম প্রস্তাবকরণের যে অসম্ভ্রম তাহাহইতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা প্রকারতো মুক্ত হইলেন। পরে ঐ মুনশীদ্বারা সিন্ধিয়ার সন্ধিবিষয়ক প্রস্তাব শুনিবামাত্র লার্ড লেক সাহেব কহিলেন যে সিন্ধিয়া যে পর্য্যন্ত ব্রিটিস রেসিডেণ্ট সাহেবকে মুক্ত না করেন সেপর্য্যন্ত আমি তদ্বিষয়ের কিছুমাত্র শুনিব না। ইহাতে রেসিডেণ্ট সাহেব তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইলেন এবং প্রধান সেনাপতি সাহেবের নিকটে সন্ধি করিতে যে এক পত্র লিখিয়াছিলেন তৎ পত্রাগত হওনের পূর্ব্বেই উক্ত এই সকল ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। পরে গবরনর জেনরল সাহেবের ঐ পত্র তাঁহার নিকট পঁহুছিলে সেনাপতি সাহেব এই স্থির করিলেন যে সন্ধির বিষয়ে গবরনর্ জেনরল সাহেবের যে ব্যগ্রতা তাহা ব্যক্ত করিলে অনেক সম্ভ্রমের ত্রুটি ও তাঁহার যে অভিপ্রায় তাহাও নিষ্ফল

হইবে এতন্নিমিত্তে গবর্নর জেনরল সাহেবের পত্র প্রকাশ ক রিলেন না বরং তদ্বিষয়ক স্বীয় অভিপ্রায় তাঁহাকে গোপনে জ্ঞা পন করিলেন।

কিন্তু ঐ পত্র শ্রীযুত লার্ড কর্ণল ওয়ালিস সাহেবের নিকটে যে সময়ে পঁহুছে তৎকালে তিনি এমত পীড়িত যে সরকারী কর্ম্ম নি র্ব্বাহ করিতে অক্ষম। ইঙ্গলণ্ডদেশ হইতে আগমনের পূর্ব্বেই তাঁ হার কিঞ্চিৎ অস্বাস্থ্য ছিল এবং পশ্চিমদেশে যাত্রোদ্দেশে কলি কাতাহইতে প্রস্থান করণাবধি তাঁহার পীডার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল পরে ২৮ সেপ্তেম্বরে তাঁহার অত্যন্ত পীড়াহওয়া প্রযুক্ত গমনাসামর্থ্য হইলে তাহাকে নৌকাহইতে আনয়ন করিয়া গাজিপুরে এক বাটীতে রাখাগেল। এতদ্বিষয়ক সম্বাদ তৎক্ষণাৎ কলিতায় প্রেরিত হইল যে শ্রীযুতের অল্পদিন জীব নের সম্ভাবনা। তৎসময়ে লার্ড লেক সাহেব রণস্থলে ছিলে ন এবং কেবল দুইজন অন্তঃপাতি অর্থাৎ সরজর্জ বারলো ও অর্ণি সাহেব। পরে কলিকাতার যে সকল আবশ্যক কর্ম্ম তাহা শ্রীযুত অর্ণি সাহেবের প্রতি অর্পণ করিয়া শ্রীযুত সর জর্জ বার লো সাহেব ডাকের দ্বারা গাজিপুরে যাত্রা করিলেন। অনন্তর লার্ডকর্ণল ওয়ালিস সাহেব ৫ অক্তোবরে লোকান্তর গত হন মৃত্যুর একমাস পূর্ব্ব অবধি করিয়া তিনি প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে অতি দুর্ব্বল ও অচৈতন্য হইয়া থাকিতেন কিন্তু অপরাহ্নে তাঁহার কিঞ্চিৎ বলাধান ওচৈতন্য হইত অনন্তর গাত্রোত্থান করিয়া পরিহিতপরিচ্ছদ হইয়া যে সকল পত্রাদি তাঁহার নিকটে আ গত হইত তাহার উত্তর প্রদান করিতেন। তাঁহার নিধনোত্তর সর জর্জ বারলো সাহেব তৎপদ গ্রহণ করিলেন এবং লার্ড লেক সাহেব লার্ডকর্ণল ওয়ালিস সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছি লেন তাহার উত্তর তিনি এই প্রদান করিয়া লিখিলেন যে লার্ড কর্ণল ওয়ালিস সাহেব রাজনীতির বিষয়ে যে সকল নিয়ম ক রিয়াছিলেন তাহার কিছুমাত্র অন্যথা না করিয়া আমি তদনু

গামী হইব এবং যে ক্ষুদ্২ হিন্দুস্থানের রাজারদের সহিত আ মারদের যে সম্পর্ক ছিল তাহা আমি রহিত করিব।

অপর সেপ্তেম্বর মাসের পূর্ব্বার্দ্ধে হোলকার স্বীয় সৈন্যের অধিকাংশ লইয়া আজমীরহইতে প্রস্থান করিয়া উত্তরদিগে সীকের দেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন তৎসময়ে তাঁহার সঙ্গে বার হাজার অশ্বারূঢ় ওকিয়ৎ যেমন তেমন পদাতিক ও ত্রিশটা কামান ছিল। অপর লার্ড লেক সাহেব বহু সৈন্য সমবেত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামীহইতে উদ্যোগী হইলেন ইতিমধ্যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ও সিন্ধিয়ার মধ্যে সন্ধিবিষয়ক কথোপকথনের সূচনা হইতে লাগিল সিন্ধিয়ার পক্ষে মুন্সি কাবেল নায়িন উকীল। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পক্ষে সর জন মালকম সাহেব। পরে ২৩ নবেম্বরে ঐ সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হয় তাহাতে এই নিয়ম লিখিত থাকে যে পূর্ব্বে জেনরল উএলেসলি সাহেবকর্ত্তৃক যে সন্ধি হয় তাহার যেং অংশ বর্ত্তমান সন্ধির দ্বারা মতান্তর না হয় তাহা স্থিরতরের ন্যায় হইবে। গোহদ ও গোআলিয়র প্রদেশ সিন্ধিয়াকে প্রদত্ত হইল এবং ঐ উভয় রাজ্যের বিভাজক সীমা চম্বলী নদী নির্দ্ধার্য্য হয় এবং যে জায়গীর ও বৃত্তি ও প্রদেশ পূর্ব্ব সন্ধিপত্রক্রমে তাঁহাকে নিজস্বরূপ দেওয়া যায় সে সকল তিনি ফিরাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে নিজার্থে চারি লক্ষ ও তাঁহার স্ত্রীর নিমিত্ত দুই লক্ষ ও কন্যার নিমিত্ত এক লক্ষ নগদ টাকা বৃত্তি লইতে স্বীকৃত হইলেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরা এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে উদয়পুর ও যোধপুর ও কোটা অথবা সিন্ধিয়ার অন্য কোন করদায়ি রাজারদের সহিত আমরা বন্দোবস্ত করিব না এবং সিন্ধিয়া ইহা স্বীকার করিলেন যে আপন কর্ম্মে আমি আর কখন সীরজী রাও ঘাট্‌কাকে গ্রহণ করিব না।

যে সময়ে এই সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরহইতে ছিল তৎসময়ে লার্ড লেক সাহেব হোলকারের পশ্চাৎ২ অনবরত ধাবমান হইলেন এবং যে কালে লার্ড লেক সাহেব রণস্থলে উপস্থিত হইলেন তদবধি হোলকার যুদ্ধ না করিয়া নিরন্তর পলায়ন পর থাকিলেন। পরে সীকেরদেরহইতে কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্ত না হই

য়া এবং আপনাকেও নিতান্ত উপায়হীন দেখিয়া তিনি ইঙ্গল ণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সন্ধিকরণের প্রার্থনা করিলেন এবং ১৮০৫ সালের ২৪ দিসেম্বরে তিনিও ইঙ্গলণ্ডীয়েরা বেয়ানদীর তীরে এক সন্ধিপত্র করেন তদ্দারা হোলকারের চম্বলী নদীর উত্তরে যে কোন দেশের উপর তাঁহার দাওয়া ছিল তাহা এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কিম্বা তাঁহারদের সহকারি রাজারদের উপর তাঁহার যে অন্য কোন প্রকার দাওয়া ছিল তাহা তিনি ত্যাগ করিলেন। এতদ্রূপ নিয়ম স্বীকার করাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে দিলেন। পরে জেনরল সাহেব স্বপক্ষে এই স্বীকার করিলেন যে হোলকারের অধিকার কি তাঁহার অধীন কোন ব্যক্তির বিষয় কর্ম্মের প্রতি তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং গোদাবরী ও তপ্তি নদীর অন্তরালে হোলকারের যে দুর্গ ও অধিকার ছিল তাহা ফিরাইয়া দিবেন।

এতদ্রূপে সর জর্জ বারলো সাহেব সন্ধির বিষয়ে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের ব্যগ্রতা অবগত হইয়া সিন্ধিয়া ও হোলকারের সঙ্গে সন্ধি করিলেন এবং পশ্চিম দেশে অন্য২ ক্ষুদ্র রাজারদের সহিত যে তাবৎ সম্পর্ক তাহা রহিত করিলেন।

এইক্ষণে লার্ড উএলেসলি সাহেবের আমলে কেবল রাজস্ব আয়ব্যয়ের বিবরণ লিখন অবশিষ্ট থাকিল। অতএব ১৭৯৭ সালে তিনি যৎকালে গবরনর জেনরলী পদধারণ করেন তদানীং ইঙ্গলণ্ডেও ভারতবর্ষে কোম্পানি বাহাদুরের সত্তর লক্ষ টাকা কর্জ ছিল এবং যে সময়ে তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন তৎকালীন কর্জ সাড়ে একত্রিশ লক্ষপর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। উক্ত ১৭৯৭ সালে ভারতবর্ষের বার্ষিক উৎপন্ন রাজস্ব আট কোটি টাকা ছিল ব্যয় আট কোটি সত্তর লক্ষ টাকা তিনি যে সময়ে স্বীয় পদ ত্যাগ করেন তৎকালে বার্ষিক উৎপন্ন রাজস্ব সাড়ে পনর কোটি ব্যয় সাড়ে সত্তর কোটি টাকা।

[১৫ অধ্যায়।] [১৮০৫ সাল।]

রি

১৬ প্রথম অধ্যায়।

লার্ড মিণ্টো সাহেব ১৮০৭ সালের জুলাই মাসে ভারতবর্ষে আগত হইয়া গবর্নর্ জেনরলের পদ ধারণ করেন। তাঁহার আমলে হিন্দুস্থানের স্বাধীন রাজারদের সহিত সম্পর্কের যে নিব র্ত্ত ও পরিবর্ত্ত হয় তাহা এইক্ষণে প্রস্তাব্য।

তাঁহার অধিকারসময়ে দক্ষিণ দেশে নিজামের রাজ্যের সহিত যদ্যপিও কিছু মতান্তর না হয় তথাপি তাঁহার দরবারে যেং প রিবর্ত্ত হয় তাহার কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গকরণের আবশ্যক। হয়দরাবাদে র নিজামের উজীর মীর আলম ১৮০৮ সালের অবসানে পরলো ক প্রাপ্ত হন। ত্রিশ বৎসরাবধি দক্ষিণ দেশে যে সকল রাজকীয় ব্যাপার হয় তাহার প্রায় মূল তিনি ছিলেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদে র নিত্য সপক্ষ অতিনৈপুণ্যপ্রযুক্ত তাঁহার আমলে ইঙ্গলণ্ডীয়ের দের ও সে রাজ্যের বিস্তর মঙ্গল হইয়াছিল তাঁহার পরলোকা নন্তর তৎপদগ্রহণাকাঙ্ক্ষী অনেকে উপস্থিত হইলেন এবং তদ্বিষ য়ে বড় সাহেব ও নিজামের সহিত অনেক লিখনপঠন হইয়া শেষে এই স্থির হইল যে মুনিয়র উর্ম্মুলকনামক এক জন মুসল মান ওমরা উজীর নামধারী থাকিবেন কিন্তু চাণ্ডালালনামক এক ব্যক্তি দেওয়াননামে বিখ্যাত হইয়া তাবৎ রাজকীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। এই বন্দোবস্তে বড় সাহেব ও নিজামের উভয়েরি ইষ্ট সিদ্ধ হইল যেহেতুক ঐ মুনিয়র উর্ম্মুলক নিজামের প্রিয়পাত্র চা ণ্ডালাল ইঙ্গলণ্ডীয়ের বিশ্বাসপাত্র। কিন্তু নিজাম ঐ দেওয়ানকে তাবৎ কর্ম্ম সম্পাদকতার ভার লিখিয়া দিয়াও পরাক্রমসকল গ্র হণ করিতে বারম্বার উদ্যোগ করিলেন ঐ উদ্যোগেতে দরবারে সু তরাং নানা বিভ্রাট জন্মিতে লাগিল।

অপর ১৮০৮ সালের ১৪ সেপ্তম্বরে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সা হেবেরদের নিকটহইতে এইরূপ এক পত্র আগত হয় যে হয়দ রাবাদের তাবৎ আন্তরিক ব্যাপারে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট হস্ত নি ক্ষেপ না করেন কেবল তত্রস্থ সৈন্যেরদের সুনিয়মেরবিষয়ে ম নোযোগী হন এইপ্রযুক্ত তথাকার রেসিডেণ্ট সাহেব হয়দরাবা

দের সৈন্যের উপরে ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি রাখিয়া ঐ সৈন্যেরদিগকে ইঙ্গলণ্ডীয় তাবৎ রীত্যনুসারে সুশিক্ষিত করিয়া প্রস্তুত করিলেন। ঐ সৈন্যের দ্বারা দেওয়ানের অত্যন্তোপকার হইল যেহেতুক তাঁহার বিপক্ষের কিছু ন্যূনতা না থাকিলে ঐ মহাসৈন্যেরা সপক্ষ হওয়াতে বৈরিবিষয়ে আর তাঁহার ভয়মাত্র ছিল না এবং তিনি অনিবার্য্যরূপে দেশের আন্তরিক শাসন নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেশ হইতে টাকা শুষিয়া লওয়া এতাবন্মাত্র তাঁহার অভিপ্রায় তাহাতে দেশের মহাং প্রধান জমীদারেরা অত্যন্ত অসম্ভ্রান্ত হইলেন ও প্রজারদের উপর অত্যসহ্য রাজস্বের ভার পড়িল এবং দেওয়ান ও তাঁহার কুটুম্ব অমাত্য ও কতক সর্ব্বগ্রাহি বণিক্‌মাত্রেরদের লাভ হইল। তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সুখ্যাতির অত্যন্ত হানি হইল যেহেতুক প্রজাগণেরা যথার্থরূপে কহিতে লাগিল যে ঐ দেওয়ান ও তাঁহার কর্ম্মকারকেরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের দত্ত সৈন্যের দ্বারা এমত পুষ্ট যে অস্মদাদির রাজা হইতে তাঁহার যে ভয় হইত তাহা একেবারে রহিত হইয়াছে। লার্ড মিণ্টো সাহেবের অধিকারসময় ব্যাপিয়া হয়দরাবাদের রাজকীয় তাবদ্ব্যাপার এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত থাকে।

ঐ বড় সাহেবের আমলে পুণ্যনগরের দরবারে কোন বিশেষরূপান্তর হয় নাই। পেসোআ দুই তিন বার অন্যং মহারাষ্ট্রীয় রাজারদিগকে পূর্ব্ববৎ স্বীয়বাধ্য করিতে উদ্যুক্ত হইলেন কিন্তু গবর্নর্ জেনরল সাহেব তাহা করিতে দিলেন না কেবল দক্ষিণ দেশস্থ জায়গীরদারেরদের বিষয়ে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিতে হইল। বাসিনের সন্ধিকরণের দিবসাবধি ঐ জায়গীরদারেরদের সহিত পেসোআর নিত্য বিরোধ চলিত। অপর অনেক বাদানুবাদের পর লার্ড মিণ্টো সাহেব ভারতবর্ষহইতে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই তদ্বিষয়ক সমাধা করিলেন। প্রথমতঃ বাজি রাও পেসোআ কহিলেন যে ইহাঁরা আমার সরকারের জায়গীরদার অতএব এই আন্তরিক বিরোধে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় তাহারদিগকে দমন করা আমার কর্ম্ম। তাহাতে বৃটিস রেসিডেণ্ট সাহেব কহিলেন যে তোমার দে

শে যে বেতনভুক ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা আছে তাহারদের দ্বারা যদি ইহারদের দমন করিতে হয় তবে ঐ বিরোধের যাথার্থ্যা যাথার্থ্যের বিষয় আমারদিগের বিবেচ্য। অনন্তর অনেক বা দানুবাদের পর পেসোআ তাহাতে স্বীকৃত হইলে রেসিডেণ্ট সাহেব তাহারদের নিকটে পত্র লিখিলেন যে তোমরা পন্দরপুর স্থানে আসিবা অমি এবং বাজিরাও তথায় যাইব। পরে রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহারদিগকে কহিলেন যে তোমরা সনন্দব্যতিরেকে যে ভূমি ভোগ করিতেছ তাহা পেসোআকে ফিরিয়া দিতে হইবে কিন্তু তাহারা তাহা ফিরিয়া দিতে সম্মত না হইলে রেসিডেণ্ট সাহেব কর্ত্তৃক তথায় সৈন্য প্রেরিত হওয়াতে তাহারা তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইয়া পন্দরপুরে পেসোআর নিকট আইল তথাহইতে পেসোআর সঙ্গে গমন করিয়া পুণ্যনগরে তাবদ্বিরোধ ভঞ্জন হইল।

লার্ড মিণ্টো সাহেবের আমলে সিন্ধিয়ার সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে ভাব ছিল তাহা তদবস্থই থাকিল তাঁহার সহিত মিত্রতার কিছু ভঙ্গ হইল না কেবল তিনি পিণ্ডারিরদিগকে কিঞ্চিৎ২ আশ্রয় দিলেন।

১৮০৬ সালে মালবাদেশে প্রত্যাগমনের পর যশোবন্ত রাও হোলকার একেবারে বায়ুাক্রান্ত হইলেন এবং অন্য রাজারদের সহিত তাঁহার যে দরবারছিল সুতরাং তাহা অমনি রহিল। ইহা দেখিয়া আমীর খাঁ নামক পিণ্ডারিরদের এক জন সরদার হোলকারের দরবারে প্রবল হইতে উদ্যুক্ত হইলেন এবং হোলকারের নামে চতুর্দিগস্থ দেশে নানা বিভ্রাট জন্মাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ অন্যং পিণ্ডারি দলকে সঙ্গে করিয়া তিনি নর্ম্মদা নদীর তীরে আসিয়া ছাউনি করিলেন এবং বিরাটের রাজার উপরে অনেক টাকার দাওয়া করিয়া কহিলেন যে ইহা এইক্ষণে আমাকে না দিলে তোমার রাজধানী নাগপুরের উপর আক্রমণ করিতে আমি প্রস্তুত। এতাবদ্বৃত্তান্ত শুনিয়া বিরাটের রাজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহায়তা প্রার্থনাকরণের পূর্ব্বে ঐ আমীর খাঁ এবং

পিণ্ডারিরদিগকে নিবারণকরণার্থে বিরাট রাজ্যের পূর্ব্বসীমায় ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এক দল মহা সৈন্য সংগ্রহ করিতে কর্ণল ক্লোস সাহেবকে শ্রী যুত আজ্ঞা দিলেন এবং তৎসমকালীন কর্ণল মার্টিণ্ডেল সাহেবকে সসৈন্যে বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রেরণ করিলেন।

বিরাটের রাজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এতদ্রূপ সাহায্যের বিষয় শুনিয়া এবংঐ সাহায্যের বিনিময়ে তাঁহার স্থানে তাঁহারা কিছু অর্থ লইবেন না ইহা শুনিয়া অত্যন্ত হৃষ্টমনা হইলেন। কিন্তু যুদ্ধারম্ভকরণের পূর্ব্বে লার্ড মিণ্টো সাহেব যশোবন্তরাও হোলকারকে এক পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমীর খাঁ যে উপদ্রব করিতেছে ইহা তোমার আজ্ঞাক্রমে কি না তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে আমরা আপনারাই আমীর খাঁর দায়হইতে মুক্তহওনের চেষ্টায় আছি। পরে শ্রীযুত আমীর খাঁকে একপত্র লিখিয়া কহিলেন যে তুমি নাগপুরের সীমাহইতে আপনার ছাউনি উঠাইয়া চলিয়া যাও। তাহাতে আমীর খাঁ উত্তর করিলেন যে বিরাটের রাজা ও আমারদের সঙ্গে যে বিরোধ আছে তা তাহাতে আপনকারদের হস্তনিক্ষেপ করণের কিছু ক্ষমতা নাই যদি আপনারা হস্তক্ষেপ করেন তবে আমি আপনকারদের রাজ্যের উপর অতিক্রম করিব। ইতিমধ্যে আমীর খাঁ হোলকারের দরবারে তাঁহার পরাক্রমের হ্রাসহইতেছে ইহা শুনিয়া হোলকারের রাজধানী ইণ্ডোরে গমন করিলেন এবং কর্ণল ক্লোস সাহেবও কর্ণল মার্টিণ্ডেল সাহেব একত্র হইলে প্রথমোক্ত সাহেব তাবৎ সৈন্য লইয়া মালবাদেশে প্রবেশ করিয়া আমীর খাঁর রাজধানী সিরোঞ্জ ও তাঁহার প্রায় তাবদধিকার আয়ত্ত করিলেন ইহাতে আমীর খাঁ আসন্নবিনাশ প্রায়। কিন্তু গবর্নর জেনরল সাহেবের মনোগত বিবেচনার কিঞ্চিদ্বিবর্ত্তনহওয়াতে তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। শ্রীযুত এই বিবেচনা করিলেন যে যাহাতে ভারতবর্ষে শান্তির কিছু বৈপরীত্য হয় এমত কোন কর্ম্মে তুমি কদাচ প্রবর্ত্ত হইবে না কোর্ট আফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের এই আজ্ঞা আছে। অতএব ঐ আমীর খাঁ ও তাঁহার সহচরেরা অ

র্থাৎ পিণ্ডারিরা যদ্যপি লুঠের ব্যাপারে প্রবৃত্ত ছিল তথাপি তাহারা যে দেশ লুঠকরিয়া ভোগ করিতেছে সেই দেশ লইয়া যদি আমরা ভোগ করি তবে কি জানি তাহার ইতস্ততো দেশস্থেরদের সঙ্গে আমরা বিরোধেতে বা লিপ্ত হই। এই নিমিত্ত তিনি কর্ণল ক্লোস সাহেবের নিকটে লিখিলেন যে কেবল নাগপুরের রাজ্য যাহাতে রক্ষা পায় এমত চেষ্টা পাইয়া আপনার সৈন্য সকল তথাহইতে উঠাইয়া আনিবা। এবং ইহাতে আমীর খাঁ সসৈন্য রক্ষা পাইলেন।

কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্য তথায় উপস্থিত না থাকিলে আমীর খাঁ যে পূর্ব্ববৎ নাগপুরের রাজার উপর আগামি বৎসরে অত্যাচার করিবেন গবরনর জেনরল সাহেব ইহা নিশ্চয়াবগত হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে ঐ রাজার অধিকারে চিরকাল স্থাপনার্থে রাজার সহিত এক সন্ধিপত্র করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তাহাতে রাজা প্রথমতঃ স্বীকৃত হইলেন না কিন্তু কর্ণল ক্লোস সাহেব তথাহইতে আপনার সৈন্য উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন ইহা শুনিয়া এবং এইক্ষণে আমীরখাঁ আমার রাজ্যের উপর আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন ইহা অবগত হইয়া তিনি এতদ্রূপ সন্ধি করণবিষয়ে ব্যগ্র হইলেন তথাপি কহিলেন যে ইহার খরচার অংশ দিতে পারিব না। শ্রীযুত বিবেচনা করিয়া কহিলেন যে তোমার দেশ রক্ষার্থে যে সৈন্য সংগ্রহ করা যাইবে তাহার খরচ তোমার কিছু দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য সৈন্যের তাবৎ খরচ আমি লইব না কিন্তু সৈন্যেরা রণস্থলে উপস্থিত হইলে তাহারা যে দ্বিগুণ বাট্টা পাইয়া থাকে কেবল তাহা লওয়া যাইবে। রাজা অনেক গতিক্রিয়ার পর স্বীকার করিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে লার্ড মিণ্টো সাহেব জাবা উপদ্বীপ জয় করণার্থে তথায় যাত্রা করিলেন তাহাতে ঐ সন্ধির বিষয় যবস্থবে থাকিল।

এই সকল বৃত্তান্ত কোর্ট আফ ডৈরক্টের্স সাহেবেরা অবগত হইলে তাঁহারা ইহা কহিলেন যে যাহাতে নাগপুরের রাজার দেশে সৈন্য স্থাপন করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি হয় এমত আমা

রদের পরামর্শসিদ্ধ এবং বিরাটের রাজাকে পিণ্ডারিরদের হস্তহইতে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং যদ্যপিও ভারতবর্ষে অনধীন রাজারদের সহিত সম্পর্ক রহিত হওয়া এমত আমারদের পরমেচ্ছা তথাপি কোন রাজার সহিত যদি অগত্যা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তবে তাঁহাকে একেবারে উপায়হীন করা আমারদের অনিষ্ট নহে।

মহারাষ্ট্রীয়েরা জয়পূর্ব্বক দেশ লুঠ করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিত তাহা পিণ্ডারিরা বহুকালাবধি মহারাষ্ট্রীয়েরদের সৈন্যের অনুচর হইয়া তাবৎ লুঠ করিয়া লইত। কালক্রমে তাহারা দলপুষ্ট হইয়া হোলকার ওসিন্ধিয়ার নামমাত্র প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া আপনং নিমিত্তই সর্ব্বত্র লুঠ করিয়া লইত এবং এতদ্রূপে পিণ্ডারিরা মধ্যম হিন্দুস্থানের ইতস্ততঃ ভ্রমণকরত সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া যাহারদিগকে উদাস করিত এমত অনেক ব্যক্তিরদিগকে তাহারা আপনারদের দলভুক্ত করিয়া রাখিত। কিন্তু যখন কর্ণল ক্লোস সাহেব সৈন্য লইয়া মালবা দেশে প্রবেশপূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইলেন তখন তাহারা অত্যন্ত ভাবিত হইল কিন্তু কর্ণল ক্লোস সাহেব যখন লার্ড মিণ্টো সাহেবের আজ্ঞাক্রমে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য তথাহইতে উঠাইয়া লইলেন তখন তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী হইতে লাগিল এবং নাগপুরের রাজার নানাপ্রদেশ আক্রমণপূর্ব্বক রাজধানীর এক পল্লীপর্য্যন্ত দাহ করিল অপর ১৮১২ সালে ঐ পিণ্ডারিরদের এমত সাহস হইল যে নানা স্থান লুঠ করিয়া আসিয়া মীরজাপুরপর্য্যন্ত লুঠ করিয়া লইয়া গেল। ইহাতে গবরনর্ জেনরল সাহেব কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে লিখিলেন যে আমারদের নিজ অধিকারের বহির্ভূত অন্যং রাজ্যে যে হস্তক্ষেপ করা যাইবে না ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের এই যে প্রতিজ্ঞা ইহা আমার পরামর্শে ভাল বোধ হয় না যেহেতুক তদ্রূপ ব্যবহার করাতে পিণ্ডারিরা ক্রমেতে প্রবল হইয়া ইতস্ততঃ লোকেরদিগকে যেপর্য্যন্ত ক্লেশ দিতেছে তাহা প্রায় অবর্ণনীয়। এই ক্ষণে পিণ্ডারিরা নাগপুরের রাজার সীমার উপরে এবং পেশো

আ ও নিজামের দেশের নিকটে আসিয়াছে এবং প্রতিবৎসর কৃতকার্য্য হওয়াতে ও তাহারদিগকে নিবারণ করিতে কাহারো শক্তি নাই ইহা দেখিয়া তাহারদের সংখ্যা ও পারিপাট্যও সাহসের দিনং বৃদ্ধি হইতেছে অতএব যদ্যপি তাহারদিগকে দমনার্থে এইক্ষণে কোন চেষ্টা না পাওয়া যায় তথাপি অত্যল্পকালের মধ্যে তাহার কোন উপায় না করিলে নয় নিদানে নর্ম্মদা নদীর তীরে আপনারদের এক দল সৈন্য স্থাপন করা পরামর্শ সিদ্ধ হয়। কিন্তু এতদ্বিষয়ে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা যাহা স্থির করিলেন তৎসম্বাদ ভারতবর্ষে পঁহুছনের পূর্ব্বে লার্ড মিণ্টো সাহেব স্বীয় কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

অতএব এইক্ষণে লাহোরের রাজা শ্রীযুত রণজিৎসিংহের বিষয় প্রস্তাব্য। শতদ্রু নদীর দক্ষিণে যেং ক্ষুদ্র রাজা আছেন তাঁহারা ইহার পূর্ব্বে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আশ্রয়ে ছিলেন কিন্তু সর জর্জ বারলো সাহেব কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে তাঁহারদিগকে তদাশ্রয় চ্যুত করিলেন। লাহোরের রাজা রণজিৎসিংহ ইহা দেখিয়া এবং আপনার রাজ্যের বৃদ্ধিকরণে সতত চেষ্টিত হইয়া তাঁহারদের বিরোধের মধ্যে দুইবার প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারদিগকে আপনাকে প্রভুর ন্যায় স্বীকার করাইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম বার উদ্যোগ করাতে লার্ড মিণ্টো সাহেব তাদৃশ মনোযোগ করিলেন না দ্বিতীয় বারের উদ্যোগেতে শ্রীযুত তাঁহাকে নিবারণ করিলেন এবং যমুনা শতদ্রু নদীর মধ্যবর্ত্তি যে সকল ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন তাঁহারদের উপর পুনর্ব্বার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রভুত্ব সর্ব্বত্র জ্ঞাপন করিলেন। অপর শ্রীযুত ঐ রাজ্যে অর্থাৎ আপনারদের সীমান্তরালে এক দল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং প্রথমতঃ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ দেখা যাইবে এমত রণজিৎসিংহের প্রবোধ জন্মিল কিন্তু পরে তিনি সদ্বিবেচনা করিয়া ঐ যমুনা শতদ্রু নদীর মধ্যস্থানস্থ আপনার সৈন্য সকল উঠাইয়া লইয়া গেলেন তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরাও সৈন্য সকল সেই স্থানহইতে উঠাইয়া শতদ্রু নদীর বাম পার্শ্বে লুদিয়ানা স্থানে জেনরল অক্তর লোনি সাহেবের অধীনে এক

দল সৈন্য স্থাপন করিলেন। এই সকল ব্যাপার সমাধা হওনের কিঞ্চিৎ কালানন্তর রণজিৎসিংহের সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সন্ধিপত্র হয় তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা স্বপক্ষে এইঅঙ্গীকার করেন যে আমরা আপনকার নিজ অধিকার কিম্বা প্রজারদের উপর আক্রমণ করিব না এবং রণজিৎসিংহ ইহা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে শতদ্রু নদীর বামপার্শ্বের রাজস্ব আদায়করণোপযুক্ত যে সৈন্য তদতিরিক্ত কোন সৈন্য তথায় রাখিব না।

অপর ১৮০৮ সালে ফ্রান্সদেশের নাপোলিয়ন রাজা ভারতবর্ষস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য আক্রমণ করণাভিপ্রায়ে পারসী দেশের দরবারে এক জন উকীল প্রেরণ করিলেন ইহাতে গবর্নর্ জেনরল সাহেবের কিঞ্চিৎ উদ্বেগ জন্মিল এবং নাপোলিয়নের অভিপ্রেত নিষ্ফল করণার্থে কলিকাতাহইতে এক জন উকীল পারসীদেশে প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে ইঙ্গলণ্ডদেশের রাজমন্ত্রিরা তদভিপ্রায়ে রাজার সনন্দ দিয়া এক জন রাজউকীল ইঙ্গলণ্ডদেশহইতে তথায় প্রেরণ করিলেন। অপর গবর্নর্ জেনরল সাহেবের উকীল আবুস স্থানে পঁহুছিলে পারসী দেশের রাজা তাঁহার নিকটে লিখিয়া কহিলেন যে তেহেরান রাজধানীতে আমার নিকটে তোমার আগমনের কিছু আবশ্যক নাই তোমার যাহা বক্তব্য থাকে তাহা সিরাজের সুবাদার আমার পুত্রের নিকটে কহিবা। তাহাতে উকীল এই বিবেচনা করিলেন যে ফ্রান্সীয় রাজার উকীল রাজদরবারে গৃহীত হইয়াছেন অতএব আমি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উকীল হইয়া যদি রাজার গোচরে কোন প্রস্তাব না করিয়া এক জন সুবাদারের নিকটে এ সকল বিষয়ের সূচনা করি তবে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের গৌরবের ত্রুটি হইবে। এ তাবৎ তাঁহার বিবেচিত এক পত্রে লিখিয়া তিনি তেহরাণে রাজার নিকটে প্রেরণ করিলেন কিন্তু রাজা তাহাতে কিছু নুইলেন না অতএব উকীল সাহেবের কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। তিনি কলিকাতায় পঁহুছিলে গবর্নর্ জেনরল সাহেব পারসী দেশের নিকটস্থ অথচ ঐ রাজার আয়ত্ত এক উপদ্বীপ জয় করণার্থ সৈন্য জাহাজপ্রভৃতি প্রেরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু ইঙ্গ

লণ্ডদেশহইতে বাদশাহের তরফ যে উকীল পারসীর দরবারে আসিয়াছিলেন তিনি গবর্নর্ জেনরল সাহেবের পরামর্শে কিছুমাত্র অবধান না করিয়া বরং প্রাতিকূল্যাচরণ করিতে লাগিলেন যেহেতুক তথায় পঁহুছিবামাত্র অর্থাৎ ১৮০৯ সালের মার্চ মাসে তিনি পারসী দেশের রাজার সঙ্গে এমত এক সন্ধি করিলেন যে তোমরা যত কাল রুসীয়ারদের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় থাকিবা তত কাল ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তোমারদিগকে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা করিয়া বৃত্তিস্বরূপ দিবেন এবং তোমরা ফ্রান্সীয়েরদিগকে ভারতবর্ষে গমনের যথাসাধ্য নিবারণ করিতে চেষ্টা পাইবা। সন্ধিপত্রের এই সকল নিয়ম গবর্নর্ জেনরল সাহেব শ্রবণ করিবামাত্র কহিলেন যে এইরূপ বন্দোবস্তে আমি কদাচ সম্মত হইতে পারিব না। এবং যদ্যপি বোনাপার্ট স্পাইন দেশের যুদ্ধেতে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত এইক্ষণে ভারতবর্ষে আগমন করিতে পারিবেন না ইহা শুনিয়া গবর্নর্ জেনরল সাহেব যুদ্ধায়োজন সকল নিবৃত্ত করিলেন বটে তথাপি তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সম্মানরক্ষার্থে কলিকাতাহইতে এক জন উকীল পারসীর দরবারে প্রেরণ করিলেন।

ইতিমধ্যে লার্ড মিণ্টো সাহেব ইঙ্গলণ্ডে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেব ও বাদশাহের মন্ত্রিরদের নিকটে লিখিলেন যে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্য সংস্থাপনহওনাবধি ভারতবর্ষীয় রাজকীয় ব্যাপার ও সন্ধি ও যুদ্ধাদি তাবৎ কর্ম্ম কোম্পানি বাহাদুর রাজার ন্যায় নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন এবং ভারতবর্ষীয় তাবৎ রাজারা কোম্পানি বাহাদুরকে রাজার ন্যায় জ্ঞান করিয়া রাজোচিত সম্ভ্রমাদি স্বীকার করিতেছেন অতএব কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া যদি আপনারা ইঙ্গলণ্ডহইতে অন্য২ রাজার দরবারে উকীল প্রেরণ করেন তবে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সম্ভ্রমের অনেক ত্রুটি হইবে এবং তাহাতে সুতরাং তাঁহারদের পরাক্রমেরো হ্রাস হইবে। কিন্তু এই সকল সুযুক্তিতে বাদশাহের মন্ত্রিগণেরা মনোযোগ করিলেন না তাহাতে লার্ড মিণ্টো সাহেব যে সকল ভাবি দুর্ঘটনার বিষয় লিখিয়াছিলেন তাহা পারসীর

দরবারে ঘটিল যেহেতুক পারসীর দরবারের লোকেরা এই বুঝিলেন যে কোম্পানি বাহাদুরের সহিত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের ঐক্য নাই এবং ইহাঁরদের অভিপ্রায়েরো বৈপরীত্য আছে। এইরূপ ভান পারসী দেশীয়েরদের মনহইতে শীঘ্র দূর না হওয়াতে কোম্পানি বাহাদুরের অনেক ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল।

লার্ড মিণ্টো সাহেবের অধিকারসময়ে যুদ্ধব্যবসায়ি পর্ব্বতীয় গুড়কা জাতীয়েরা নেপালহইতে আসিয়া গোরক্ষপুর ও সারণে দৌরাত্ম্যাচরণ করিল। তাহাতে প্রথমতঃ শ্রীযুত বুঝিলেন যে এ অত্যাচার কেবল তদ্দেশের আমলা লোকহইতে কিন্তু রাজার অভিপ্রেত নহে। পরে ঐ অত্যাচারের অত্যন্ত বৃদ্ধিহওয়াতে লার্ড মিণ্টো সাহেব ১৮১৩ সালের ৪ জুনে নেপালের রাজাকে লিখিলেন যে আমারদের অধিকার গোরক্ষপুরের কতক প্রদেশে আপনি যে দাওয়া করিতেছেন তাহার মীমাংসাকরণার্থে যে কালে আপনার এবং আমারদের উকীল উদ্যোগ করিতেছে তৎকালে আমারদের অন্যং প্রদেশে আপনার লোককর্ত্তৃক যে সকল অত্যাচার হইতেছে তাহা যে আপনার আজ্ঞাক্রমে ইহা আমরা বোধ করি না অতএব আপনি ঐ সকল লোককে দমন করিয়া রাখুন যে তাহারা এতদ্রূপ দৌরাত্ম্য আর না করে যদ্যপি শাসন না করেন তবে সুতরাং যদ্রূপ পূর্ব্বাপর আমরা আপনারদের দেশ রক্ষার্থে প্রতীকার করিয়া আসিতেছি তদ্রূপ এইক্ষণেও করিব। লার্ড মিণ্টো সাহেবের তৎকালে বোধ ছিল যে গুড়কা জাতীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ না করিলে এ সকল উৎপাত নিবৃত্ত হইবে না। কিন্তু উক্ত পত্র প্রেরণের কিঞ্চিৎকাল পরে লার্ড মিণ্টো সাহেব ভারতবর্ষহইতে স্বদেশে যাত্রা করিলেন এবং নেপালীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধকরণের ভার তৎপরপরদস্থ লার্ড হেষ্টিংশ সাহেবের গ্রহণ করিতে হইল।

অপর লার্ড মিণ্টো সাহেবের অধিকারসময়ে বুন্দেলখণ্ডের কতক জমীদারেরা কিছু উৎপাত করাতে তদ্দেশে অনেক সৈন্য প্রেরণ করিতে হইল। ঐ সৈন্যেরা তথায় উত্তমরূপে কৃতকার্য্য হইয়া আজীমগড় ও কালঞ্জর দুরাক্রমাণীয় এই দুই দুর্গ অধি

কার করিল এবং শত বৎসরাবধি তদ্দেশে যদ্রূপ শান্তি ছিলনা তদ্রূপ শান্তি হইল এবং ঐ বুন্দেলখণ্ড দেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অন্যং অধিকারের মত জজসাহেবপ্রভৃতি স্থাপিত হইলেন। কিন্তু ১৮১২ সালে পিণ্ডারিরা যে সময়ে মীরজাপুরের জিলা আক্রমণ করে তৎসময়ে রেবার রাজা তাহারদের সাহায্য করেন তৎপ্রযুক্ত ঐ রাজাকে যথোচিত শাস্তি দেওয়া গেল। পরে মাচেরীর রাজা জয়পুরেদেশের কিয়ৎ২ অংশ অধিকার করিয়াছিলেন তাহা ফিরিয়া দিয়া এবং যে সৈন্যেরা তথায় প্রেরিত হইয়াছিল তাহার তাবৎ খরচা তাঁহার দিতে হইল। এইরূপ শাসনকরাতে তদঞ্চলস্থ ক্ষুদ্র রাজারদের উপর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে পরাক্রম ছিল তাহা আরো দৃঢ় হইল।

নামমাত্র দিল্লীর বাদশাহ্ শাহ্ আলম ১৮০৬ সালে পরলোক গত হইলেন এবং তাঁহার পুত্র আখবর সাহ্ পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া আপনার পরাক্রমের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইলেন কিন্তু তাহা ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন। অপর লার্ড উএলেসলি সাহেব যে সময়ে শাহ্ আলমের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তৎসময়ে তিনি এই অঙ্গীকার করেন যে ভারতবর্ষের রাজস্বের যদি কিঞ্চিৎ আধিক্য হয় তবে তোমার বার্ষিক বৃত্তিও কিঞ্চিৎ অধিক করিয়া দেওয়া যাইবে। অতএব ভারতবর্ষের রাজস্ব বৃদ্ধিহওয়াতে ঐ সময়ে রাজবংশ্য অর্থাৎ রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা অধিক করিয়া বৃত্তি দেওয়া গেল।

১৮০৩ সালে ফ্রান্সীয়েরদের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হয় এবং মরিচ্চুনামক ভারতবর্ষীয় সমুদ্রের এক উপদ্বীপ ফ্রান্সীয়েরদের অধীনে থাকাতে সেই স্থানহইতে বোম্বেটিয়ারা নিত্য আসিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের জাহাজ লুঠ করিয়া লইতে লাগিল। ইহাতে বড় সাহেব বাণিজ্যের ব্যাঘাত সহিষ্ণুতা করিতে না পারিয়া ১৮০৮ সালে ঐ উপদ্বীপে এক বহর যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করিয়া সেই স্থান অধিকার করিলেন।

[১৬ অধ্যায়।] [১৮০৭—১৮১৩ সাল।]

অনন্তর ১৮০৯ সালে মান্দ্রাজস্থ সৈন্যের কতক২ প্রধান সেনাপতি বড় সাহেবের সহিত বিরোধ করিয়া একেবারে আজ্ঞানধীন হইল তাহাতে দেশের অত্যন্ত অমঙ্গলের সম্ভাবনা দেখিয়া লার্ড মিণ্টো সাহেব স্বয়ং মান্দ্রাজে গমন করিয়া অল্পকালের মধ্যে তথায় সকলকে শান্ত করিলেন।

অপর মান্দ্রাজহইতে তিনি জাবা উপদ্বীপ জয়করণার্থে যাত্রা করিলেন। ঐ জাবা উপদ্বীপ প্রায় দুই শত বৎসরাবধি হলণ্ডীয়েরদের অধিকারে ছিল এবং সেই স্থানে তাহারদের অনেক কারখানা অর্থাৎ বসতি ও বাণিজ্য এবং তাহারা মহা পরাক্রান্ত ছিল। ১৮১০ সালে ফ্রান্সদেশের বাদশাহ তাবৎ হলণ্ডদেশ স্বীয় অধিকারভুক্ত করাতে ঐ হলণ্ড ফ্রান্সদেশের এক প্রদেশ হইল। ইহার সম্বাদ লার্ড মিণ্টো সাহেবের নিকট পঁহুছিলে তিনি ঐ জাবা উপদ্বীপ জয় করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং কলিকাতা ও বোম্বে ও মান্দ্রাজহইতে অনেক মহা সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ একত্র করিয়া স্বয়ং তথায় যাত্রা করিলে অল্প কালের মধ্যে ঐ মহা উপদ্বীপ আক্রান্ত হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয় অধিকারের মধ্যে গণ্য হইল।

অপর ১৮১৩ সালের অক্তোবর মাসে লার্ড মিণ্টো সাহেব স্বদেশে গমন করিলেন কিন্তু তথায় পঁহুছনের দুই তিন সপ্তাহ পরে তাঁহার পরিজনেরদের সহিত সাক্ষাৎ হওনের পুর্ব্বেই তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।

১৭ অধ্যায়।

উত্তর কালে মার্কুইস হেষ্টিংস নামে বিখ্যাত অর্ল অফ ময়রা সাহেব ১৮১৩ সালে ভারতবর্ষে সমাগতোত্তর রাজকর্ম্ম গ্রহণ করেন। নিযুক্ত হইয়া দেখেন যে নেপালের রাজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত প্রায় এবং পিণ্ডারিরা এমত প্রবল হইয়াছে যে তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধকরণের আর বি

লম্ব সহে না। অতএব এইক্ষণে আমরা নেপালের যুদ্ধের প্রথমা বধি শেষপর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া পিণ্ডারি ওমহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয় তদ্বিবরণ পশ্চাৎ প্রস্তাব করিব।

গত পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপিয়া গুড়কাজাতীয়েরা ইঙ্গলণ্ডীয়ের দের অধিকারের উত্তর সীমান্তবর্ত্তী পর্ব্বতীয় রাজারদিগকে ক্রমেং দমন করিয়া তিষ্ঠানদীঅবধি শতদ্রু নদীপর্য্যন্ত তাবৎ প্রদেশ হস্তগত করিয়াছিল। ঐ গুড়কারদের রাজ্যের সংস্থাপক পৃথ্বীনারায়ণ সাহ ১৭৬৮ সালে নেপাল দেশ অধিকার করেন। ১৭৭১ সালে তিনি লোকান্তর গত হইলে তাঁহার পুত্র সিংহপ্রতাপ সিংহাসনোপবিষ্ট হন কিন্তু ১৭৭৫ সালে তিনি পরলোক গত হইলে তাঁহার পৌত্র রণবাহাদুর সিংহাস নাধিকারী হইলেন। তৎসময়ে তিনি অবয়ঃপ্রাপ্ত পরে ১৮০০ সালে প্রাপ্তব্যবহার হইয়া সিংহাসনারূঢ় হন কিন্তু দেশের অত্যাচার ও অহিত করণেতে দরবারের প্রধানং আমলারা তাঁহাকে দেশহইতে বহিষ্কৃত করাতে তিনি কাশীধামে বাসক রেন। তৎপরে যাঁহারা নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডুতে প্রবল হন তাঁহারদের সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা বাণিজ্যবিষয়ক এক সন্ধিপত্র করেন এবং ১৮০২ সালে ঐ রাজধানীতে রেসিডেণ্টস্বরূপে কাপ্তান নখসাহেবকে প্রেরণ করেন কিন্তু ১৮০৪ সালে ঐ সাহেবকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা পুনর্ব্বার তথাহইতে আনয়ন করেন এবং তাহাতে নেপালীয়েরদের সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সম্পর্ক রহিত হয়। কিঞ্চিৎ কাল পরে রণবাহাদুর কাশীধামহইতে ফিরিয়া আসিয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হন কিন্তু পুনর্ব্বৎ নির্দ্দয় ক্রিয়া করাতে প্রধানং রাজ মন্ত্রিরা যে সময়ে রাজা দরবারে কর্ম্ম করিতেছিলেন এমত সময়ে ধাবমান হইয়া তন্মধ্যে ঐ রাজার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এক খড়্গ গ্রহণ করিয়া রাজাকে একেব্যরে ছেদন করিলেন। পরে তাঁহারা প্রায় তাবৎ রাজবংশ্যকে ক্রমে সংহার করিলেন কেবল এক বালক ভীমসেন তাপ্পা কর্তৃক রক্ষিত হইল। তাহার কিঞ্চিৎকাল পরে ভীমসেন তাপ্পা ঐ বালককে কর্ম্মযোধবিক্রম সাহনামে রাজারূপে বিখ্যাত করিয়া তাঁহার নামে রাজকীয় কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ

করিতে লাগিলেন। অপর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যখন যুদ্ধারম্ভ হয় তখন ঐ বালক রাজা এবং ভীম সেন তাঁহার প্রধান উজীর এবং দেশের প্রধান২ সেনাপতি ও অমাত্যগণ লইয়া এক সভাদ্বারা তাবৎ রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে পনের বৎসরের মধ্যে অমর সিংহ তাপ্পানামে এক জন অতিশয় পরাক্রান্ত সেনাপতিকর্ত্তৃক ঘর্ঘরা নদীর পশ্চিমে শতদ্রু নদীপর্য্যন্ত তাবদ্দেশ আয়ত্ত হয়। ঐ অমর সিংহ ইচ্ছা করিলে স্বাধীন হইতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া ঐ দেশসকল নেপালের রাজার নামে অধিকার করিয়া রাজকীয় কর্ম্মসকল নির্ব্বাহ করিতেন।

এইক্ষণে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করণের কারণ লিখি। উক্ত পর্ব্বতের দক্ষিণ নিম্ন ভাগে একটা শালবৃক্ষের বন আছে এবং কলিকাতাপ্রভৃতি নগরে যে সকল কাষ্ঠের ব্যবহার তাহা তথাহইতে আনীত। ঐ বনের দক্ষিণে হিন্দুস্থানের দিগে তরাই নামে অত্যুত্তম এক মাঠ আছে তাহাতে পশ্বাদিরা স্বচ্ছন্দে প্রচারণ করে সেই মাঠের মৃত্তিকা অতি উর্ব্বরা কিন্তু ঐ স্থানে অত্যন্ত অস্বাস্থ্য জন্মে এইপ্রযুক্ত তথায় তাদৃশ বসতি নাই। পূর্ব্বকালাবধি পর্ব্বতের উত্তর ভাগস্থ এবং পর্ব্বতের সীমাবর্ত্তি দেশসকল নানাক্ষুদ্র রাজারদের হস্তগত ছিল এবং তাঁহারদের পরস্পর ঐ বনপ্রভৃতির নিমিত্ত নিত্য বিরোধ চলিত ঐ বনইত্যাদিতে যে রাজস্ব উৎপন্ন হইত তাহার অত্যন্তাল্পতাপ্রযুক্ত মগলেরা তাহা অধিকার করিতে তাদৃশ ব্যগ্র ছিল না। অতএব তত্তৎস্থানের প্রত্যেক রাজারদের ঐ বনে ও তরাই মাঠেতে কিঞ্চিৎ২ অংশ ছিল এবং তাঁহারা পরস্পর স্বং সন্নিহিত স্থান গ্রাসকরিতে সতত চেষ্টান্বিত। কিন্তু গুড়কারা নেপাল দেশে আপনারদের রাজ্য সংস্থাপন করিলে ঐ সকল ক্ষুদ্রাজা ও তৎ পরিজনেরদিগকে ক্রমে সংহার করিয়া তাঁহারদের দেশ অধিকার করে তৎপ্রযুক্ত তাহারদের রাজ্যের সীমায় এবং হিন্দুস্থানের ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের সীমায় প্রায় লাগালাগি হইল। অপর ১৮০৪ সালে গুড়কারা ভুটুয়াল জমীদারী আপনারদের অধিকার বলিয়া তাহার

দাওয়া করিয়া তথাকার রাজস্ব গ্রহণ করিতে লাগিল কিন্তু তৎকালে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের তদপেক্ষা অন্যং ভারি কর্ম্মে লিপ্ততা থাকাতে ঐ অত্যাচারের প্রতি গবর্ণমেণ্ট উত্তম মনোযোগ করিতে পারিলেন না। ইহাতে গুড়কারা সাহসিক হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অন্যং প্রদেশও আক্রমণ করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বার্ষিক লক্ষ টাকা উৎপাদক এমত দেশ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়াছিল এবং তাহাতেও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তাচ্ছল্য দেখিয়া তাহারা অতিদর্পান্বিত হইয়া তাঁহারদের অপর বাইশখান গ্রাম অধিকার করিল।

অবশেষে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট একেবারে ব্যাঘ্রবৎ ঝুঁকিয়া উঠিলেন এবং ১৮১২ সালে লার্ড মিণ্টো ঐ অনির্দ্দিষ্ট তত্তৎ সীমা বিষয়ক বিরোধভঞ্জনার্থে মেজর ব্রাডসা সাহেবকে নিযুক্ত করিলেন এবং তিনি গুড়কারদের প্রেরিত উকীলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদ্বিষয়ক বিবেচনা হইতে লাগিল। তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল যে কি ভুটুয়াল কি সেরোজের উপর গুড়কারদের যথার্থ কিছু দাওয়া নাই অতএব মেজর সাহেব ঐ দুই স্থান ফিরিয়া দিতে তাহারদিগকে কহিলেন। তাহারা উত্তর করিল যে কাটমাণ্ডু রাজধানীতে এতদ্বিষয় জ্ঞাপন না করিলে আমরা কিছু কহিতে পারি না। এতদ্রূপে ১৮১৪ সালের মার্চমাসপর্য্যন্ত গতিক্রিয়া হইতে লাগিল ঐ মাসে গুড়কারদের উকীল হঠাৎ কোন কারণ না দর্শাইয়া মেজর সাহেবের উপর বিরক্ত হইয়া তদ্বিষয়ক কথোপকথন রহিত করিয়া কাটমাণ্ডুতে ফিরিয়া গেল।

ইতিমধ্যে লার্ড হেষ্টিংস সাহেব ভারতবর্ষে সমাগত হইয়া গবর্নরী পদগ্রহণ করিলেন এবং নেপালেরদের সঙ্গে যে বিরোধ চলিতে ছিল তদ্বিষয়ক কাগজপত্র লইয়া উত্তমরূপে বিবেচনা করাতে শেষে তাঁহার এই বোধ হইল যে ঐ সেরোজ ও ভুটুয়ালের উপর গুড়কারদের যে দাওয়া সে মিথ্যা। অতএব ১৮১৪ সালের ১৮ আপ্রিলে শ্রীযুত তাঁহারদিগকে ঐ দুই প্রদেশ ফিরিয়া দিতে এক পত্র লিখিলেন তাহারা ঐ পত্র পা

হইলে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য কি না এতদ্বিষয়ক বিবেচনার্থ তদ্দেশের প্রধান২ সরদারেরা কাটমাণ্ডুতে এক সভা করেন। ঐ সভা পূর্ব্বাহ্নে নয় ঘণ্টাঅবধি আরম্ভ হইয়া রাত্রি আট ঘণ্টা সময়ে সমাপ্ত হয়। তাহাতে অধিকাংশ সভ্যেরা যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু তদ্বিষয় কিছুমাত্র ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে জ্ঞাপন না করিয়া বরং অতিসমাদরপূর্ব্বক তাঁহারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে এক পত্র লিখিলেন। ইতিমধ্যে গোরক্ষপুরের মাজিষ্ট্রেট সর রাবর্ট মার্টিন সাহেব উক্ত যে দুই প্রদেশ লইয়া বিরোধ চলিতে ছিল তাহা ফিরিয়া দেওনার্থে গুড়কারা কিঞ্চিন্মাত্রও উদ্যোগী নহে ইহা দেখিয়া তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তিন শত সিপাহী তথায় প্রেরণ করিয়া তাহা দখল করিলেন। গুড়কারা তাহাতে কিছু না বলিয়া অমনি চলিয়া গেল কিন্তু হঠাৎ ১৮১৪ সালের ২৯ মে ফিরিয়া আসিয়া এককালীন ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের উপর আক্রমণ করে। অতএব নেপালীয়েরদিগকে এতদ্রূপ যুদ্ধোন্মত্ত দেখিয়া ১৮১৪ সালের ১ নবেম্বরে এক ইশ্তেহার প্রকাশ করিয়া শ্রীযুত সকলকে জ্ঞাপন করেন যে অদ্যাবধি নেপালীয়েরদের সঙ্গে আমারদের যুদ্ধারম্ভ হইল।

অপর ভারতবর্ষে সমাগমনের কিঞ্চিৎকাল পরে শ্রীযুত পশ্চিম দেশে ভ্রমণ করিতে নিশ্চয় করিলেন অতএব ১৮১৪ সালের জুন মাসে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সেপ্টেম্বর মাসে কানপুরে পঁহুছেন এবং অগৌণে নেপালীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধকরণার্থে তাবদায়োজন করিতে লাগিলেন। ইঙ্গলণ্ডীয় রাজ্যের উত্তর সীমার কুশী নদীঅবধি শতদ্রু নদীপর্য্যন্ত যে তাবদ্দেশ গুড়কারদের হস্তগত ছিল ঐ দেশ দীর্ঘে ছয় শত ক্রোশের ন্যূন ছিল না। অপর শ্রীযুত তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধকরণেস্থ এই পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন যে নানাস্থানস্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যরা একত্র হইয়া বিপক্ষেরদের অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করে। অপর শতদ্রু নদীর সন্নিহিত স্থানে যুদ্ধকরণার্থে জেনরল অক্তরলোনি সাহেব নিযুক্ত হন ঐ দেশ সংপ্রতি গুড়কারা অধিকার করিয়াছিল এবং তৎপক্ষীয় অমরসিংহনামক সেনাপতি সেই

স্থানের কর্ত্তৃত্ব করিতে ছিলেন। পরে জেনরল গিলিস্পি সাহেবের প্রতি আজ্ঞা ছিল যে তিনি মিরটহইতে ডেরাধুন স্থানে গমন করিয়া তথাহইতে পশ্চিমদেশে গমনপূর্ব্বক নান কিল্লা অধিকার করিয়া কর্ণল অক্তরলোনি সাহেবের সাহায্য করিবেন। অপর জেনরল উড সাহেব অন্য এক দল সৈন্য লইয়া ভুটুয়াল ও পালপা প্রদেশ জয় করিতে আদিষ্ট হন এবং তাহার পূর্ব্ব দিগে অন্য এক দল সৈন্য জেনরল মার্লি সাহেবের অধীনে প্রস্তুত হয় তাঁহার প্রতি এই আজ্ঞা ছিল যে উত্তর দিগে গমন করিয়া তিনি কাটমাণ্ডু রাজধানী আক্রমণ করেন। তাহাহইতে অধিক পূর্ব্ব দিগে পূরণিয়া জিলা রক্ষার্থে এবং সিকিম রাজাকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সন্ধিকরণার্থে মেজর লাটর সাহেবের অধীনে অন্য এক ক্ষুদ্র দল সৈন্য প্রস্তুত হয়। ১৮১৪ সালের শীতকালে যুদ্ধকরণার্থে গবর্নর জেনরল সাহেব এতদ্রূপ নিয়ম সকল স্থির করিলেন।

অপর উক্ত সেনাপতি সাহেবেরদের মধ্যে জেনরল গিলিস্পি সাহেব প্রথমতঃ সসৈন্যে রণস্থলে উপস্থিত হইয়া২২ অক্তোবরে ডেরা ধুনে প্রবিষ্ট হইলেন। গুড়কারদের পক্ষে বলভদ্র সিংহ নামে সেনাপতি সৈন্য লইয়া তথায় অবস্থিত ছিল। ডেরাহইতে আড়াই ক্রোশ অন্তরিত চারি শত হস্ত উচ্চ যে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বত তাহার শৃঙ্গে নালাপানি নামক এক ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। ঐ দুর্গের উপর সেনাপতি সাহেব শীঘ্র আক্রমণ করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু আপনার সৈন্যের নানা দলেরদিগকে যে লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া ছিলেন তাহার বিঘটনহওয়াতে এবং বিপক্ষেরদের অত্যন্ত সাহসিকরূপে যুদ্ধ করাতে ঐ সৈন্যেরা তথাহইতে তাড়িত হইল। জেনরল সাহেব তাহারদের এতদ্রূপ দুর্দ্দশা দৃষ্টে সাহসোন্মত্ত হইয়া কেবল এক শত সৈন্য লইয়া আপনিই তৎস্থানের প্রতি ধাবমান হইলে যেমন তিনি প্রাচীরের নিম্ন ভাগে উপস্থিতিপূর্ব্বক আপনার মস্তকের টুপি লইয়া স্বীয় সৈন্যেরদিগকে উৎসাহ ও প্রবোধ জন্মাতেছিলেন তেমনি বিপক্ষেরদের গুলি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্টহওয়াতে পতিত হইয়া প্রাণবিয়োগ হইল এবং ইতস্ততঃ অন্য২ কতক সেনাপতিরদেরও

বিপক্ষেরদের গুলিতে সংহার হইল এবং যে এক শত জন গোরা সৈন্য যুদ্ধার্থে গিয়াছিল তাহারদের মধ্যে কেবল ছেচ ল্লিশ জন ফিরিয়া আইল অবশিষ্টেরা কেহ বা হত কেহ বা আ ঘাতী হইল। অপর জেনরল সেনাপতি সাহেব মারা পড়িলে তাবৎ সৈন্য পলায়ন করিল অতএব এই ক্ষুদ্র দুর্গের সম্মুখে ঐ অ ভাগা ব্যাপারেতে চারি জন সেনাপতি সাহেব এবং সাতাইশ জন এতদ্দেশীয় গোরাও সিপাহী হত হয় ও পনর জন সেনাপ তি এবং দুই শত তের গোরা সৈন্য আঘাতী হয়। অপর জেন রল গিলিস্পি সাহেবের মরণোত্তর কর্ণল মাবি সাহেবের উপর সৈন্যাধ্যক্ষতার ভার পড়িল তিনি ২৫ নবেম্বরে ঐ স্থানের উপর আক্রমণ করেন কিন্তু তদ্রূপ নিষ্ফল হন এবং প্রথম বারাপেক্ষা শেষবারে অধিক সৈন্য মারা পড়ে ও আঘাতী হয় বিশেষতঃ চারি জন সেনাপতি সাহেব হত ও সাত জন আঘাতী এবং সৈ নেরদের তেত্রিশ জন হত চারি শত জন আঘাতী।

এইরূপে বিপক্ষেরদের যত সৈন্য দুর্গে ছিল তদপেক্ষা অ ধিক ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্য হত হয়। অপর তাহারা বোমার গুলি তাঁহারদের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং দুর্গস্থ লোকেরা যে বহিঃ স্থানহইতে পানীয় জল আহরণ করিত তা হা ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অবরোধ করিতে উদ্যোগ করাতে অতি সুফল দর্শিল যেহেতুক বিপক্ষেরা তিন দিনের মধ্যে দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অপর দৃষ্ট হইল যে ঐ দুর্গ স্থিত ছয় শত সৈ ন্যের মধ্যে সত্তর জনব্যতিরেকে তাবৎ হত হয়। কর্ণল মাবি সাহেব সেই দুর্গ একেবারে সমভূমি করেন।

লার্ড হেষ্টিংস সাহেব বিপক্ষগণের এতদ্রূপ সাহস দেখিয়া নিশ্চয় করিলেন যে কর্ণল মাবি সাহেব সসৈন্য গিয়া ঘরওয়াল প্রদেশ অধিকারকরণের উদ্যোগ না করিয়া প্রথমতঃ নান কি ল্লার প্রতি আক্রমণ করেন ঐ দুর্গ অতিশয় দুরাক্রমণীয় এবং অ মরসিংহ তাপ্পার পুত্র রণজোরসিংহ তাপ্পা দুই হাজার তিন শত সৈন্যসমবেত হইয়া তথায় ছিলেন। পরে জেনরল মার্টি ণ্ডেলসাহেব ঐ সকল সৈন্যের অধ্যক্ষতা কর্ম্মগ্রহণ করিয়া ১৯

দিসেম্বরে নানের অধিত্যকা ভূমিতে প্রবিষ্ট হইলেন এ
পি ঐ নান দুর্গ অতিদুরাক্রমণীয় ছিল তথাপি অমরসিংহ তাপ্পা
রণজোরসিংহকে আজ্ঞা করিলেন যে তুমি নান ত্যাগ করিয়া
তন্নিকটবর্ত্তি জৈঠক দুর্গে অবস্থান কর। অপর ঐ জৈঠকের
নিকটবর্ত্তি স্থানে জেনরল মার্টিণ্ডেল সাহেব পঁহুছিয়া দেখেন
যে জৈঠক এক মহোচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গস্থিত অতএব তিনি স্বীয় সৈ
ন্যেরদের মধ্যে দুই দল প্রস্তুত করিয়া এক দল মেজর লডলো সা
হেবের অধীনে অপর দল মেজর রিচার্ডস সাহেবের প্রভুত্বাধীনে
জৈঠকের নিকটবর্ত্তি দুই স্থান আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন কিন্তু
ঐ দুই সাহের ঐ দুই দল সৈন্য লইয়া গমনপূর্ব্বক বিপক্ষের
দের কিছু অপকার করিতে না পারিয়া বরং ফিরিয়া আসিয়া
তাঁহারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের শিবিরে আশ্রয় লইলেন। এতদ্রূপে
১৮১৪ সালের অবসান দিনপর্য্যন্ত ঐ সাহেবেরা সসৈন্যে যুদ্ধের
কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেন না।

এইক্ষণে জেনরল অক্তরলোনি সাহেবের কৃতকার্য্যতার বিষ
য়ে অবলোকন করা কর্ত্তব্য। যে সময়ে জেনরল গিলিস্পি সা
হেব সসৈন্যে রণভূমিতে প্রবেশ করেন তৎসময়েও জেনরল অ
ক্তরলোনি সাহেব রণস্থলে উপস্থিত হন তাঁহার অভিপ্রায়
এই যে মালৌননামক দুরাক্রমণীয় মহাদুর্গে অমরসিংহ তাপ্পা
স্বয়ং বাস করিতেছিলেন তাহা আক্রমণ করেন। জেনরল অ
ক্তরলোনি সাহেব যাদৃশ যুদ্ধবিষয়ে নিপুণ তৎসময়ে প্রায় ত
ত্তুল্য নিপুণ ব্যক্তি পাওয়া ভার। ঐ মালৌন স্থান যে শীঘ্র অ
ধিকৃত হইবে না ইহা তিনি পূর্ব্বেই নিশ্চয় করিয়া ছিলেন।
অতএব অতিধীরে২ বহ্বায়াসপূর্ব্বক মালৌনের চতুর্দিক্স্থ ক্ষুদ্র২
যে সকল দুর্গ ছিল তাহা প্রথমেই আয়ত্ত করেন। কিন্তু ঐ
সকল দুর্গ আক্রমণ করাতে ১৮১৪ সালের শেষ তিন মাস গত
হয় এবং যদ্যপি ঐ তিন মাসের যুদ্ধেতে জেনরল অক্তরলোনি
সাহেবের কোন চমৎকৃত জয়লক্ষণ দৃষ্ট হইল না তথাপি বৎ
সরের শেষে অমর সিংহ তাপ্পা দেখিলেন যে ঐ সাহেব আমার
চতুর্দিগ্বর্ত্তি স্থানসকল ঘেরিয়া আসিতেছেন এবং আমার স

হকারি রাজারদিগকে নানা উপায়েতে পক্ষপাতিতা ও উপায় রহিত করিতেছেন।

অতএব আমরা এইক্ষণে জেনরল অক্তরলোনি সাহেবের কার্য্য প্রস্তাব ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দিগে গোরক্ষপুরপ্রভৃতি স্থানে যাহা হয় তাহা প্রস্তাব করি। পূর্ব্বে লিখিত হইযাছে যে গোরক্ষপুর প্রভৃতি স্থানস্থ যে সকল সৈন্য তাহা জেনরল উড সাহেবের অধীনে ছিল। ১৫ নবেম্বরে ঐ উড সাহেব সসৈন্যে তরাই মাঠে যাত্রা করেন এবং ভুটুয়াল যে পর্ব্বতের মধ্যস্থিত সেই পর্ব্বতের প্রবেশনীয় পথের মধ্যে গুড়কারা যে শিবির স্থাপন করে ঐ শিবির তিনি আক্রমণ করেন কিন্তু আক্রমণের পর তাঁহার সৈন্যেরদের অধিক স্ফূর্ত্তি হইল বটে তথাপি তিনি এই ভাবিলেন যে আমার সঙ্গে যে অল্প সৈন্য আছে তদ্দ্বারা কোন ভারি কর্ম্ম নিষ্পন্ন হওয়া ভার অতএব তদ্বৎসরে তিনি একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলেন।

অপর এইক্ষণে জেনরল মার্লি সাহেবের অধীন সৈন্য দলের কর্ম্ম বিষয়ে বক্তব্য। কাটমাণ্ডু রাজধানীস্থ নেপালীয়েরদের রাজকর্ম্ম কারিরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধের মহাডম্বর দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন কিন্তু তাঁহারা যে আপনারদের দাওয়ার কিছু মাত্র ছাড়েন এমত অভিপ্রায় ছিল না তথাপি তাঁহারা এক জন উকীল প্রেরণ করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরু দিগকে ফুসলাইয়া যাহাতে যুদ্ধের উপযুক্ত সময় অমনি নিরর্থক যায় এমত উদ্যোগ করিতে নিশ্চয় করিলেন। অতএব নবেম্বর মাসে তাঁহারদের উকীল চন্দ্রশেখর উপাধ্যায় মেজর বু্রাডসা সাহেবর নিকটে আসিয়া কহিলেন যে শ্রীযুতের নিমিত্ত আমারদের কিঞ্চিৎ উপঢৌকন সামগ্রী ও এক পত্র আছে অতএব তাহা কলিকাতায় লইয়া যাওনার্থে আপনি আমাকেএক পাশ দেউন। তাহাতে মেজর ব্রাডসা সাহেব তাহার উত্তরস্বরূপ যুদ্ধকরণার্থে শ্রীযুত যে ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার এক নকল তাঁহাকে দিলেন এবং কহিলেন যে সন্ধিপত্র করণের প্রকৃত ক্ষমতা যদি আমাকে না দর্শাইতে পার তবে তোমাকে ইঙ্গলণ্ডীয়াধিকারে থাকিতে দিব না।

চন্দ্রশেখর উপাধ্যায়ের ধৃত হওন।

অপর গবর্নর্ জেনরল সাহেব এতদ্বিষয় অবগত হইয়া চন্দ্র শেখরকে কহিতে আজ্ঞা দিলেন যে এইক্ষণে তুমি কাটমাণ্ডুতে ফিরিয়া যাও যদি আমারদের অধিকারের মধ্যে থাক তবে তোমাকে আমরা কয়েদ করিব কিন্তু চন্দ্রশেখর উকীল ঐ কথায় মনোযোগ না করিয়া গুড়কারদের বড় হরবাস্থানের শিবিরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। ইতিমধ্যে মেজর ব্রাডসা সাহেব শুনিলেন যে জেনরল মার্লি সাহেব সসৈন্য গঙ্গাপার হইয়া তরাই মাঠে আগমন করিতেছেন অতএব আর কিছু বিলম্ব না করিয়া আপনার সঙ্গে যেসৈন্যছিল, তাহা লইয়া ঐ বড় হরবা স্থানের উপর আক্রমণ করিলেন। তাহাতে গুড়কারদের সেনাপতিপরশুরাম তাপ্পা এবং গুড়কারদের অনুগত অন্য২ অনেক লোক মারা পড়ে এবং চন্দ্রশেখর উকীলও তথায় ধৃত হন। উক্ত উকীলের ধৃতহওনের সম্বাদ কাটমাণ্ডুতে পঁহুছিলে তথাকার কর্ম্মকারিরা কহিলেন যে একি আশ্চার্য্য উকীলদিগকেও ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ধৃত করেন তাহাতে বড়সাহেব কহিলেন যে সর্ব্বত্র এই রীতি আছে যে উকীলস্বরূপ যিনি প্রেরিত হন তিনি তদ্রূপে গ্রাহ্য হইলে ধৃতকরা কর্ত্তব্য নয় বটে। কিন্তু তাহাকে আমারা উকীলস্বরূপ স্বীকার করি নাই অতএব সামান্য লোক জ্ঞান করিয়া তাহাকে ধৃত করিয়াছি। অপর মেজর ব্রাডসা সাহেব এতদ্রূপ কৃতকার্য্য হওয়াতে গুড়কারা ঐ স্থান ত্যাগকরিয়া পলায়ন করিল এবংঐ সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের নামে সেই প্রদেশ আয়ত্ত করিয়া তাহার সুরক্ষণার্থে তিন স্থানে ক্ষুদ্র২ সৈন্য দল স্থাপন করেন বিশেষতঃ বারাঘরিতে কাপ্তান হেস সাহেবকে শমনপুরে কাপ্তান ব্লেকনি সাহেবকে পর্সাস্থানে কাপ্তান সিব্লি সাহেবকে ঐ সকল সৈন্যাধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন।

জেনরল মার্লি সাহেব স্বীয় সৈন্যসমভিব্যাহৃত হইয়া ৫ মার্চে পাচরৌডি তাপ্পার স্থানে পঁহুছিয়া সৈন্যেরদিগকে তিনদলে বিভক্ত করিয়া কাটমাণ্ডুর অভিমুখে যাত্রা করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যে তিনস্থানে ঐ সাহেবেরা অল্প সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিয়া ছিলেন তাহারদিগকে তিনি কিছুমাত্র পুষ্ট

করিলেন না গুড়কারা ইহা শুনিয়া মনে করিল যে ঐ সৈন্যেরদের উপর আমরা এই সময়ে হঠাৎ আক্রমণ করিলে অবশ্য কৃতকার্য্য হইতে পারি অতএব ১ জানুআরিতে সমসেররাণা গুড়কারদের সৈন্য লইয়া পর্সাস্থানের উপর আক্রমণ করে এবং সর্ব্বজিৎ তাপ্পা শমনপুরের উপরে। ঐ সর্ব্বজিৎ হঠাৎ আসিয়া অতি প্রত্যূষে কাপ্তান ব্লেকনি সাহেবের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কাপ্তান সাহেব অগ্রে তদ্বিষয়ের কিছু জ্ঞাত ছিলেন না এবং সৈন্যেরাও সুসজ্জ ছিল না অতএব প্রথমাক্রমণেতে ঐ সাহেব ও কতক সৈন্যেরা মারা পড়িল এবং তাহা দেখিয়া সিপাহীরা এমত ভীত হইয়া কে কোথায় পলাইল তাহার কিছু নিরূপণ হইল না।

কিন্তু সমসের রাণা কাপ্তান সিব্লি সাহেবের উপর আক্রমণ করিয়া দেখেন যে ঐ সাহেব যুদ্ধার্থে প্রস্তুত আছেন যেহেতুক সাহেবের পূর্ব্বে বোধ ছিল যে ইহারা আমারদের উপর আক্রমণ করিবে। কিন্তু যদ্যপি ঐ সাহেব ও তাঁহার সঙ্গি সেনাপতি ও সিপাহীরা যথাসাধ্য যুদ্ধ করিলেন তথাপি সে যাত্রায় গুড়কারা জয়ী হইল তাহাতে কাপ্তান সিব্লি সাহেব স্বয়ং মারা পড়িলেন এবং তাঁহার পক্ষীয় এক শত তেইশ জন হত ও এক শত সাতাশী জনআঘাতী হয় এবং অবশিষ্ট সৈন্যেরা তথাহইতে পলায়ন করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের শিবিরে আশ্রয় লইল।

এই নানা দুর্ঘটনার সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বড়সাহেব যুদ্ধ বিষয়ে আরো যত্ন করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং বঙ্গদেশে ও বেহারে যেখানে সৈন্য ছিল সকল একত্র করিয়া জেনরল মার্লি সাহেবের দলপুষ্টকরণার্থে তথায় প্রেরণ করিলেন তথাপি ঐ সাহেব আপনার দীর্ঘসূত্রিতা ত্যাগ না করিয়া তরাই স্থানের ইতস্ততো মিথ্যা ভ্রমণ করাতে কোন প্রকৃতকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিলেন না অবশেষে ঐ জেনরল মার্লি সাহেব ২০ ফেব্রুআরিতে কাহারু সাক্ষাৎ কোন প্রসঙ্গ না করিয়া আপনি একাকী তথাহইতে চলিয়া আইলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া বড়সাহেব জেনরল জর্জ উড সাহেবকে তৎসৈন্যাধ্যক্ষতা কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিলেন।

[১৭ অধ্যায়।] [১৮১৫ সাল।]

১৮১৪ সালের শেষপর্য্যন্ত এইরূপে গুড়কারদের সহিত যুদ্ধ চলে ইহার দ্বারা পাঠকগণ অবগত হইবেন যে গবরনর্ জেনরল সাহেব যে চারিদল সৈন্য প্রস্তুত করিয়া গুড়কারদের সঙ্গে যুদ্ধক রণার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে তিন দল একেবারে নিষ্ফল কেবল জেনরল অক্তরলোনি সাহেবের সৈন্যদলদ্বারা কিঞ্চিৎ ফল দৃষ্ট হইল।

১৮ অধ্যায়।

পূর্ব্বোক্তমত ১৮১৪ সালে গুড়কারদের সঙ্গে যুদ্ধে ইঙ্গলণ্ডী য়েরদের অকৃতকার্য্যহওয়াতে ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজারা উত্ত রোত্তর উৎসাহী হইতে লাগিলেন বিশেষতঃ রণজিৎসিংহ এক দল মহা সৈন্য লাহোরে প্রস্তুত করিয়া রাখেন এবং আমীর খাঁ স্ববাধ্য পিণ্ডারিরদিগকে সঙ্গে করিয়া আগরা সন্নিহিতে শি বির স্থাপন করিলেন এবং পুণ্য নগরেও সিন্ধিয়ার দরবারে ইঙ্গ লণ্ডীয়েরদের পূর্ব্বে যেমন মিত্রতা ছিল তাহারো কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। এই সকল রাজকর্তৃক ইঙ্গলণ্ডীয়ে রা যে পরাভূত হইবেন মার্কুইস হেষ্টিংস সাহেবের মনে এ মত কখন বোধ হয় নাই। ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের নেপালের যুদ্ধে অকৃতকার্য্যহওনের কারণ শ্রীযুত এই স্থির করিলেন যে লার্ড ক্লাইব সাহেবের অধিকার সময়াবধি আমারদের সৈন্যের এমত উৎসাহ জন্মিয়াছিল যে আক্রমণ করিবামাত্র তাহারা জয়ী হইবে এই প্রযুক্ত তাহারা বিপক্ষগণকে নিত্য তুচ্ছ বোধ করি য়া থাকিত। কিন্তু গুড়কারা পঞ্চাশ বৎসরাবধি অবিরত যুদ্ধ করিতেছে এবং তাহারা পর্ব্বতীয় লোক অতএব তাহারদের সঙ্গে যে অতিসাবধানে যুদ্ধ করিতে হইবে এমত ইঙ্গলণ্ডীয়ের দের প্রথমে বোধোদয় ছিল না এই তাঁহারদের পরাজয় হওনের প্রধান কারণ। এইক্ষণে ১৮১৫ সালে নেপালীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যে রূপে কৃতকার্য্য হন তাহা বর্ণনা করি।

জেনরল মার্লিসাহেব সারণ ও গোরক্ষপুরে স্বীয় সৈন্যেরদিগকে পূর্ব্বোক্ত মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেলে জেনরল উড সাহেব তদধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন কিন্তু সৈন্যেরদের নিকটে তাঁহার পঁহুছনের পূর্ব্ব দিবসেই পাঁচ শত গুড়কা সিপাহী ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এক ক্ষুদ্র দলের উপর আক্রমণ করাতে ঐ দলস্থ সৈন্যেরা তাহারদের প্রত্যেক জনকে কাটিয়া ফেলিল। তাহাতে গুড়কারা এমত ভীত হইল যে তাহারদের যে সৈন্যেরা সালবনে ও তরাইতে ছিল তাহারদিগকে তথাহইতে উঠিয়া লইয়া গেল এবং জেনরল সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে পর্ব্বতের নিম্ন ভাগে শত্রুমাত্র নাই ইহাতে সুতরাং সকলের বোধ হইয়াছিল যে জেনরল উড সাহেবের সঙ্গে তের হাজার সৈন্য আছে অতএব অবশ্য তিনি কোন এক মহাকীর্ত্তিজনক ব্যাপার করিবেন কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র তাঁহার উদ্যোগ না করাতে যুদ্ধের প্রকৃত সময় বর্ষাকালপর্য্যন্ত অমনি ব্যর্থ গেল।

গোরক্ষপুরে মেজর জেনরল জান উড সাহেব গুড়কারদের কএক গ্রাম দগ্ধ করিলে যখন শুনিলেন যে গুড়কারা আসিতেছে তৎক্ষণাৎ তাহারদের পশ্চাৎ২ গেলেন বটে কিন্তু বিপক্ষেরদের সৈন্যহইতে আমার সৈন্য যে অল্প সংখ্যক এই ভ্রম দূর না হওয়াতে তিনি তাবদ্বৎসর একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলেন যদ্যপি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অন্যং স্থানের সেনাপতি সাহেবেরা এই দুই সাহেবের ন্যায় আলস্য করিয়া থাকিতেন তবে পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও তদ্রূপ নিষফল হইত কিন্তু ভাগ্যক্রমে অন্যং সেনাপতি সাহেবেরা অতিসাহসে যত্নপূর্ব্বক কর্ম্ম করাতে সে বৎসরে তাঁহারদের দ্বারা ফল দর্শিল।

লার্ড হেষ্টিংস সাহেব রহেলখণ্ডে গমনকালীন শুনিলেন যে তাহার উত্তর ভাগে কমাউন প্রদেশে গুড়কারদের অত্যল্প সৈন্য আছে এবং এই বিবেচনা করিলেন যে যদি এইপ্রদেশ জয় করিতে পারা যায় তবে কাটমাণ্ডুস্থিত রাজমন্ত্রিরা অমরসিংহ তাপ্পার সৈন্যের দলপুষ্ট করিতে পারিবে না যেহেতুক এইপ্রদেশ কাটমাণ্ডু মালাউনের মধ্যবর্ত্তী। কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধি

কারের পশ্চিম দেশস্থ রাজারা কি জানি বিরক্ত হন এতন্নিমিত্ত সেই অঞ্চলস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সুশিক্ষিত পুরাতন সৈন্যেরদিগকে আনয়ন করিতে পারিলেন না অতএব তিনি কর্ণল গার্ডনর সাহেব ও মেজর হিয়র্সে সাহেবকে এই আজ্ঞা করিলেন যে তোমারা রহেলখণ্ডে নূতন সৈন্যেরদিগকে বৈতনিক করিয়া যত শীঘ্র শিক্ষিত করিতে পার তাহাতে উদ্যোগী হইয়া পশ্চাৎ কমাউন দেশের উপর আক্রমণ করিবা। তাহাতে ১৮১৫ সালের ১৮ ফেব্রুআরিতে খাঁসপুর হইতে কর্ণল গার্ডনর সাহেব সসৈন্য যাত্রা করিয়া ১৮ মার্চে নানা ক্ষুদ্র যুদ্ধানন্তর কমাউন দেশের নাভিস্থল পর্য্যন্ত পঁহুছিলেন কিন্তু কাপ্তান হিয়র্সে সাহেব স্বীয় উদ্যোগে কৃতকার্য্য না হইয়া বরং তাঁহার নূতন শিক্ষিত রহেলখণ্ডের সৈন্যেরা ভীত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল তৎপ্রযুক্ত তিনি বিপক্ষেরদের হস্তে পতিত হইলেন।

লার্ড হেষ্টিংস সাহেব এই সকল বিষয় অবগত হইয়া এবং ১৮১৫ সালে ভারতবর্ষে স্বাধীন রাজারদের দ্বারা কিছু উৎপাত হইবে না ইহা নিশ্চয় বোধ করিয়া উত্তম সুশিক্ষিত ২২৫০ সৈন্য কর্ণল নিকলস সাহেবের অধীন করিয়া তাঁহাকে কর্ণল গার্ডনর সাহেবের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। অপর ৫ এপ্রিলে কর্ণল নিকলস সাহেব পর্ব্বতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ণল গার্ডনর সাহেবের সঙ্গে যোগ করিলেন। অল্প যুদ্ধানন্তর বিপক্ষেরা একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া ঐ কমাউনপ্রদেশ ও তন্মধ্যস্থ যত দুর্গ ছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়া কাটমাণ্ডুতে চলিয়া গেল। এইক্ষণে পশ্চিমদিগে জেনরল মার্টিণ্ডেল সাহেব ও জেনরল অক্তরলোনি সাহেবেরদের কার্য্যবিষয়ে দৃষ্টিপাত করা উচিত।

পাঠকগণের স্মরণে থাকিবে যে ১৮১৫ সালের আরম্ভে জেনরল মার্টিণ্ডেল সাহেব জৈঠক দুর্গ বেষ্টন করেন এবং তৎকালে অমরসিংহ তাপ্পার পুত্র রণজোরসিংহ ঐ দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহারো এই ভ্রম জন্মিয়াছিল যে আমার সঙ্গে সৈন্য অ

ত্যন্ন তদ্দ্বারা কোন বৃহৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না অতএব তিনিও এতদ্রূপে অনুৎসাহী হইয়া ঐ বৎসরে নিষ্ক্রিয়রূপে বসিয় থাকিলেন ইতিমধ্যে বড় সাহেব তাঁহার নিকটে অবিরত অনেক সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহার ভ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন কিন্তু যদ্যপিও তিনি মার্চ মাসের প্রথমে বিপক্ষেরদের কতক ক্ষুদ্২ দুর্গ আক্রমণ করিয়া সফল হইলেন তথাপি জৈঠকের উপর কোন মহোদ্যোগ না করিয়া এই বিবেচনা করিলেন যে আক্রম ণেতে জৈঠক আয়ত্ত করিতে ক্ষম নহি অতএব সৈন্যের দ্বারা তা হা বেষ্টন করি যে ঐ দুর্গস্থ সৈন্যেরা অনাহারে ক্লিষ্ট হইলে তাহা আমাকে অর্পণ করিবে।

১৮১৫ সালের আরম্ভে জেনরল অক্তরলোনি সাহেব সসৈ ন্যে মালাউন আক্রমণার্থ মহোদ্যোগ করিতেছিলেন এবং ক্র মে২ ঐ মালাউনের চতুর্দ্দিকস্থ বিপক্ষেরদের যে সকল ক্ষুদ্২ দুর্গ তাহা আয়ত্ত করিয়া ১ মে তারিখে মালাউনের অব্যবহিত সম্মু খে পঁহুছিয়া গোলা নিক্ষেপকরণার্থে কামান পাতিলেন। ইতি মধ্যে কমাউন ও আলমোরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগতহওনের সম্বাদ মালাউনে পঁহুছিলে তথাকার সরদারেরা অমরসিংহকে বিস্তর বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন যে এইক্ষণে আর যুদ্ধ করা দুঃসাধ্য অতএব তুমি ও তোমার পুত্র রণজোরসিংহের নিমিত্ত ইঙ্গলণ্ডী য়েরদের সঙ্গে সন্ধি কর কিন্তু ঐ প্রাচীন যুদ্ধশূর ইহাতে কদাচ স্বীকৃত না হইয়া তাঁহারদিগকে কহিলেন যে যদি আমরা বর্ষা কালপর্য্যন্ত কোনরূপে টিঁকিয়া যাইতে পারি তবে অবশ্যই ইঙ্গল ণ্ডীয়েরদের উঠিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু ঐ অমরসিংহ তাপপা কোন প্রকারে নুইবেন না দেখিয়া সরদারেরা তাঁহাকে পরি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার নিক টে কেবল দুই শত জন সৈন্যমাত্র থাকিল ঐ ক্ষুদ্র দলসৈন্য লইয়া অমরসিংহ মালাউনের দুর্গের অভ্যন্তরে গিয়া রহিলেন এবং ত থায় থাকিয়া প্রাণপণে তিনি যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে তাঁহার উপর ইঙ্গলণ্ডীয়েরা গোলা নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত তখন তিনি এই বিবেচনা করিলেন যে তাবৎ সৈ

ন্য পলায়ন করিয়াছে কেবল অবশিষ্ট অতিবিশ্বস্ত এই দুই শত সৈন্য আমার নিকটে আছে ইহারদের মিথ্যা প্রাণ নষ্ট করিলে কি হইবে অতএব তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সন্ধি করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং ১৫ মে তারিখে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে তাঁহার এইরূপ নিয়মে সন্ধি সম্পন্ন হইল যে কালীর অর্থাৎ ঘর্ঘরা নদীর পূর্ব্বদিগহইতে গুড়কারা স্বীয় তাবৎ সৈন্য উঠাইয়া লইবে এবং কমাউন প্রদেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের থাকিবে এইরূপে সন্ধির সমাধা হইলে অমরসিংহ তাপ্পা মালাউনের কিল্লা এবং তাঁহার পুত্র জৈঠকের কিল্লা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে সমর্পণ করিয়া অমাত্যভৃত্যপ্রভৃতিসমভিব্যাহারে ঘর্ঘরা নদী উত্তীর্ণ হইয়া রাজধানী কাটমাণ্ডুতে চলিয়া গেলেন। জানুআরি মাসে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে বিভ্রাটের সম্ভাবনা তাহা মে মাসে একেবারে অসম্ভব হইয়া ঘর্ঘরা নদীঅবধি শতদ্রু নদীপর্য্যন্ত প্রদেশ তাঁহারদের হস্তগত হইল। পরে শ্রীযুত কমাউন প্রদেশ আপনারদের এক জিলার মধ্যে গণনা করিলেন এবং ডেরাধুন সাহরণপুরের জিলার সঙ্গে সংমিশ্রিত করিয়া শাবাতু নান প্রভৃতি কএক দুর্গ স্বহস্তে রাখিয়া অবশিষ্ট জয়লব্ধ দেশ যে রাজা ও ঠাকুরের হস্তহইতে গুড়কারা লইয়াছিল তাঁহারদিগকে ফিরিয়া দিলেন।

ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ঐ বৎসরে এতদ্রূপ কুশলী হইলে নেপালের রাজকর্ম্মকারকেরা তাঁহারদের সহিত সন্ধির চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারদের পর্ব্বতীয় স্থানে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যে কদাচ আক্রমণ করিতে পারিবেন না এই যে তাঁহারদের বোধ তাহা সুতরাং তৎকালে লুপ্ত হইল যদ্যপি তাঁহারদের মধ্যে কোনং ব্যক্তির যুযুৎসা ছিল তথাপি তাঁহারা এই মনে করিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে কি নিয়মে সন্ধি হইবে তাহা দেখা যাউক। এতন্নিমিত্ত ১৮১৫ সালে তাঁহারা রাজগুরু গজরাজ মিশ্রকে রক্তবর্ণ মোহরাঙ্কিত এক পরওয়ানা দিয়া মেজর ব্রাডসা সাহেবের নিকট সন্ধিকরণার্থ প্রেরণ করিলেন। ঐ মেজরসাহেব পূর্ব্বে গবরনর্ জেনরল সাহেবের স্থানে উপদিষ্ট ছিলেন যে এতদ্র

প নিয়ম না হইলে আমরা কদাচ সন্ধি করিব না। প্রথম যুদ্ধের দ্বারা পর্ব্বতীয় যত স্থান আয়ত্ত করা গিয়াছে তাহা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের থাকিবে। দ্বিতীয় পর্ব্বতের নিম্ন ভাগ অব ধিকরিয়া তাবৎতরাই মাঠ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে দিতে হই বে। তৃতীয় সিকিম রাজার দেশে গুড়কারা যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা ঐ রাজাকে নাগর ও না গরকোট এই দুই দুর্গ দিবেন। পরিশেষে কাটমাণ্ডুতে এক জন রেসিডেণ্ট সাহেবকে গ্রহণ করিতে হইবে। গুরুজী এই সকল শুনিয়া কহিলেন যে তরাই মাঠ আপনারদিগকে দান করিতে আমার ক্ষমতা নাই ইহা বলিয়া কাটমাণ্ডুতে ফিরিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের বোধ হইল যে আর এক বৎ সর যুদ্ধ না করিলে গুড়কারদের গর্ব্বের খর্ব্বতা হইবে না অত এব তিনি প্রত্যেক দলকে অধিক সৈন্যের দ্বারা পুষ্ট করিয়া যুদ্ধ দক্ষ অতিবিজ্ঞ সেনাপতি সাহেবেরদের অধীনতায় রাখিলেন এবং যে সৈন্যেরদিগকে কাটমাণ্ডুতে প্রেরণ করিতে নিশ্চয় ক রিয়াছিলেন তাহারদিগকে জয়শীল জেনরল অক্তরলোনি সা সাহেবের অধীনে রাখিলেন। কিন্তু যদ্যপি শ্রীযুত এতদ্রূপ যুদ্ধকরণার্থ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ প্রয়াস পাইলেন তথাপি সন্ধি করণের চেষ্টা ত্যাগ করিলেন না অতএব আগস্ত মাসে গুড়কারা তাঁহারদের গুরুজীকে সন্ধিকরণার্থ প্রেরণ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি অত্যন্ত হৃষ্টমনা হইলেন। ইহার পূর্ব্বে অনুসন্ধানদ্বারা শ্রীযুত জ্ঞাত হইয়াছিলেন যে গুড়কারদের তরাই মাঠ ছাড়িবার প্রতিবন্ধক এই যে ঐ স্থানে নেপালীয় সরদারেরদের অনেক জায়গীর আছে তৎ প্রযুক্ত শ্রীযুত কহিলেন যে কেবল ঐ তরাই র নিমিত্ত যদি সন্ধিকরণের বাধা জন্মে তবে ঐ স্থানের পরিবর্ত্তে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা করিয়া তাঁহারদিগকে বৃত্তি দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ ঐ বৃত্তি তাঁহারা অংশকরিয়া যাঁহারদিগকে দেয় তাঁহারদিগকে দিবেন। কিন্তু গজরাজ মিশ্র ইহা শুনিয়া কহি লেন যে গুড়কারদের কর্ম্মকারকেরা তরাই মাঠ কদাচ ত্যাগ করিবেন না যেহেতুক আমারদের জীবনোপায় তাহাতে ইহা বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার ফিরিয়া গেলেন।

অপর মার্কুইস হেষ্টিংস সাহেব এতদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার বিবেচনা করিয়া মনে ঐ স্থির করিলেন যে বৎসরাবধি ঐ তরাই মাঠ আমারদের হস্তে আছে তাহার রাজস্ব অত্যল্প দৃষ্ট হইতেছে এবং অস্বাস্থ্য জন্মে এই প্রযুক্ত সেই স্থান বসতি যোগ্যও নহে অতএব তাহা ত্যাগ করিয়াও যদি সন্ধি হয় তথাপি ভাল। এই নিমিত্ত তিনি এক নূতন সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়া লেখেন যে কালী নদীঅবধি গণ্ডকী নদীপর্য্যন্ত সমুদায় তরাই গুড়কারদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে অপর শ্রীযুত যদ্রূপ অপেক্ষা করিতে ছিলেন তদ্রূপই সম্পন্ন হইল। গজরাজ মিশ্র ব্রাডসা সাহেবের নিকটে পুনরায় আগত হইলেন এবং যে চন্দ্রশেখর উপধ্যায় ধৃতহইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অনুগ্রহেতে কাটমাণ্ডুতে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি প্রাপ্ত হন তিনি ঐ গজরাজ মিশ্রের সঙ্গে আইলেন। পরে ঐ দুই উকীলকে শ্রীযুতের সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলেখ্য দর্শান গেলে তাঁহারা কহিলেন যে ইহা দরবারে দরপেশনা করিলে এতদ্বিষয়ে আমরা সম্মত হইতেপারি না কিন্তু পোনর দিনের মধ্যে ইহার উত্তর আমরা অবশ্য আনাইয়া দিতেছি। পরন্তু পোনর দিন বহির্ভূত হইলে তাহার উত্তর না পঁহুছনেতে উকীলরা অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন সন্ধির যে সূচনা হইতেছে তাহাতে আপনারা নিবৃত্ত হইবেন না বরং আমরা কাটমাণ্ডুতে স্বয়ং গিয়া ইহার কারণ জ্ঞাত হই এবং কহিলেন যে সমুদয় তরাই না লইয়া বরং কুশী নদীঅবধি গণ্ডকীর যে মধ্য ভাগ ইহাও যদি আপনারা ছাড়িয়া দেন তথাপি আমরা কৃতকার্য্য হইয়া আসিতে পারিব। ইহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা স্বীকৃত হইলে ঐ দুই উকীল বার দিবসের মধ্যে আমরা আসিব বলিয়া কাটমাণ্ডুতে চলিয়া গেলেন। অপর শ্রীযুত ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তি জজ ও কালেক্টর সাহেবেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তরাইর যে অংশ ঐ উকীলেরা ছাড়িয়া দিতে প্রার্থনা করেন তাহাতে আমারদের কিছু অপকার আছে কি না তদ্বিষয়ে শ্রীযুত তাঁহারদের উত্তর প্রাপ্ত হইয়া এই স্থির করিলেন যে সন্ধি হইলে পর তাঁহারদিগকে ঐ স্থান আমরা অনুগ্রহসূচক অমনি ছাড়িয়া দিব।

[১৮ অধ্যায়।] [১৮১৫সাল।]

ইতিমধ্যে রাজগুরু গজরাজ মিশ্র কাটমাণ্ডুহইতে আসিয়া সিগৌলি স্থানে পূর্ব্ব লিখিত নিয়মক্রমে নেপালীয়েরদের নামে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া এই অঙ্গীকার করিলেন যে পোনর দিনের মধ্যে ইহাতে রাজার রক্তবর্ণ মোহরাঙ্কিতরূপ স্বাক্ষর করিয়া আনিয়া দিব। অতএব নেপালীয়েরদের সঙ্গে এতদ্রূপে যুদ্ধ নিবৃত্তি হইল বুঝিয়া যুদ্ধবিষয়ে শ্রীযুত যে ত্বরা করিতে ছিলেন তাহাহইতে কিছু ক্ষান্ত হইলেন. কিন্তু ঐ অঙ্গীকৃত পোনর দিবস গত হইল এবং রাজমোহরাঙ্কিত সন্ধিপত্রও পঁহুছিল না। অপর শ্রীযুত চরদ্বারা শ্রুত হইলেন যে কাটমাণ্ডুতে সন্ধিকরণবিষয়ক অনেক আন্দোলন হইয়া স্থির হইয়াছে যে তাঁহারা পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। এই অনুভবে শ্রীযুত অতি ত্বরায় যুদ্ধায়োজন করিয়া জেনরল অক্তরলোনি সাহেবকে আজ্ঞা করিলেন যে অতিশীঘ্র তুমি সসৈন্য কাটমাণ্ডুর অভিমুখে যাত্রা কর। কিন্তু ঐ কাটমাণ্ডুতে প্রবেশনীয় কেবল চিড়িয়া ঘাটিনামক এক পথ পর্ব্বতের মধ্য দিয়াছিল এবং ঐ দুর্গম পথে বিপক্ষেরা যথাক্রমে স্থানেং তিন দুর্গ স্থাপনেতে এমত দুর্গম করিল যে আহাতে তাহারা বোধ করিয়াছিল যে কদাচ ইঙ্গলণ্ডীয়েরা এ পথ অতিক্রম করিয়া আসিতে পারিবেন না। অপর জেনরল অক্তরলোনি সাহেব বিংশতি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ঐ পথের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে অতি দুরাক্রমণীয় পথ অতএব তিনি চারিদিনপর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। ইতিমধ্যে কাপ্তান পিকর্সগিল সাহেব ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিয়া শেষে অন্য একটা পথ পাইলেন। জেনরল সাহেব তাহা অবগত হইবামাত্র কতক সৈন্যসুদ্ধ ঐ পথ দিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। অন্য পথ দিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরা পর্ব্বতোল্লঙ্ঘন করিয়াছেন ইহা দেখিয়া গুড়কারা ভাবিলেন যে আমারদের ঐ সকল দুর্গ স্থাপন বিফল হইল। পরে ফেব্রুআরি মাসের বিংশতি দিবসে জেনরল অক্তরলোনি সাহেব সসৈন্যে মকয়ানপুরের নিকট পঁহুছিলেন ঐ মকয়ান পুর দুর্গের দ্বারা অতি সুরক্ষিত এবং গুড়কারদের সৈন্য সকল ঐ স্থানে প্রস্তুত ছিল। ঐ দুর্গ কাটমাণ্ডুহইতে অত্যল্প

দূর জেনরল সাহেব তথায় পঁহুছিয়া তাহার উপর গোলাক্ষেপ করিয়া তত্রস্থ তাবদ্বিষয় আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন ইতি মধ্যে ঐ মকয়ানপুরের নিকটবর্ত্তি শিখরকতরিনামক স্থানে ইঙ্গ লণ্ডীয়েরদের কতক সৈন্য ছিল বিপক্ষেরদের ক্ষুদ্র এক দল সৈন্য আসিয়া ঐ সৈন্যেরদের উপর আক্রমণ করিল তাহাতে সেনাপ তি সাহেব ও কতক সিপাহীরা হটিয়া আইল। ইহা দেখিয়া জে নরল অক্তরলোনি সাহেব স্বীয় শিবিরহইতে ঐ স্থানে অনেক সৈন্য প্রেরণ করেন এবং এতদ্রূপ উভয় পক্ষীয় বহুসৈন্য উপ স্থিত হইয়া তথায় তুমুল যুদ্ধারম্ভ হয়। ঐ যুদ্ধে গুড়কারা পরা জিত হন ও তাঁহারদের আট শত সৈন্য মারা পড়ে এইরূপ তা হারদের পরাজয়ের সম্বাদ কাটমাণ্ডুতে পঁহুছিলে তথাকার রাজ দরবারী লোকেরা অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অন্যং দল সৈন্য জয়ী কি জিত ইহা কিছুমাত্র অপেক্ষা না করি য়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তাবৎ দাওয়া স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং সিগৌলিতে গজরাজ মিশ্রের সঙ্গে যে স ন্ধিপত্র হয় তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ঐ পত্রে রক্তবর্ণ মোহরাঙ্কিতরূপ স্বাক্ষর করিয়া তাহা এক জন উকীলের দ্বারা জেনরল অক্তরলো নি সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিলেন। ঐ উকীল গিয়া সাহেবকে কহিলেন যে আপনি অনুমতি করিলে চন্দ্রশেখর উপাধ্যায় আ পনকার নিকটে আইসেন জেনরল সাহেব কহিলেন যে পূর্ব্বে যে নিয়মে আমরা সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম এইক্ষণে যুদ্ধে জয়ী হইয়া সেই নিয়মে সন্ধি করিতে কিরূপে পারি ইহা বলিয়া মকায়নপুরের অতি নিকটে যুদ্ধার্থ তিনি আরো অনেক তোপ পাতিতে লাগিলেন।

অপর ৩ মার্চে চন্দ্রশেখর উপাধ্যায় জেনরল সাহেবের নি কটে আসিয়া সাহেব যে ঐ মুদ্রাঙ্কিত পত্রগ্রহণ করেন এমত অ নেক বিনীতি করিলেন। ইহার পূর্ব্বে জেনরল অক্তরলোনি সা হেবকে শ্রীযুত কহিয়াছিলেন যে সন্ধিকরণ না করণবিষয়ের ভার তোমার উপর থাকিল কিন্তু ইহা মনে রাখিবা যে বিপক্ষেরদের যেপর্য্যন্ত গর্ব্ব খর্ব্ব না হইবে সেপর্য্যন্ত সন্ধি করিবা না তাহাতে

জেনরল সাহেব ভাবিলেন যে এইক্ষণে বিপক্ষেরা নত হইয়াছে তথাপি তাঁহারদের গর্ব্ব খর্ব্বতার নিশ্চয় করণার্থ চন্দ্রশেখর উকীলকে কহিলেন যে সন্ধিপত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা স্বাক্ষরকরণসময়ে যেং স্থান ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইয়াছে তাহা তাঁহারদেরি থাকিবে কিন্তু আমরা তদতিরিক্ত মকায়নপুরপর্য্যন্ত এইক্ষণে অধিকার করিয়াছি সন্ধিপত্রের নিয়মক্রমে তাহাও আমারদের থাকিবে। তাহাতে চন্দ্রশেখর কহিলেন যে আজ্ঞা অবশ্য তাহা আপনকারদেরি থাকিবে এবং আরো কহিলেন যে এই মোহরাঙ্কিত সন্ধিপত্র অন্যং রাজার উকীলেরদের সমক্ষে আমি পাতিতজানু হইয়া আপনাকে অর্পণ করিব। পরে তাহা সম্পন্ন হইলে যুদ্ধ একেবারে নিবৃত্ত হইল এবং জেনরল অক্তরলোনি সাহেব স্বীয় অমাত্যের মধ্যে লেপ্টেনন্ত বইলো সাহেবকে মনোনীত করিয়া রেসিডেণ্ট স্বরূপ কাটমাণ্ডুতে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর এতদ্রূপে নেপালীয়েরদের সঙ্গে সন্ধিহওনের সম্বাদ লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে তিনি অত্যন্ত হৃষ্টমনা হইলেন যেহেতুক তাঁহার এরূপ বোধ ছিল যে বর্ষার পূর্ব্বেই তথাহইতে আমারদের সৈন্য সকল উঠাইয়া আনিতে হইবে এবং বর্ষা আরম্ভের পূর্ব্বে যদি সন্ধি না হয় সুতরাং আর এক বৎসর পর্য্যন্ত সৈন্যেরদের অতি ভারি খরচা আমারদের যোগাইতে হইবে। অপর ঐ সন্ধিপত্রে যে সকল নিয়ম লিখিত ছিল নেপালীয় রাজকর্ম্মকারিরা তাহা সকলি সম্পূর্ণ প্রতিপালন করিলে তাঁহারদের এইরূপ প্রতিজ্ঞানিষ্ঠতা দৃষ্টে শ্রীযুত অত্যন্তার্দ্রচিত্ত হইয়া তরাই মাঠের অন্তর্গত যেং প্রিয়স্থান ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে নেপালীয়েরা দান করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারদিগকে ফিরাইয়া দিতে নিশ্চয় করিলেন। অতএব শ্রীযুক্ত নেপালের রাজার নিকটে লিখিলেন যে এইক্ষণে আনরবিল এড্বার্ড গার্ডনর সাহেবকে তোমার দরবারে প্রেরণ করিতেছি এবং তিনি তোমার সঙ্গে এক নূতন সন্ধিপত্র করিবেন ঐ তরাই মাঠে যে অংশ আমারদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা তোমাকে ফিরাইয়া দিবেন অতএব উভয় রাজ্যের সীমা লইয়া উত্তর কালে

কোন বিবাদ না হয় এতদর্থ সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া স্থানেং তাহার চিহ্নস্বরূপ ইষ্টকময় পিলপা গ্রথিত হইল। এতদ্রূপে নেপাল রাজ্যের যুদ্ধ বিবরণ সমাপ্ত।

১৯ অধ্যায়।

নেপাল রাজ্যের যুদ্ধবিবরণ অবিচ্ছেদে প্রস্তাব করা গেল অত এব তৎসমকালীন অন্যং স্থানে যাহা হয় তাহা এইক্ষণে প্রস্তাব করা উচিত। লার্ড হেষ্টিংস সাহেব যে সময়ে কলিকাতায় স মাগত হইয়া রাজকর্ম্ম গ্রহণ করেন তৎকালে দেখেন যে রাজ কোষ একেবারে অর্থ শূন্য এবং শতকরা ছয় টাকা সুদের কো ম্পানি বাহাদুরের নোটের বাজারে দশ কি বার টাকা বাট্টা আছে এইপ্রযুক্ত আর টাকা কর্জ্জ করিবার উপায় নাই এবং কোম্পানির চা ক্রয়করণের নিমিত্ত চীন দেশে এইক্ষণে অনেক টাকা না পা ঠাইলে নয় অতএব চতুর্দ্দিগে এইরূপ বিভ্রাট দেখিয়া তিনি তা হার উপায় চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। লক্ষ্ণৌর উজীর সাদ ত আলী সিংহাসনারোহণকালাবধি যাহাতে টাকা সঞ্চয় হয় কেবল এই চেষ্টাতে রাজ্যের তাবৎ কালযাপন করত নানা উপা য়ের দ্বারা আট নয় কোটি টাকা সঞ্চয় করেন। ঐ টাকার প্রতি শ্রীযুতের দৃষ্টিপাত হইয়া মনেং ইহা স্থির করিয়াছিলেন যে নেপা লীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করাতে যদি আমরা অর্থ শূন্য হই তবে সা দত আলীর স্থানহইতে কিছু টাকা কর্জ করা যাইবে। পরে ১৮১৪ সালের যেসময়ে শ্রীযুত কলিকাতাহইতে পশ্চিম দেশে যাত্রা ক রেন তৎকালে সাদত আলীর লোকান্তর গমন হয় অনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গাজি উদ্দীন হয়দর সিংহাসনারোহী হইলেন কিন্তু সাদত আলীর ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সমসুদ্দৌলা ম সনদ প্রাপ্ত হন তৎকালে ঐ সমসুদ্দৌলার পক্ষপাতী দরবারে অ নেক লোক ছিল। এবং গাজি উদ্দীনের মনে এমত ভয় ছিল যে পাছে মন্ত্রিরা কুমন্ত্রণা করিয়া বড় সাহেবকে এইরূপ লওয়ায় যে উজীর আলীর সিংহাসন ভ্রষ্টকরণের ন্যায় আমাকেও এতদ্রূ

প করে এইপ্রযুক্ত তিনি অত্যন্ত শ্রীযুতপরায়ণ হইলেন এবং এইক্ষণে নেপালের যুদ্ধ উপস্থিতহওয়াতে বড় সাহেবের অত্যন্ত টাকার অপ্রতুল হইয়াছে ইহা রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহাকে কহিবামাত্র তিনি কহিলেন যে তাহার আটক্ কি আমার স্থানহইতে প্রয়োজনমত কোটি টাকাপর্য্যন্ত লউন। পরে শ্রীযুত তাঁহার স্থানে কোটি টাকা কর্জস্বরূপ গ্রহণ করিয়া কহিলেন যে এই টাকার সুদ বার্ষিক শত করা ছয় টাকা করিয়া দেওয়া যাইবে। অপর এতদ্বিষয়ে অনেক কথোপকথনের পর এই স্থির হইল যে রাজবংশ্যাদিগকে লক্ষ্ণৌর নবাবের যে সকল বার্ষিক বৃত্তি দিতে হয় তাহা এইঅবধি ঐ টাকার সুদহইতে কোম্পানি বাহাদুর দিবেন। ঐ কোটি টাকা কর্জ পাওয়াতে অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীযুত নেপালীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং ঐ টাকার কিছু কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন যেহেতুক কলিকাতায় টাকার কিছু খেঁচ ছিল বিশেষতঃ শতকরা আটটাকা সুদের কোম্পানির কতক কাগজ অপরিশোধিত ছিল। পরে কৌন্সেলি সাহেবেরা শ্রীযুতকে কিছু মাত্র জ্ঞাত না করিয়া কর্জা টাকার মধ্যে যে চোয়ান্ন লক্ষটাকা কলিকাতায় প্রেরিত হয় তাহা লইয়া ঐ আটটাকা সুদের কাগজের দেনা পরিশোধ করিলেন। শ্রীযুত ঐ বার্ত্তা শুনিয়া অত্যন্ত বৈরক্তিপূর্ব্বক তাঁহারদিগকে লিখিলেন যে আমি এত যত্ন পাইয়া কর্জ করিলাম তোমরা তাহা লইয়া এইক্ষণে যে কর্জ পরিশোধের কিছু আবশ্যক নাই তাহাতে মিথ্যা ব্যয় করিলা। তাহার অব্যবহিতোত্তরই এই অবিবেচিত কর্ম্মপ্রযুক্ত যুদ্ধার্থ পুনর্ব্বার টাকার অপ্রতুল হইল। অতএব লক্ষ্ণৌর নবাব সাদত আলীকে শ্রীযুত আপনার অপ্রতুলের তাবৎ কারণ জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন যে আমারদের আর এক কোটি টাকার প্রয়োজন তাহাতে সাদত আলী পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছন্দে স্বীকার না করিয়া কিঞ্চিৎ গতিক্রিয়া করিয়া শেষে ঐ টাকা দিলেন তাহাতে নেপালের যুদ্ধ উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইল। ঐ যুদ্ধ সমাপ্ত হইলেই লক্ষ্ণৌর অতিসন্নিকৃষ্ট নেপালের যে প্র

দেশ জয়প্রাপ্ত হইল বড় সাহেব ঐ প্রদেশ নবাব সাদতআলীকে দিয়া শেষের কোটি টাকা কর্জ্জ পরিশোধ করিলেন।

এইক্ষণে পিণ্ডারিরদের সহিত যুদ্ধের বিবরণবক্তব্য।

লার্ড মিণ্টো সাহেবের অধিকারকালীন পিণ্ডারিরদের কি পর্য্যন্ত উৎপাত হইয়াছিল তাহা পুর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। লার্ড হেষ্টিংস সাহেব রাজকর্ম্ম গ্রহণসময়ে দেশের তাবৎ সম্বাদ প্রাপণের পর, এই বিবেচনা করিলেন যে পিণ্ডারিরদিগকে একেবারে উচ্ছিন্ন না করিলে কদাচ দেশের শান্তি হইতে পারিবে না। অতএব তিনি অবিলম্বে এতদ্বিষয় কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদিগকে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহারদের স্থানে পিণ্ডারিরদের সঙ্গে যুদ্ধকরণের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু যে সময়ে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের তদ্বিষয়ক অনুমতি ভারতবর্ষে শ্রীযুতের নিকটে পঁহুছিল তৎসময়ে তিনি নেপালীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধে এমত ব্যস্ত যে পিণ্ডারিরদের সঙ্গে যুদ্ধবিষয়ে কিম্বা বিষয়ান্তরে তাঁহার তাদৃশ মনোযোগকরণের অবকাশ ছিল না। অনন্তর পিণ্ডারিরদের উৎপাত নিবারণ করণের তিনি এই উপায় চাহিলেন যে নাগপুরের রাজার সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহার দেশে নর্ম্মদা নদীর তীরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এক দল সৈন্য স্থাপন করিলে উপকার আছে। যেহেতুক এইরূপ হইলে বুন্দেলখণ্ডঅবধি কটক প্রদেশপর্য্যন্ত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অবিচ্ছিন্ন সীমার মধ্যে পিণ্ডারিরা আসিয়া লুট পাট করিতে পারিবে না কিন্তু নাগপুরের রাজা রঘুজী ভুসলা তদ্বিষয়ক প্রস্তাব হেয়জ্ঞান করিলেন। শ্রীযুত ইহা জ্ঞাত হইয়া মনেং এই স্থির করিলেন যে তবে এইক্ষণে সাগর ও ভুপাল এই উভয় রাজ্যের রাজদ্বয়ের সহিত সন্ধি করা আমারদের উচিত। প্রথমতঃ কেবল পিণ্ডারিরদের দৌরাত্ম্য নিবারণকরণার্থে ঐ দুই রাজার সহিত সন্ধি করিতে তিনি ইচ্ছুক হইয়াছিলেন পরে শুনিলেন যে রঘুজী ভুসলা এবং সিন্ধিয়া উক্ত রাজ্য জয় করিয়া আপনারদের মধ্যে পরস্পর ভাগ করিয়া লইতে মন্ত্রণা করিয়াছেন এবং তৎ

সমকালীনই ভূপাল রাজ্যের উত্তর ভাগে সিন্ধিয়ার এক দল সৈন্য এবং দক্ষিণ ভাগে নাগপুরের রাজা রঘুজী ভুসলার এক দল সৈন্য আসিয়া অবস্থিত হইল। এবং তৎকালেই আমরী খাঁ ও হোলকার ও রণজিৎসিংহের দরবারে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরুদ্ধাচরণবিষয়ক আন্দোলন হইতে লাগিল।

ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজত্বের প্রতিকূল এই সকল সম্বাদ লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে তাঁহার বোধ হইল যে এইক্ষণে আমারদের রাজত্বের বিরুদ্ধাচরণে দেশীয় তাবৎ রাজারাই প্রবৃত্ত অতএব অতিশীঘ্র ইহার প্রতিকার করা আবশ্যক। প্রথমে শ্রীযুত ঐ ভূপাল ও সাগরের রাজার সহিত সন্ধি করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ইহার পূর্ব্বে ভূপালের রাজা উজীর মহম্মদ সিন্ধিয়া ও নাগপুরের রাজার বিষয়ে ভীত হইয়া দিল্লীর দরবারে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে রেসিডেণ্ট সাহেব ছিলেন তাঁহার নিকটে একজন উকীল প্রেরণ করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আশ্রয় লইতে প্রার্থনা করেন তদ্বিষয়ে প্রথমতঃ শ্রীযুত তাদৃশ মনোযোগ করিলেন না কিন্তু যখন মহারাষ্ট্রীয়েরদের পূর্ব্ববৎ ঐক্য হওনের বার্ত্তা শুনিলেন তখন তিনি রেসিডেণ্ট সাহেবকে লিখিলেন যে ঐ ভূপালের রাজউকীলের যদি সন্ধি করিতে ক্ষমতা থাকে তবে তুমি তাঁহার সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নামে একেবারে সন্ধি করিবা কিন্তু মেটকাপ সাহেব অবগত হইলেন যে উকীলের সন্ধি করণের ক্ষমতা নাই। শ্রীযুত ইহা শুনিয়া বুন্দেলখণ্ডে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রেসিডেণ্ট উআখোপ সাহেবকে লিখিলেন যে এইক্ষণে ভূপালের রাজার সহিত সন্ধিকরণের ভার তোমার প্রতি অর্পণ করা গেল। তাহাতে উআখোপ সাহেব তৎক্ষণাৎ ঐ ভূপালের রাজার নিকটে লিখিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আপনার সঙ্গে এই২ নিয়মে সন্ধি করিতে প্রস্তুত যে সিন্ধিয়া ও রঘুজী ভুসলার উৎপাতহইতে আমরা উত্তর কালে আপনাকে রক্ষা করিব এবং আপনকার দেশের আন্তরিক যে সকল কর্ম্ম তাহা আপনার অধীন থাকিবে এবং ভূপাল রাজ্যদিয়া ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের গমনাগমনের আবশ্যক হইলে অনুমতি দিবেন

এবং দেশের মধ্যে কোন এক দুর্গ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের শিবির স্থাপন করিতে নিযুক্ত করিয়া দিবেন ও পিণ্ডারিরদের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে রহিত করিবেন এবং আপনকার দেশ রক্ষণার্থে সৈন্যের যে খরচা লাগে আপনি তাহার যৎকিঞ্চিৎ যোগাইবেন। উজীর মহম্মদ এইনিয়মই স্বীকার করিয়া কহিলেনযে কেবল কিল্লাও সৈন্যের খরচা এই দুই আমি দিতে পারিব না। সাগরের রাজার সহিতো এতদ্রূপ নিয়মে সন্ধিকরণের প্রস্তাব হইল. এই সন্ধিবিষয়ক কথোপকথনের পরে অন্যং রাজার দরবারে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উকীলসকলের নিকটে শ্রীযুত উআখোপ সাহেব ইহার সম্বাদ প্রেরণ করিলেন। নাগপুরের রাজা তাহা শুনিয়া কহিলেন যে ইহাতে আমি সুসম্মত আছি ভূপালের রাজার সঙ্গে কদাচ যুদ্ধ করিব না কিন্তু তৎসময়ে ঐ রঘুজী ভুসলা সিন্ধিয়ার সঙ্গে মন্ত্রণা করিতেছেন এবং তাঁহার এই সকল মিষ্ট বাক্য কপটমাত্র শ্রীযুত ইহা সুস্পষ্ট জ্ঞাত ছিলেন। পেসোআও ভুপালের রাজার সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সন্ধির বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে ইহাতে আমার যথেষ্ট সন্তোষ আছে। কিন্তু সিন্ধিয়ার দরবারে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রেসিডেণ্ট স্ত্রেচী সাহেব সিন্ধিয়াকে ঐ সন্ধির বিষয় জ্ঞাপন করিলে তিনি তাহাতে অত্যন্ত রাগোন্মত্ত হইয়া কহিলেন যে ভুপালের রাজা আমার অধীন অতএব তাঁহার সঙ্গে যদি তোমরা সন্ধি কর তবে আমার সঙ্গে যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে ইহা আমি জ্ঞান করিব। পরে স্ত্রেচী সাহেব সিন্ধিয়াকে কহিলেন যে আপনার এই কথা বড় সাহেবকে জ্ঞাপন করিয়া যেপর্য্যন্ত তাঁহার উত্তর না পাওয়া যায় সেপর্য্যন্ত আপনার সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণল বাপটিষ্ট সাহেবকে অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষান্তথাকিতে আজ্ঞা করুন যে ভূপালের রাজার উপর তিনি চড়াউ না করেন। তাহাতে সিন্ধিয়া কহিলেন যে আমি এমত আজ্ঞা কদাচ দিব না।

যদ্যপি এতদ্রূপে নাগপুরের ও পুণ্য নগরের রাজা ভূপালের ব্যাপারে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তক্ষেপ করাতে আপনারদের সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন তথাপি ১৮১৪ সালের অবসানে তাবৎ মহারাষ্ট্রী

য়েরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরুদ্ধাচরণে উৎসুক তন্মধ্যে যেঐ দুই রাজা বটেন ইহাতে কিছু সন্দেহ ছিল না। পরে ঐ বৎসরের শেষে নেপালীয়েরদের যুদ্ধেতে ইঙ্গলণ্ডীরা কৃতকার্য্য না হওয়াতে ঐ সকল রাজারদের অত্যন্ত উৎসাহ বৃদ্ধি হইল এবং তাবৎ মহারাষ্ট্রীয়েরা ও পিণ্ডারিরা এককালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উপর চড়াউ করিবেন এমত মন্ত্রণা করিলেন। কিন্তু লার্ড হষ্টিংস সাহেব বিভ্রাটসময়েও অধিক উৎসাহমতি অতএব প্রথমতঃ মান্দ্রাজসম্পর্কীয় সৈন্য দিগকেএকেবারে রণস্থলে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা দিলেন তাহাতে সর তামস হিসলপ সাহেব তের হাজার সৈন্য লইয়া দক্ষিণ দেশে প্রস্তুত থাকিলেন এবং কলিকাতাধীন প্রদেশেও যথাসাধ্য প্রায় দশ পনের হাজারপর্য্যন্ত সৈন্যের বৃদ্ধি করিলেন পরে কেপে পত্র প্রেরণ করিয়া অবিলম্বে তথাহইতে দুই হাজার গোরা সৈন্য পাঠাইতে আজ্ঞা করিলেন। অপর মহারাষ্ট্রীয়েরদের মধ্যে মন্ত্রণার তাদৃশ পরিপক্বতা না থাকাতে ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধার্থে সৈন্য সমূহ প্রস্তুত দেখিয়া তাঁহারদের যুদ্ধোদ্যমের কিঞ্চিৎ শৈথিল্য পড়িল এবং পূর্ব্বে ভূপালেররাজার বিষয়ে সিন্ধিয়া সগর্ব্ব কথা কহিয়াও পরে তিনি সৈনাধ্যক্ষ কর্ণল বাপটিষ্ট সাহেবকে আজ্ঞা করিলেন যে আমার সৈন্যসকল ভূপালের সীমান্ত হইতে উঠাইয়া আন। তাহার কিঞ্চিৎ পরে সিন্ধিয়ার নিকটে শ্রীযুত লিখিলেন যে আমরা ভূপালেররাজাকে স্বাধীন জ্ঞান করিয়া তাঁহার সঙ্গে সন্ধি করিতে সচেষ্ট আছি কিন্তু ঐ রাজা যে তোমার অধীন ইহার প্রমাণ দর্শাইলে তাহার বিবেচনা করা যাইবে কিন্তু ইতিমধ্যে তথাহইতে তোমার সৈন্য উঠাইয়া লইতে হইবে। সিন্ধিয়া তৎসময়ে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত না থাকাতে বড় সাহেবের এই কথা ধারণপূর্ব্বক হৃষ্টমনা হইয়া ভূপালের রাজা যে তাঁহার অধীন এমত অনেক প্রমাণস্বরূপ বাগ্জালে পরিপূর্ণ এক পত্র লিখিয়া শ্রীযুতের নিকটে প্রেরণকরিলেন।

অপর ভূপালের রাজা উজীর মহম্মদ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সন্ধিপত্র না করিয়াই সর্ব্বত্র এমত ঘোষণা করিলেন যে আমি এইক্ষণে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আশ্রয়ে আছি। জানুআরি মাসের

শেষে ঐ রাজা উআখোপ সাহেবকে পত্র লিখিয়া কহিলেন যে দিল্লীতে যে উকীল প্রেরিত হইয়াছিলেন তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে তাবদ্বৃত্তান্ত কহিয়াছেন অতএব মহরমের পরে আমি বান্দাতে আপনার নিকটে অন্য এক জন উকীল প্রেরণ করিতেছি। ঐ উকীল ১৮ ফেব্রুআরিতে প্রেরিত হইয়া ৫ মার্চের পূর্ব্বে বান্দাতে পঁহুছেন না। ইতিমধ্যে ভূপালের রাজা সিন্ধিয়ার হস্তহইতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদেরব্যতিরেকে কদাচ যে রক্ষা পাইবেন না যৎসময়ে এমত দৃঢ় বিশ্বাসী হইলেন তৎসময়েই তিনি সিন্ধিয়ার সঙ্গে যোগকরণের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। গবর্নর্ জেনরল সাহেব ইহা শুনিয়া অতি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অতএব তাঁহার এতদ্রূপ বিশ্বাসঘাতকতার কর্ম্মের প্রতিফলদেওনার্থ উআখোপ সাহেবকে শ্রীযুত লিখিলেন যে নবাবের উকীল বান্দাতে পঁহুছিলে তাঁহার সঙ্গে আলাপমাত্র না করিয়া বিদায় করিবা এইরূপে ১৮১৫ সালের পূর্ব্বার্দ্ধগত হইল। পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবে যে ঐ বৎসরের মধ্যসময়ে জেনরল অক্তরলোনি সাহেব নেপালীয়েরদিগকে যুদ্ধে নত মস্তক করাতে তাঁহারা শরণাগত হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সন্ধি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। অতএব নেপালীয়েরদের সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে যুদ্ধে জয়ী দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা ভগ্নোদ্যম হইয়া হটিতে লাগিলেন এবং গবর্নর্ জেনরল সাহেব এতদ্দৃষ্টে পূর্ব্ববৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া মান্দ্রাজের সৈন্যদিগকে ছাউনি উঠাইয়া ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন।

এই ক্ষণে বাজিরাও পেসোআর কার্য্যবিষয়ে অবলোকন করা কর্ত্তব্য।

যে কালে বাজিরাও পেসোআ স্বীয় রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন তৎকালাবধি দশ বৎসরপর্য্যন্ত স্বদেশে আপনার পরাক্রম দৃঢ় করিতে সতত মনোযোগী হইলেন এবং তৎকালব্যাপিয়া তাঁহার রাজ্যের মধ্যে অত্যন্ত ধনী ও পরাক্রমী মহারাষ্ট্রীয় বংশ্য জায়গীরদারদিগকে তিনি নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন এবং দশ

বৎসরের মধ্যে ঐ প্রাচীন বংশ্য মহারাষ্ট্রীয়েরদের উপর অতি কঠিন দাওয়া ও নিষ্ঠুরশাসন করাতে তাঁহারা প্রায় উচ্ছিন্ন হইলেন। পরে আপন রাজ্যের মধ্যে এতদ্রূপ প্রবল হইয়া পেসোআ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ইহার পূর্ব্বে যখন মধ্যে২ ঐ জায়গীরদারের উপর তিনি অত্যন্ত অন্যায়াচরণ করিতেন তখন ইঙ্গলণ্ডীয়েরা মধ্যস্থ হইয়া তাহা নিবারণ করিয়াছিলেন বিশেষতঃ ১৮১২ সালে যখন তিনি খোলাপুর ও সামন্তবারির উপর দাওয়া করেন ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে সে সমুদায় মিথ্যা অতএব তাঁহারা পেসোআকে ঐ স্থান আক্রমণ করিতে দিলেন না। পরে ১৮১৩ সালে পেসোআ কিছু প্রবল হইয়া নিজামের উপর চৌথের দাওয়া করিয়া কহিলেন যে কর্দিলা স্থানে পূর্ব্বপদস্থ নিজামআলী যখন পরাজিত হন তখন অগত্যা চৌথ দিতে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন সে চৌথের বাকী তাবৎ নিজামের উপর দাওয়া করি। এবং ইহার পূর্ব্বে বাসিনে যখন নিজামের সঙ্গে সন্ধি হয় তখন ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সেই সন্ধিপত্রে সহী করিবেন ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন। বাজিরাও চৌথের বিষয় এতদ্রূপ উপস্থিত করিলে রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহাকে কহিলেন যে আমারদের ও তোমার এক জন উকীল হয়দরাবাদে গিয়া নিজামের সঙ্গে এ সকল বিষয় চুকিয়া দেউন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে এতদ্বিষয় নিষ্পত্তি করিয়া দিতে প্রস্তুত দেখিয়া পেসোআ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন যেহেতুক মহারাষ্ট্রীয়েরদের দেশীয় ধর্ম্ম এই যে কখন কোন দাওয়ার বিষয় মিটায়েন না।

তদনন্তর পেসোআ গয়কবার রাজার উপর অনেক দাওয়া করিতে লাগিলেন বিশেষতঃ ঐ রাজার পূর্ব্বপদস্থের উপর যে কিঞ্চিৎ দাওয়া ছিল সূক্ষ্ম অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা পুনরুত্থাতপি করিয়া সুদইত্যাদি করিয়া তিন কোটি টাকার দাওয়া করিলেন। তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা গয়কবার রাজাকে কহিলেন যে এই সকল দাওয়া মিটাওনার্থে গঙ্গাধর শাস্ত্রিকে পুণ্যনগরে প্রেরণ করুন এবং ঐ শাস্ত্রির বিঘ্ন না হয় এতদর্থ আমরা বদ্ধ থাকিলাম।

[১৯ অধ্যায়।] [১৮১৫ সাল।]

অনন্তর গঙ্গাধর শাস্ত্রী পুণ্য নগরে আসিয়া পেসোআর দর বারে অনেক কথোপকথন করিয়া দেখিলেন যে তাহাতে কিছু মাত্র ফলোদয়হওনের সম্ভাবনা নাই। ঐ সময়ে পেসোআ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রেসিডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে প্রথম ত্র্যম্বকজীকে সাক্ষাৎ করাইয়া কহিলেন যে ইনি এক জন আমার প্রধান বিশ্বস্ত মন্ত্রী। ঐ দাংলিয়া প্রথমে অতি নীচভৃত্য কিন্তু ক্রমেং পেসোআর লাম্পট্যাদি ব্যাপারের সাহায্য করাতে অতিবিশ্বস্ত হইয়া শেষে পেসোআ তাহার অত্যন্ত বাধ্য হইলেন এবং যখ নং পেসোআর সঙ্গে রেসিডেণ্ট সাহেবের কথোপকথন হইত ত খনি ঐ ত্র্যম্বকজী দাংলিয়া নিত্য নিকটে থাকিত স্বয়ং অত্যন্ত প্রতিভান্বিত হইয়া মধ্যেং নানা কথা কহিত। তদ্দৃষ্টে এলফিনষ্টন সাহেব ভাবিলেন যে আমারদের সঙ্গে যেরূপ মিত্রতা পেসোআর আছে তাহা আর অধিককাল থাকে না। ইতিমধ্যে গঙ্গাধর শা স্ত্রির দাওয়া নিষ্পত্তি করণার্থ যদ্রূপ উদ্যোগ হয় পেসোআর মন্ত্রিরা তদ্বৈপরীত্যে উদ্যোগ করেন। তৎসময়ে গঙ্গাধর শাস্ত্রী যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন গয়কবার রাজার দরবারে সীতারাম নামক এক জন তৎকর্ম্মে আকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং ত্র্যম্বকজী তৎ সময়ে গয়কবার রাজধানী ব্রোডেরা স্থানে ঐ সীতারাম নিযুক্ত ও গঙ্গাধর উদস্ত হন এমত আপনার বাধ্য লোকদিগকে লা গাইতে লাগিলেন। এবং ১৮১৪ সালের অক্তোবর মাসে সীতারামের দুই জন ভৃত্য গোবিন্দরাও বন্দ্যজী ও ভগবান রাও পুণ্য নগরে আসিয়া ত্র্যম্বকজীর দ্বারা পেসোআর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল এবং পেসোআ তাহারদিগকে কহিলেন যে তোমরা আপনার প্রভুকে অনেক আশ্বাস দেও। এলফিন ষ্টন সাহেব এতদ্বিষয় অবগত হইয়া তৎ ক্ষণাৎ বাজিরাও পেসো আকে কহিলেন যে গয়কবার রাজ্যের মধ্যে এতদ্রূপ হস্তক্ষেপ করণের তোমার কিছু ক্ষমতা নাই। তাহাতে তিনি সদর্পে কহি লেন যে গয়কবার রাজা আমার অধীন অতএব অধীন রাজ্যের ব্যাপারবিষয়ে আমার অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবে এবং গঙ্গাধর শাস্ত্রী ঐরাজ্যের অনেক বিষয়ো নষ্ট করিতেছে তাহাতে

এলফিনষ্টন সাহেব কহিলেন যেমন তোমার সঙ্গে স্বাধীনত্বরূপে আমরা সন্ধি করিয়াছি তদ্রূপ গয়কবার রাজার সঙ্গেও সন্ধি করা গিয়াছে অতএব কিরূপে তিনি তোমার অধীন। পরে অক্তোবর মাসের শেষে এলফিনষ্টন সাহেব পেসোআকে কহিলেন যে গঙ্গাধর শাস্ত্রিকে এইক্ষণে বিদায় কর তিনি আমার কথাতেই আইসেন অতএব এস্থান হইতে নির্ব্বিঘ্নে তাঁহাকে বিদায়করার ভার আমার। কিন্তু গঙ্গাধর শাস্ত্রী আসিয়া কহিলেন যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমি পুণ্য নগরে থাকিলাম এইক্ষণে এস্থান হইতে আমি প্রস্থান করিলে বন্দোবস্তের কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিবে না অতএব কি জানি আমার দ্বারা যদি কিছু উত্তর কালে মুনীবের মঙ্গল হইতে পারে। এবং কিঞ্চিৎকাল পরে বাজিরাও ওত্রাম্বকজী গয়কবার রাজার সঙ্গে মিত্রতা ব্যবহার করিয়া কোন প্রকারে তাঁহার প্রভু যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরুদ্ধ হন এমত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন তাহাতে গঙ্গাধর শাস্ত্রী এলফিনষ্টন সাহেবকে কিছুমাত্র জ্ঞাপননা করিয়া পেসোআকে কহিলেন যে তাবৎ দাওয়ার পরিবর্ত্তে যাহাতে বার্ষিক সাত লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয় এমত দেশ আপনারা লউন। এই সকল কথোপকথনেতে তাঁহারদের মধ্যে এমত মৈত্রীভাব হইল যে গঙ্গাধর শাস্ত্রির পুত্রের সঙ্গে পেসোআ আপনার কন্যার বিবাহ দিতে স্থির করিলেন। ইহাতে গঙ্গাধর শাস্ত্রির মনের অত্যন্ত উৎসাহ জন্মিল এবং ত্রাম্বকজীর সঙ্গে অতিশয় প্রীতিপ্রণয় হইল। অপর ১৮১৫ সালের মে মাসে বাজিরাও কহিলেন যে আমি এইক্ষণে নানা তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করিতেছি. প্রথমতঃ গোদবরী নদীর অপাদান স্থানের নিকট নাসিকায় যাত্রা করিলেন এবং কন্যার বিবাহ নিতান্ত অবধারণ করিয়া আপন পরিবার সকলকে লইয়া গিয়া ঐ নাসিকাতে বিবাহ দিবেন এই স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে গঙ্গাধর শাস্ত্রী আপনার মুনীবের নিকটে তাবদ্দাওয়ার পরিবর্ত্তে ভূমি দেওনের কথার প্রস্তাব করিলেন তাহাতে গয়কবারের রাজা সন্তুষ্ট না হইয়া বরং কহিলেন যে আমি দাওয়াই স্বীকার করি না। ইহাতে গঙ্গাধর শাস্ত্রী আপনার মুনীবের ঐ উত্তর কিছুমাত্র বাজিরাও পেসোআকে না

জানাইয়া বরং সন্ধিরবিষয়ে ও দাওয়া মিটাওনের বিষয়ে অনেক গতিক্রিয়া করিতে লাগিলেন। অপর বাজিরাও ঐ শাস্ত্রিকে কহিলেন যে বিবাহের পূর্ব্বে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার স্ত্রীর একবার আলাপ হইলে ভাল হয় এতদর্থে তিনি আমার ঘরে আইসেন। তাহাতে গঙ্গাধর কহিলেন যে ইহা কদাচ হইতে পারিবে না যে হেতুক তোমারদের লাম্পট্যপ্রযুক্ত ভদ্রলোকের স্ত্রীর তোমার অন্তঃপুর গন্তব্য স্থান নহে তাহাতে বাজিরাওর সঙ্গে শাস্ত্রির যদ্রূপ প্রীতি প্রণয় ছিল তত্তুল্য তাহার বৈপরীত্য হইল। এবং বাজিরাও ঐ শাস্ত্রিকে খুনকরণপর্য্যন্ত মন্ত্রণা করিলেন কিন্তু তাহা এমত গোপনে রাখিলেন যে মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনারাও কেহ অবগত হইতে পারিলেন না। পরে তাঁহারা নাসিকা স্থানে তীর্থ দর্শনানন্তর পন্দরপুরে যাত্রা কালীন গঙ্গাধর শাস্ত্রিকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। অপর ২৪ জুলাই এক উৎসবে পেসোআকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ শাস্ত্রী স্বীয় পীড়ার ছল করিয়া তাঁহার এক ভৃত্যকে কহিলেন যে পেসোআকে কহিবা যে অদ্য রাত্রিতে আমি উৎসবে যাইতে অক্ষম। অপর ত্র্যম্বকজী ঐ মন্দিরে গিয়া শাস্ত্রিকে না দেখিয়া দুই তিনবার তাঁহার নিকটে লোক প্রেরণ করিয়া কহিলেন আপনি নিমন্ত্রণে কেন আইলেন না এতদ্রূপ বারম্বার লোক প্রেরণেতে শাস্ত্রী সাত জন ভৃত্য সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিলেন এবং কিঞ্চিৎ কাল ঐ মন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া ত্র্যম্বকজীর সঙ্গে কথোপকথন করিয়া তিন জন ভৃত্যমাত্র সমভিব্যাহারে আপন গৃহে প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে কতক জন দস্যু আসিয়া তাঁহাকে একেবারে কাটিয়া ফেলিল।

শাস্ত্রী যখন এতদ্রূপে হত হন তখন এলফিনষ্টন সাহেব এলোড়াতে ছিলেন তিনি গঙ্গাধর শাস্ত্রির এই বৃত্তান্ত শ্রবণেতে ভাবিলেন যে ঐ শাস্ত্রী আমারদের কথায় বিশ্বাস রাখিয়া পুণ্যনগরে গিয়াছিলেন অতএব এতদ্বিষয়ে আমারদের মৌনী থাকাতে সম্ভ্রমের অনেক লাঘব আছে। তৎক্ষণাৎ তিনি পেসোআকে লিখিলেন যে আমি গঙ্গাধর শাস্ত্রির খুনের বিষয় শুনিয়া অবাক্ হইলাম অতএব এইক্ষণেই বধি ব্যক্তিরদের অনুসন্ধান করিয়া

ধৃত করুন এবং আমিও অতিশীঘ্র পুণ্যনগরে যাইতেছি। এবং ঐ সাহেব এই সকল বিষয় বড় সাহেবকে জ্ঞাপন করিয়া লিখিলেন যে এবিষয়ে যদ্যপি এমত কিছু উপস্থিত হয় যে বিলম্ব সহে না তবে আপনকার আজ্ঞাব্যতিরেকেও আপন ঝুঁকী স্বীকার করিয়া আমি তাহাতে প্রবর্ত্ত হইব। পরে ৭ আগস্তে ত্র্যম্বকজী পুণ্যনগরে আইলেন তাহার দুই দিবস পরে বাজিরাও অতি সঙ্গোপনে এক মোদা পালকীতে একাকী আরোহণ করিয়া ঐ পুণ্যনগরে আগত হইলেন। অনন্তর এলফিনষ্টন সাহেব স্বয়ং পুণ্যনগরে আসিয়া বধিব্যক্তিরদের অনেক অনুসন্ধান করাতে তত্রস্থ তাবল্লোক ত্র্যম্বকজীর উপর দোষ দিলেন। তাহাতে ১১ অগস্তে রেসিডেণ্ট সাহেব বাজিরাওর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা পাইলেন। ভৃত্যেরা কহিল যে তিনি অদ্যপীড়িত আছেন এবং তৎপর দিবসে সাক্ষাৎকরণের চেষ্টা পাইলে তাহারা কহিল যে তাঁহার কন্যা মরিয়াছে এপ্রযুক্ত তিন দিন অশৌচ কাহারো সঙ্গে আলাপ হইবে না। এতদ্রূপ গতিক্রিয়া দেখিয়া এলফিনষ্টন সাহেব পেসোআর এক জন প্রধান মন্ত্রী সদাশিব ভৌর দ্বারা এক পত্র তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিতে চেষ্টা পাইলে ভৌজী কহিলেন যে আমি কদাচ এ পত্র তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতে পারিব না। তাহাতে ঐ পত্র রেসিডেণ্ট সাহেব আপনার এক জন মুন্সীর দ্বারা প্রেরণ করিলেন কিন্তু কেহ ঐ পত্রসমেত মুন্সীকে পেসোআর নিকটে যাইতে দিল না। পরে পেসোআর দুই জন লোক রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকট আসিয়া কোন ছলেতে জিজ্ঞাসা করিল যে ঐ পত্রের মর্ম্ম কি রেসিডেণ্ট সাহেব উত্তর করিলেন যে শাস্ত্রির খুনের বিষয়ে কেবল ত্র্যম্বকজী দাংলিয়ার উপর দোষার্পণ হইয়াছে অতএব পেসোআ তাঁহাকে তাবৎ কর্ম্মচ্যুত করেন এমত আমার ইচ্ছা এবং এরূপ না করিলে তাঁহার সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যেরূপ সৌহার্দ্দ আছে তাহার ত্রুটি হইবে। অনন্তর পেসোআ ইহা বিশেষাবগত হইয়া ঐ পত্র গ্রহণ করিলেন।

অপর এলফিনষ্টন সাহেব আপনার লিখিত কথার সাব্যস্ত করণার্থ সিরুরের নিকটে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে সকল সৈন্য ছিল তাহারদিগকে আসিতে লিখিলেন পেসোআ ইহা দেখিয়া মনেং অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া কি করিবেন তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যদি ত্র্যম্বকজী দাংলিয়াকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করেন তবে তাঁহার অত্যন্ত অসম্ভ্রম এবং যদ্যপি তাহা না করেন তবে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা অতএব এতদ্রূপ গতিক্রিয়া করাতে ও এলফিনষ্টন সাহেবের ইতস্ততোহইতে সৈন্যাহরণকরণেহেতু যখন যুদ্ধোদ্যোগ দেখিলেন তখন পেসোআ ত্র্যম্বকজী দাংলিয়াকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং এলফিনষ্টন সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে এক কিল্লার মধ্যে কয়েদ রাখিলেন। কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অনুরোধে এতদ্রূপ কর্ম্ম করাতে এলফিনষ্টন সাহেব বুঝিলেন যে বাজিরাওর সঙ্গে আমারদের সৌহার্দ্দ থাকে না। এবং তদবধি পেসোআ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রতিকূলে তাবৎ মহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে ঐক্য হইয়া দলবদ্ধ হইতে নিয়ত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন যে যাহাতে তাঁহারা সকলে মিলিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উপর একেবারে আক্রমণ করেন।

২০ অধ্যায়।

১৮১৫ সালের মধ্যসময়ে পিণ্ডারিরদের প্রবল হওয়ার সম্বাদ নানাদিগ্ হইতে পাইয়া শ্রীযুত ভাবিলেন যে যাহাতে পিণ্ডারিরা একেবারে উচ্ছিন্ন হয় এমত আক্রমণ অতিশীঘ্র না করিলে নয়। ১৮১৫ সালের চিতুনামক এক জন পিণ্ডারিরদের সরদারের শিবিরে অতিশয় ঘটাপূর্ব্বক দশহরা উৎসব হয় তাহাতে অনেক পিণ্ডারির সমাগম হইল এবং তদ্দ্বারা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের এমত বোধ হইল যে কোন এক স্থানে লুঠের নিমিত্তে ইহারা অবশ্য যাত্রা করিবে এবং অল্পকালের মধ্যে তাহাই হইল। আট হাজার অশ্বারূঢ় পিণ্ডারি নর্ম্মদা নদীর তীরদিয়া দক্ষিণদিগভিমুখে চলিল।

পরে তপ্তি নদীর নিকট পঁহুছিয়া তাহারা দুই ভাগ হইল এবং তাহার এক ভাগের উপর ২৪ অক্তোবরে নিজামের সৈন্য লইয়া মেজর ফ্রেবর সাহেব আক্রমণ করিলেন তাহাতে ঐ দলের অল্প লোক মারা পড়ে অবশিষ্টেরা লুঠিতদ্রব্যসমেত পলায়ন করিল। অপর দল দক্ষিণ পূর্ব্বদিগে যাত্রা করিয়া নাগপুরের রাজার অধিকারের মধ্যদিয়া গমনপূর্ব্বক নিজামের উত্তর সীমাঅবধি দক্ষিণ সীমাপর্য্যন্ত লুঠকরত কৃষ্ণানদীর তীরে পঁহুছিল। কিন্তু সেই নদী তৎকালে পরিপূর্ণা তৎপ্রযুক্ত উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া তাহার পূর্ব্বতীরে লুঠ করিতে লাগিল। পরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তদ্দেশে স্থাপিত সৈন্যের অগোচরে গমনপূর্ব্বক লুঠেতে ভারাক্রান্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে লাগিল এবং পূর্ব্ব যাত্রাপেক্ষা এযাত্রায় এমত অধিক লুঠ করে যে তাহারদের ঐ লুঠিত দ্রব্য ক্রয়করণার্থ উজ্জয়িনীহইতে মহাজনেরদিগকে সম্বাদ দিয়া আনিতে হইল।

ঐ যাত্রায় এতদ্রূপ কৃতকার্য্যহওয়াতে পিণ্ডারিরা এমত উল্লসিত হইল যে দক্ষিণদেশ লুঠ করিতে যাত্রার্থ পুনর্ব্বার নিশ্চয় করিল। এবং ৫ ফেব্রুআরিতে নানা সরদারেরদের অধীনে দশ হাজার পিণ্ডারিরা নেমাওয়ার স্থানে যাত্রা করিল প্রথমতঃ তাহারা নর্ম্মদা নদী পার হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকার পশ্চিম সীমায় মচ্লি বন্দরে ১০ মার্চে উপস্থিত হইল তৎপর দিবসে তাহারা উনিশ ক্রোশ যাত্রা করিয়া চৌয়ান্ন খান গ্রাম একেবারে লুঠ করে। এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের মধ্যে গন্তূর সরকারে পঁহুছিয়া ঐ নগর তাবৎ লুঠ করে ও ইঙ্গলণ্ডীয় সাহেবেরদের যে সম্পত্তি ছিল তাহাও লুঠ করিল কিন্তু সরকারী যে টাকা তাহা কালেক্টর সাহেবের আফীসে রাখা গেল এবং নগরের নানা স্থানে যে সিপাহীরা ছিল একত্র হইয়া তাহা রক্ষা করিল। অপর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অন্য২ স্থানহইতে সৈন্য আসিবে এই ভয়ে পিণ্ডারিরা অতিশীঘ্র যাহা পাইল তাহা লইয়া পর দিবসে পশ্চিম দেশাভিমুখ যাত্রা করত এক দিবসের মধ্যে ছাব্বিশ ক্রোশ অতিক্রমপূর্ব্বক চলিয়া গেল। সর্ব্বসুদ্ধ তাহারদের বার দিন ইঙ্গ

লণ্ডীয়েরদের অধিকারের মধ্যে অবস্থান ঐ সময়ে তাহারা তিন শত ঊনচল্লিশ গ্রাম লুঠ করে ও এবং এক শত বিরাশী জনকে হত ও পাঁচ শত পাঁচ জনকে আঘাতী করে তদ্ভিন্ন তিন হাজার ছয় শত তিন জনকে যন্ত্রণা দেয় ও ভিন্নং লোকেরদের দশ লক্ষ টাকা ক্ষতি করিয়া যায়। অতএব কোম্পানি বাহাদুরের সুরক্ষিত দেশে যদ্যপি বার দিবসের মধ্যে তাহারা এমত অপচয় করিল তবে অন্যং অরক্ষিত দেশের মধ্য তিন চারি মাস ব্যাপিয়া তাহারা যে কিপর্য্যন্ত লুঠ পাট করিল তাহা পাঠকের অনায়াসে বোধগম্য হইবে। এতদ্রূপ লুঠিত বস্তুতে ভারাক্রান্ত হইয়া পিণ্ডারিরা স্বদেশে যাত্রা করিল এবং যদ্যপিও তাঁহারদের পশ্চাৎং ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা প্রেরিত হয় তথাপি তাহারা ঐ সকল লুঠিত বস্তুসমেত নানা দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্নং পথে স্বদেশে নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিল। তাহারদের এই যাত্রার বিষয়ে এইআশ্চর্য্য বোধ হইল যে তাহারা কি পেসোআ কি বিরাটের রাজা কি সিন্ধিয়া কি হোলকার ইহাঁরদের কোন এক জনের দেশের মধ্যহইতে কপর্দ্দকমাত্র লুঠ করে নাই কেবল ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পরম মিত্র নিজামের অধিকার এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নিজাধিকারহইতে এতদ্রূপ হরণ করে। অপর বালাজী কুঞ্জরনামক অতিবিখ্যাত এক ব্যক্তি অথচ পেসোআর পূর্ব্ব মন্ত্রী ১৮১৫ সালে মহারাষ্ট্রীয়েরদের নানা দরবারে গমন করিয়া তথায় সমাদরপূর্ব্বক গৃহীত হইলেন তাঁহারদের বোধ হইল যে ইনি এক জন প্রধান ব্যক্তি ভারি বিষয়ের চেষ্টা পাইতেছেন। ঐ দরবারহইতে তিনি পিণ্ডারিরদের আড্ডাতে গমন করিলেন অতএব এই দুই বিষয়ে বিবেচনা করিয়া গবর্নর্ জেনরলের বোধ হইল যে পিণ্ডারিরা মহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে যোগব্যতিরেকে এমত লুঠ করিতে সাহসিক হইত না।

পিণ্ডারিরা যে সময়ে দেশ লুঠ করিয়া ভ্রমণ করেঐ সময়ে ভূপালের রাজা উজীর মহম্মদ ১৮১৬ সালের ১৭ মার্চে লোকান্তর গত হন এবং ঐ মাসের দ্বাবিংশ দিবসে নাগপুরের রাজা

রঘুজী ভুসলার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। এই উভয়ের নিধনেতে ইঙ্গল ণ্ডীয়েরদের মঙ্গল হইল। প্রথমোক্ত রাজার পুত্র নজর মহম্মদ ভূপালের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তরুণবয়স্ক অত এব সিন্ধিয়া তাঁহাকে যৌবনাবস্থ দেখিয়া তাঁহার রাজ্যের উপর আক্রমণ করিবেন এই ভয়ে রাজ্যরক্ষার্থে সুতরাং তাঁহার ইঙ্গ লণ্ডীয়েরদের শরণাপন্ন অবশ্য হইতে হইবে। রঘুজীর উত্ত রাধিকারী পর্শাজী ভুসলা সিংহাসনারূঢ় হইবামাত্র দৃষ্ট হইল যে তিনি রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহে অক্ষম অথচ অত্যন্ত অবাধ্য এবং জন্মকালাবধি তাঁহার মনের কিছু দৌর্ব্বল্য সম্প্রতি পীড়িত হওয়া তে চক্ষু গিয়াছিল ও পক্ষাঘাতে তাঁহার এক বাহু অকর্ম্মণ্য হই য়া অবশেষে শয্যাগত থাকিলেন। তাঁহার মানসিক দৌর্ব্বল্যেরো অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হইল বিশেষতঃ তাঁহার পিতার শব দাহসময়ে তিনি কহেন যে তোমারা কিরূপে শব লম্বায়মান করিলা। এবং দরবারে উপবিষ্ট হইয়া তিনি কহিলেন যে আমার শ্মশ্রু কে হরণ করিয়া লইল ইত্যাদি অনেক লক্ষণেতে তাবল্লোকের বোধ হইল যে ইনি কদাচ রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন না। তা হার পর উত্তরাধিকারী ঐ রঘুজীর ভ্রাতৃপুত্র মোদাজী ভুসলা সর্ব্বত্র আপাসাহেব নামে বিখ্যাত। তাঁহার পিতৃব্যের জীবদ্দ শায় তাঁহার সঙ্গে কিছু বিগড়া বিগড়ি হইয়াছিল কিন্তু যখন আসন্নকালে ঐ রঘুজী শয্যাগত তখন তাঁহার পুত্র পর্শাজীও ভ্রা তৃপুত্র আপাসাহেবকে ডাকিয়া ঐ পর্শাজীর হস্ত আপাসাহেবে র হস্তে সমর্পণ করত কহিলেন যে এইক্ষণে তুমি আমার বংশ ধর থাকিলা। কিন্তু আপাসাহেবের বিরুদ্ধে রাজমন্ত্রিগণের এক মহাপ্রবল দল ছিল এবং তাঁহারদের এই উৎকটেচ্ছা যে আপাসাহেব কদাচ রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত না হন ঐ শত্রুগ ণের মধ্যে মৃত রাজার পালকপুত্র ধর্ম্মজী ভুসলা অগ্রগণ্য ঐ ধ র্ম্মজী রাজ্ঞীর অতিপ্রিয়পাত্র এবং যে আরব জাতীয় সৈন্যেরা সরকারে নিযুক্ত ছিল তাহারদের সঙ্গেও তাঁহার অতি প্র ণয় ছিল কিন্তু তিনি অতিদুশ্চরিত্র এবং রঘুজী ভুসলার মৃত্যুর পূর্ব্বে যে সকল অত্যাচার হয় তাহার মূল তিনি অতএব তাঁহার

সঙ্গে অন্যং রাজকর্ম্মকারিরা মিলিয়া বাকাবাই রাজ্ঞীকে রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্তা করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। তাঁহারদের ঐ সকল কুমন্ত্রণা প্রথম ইহাতে দৃষ্ট হইল যে আপা সাহেব তাঁহার পিতৃব্য রঘুজীর শ্রাদ্ধ না করেন তাঁহারা এমত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। আপাসাহেব এই সম্বাদ পাইবামাত্র অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়া কহিলেন যে তবে আমি বলপূর্ব্বক তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিব। ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত ভীত হইয়া পরস্পর সকলেই কহিলেন যে এ মন্ত্রণাতে আমরা কেহ লিপ্ত নহি এবং আপা সাহেবকে যে রাজকর্ম্ম বহির্ভূত করি এমত স্বপ্নেও আমরা চিন্তা করি নাই।

এই সকল ব্যাপারের সম্বাদ শ্রীযুতের নিকট পঁহুছিলে তিনি এই নিশ্চয় করিলেন যে ভূপালের রাজার সহিত সন্ধি না করিয়া বরং নাগপুরের রাজার সহিত সন্ধি করা আমারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তিনি জিন্‌কিন্স সাহেবের নিকটে লিখিলেন যে পর্শাজীর অক্ষমতার বিষয়ে যদি কিছুমাত্র সন্দেহ না থাকে তবে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের নামে তুমি আপা সাহেবকে রাজার স্বরূপ কিম্বা রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ স্বীকার করিবা এবং ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যের দিগকে বৈতনিক করিয়া রাখণবিষয়ে তাঁহার সঙ্গে এক সন্ধিপত্র করিবা। অপর এতদ্রূপ সন্ধির বিষয়ে পুর্ব্বাবধি এই রীতি হইয়া আসিতেছিল যে রাজারা নগদ টাকা না দিয়া সৈন্যেরদের বেতন স্বরূপ ভূমির নির্দ্ধার্য্য করিয়া দিতেন ঐ ভূমির উপস্বত্বে সৈন্যের দের বেতন চলিত কিন্তু এই স্থলে গবর্নর্ জেনরল সাহেব আজ্ঞা করিলেন যে তাঁহার সঙ্গে এরূপ নিয়ম করিবা যে ভূমি না দিয়া সৈন্যেরদিগকে মাসিক বেতন নগদ টাকায় দেন। কিন্তু শ্রীযুতের ঈদৃশ পত্রপ্রাপ্তির পুর্ব্বেই জিন্‌কিন্স সাহেব তদ্রূপ চেষ্টা পাইয়া ছিলেন। আপা সাহেব তৎকালে বৈরিগণে বেষ্টিত ছিলেন এবং সৈন্যেরাও তাঁহার প্রতিকূল অতএব স্বতন্ত্র কিছু উদ্যোগ না করিলে তিনি কদাচ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন না ইহা ভাবিয়া ১৮১৬ সালের ১১ আপ্রিলে স্বীয় বাধ্য কতক সৈন্য লইয়া ধর্ম্মাজী ভুসলাকে কয়েদ করিলেন। তাহার তিন দিন পরে তাঁ

হার রাজ্যাভিষিক্তহওনের মহা ঘটা উপস্থিত হইল। তাহাতে পর্শাজী রাজাস্বরূপ গদিতে উপবিষ্ট হইয়া তৎসময়ে সকলকে এই জানাইলেন যে আপা সাহেবকে নায়েব মুক্তিয়ারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম এবং তিনি রাজ্যের মধ্যে আমার তুল্য পরাক্রমী হইবেন। রেসিডেণ্ট সাহেব ও তৎসমভিব্যাহারি লোক সকল তৎকালে দরবারে উপস্থিত ছিলেন এবং রেসিডেণ্ট সাহেব পর্শাজীকে রাজাস্বরূপ ও আপা সাহেবকে রাজপ্রতিনিধিস্বরূপে গবর্ণমেণ্টের নামে স্বীকার করিলেন। কিন্তু যদ্যপি আপা সাহেব এতদ্রূপে প্রাপ্ত পরাক্রম হইলেন তথাপি পরাক্রান্ত হইয়া নর্ব্বিঘ্নে তিনি যে ঐ রাজ্য ভোগ করেন এমত তাঁহার প্রত্যাশা ছিল না যেহেতুক রাজমন্ত্রিরা প্রায় সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধাচারী। অতএব যেপর্য্যন্ত ঐ রাজমন্ত্রিরদের পরিবর্ত্তে রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ আপনার প্রিয় বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করেন সেপর্য্যন্ত রাজকর্ম্ম সুনির্ব্বাহ হওনের কোন সম্ভাবনা নাই বিশেষতঃ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের সাহায্য না পাইলে তাঁহারদিগকে অপদস্থ করা অতি দুঃসাধ্য কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সৈন্য প্রাপণবিষয়ক এক সন্ধি করাতে তাঁহার যদ্রূপ ইচ্ছা তদ্রূপ অভিপ্রায় ইঙ্গলণ্ডীয়েরদেরো ছিল অতএব ঐ সন্ধি নির্দ্ধার্য্যকরণেতে বিস্তর কাল বিলম্ব হইল না। ঐ সন্ধি অতিসঙ্গোপনে নির্ব্বাহ হইল যদ্যপি সন্ধিহওনের কল্প প্রকাশ পাইত তবে নাগপুরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ও আপা সাহেবের বিপক্ষেরা তাহার প্রতিবন্ধকতা করিত। অতএব আপা সাহেব স্বীয় দেওয়ান নাগোপণ্ডিত ও মৃত রাজার এক জন মন্ত্রী নারায়ণ পণ্ডিতের দ্বারা ঐ সন্ধির নিয়ম সকল স্থির করিলেন। তন্নিয়ম এই যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ছয় হাজার পদাতিক ও সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য আপা সাহেবের বেতনভুক্ হইয়া তাঁহার দেশ রক্ষার্থ নিযুক্ত থাকিবে এবং তাহারদের তাবৎ বেতন আপা সাহেব মাসে২ নগদ টাকায় দিবেন। ঐ সন্ধিপত্রে আরো লিখিত থাকে যে ঐ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের সাহায্যার্থ আপা সাহেব নিজ তিন হাজার পদাতিক ও দুই হাজার অশ্বারূঢ় নিযুক্ত করিয়া রাখিবেন। পরে জিন্‌কিন্স সাহেব আপা সাহেবকে কহিলেন যে

যতকালপর্য্যন্ত পর্শাজীর মনের দৌর্ব্বল্য থাকিবে তত কাল তোমাকে আমরা রাজপ্রতিনিধিস্বরূপে স্থির রাখিব। এতদ্রূপে সন্ধির তাবন্নিয়ম অবধারণ হইলে আপা সাহেব ১৮১৬ সালের ২৭ মে তারিখে নাগোপণ্ডিতের নিকটে গিয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর ও মোহরাঙ্কিত করিলেন। নাগপুরের শত্রুপক্ষ বিষয়ে আপা সাহেবেরএমত ভয় ছিল যে জিনকিন্স সাহেবকে তিনি নিবেদন করিলেন যে সন্ধিপত্রে নির্দ্ধারিত ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা নাগপুরে না পঁহুছিলে এই সন্ধির প্রস্তাব আপনি কোন স্থানে করিবেন না। জিনকিন্স সাহেব তাহা স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হইলে কর্ণল ডফটন সাহেবকে লিখিলেন যে তিনি সন্ধিপত্রে লিখিত সৈন্যের তুল্য সংখ্যক সৈন্য নাগপুরে অবিলম্বে প্রেরণ করেন। অপর তদনুসারে ঐ সৈন্যেরা ১ জুনে ইলিকপুরে পঁহুছিয়া ৬ তারিখে বরদা নদী উত্তীর্ণহওনোত্তর ৮ তারিখে নাগপুরে পঁহুছে। তাহারদের পঁহুছনের পরদিবসেই সর্ব্বত্র ঐ সন্ধির প্রচার হইল এবং যদ্যপি মৃত রাজার প্রাচীন মন্ত্রিগণ তাঁহারদের সঙ্গে পরামর্শ না হইয়া সন্ধি হইয়াছে বলিয়া আপা সাহেবের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হন তথাপি নাগপুরে আগত ইঙ্গলণ্ডীয় নূতন সৈন্যেরদের শিবিরের নিকটস্থ এক উদ্যানে ঐ সৈন্যেরদের আশ্রয়ে আপা সাহেব নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

২১ অধ্যায়।

১৮১৬ সালের জুনমাসে আপা সাহেবের সহিত এতদ্রূপ সন্ধি নির্ব্বাহ হইলে তৎকালাবধি তদ্বৎসরের অবসানে লুঠ করণার্থ পিণ্ডারিরদের পুনর্যাত্রাপর্য্যন্ত যে সকল ব্যাপার হয় তদ্বিবরণ অগ্রে লিখিয়া পরে তাহারদের বিষয় প্রস্তাব করা যাইবে।

যে সময়ে আপা সাহেবের সহিত সন্ধির উপক্রম হয় ঐ সময়ে জয়পুরের রাজার সহিতো তত্তুল্য এক সন্ধিকরণের উদ্যোগ হইয়াছিল। ঐ জয়পুরের রাজার সহিত ১৮০৩ সালে ইঙ্গ

লণ্ডীয়েরদের বিলক্ষণ সম্পর্ক ছিল কিন্তু ১৮০৬ সালে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের আজ্ঞাক্রমে তাবৎ মহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক রহিত হওয়াতে ঐ সম্পর্কও রহিত হয়। তৎপরে পিণ্ডারিরা প্রবল হওয়াতে ইঙ্গলণ্ডে কর্ম্মকারক সাহেবেরদের এই বোধ হইল যে মহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে কিছু সম্পর্ক না রাখিলে ভাল হয় না অতএব তদ্রূপ এক আজ্ঞাপত্র লিখিয়া ভারতবর্ষে বড়সাহেবের নিকটে প্রেরণ করেন ঐ আজ্ঞাপত্র ১০ জুন তারিখে শ্রীযুতের নিকটে পঁহুছে।

১৮১৫ সালের সেপ্তেম্বর মাসে আমীরখাঁ পিণ্ডারি স্বীয় তাবৎ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জয়পুরের রাজধানী জয় নগর বেষ্টন করে এবং ঐ নগর যে অতিশীঘ্র অধিকার করিবে রাজার এমত ভয় জন্মিল। অতএব তিনি অতিত্বরায় দিল্লীতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রেসিডেণ্ট শ্রীযুত মেটকাফ সাহেবের নিকটে এক উকীল প্রেরণ করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন তাহাতে কি জানি কিছু বিলম্ব হয় এতন্নিমিত্ত শ্রীযুতের দরবারে তাঁহার যে উকীল নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাকেও লিখিলেন যে তুমি অতিশীঘ্র এরূপ প্রার্থনা শ্রীযুতের নিকটে করিবা। তাহাতে শ্রীযুত ১৮১৬ সালের ২০ এপ্রিলে মেটকাফ সাহেবকে লিখিলেন যে জয়পুরের রাজার যে প্রস্তাব আছে তাহাতে তুমি শ্রুতিপাত করিবা এবং ইহার পূর্ব্বে ভূপালের রাজার সঙ্গে সন্ধিহওনের যদ্রূপ পাণ্ডুলেখ্য আছে তদনুসারে ইঁহার সঙ্গেও সন্ধিকরণের উদ্যোগ পাইবা। অনন্তর মেটকাফ সাহেব জয়পুরের রাজার উকীলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে তোমার মুনিবের সঙ্গে আমরা এইক্ষণে সন্ধি করিতে প্রস্তুত তাহাতে ঐ রাজা কিঞ্চিৎ শৈথিল্য ভাব প্রকাশ করিলেন বাস্তবিক ইলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সন্ধি করিতে রাজার ইচ্ছা ছিল না যাহাতে আমীর খাঁর হস্তহইতে তিনি রক্ষা পান এমত একটা সন্ধির ছল করিয়া যখন আমীর খাঁ অত্যন্ত দৌরাত্ম্যাচরণে প্রবৃত্ত তখন তাহাকে কহিতেন যে তুমি এস্থানহইতে প্রস্থান কর আমার সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সন্ধি করিতে ব্যগ্র সন্ধিপত্রও প্রস্তুত স্বাক্ষর করা অপেক্ষামাত্র সহী করিলেই ইঙ্গলণ্ডীয়ে

রদের দশ বার হাজার সৈন্য আসিয়া তোমার উপর অক্রমণ ক
রিবে। এবং যে সময়ে ঐ রাজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে এতদ্রূপ
কপট সন্ধি করিতে উদ্যোগ পাইতেছিলেন তৎসমকালীন তাঁহার
আমীর খাঁর সঙ্গেও একটা সন্ধি করিতে চেষ্টা ছিল। অবশেষে
এই হইল যে আমীর খাঁ তাঁহার নগর আক্রমণ করিতে না পারি
য়া তাঁহার স্থানে কিঞ্চিৎ টাকা লইয়া প্রত্যাগমন কালে যে স্থা
নে যাহা পাইল তাহা লুঠপাট করিয়া লইয়া গেল। আমীর খাঁ
এতদ্রূপে চলিয়া গেলে সন্ধি করণবিষয়ে রাজার অত্যন্ত শৈথি
ল্য মেটকাফ সাহেব ইহা বুঝিয়া তাঁহার উকীলকে বিদায় করি
য়া কহিলেন যে আমারদের সন্ধিকরণের আবশ্যক নাই। পা
ঠক মহাশয়েরদের স্মরণে থাকিবে যে ইহার পুর্ব্বে নাগপুরের
রাজার সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সম্পর্ক যে রহিত হয় এতদ্বিষয়ে
সিন্ধিয়া অতিশয় ব্যগ্র ছিলেন অতএব শ্রীযুতের মনে এই আশঙ্কা
জন্মিল যে সংপ্রতি আপা সাহেবের সহিত যে সন্ধি করা গিয়া
ছে তাহাতে সিন্ধিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন। কিন্তু কিছুই হই
লেন না যেহেতুক ঐ সন্ধির তাবদ্ব্যাপার এমত শীঘ্র ও অতি গো
পনে নিষ্পন্ন হয় যে সিন্ধিয়াকে জ্ঞাপনকরণের সম্ভাবনাই ছিল
না এবং যখন শুনিলেন এতদ্রূপে তাঁহারদের সন্ধি সম্পন্ন হইয়া
ছে তাহাতেও সিন্ধিয়া কিছু উচ্চবাচ্য করিলেন না। এবং ভূপা
লের রাজার মরণোত্তর তাঁহার রাজ্যে হস্তনিক্ষেপ না করিয়া
তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনারোহণ করিতেও কিছু প্রতিবন্ধক
তাচরণ করিলেন না। কিন্তু যখন সিন্ধিয়া শুনিলেন যে জয়
পুরের রাজার সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সন্ধি করিতে উদ্যোগী হই
য়াছেন তখন তাঁহার কিছু উদ্বোধ হওয়াতে তিনি জয়পুরের
রাজাকে লিখিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সন্ধিকরণের
তোমার কি প্রয়োজন আমিই আমীর খাঁর হস্তহইতে তোমাকে
রক্ষা করিতেছি অতএব আমার সঙ্গেই একটা সন্ধি কর তাহাতে
রাজা কহিলেন যে আপনকার সঙ্গে সন্ধিকরণের কিছু আটক
নাই। কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে ঐ রাজার যদ্রূপ কপট সন্ধি
র কল্পনা এস্থলেও তদ্রূপ সন্ধির কথা এবং শেষেও ইঙ্গলণ্ডীয়ে
রদের সঙ্গে সন্ধির ন্যায় দশা হইল।

১৩ সেপ্তেম্বরে ত্র্যম্বকজী দাংলিয়া এক সইসের সঙ্গে যোগ করিয়া তান্নানামক কয়েদ স্থানহইতে পলায়ন করে। পুণ্যন গরের রেসিডেণ্ট সাহেব এই সম্বাদ শ্রবণমাত্রেই পেসোআকে ক হিলেন যে দাংলিয়াকে ধৃতকরণার্থ যথাসাধ্য তোমার উদ্যোগ করিতে হইবে বড় সাহেব এই অপেক্ষা করিতেছেন। অতএব তুমি সংগোপনে বা স্পষ্টরূপে তাহাকে যদি আশ্রয় দেও তবে আমারদের যৎপরোনাস্তি ক্রোধপাত্র হইবা। কিন্তু যদ্যপি অনেক অনুসন্ধান করাতে ঐ ব্যক্তি রেসিডেণ্ট সাহেবের গোচর না হইল তথাপি রেসিডেণ্ট সাহেব ভাবিলেন যে বাজিরাও পে সোআ অবশ্য ইহার বিষয় জ্ঞাত আছেন রেসিডেণ্ট সাহেবের এই নিশ্চয় বোধ হইল।

১৮১৬ সালের বর্ষা কালের শেষপর্য্যন্ত এতদ্রূপে ভারতবর্ষের ব্যাপার চলে অতএব এইক্ষণে ঐ সালের শেষ এবং ১৮১৭ সালের প্রথমের ব্যাপার সকল লেখা যাইতেছে।

১৮১৬ সালের অক্তোবর মাসে নাগপুরের বেতনভোগি সৈন্য লইয়া কর্ণল ওয়াকর সাহেব নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে এক টা লক্ষিত স্থানে অবস্থিতি করিলেন তথায় তাঁহার সৈন্য স্থাপন করণের অভিপ্রায় এই যে পিণ্ডারিরা উক্ত নদী পার হইয়া তা হার দক্ষিণ দেশ লুঠ করিতে না পারে এতদর্থ ঐ নদীর তীরে স্থা নেং সৈন্যেরা দলেং বিভক্ত হইয়া থাকিল। অপর নর্ম্মদা নদী র তীরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যের প্রথমাবস্থিতি দৃষ্টে তাহার উ ত্তর দিগস্থিত পিণ্ডারিরা চমৎকৃত হইয়া স্বীয় আবাস স্থানের উত্তর দিগে মালব দেশে গিয়া সিন্ধিয়াকে অনেক বিনয় করিল যে এইক্ষণে আমরা অত্যন্ত বিপদ্গ্রস্ত অতএব আপনার কোন দুরাক্রমণীয় স্থানে আমারদিগকে আশ্রয় দেউন। সিন্ধিয়া তাহা রদের প্রার্থনা হেয়জ্ঞান করিলেন কিন্তু তাঁহার কোনং সেনা পতি কহিলেন যে পাছে সকলে জানিতে পারে এ নিমিত্ত আম রা মৌখিক অস্বীকৃত হইতেছি কিন্তু বাস্তবিক তোমারদিগ কে আশ্রয় দেওয়া যাইবে অতএব এতদ্রূপ আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া

এবং নর্ম্মদা নদীর তীরহইতে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের অনাগমন দেখিয়া পিণ্ডারিরদের সাহস জন্মিল এবং তাহারা কর্ণল ওয়াকর সাহেবের আড্ডার মধ্যস্থানদিয়া অতিগোপনে আপনারদের সৈন্যসকল ক্ষুদ্র২ দলে বিভক্ত করিয়া প্রেরণ করিতে নিশ্চয় করিল। এতদ্রূপে তাহারদের অনেক সৈন্য নদী উত্তীর্ণ হইয়া দুই দলে বিভক্ত হয়। এক দল পূর্ব্ব দিগে যাত্রা করিয়া মন্দেলা ও ছত্রিশ গড় ও তৎপ্রদেশস্থ পর্ব্বত ও বন মধ্যদিয়া গমন করত কোম্পানি বাহাদুরের গঞ্জাম প্রদেশ হঠাৎ আক্রমণ করে কিন্তু দৈবাৎ তৎকালীন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অনেক সৈন্য ঐ জিলায় সংগৃহীত ছিল তাহারা বলপূর্ব্বক পিণ্ডারিরদিগকে ঐ স্থানহইতে দূরীকরণ করিল।

পিণ্ডারির অপর দল দক্ষিণ দিগে গমন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নাগপুরের রাজধানীর অন্তরিত স্থান সকল লুঠ করিয়া পরে বরদা নদী পারহওনোত্তর নিজামের অধিকার লুঠ করিতে চলিল। ঐ লুঠিয়ারা দল ছয় হাজারের ন্যূন ছিল না তাহারা ১৫ দিনে ত্বরে নর্ম্মদা নদীর তীরে নির্ম্মলনামক স্থানে পঁহুছিয়া তথাহইতে যাত্রা করত রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ তাবৎ প্রদেশ লুঠ করিয়া ২১ তারিখে বিদর স্থানে পঁহুছে তথায় উপনীত হইয়া আর কোথায় লুঠ করিতে যাত্রা করিবে কৃষ্ণা কি তুঙ্গভদ্রা নদীর পারে কি অপর কোন প্রদেশে তদ্বিষয়ক বিবেচনা করিতে লাগিল। ঐ বিবেচনাতে অনেক কাল বিলম্ব হয় ইতিমধ্যে মেজর মেকডৌয়াল সাহেব হয়দরাবাদহইতে সৈন্য আনিয়া বিদরহইতে পনর ক্রোশ অন্তরিত তাহারদের শিবিরে আক্রমণ করিলেন এবং তাহারদের তাবদশ্ব ও লুঠিত দ্রব্য সকল তাঁহার হস্তগত হইলে পিণ্ডারিরা একং করিয়া স্বং দেশে পলায়ন করিতেমাত্র উদ্যোগী হয়। ঐ দলের মধ্যে কেবল এক ক্ষুদ্র সম্প্রদায় সৈন্য লইয়া সেকুদন্ন অসম সাহসপূর্ব্বক নানা দেশ পর্য্যটনানন্তর লুঠিত বস্তুতে ভারাক্রান্ত হইয়া নর্ম্মদা নদী উত্তরণোত্তর স্বগৃহাগত হয়।

এই দুই দলভিন্ন চিতুর দর্‌রাহইতে আর এক সম্প্রদায় পিণ্ডা

রি কর্ণল ওয়াকর সাহেবের অগোচরে নর্ম্মদা নদী পার হইয়া আহমদ নগরের প্রতি যাত্রা করিল। পেসোআর অধিকারের মধ্যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে দল ছিল তাহারা কর্ম্মান্তরে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত ঐ পিণ্ডারি দলের প্রতি মনোযোগ করিতে না পারাতে তাহারা অনিবার্য্যরূপে দেশময় লুঠ করিতে লাগিল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে কর্ণল লসিংটন সাহেব তৎকালে এক রেজিমেণ্ট অশ্বারূঢ়সমবেত হইয়া ঐ অঞ্চলে ছিলেন কিন্তু তাহা টের না পাওয়াতে পিণ্ডারিরা সতর্ক ছিল না। ঐ মেজর সাহেব ভাবিলেন যে তাঁহারদিগকে হঠাৎ পাইলে তাবৎকে বিনষ্ট করিতে পারিব। তাহাতে স্বীয় অশ্বারূঢ়সমভিব্যাহৃত হইয়া অবিশ্রামে পঁচিশ ক্রোশ চলনে একেবারে পিণ্ডারিরদের শিবিরে পঁহুছিলেন। তাহারা তৎকালীন শ্রান্ত হইয়া পাকশাক করিতে ছিল ইতিমধ্যে ইঙ্গলণ্ডীয় অশ্বারূঢ়েরা তাহারদিগকে কাটিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে পিণ্ডারিরদের আট শত জন মারা পড়ে অবশিষ্ট কে কোথায় পলায়ন করিল তাহার কিছুমাত্র নিরূপণ নাই ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মধ্যে কেবল কাপ্তান ডার্ক সাহেব মারা পড়েন।

অপর ওয়াসিল মহম্মদের দর্‌রাসম্পর্কীয় একদল পিণ্ডারি দিসেম্বর মাসের মধ্যসময়ে কিমেদি স্থানের প্রতি যাত্রা করিল কিন্তু সেইস্থানে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে সৈন্য ছিল তাহারা এমত অল্পসংখ্যক যে কিছু তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে ক্ষম হইল না। ইহাতে পিণ্ডারিরা সাহসী হইয়া নগরের প্রতি আক্রমণ করত এক প্রান্তভাগ দগ্ধ ও লুঠ করিল। কিন্তু তাহারদের শিবির এক ক্রোশ অন্তরে মেজর আলিবর সাহেব ইহা নিশ্চয় করিয়া অরুণোদয়ের পূর্ব্বে তাহার উপর চড়াউ করিতে নিশ্চয় করিয়া হঠাৎ তাহারদের উপর পতিত হইয়া অনেককে সংহার করিলেন। তাহাতে ঐ পিণ্ডারি দল তথাহইতে উঠিয়া গঞ্জামের উপর আক্রমণ করিতে চলিল ২৫ তারিখে তথায় পঁহুছিয়া লুঠ করণোত্তর তাহারা গুমসর স্থানে চলিয়া গেল। লেপ্তেনন্ত বর্থউইক সাহেব ইহা শুনিয়া তাহারদের পশ্চাৎ২ অতিবেগে ধাবমান হইলেন কিন্তু কেবল পঞ্চাশ জন পদাতিক

সঙ্গে লইয়া তাহারদের শিবিরের উপর আক্রমণপূর্ব্বক এত লোককে সংহার করিলেন যে তাহারদের লুঠ করা দূরে থাকুক ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করত আপনং দেশে যাহাতে পঁহুছে তাহারা এইমাত্র চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে কর্ণল ওয়াকর সাহেবের মান্দ্রাজস্থ সৈন্যের পরিবর্ত্তে নর্ম্মদানদীর তীরস্থ দেশ রক্ষাকরণার্থ কলিকাতাধীন সৈন্য প্রেরিত হইল এবং ঐ সৈন্যেরা এমত নৈপুণ্যরূপে স্থানেং স্থাপিত হইল যে তাহাতে ওয়াসীল মহম্মদ ভাবিলেন আমার যে সকল পিণ্ডারি সৈন্যেরা লুঠ করিতে প্রেরিত হইয়াছে ঐ সকল স্থাপিত সৈন্যের হাত ছাড়িয়া তাহারদের ফিরিয়া আসা ভার হইবে। অতএব তিনি তাহারদিগকে হরকরা প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে তোমরা যে পথে গিয়াছিলা সে পথদিয়া ফিরিবা না। যদ্যপি ঐ পিণ্ডারিরা আত্মরক্ষার্থ নানা ক্ষুদ্রদলে বিভক্ত হইয়া সাবধানে আসিতেছিল তথাপি ঐ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের হস্ত ছাড়াইতে পারিল না এবং তাহারা এমত মারা পড়িল যে অন্যং পিণ্ডারি দলের যেমন দুরবস্থা ইহারদের তদপেক্ষাও অধিক ঘটিল। এতদ্রূপ পরাস্ত হইলে শীত ঋতুতে পিণ্ডারিরা দক্ষিণ দেশ আর লুঠ করিতে প্রবৃত্ত হইল না কিন্তু আপনারদের উপজীব্যার্থ উত্তর অঞ্চলে মালব দেশে কিঞ্চিংং লুঠ করিল। ১৮১৬ সালের শেষে ও ১৭ সালের প্রথমে ঐ পিণ্ডারিরা যত প্রধানং দেশব্যাপিয় লুঠ করে ইহার পূর্ব্বে তাহারদের এমত লুঠ করিতে কখন সাহস ছিল না এবং তাহারদের ঐ ব্যাপারে পূর্ব্বং বৎসরাপেক্ষা অধিক সৈন্য নিযুক্ত ছিল অনুমান তেইশ হাজারের ন্যূন হইবে না। তদ্বৎসরে পিণ্ডারিরদের দৌরাত্ম্য নিবৃত্ত হইলে শ্রীযুত তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিলেন যে আমরা নর্ম্মদা নদীর তীরে স্থানেং কর্ণল ওয়াকর সাহেবের অধীনে যে সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলাম তাহা অল্প নয় তথাপি আমারদের ঐ সৈন্যের অগোচরে তেইশ হাজার পিণ্ডারিরা নর্ম্মদা নদী পার হইয়া তাবদ্দক্ষিণ দেশ লুঠ করিয়াছে এবং তৎপরে তাহারদের কতক সৈন্য যে মেজর লসিংটন ও মেজর মেক ডৌয়ল সাহেবকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় সে

কেবল দৈবায়ত্তক্রমে কিন্তু আমারদের যত্নে নয়। আগামি বৎসরে পিণ্ডারিরদের সংখ্যার যে ন্যূনতা হইবে এমত বোধ হয় না বরং বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কিন্তু ঐ বৎসরে পিণ্ডারিরদের দৌরাত্ম্যনিবারণার্থ ইঙ্গলণ্ডীয় যত সৈন্য প্রেরিত হয় ইহার পর বৎসরে রণস্থলে তত্তুল্য সৈন্য প্রেরণ করিতে হইলে কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যের খরচা যোগাওন ভার হইবে এবং প্রতিবৎসরেই যদি তাহারদের অত্যাচার নিবারণার্থ সৈন্য এতদ্রূপ প্রস্তুত করিতে হয় তবে খরচায়২ কোম্পানি বাহাদুরের শেষে কিছু থাকিবে না। অতএব আমারদের তাবৎ সৈন্য মিলিয়া একটা মহোদ্যোগের দ্বারা তাহারদিগকে একেবারে সমূলোৎপাটন না করিলে নিস্তার নাই। কিন্তু এই মহোদ্যোগ করা অতিব্যয়সাধ্য এই প্রযুক্ত লার্ড হেষ্টিংস সাহেব কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদিগকে পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলেন যে পিণ্ডারিরদের অত্যাচার বারণার্থ অতিব্যয়সাধ্য আবশ্যক এক মহোদ্যোগকরণে আপনারা অনুমতি দেন কিন্তু ১৮১৬ সালের শেষপর্য্যন্ত তাঁহারদের অনুমতি পঁহুছিল না। তাহাতে লার্ড হেষ্টিংস সাহেব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন যেহেতুক পিণ্ডারিরদের অত্যাচারবারণার্থ চেষ্টা অতি শীঘ্র না করিলে নয় কিন্তু শীঘ্র তাহার উপায় চেষ্টা করিতে হইলে আপনার ঝুঁকীতে করিতে হয়। অতএব ঐ বৎসরের অবসানে কলিকাতায় পঁহুছিয়া এতদ্বিষয়ে অনেক আন্দোলন হইয়া কৌন্সেলে এই স্থির হইল যে আগামি বৎসরে তিন রাজধানীর সৈন্য সকল একত্র হইয়া পিণ্ডারিরদের উপর একেবারে আক্রমণ করা আবশ্যক এবং লার্ড হেষ্টিংস সাহেব স্বয়ং রণস্থলে গমনপূর্ব্বক তাবদ্ব্যাপারের কর্তৃত্ব করিবেন। অতএব ১৮১৭ সালে পিণ্ডারিরদের উচ্ছিন্নকরণার্থ যে মহোদ্যোগ হয় তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই অন্য স্থানে অপর যে সকল ব্যাপার হয় তদ্বিবরণ অগ্রে প্রস্তাব করিয়া শেষে ঐ মহোদ্যোগের বৃত্তান্ত প্রস্তাব করা যাইবে।

দোআব অর্থাৎ অন্তর্ব্বেদ ১৮০৪ সালে সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধিকরণসময়ে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদেরকর্তৃক অধিকৃত হয়। তৎকালীন

যেং জমীদারেরা ঐ স্থানে ছিলেন তাঁহারদের সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এই বন্দোবস্ত হয় যে তোমরা পূর্ব্ববৎ রাজস্ব আদায় করিয়া আমারদিগকে দিবা এবং রাজশাসন নির্ব্বাহার্থ যে সকল জজসাহেবপ্রভৃতি স্থাপিত হইবেন তাঁহারদের অনুগামী তোমরা হইবা। কিন্তু দয়ারাম ও ভগবন্ত সিংহ অর্থাৎ হাতরাস ও মুরসানের ঐ দুই রাজার প্রতি এই বিশেষানুগ্রহ হইল যে তাঁহারা কেবল রাজস্ব দাখিল করিয়া দিবেন এবং তাঁহারদের অধিকারের মধ্যে জজসাহেবপ্রভৃতির এলাকা থাকিবে না। কিন্তু কালক্রমে উক্ত দুই জমীদার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ঐ অনুগ্রহ বিস্মৃত হইয়া এবং হাতরাস ও মুরসান এই দুই দুর্গ যে অতিদুরাক্রমণীয় ইহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা আপন ইচ্ছাক্রমে কর বসাইতে ও দস্যু লোককে আশ্রয় দিতে লাগিলেন এবং তচ্চতুর্দ্দিগস্থ প্রদেশে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎসমকালে অর্থাৎ ১৮১৬ সালের শেষে বরেলিতে এক চৌকীদারীর টাক্স বসাওনেতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে প্রজাগণ অনেক উৎপাত করিতে লাগিল কিন্তু ঐ উৎপাত অতিশীঘ্র ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্ত্তৃক নিবারিত হইল বটে তথাপি বড় সাহেব এই ভাবিলেন যে হাতরাস ও মুরসান এই দুই কিল্লার অধ্যক্ষেরদের অত্যাচার দৃষ্টে বরেলির প্রজারা এমত দৌরাত্ম্যাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে অতএব অতিশীঘ্র উক্ত দুই দুর্গ আমারদের আক্রমণ করা আবশ্যক।

হাতরাস কিল্লা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুরাক্রমণীয় ইহা সকলেরি অনুভব তাহার অধ্যক্ষ দয়ারাম জাতিতে জাত এবং ভরতপুরের রাজার কুটুম্ব হওয়াতে তৎ প্রদেশে তিনি অতিমান্য। তিনি ঐ কিল্লা নিত্য পরিপাটীতে রাখিতেন এবং তন্নিকটবর্ত্তি আলিগড়নামক কিল্লা সুদৃঢ়করণার্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যে অতিরিক্ত কোন এমারত গাঁথাইতেন তদ্দৃষ্টে তিনিও তৎক্ষণাৎ আপন কিল্লাতে তদ্রূপ করিতেন। অতএব বড় সাহেব এই স্থির করিলেন যে অনেক সৈন্য একত্র হইয়া তদ্দুর্গ আক্রমণ করা উচিত কারণ যে অত্যন্ত দুরাক্রমণীয় ঐ দুর্গ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্ত্তৃক আক্রান্তহওনের প্রতিভাতে তাবল্লোকের এমত উপলব্ধি হই

বে যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আপনারদের বৈরিগণকে একেবারে উচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ বটেন। অতএব কানপুর ও মিরট ও মথুরাহইতে এককালীন হাতরাসের অভিমুখে সৈন্যেরদিগকে যাত্রাকরণের হুকুম হইলে ১১ ফেব্রুআরিতে তাহারা ঐ কিল্লার চতুর্দ্দিগ বেষ্টন করিল এবং দয়ারামকে হুকুম হইল যে তিনি দুর্গ তাঁহাহারদের হস্তে সমর্পণ করেন। পাঁচ দিবসপর্য্যন্ত এতদ্বিষয়ক কথোপকথন হইয়া ১৬ তারিখে দয়ারাম কহিলেন যে আমি তাহা কদাচ সমর্পণ করিব না। ইহা শুনিবামাত্র জেনরল সাহেব যুদ্ধার্থ তোপ পাতিতে লাগিলেন এবং ১ মার্চে পঁয়তাল্লিশটা বোমের তোপ ও তিন শ্রেণি ভিত্তিভেদক তোপ ঐ কিল্লার উপর খেলিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের মধ্যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকার সময়াবধি তত্তুল্য তোপ কোন স্থানের উপর পাতা যায় নাই তাহার সুফল তৎক্ষণাৎ দর্শিল। দিবা দুই প্রহরাবধি পাঁচ ঘণ্টাপর্য্যন্ত অবিরত গোলা নিক্ষেপ হয় পাঁচ ঘণ্টা সময়ে দৈবায়ত্ত একটা বোমার গুলি বারুদ খানায় লাগিয়া তাব বারুদ এককালে উড়িয়া গেল তাহাতে কিল্লাস্থ প্রায় তাবৎ সৈন্য একেবারে মারা পড়ে ও তাবদট্টালিকা সমভূমি হয় তাহাতে দয়ারাম দশ বার অশ্বারূঢ় সমভিব্যাহারে তথাহইতে পলায়ন করিয়া যমুনা নদীর পারে আশ্রয় লইলেন। ভগবন্তসিংহ এই সম্বাদ শ্রবণ করিয়া পাছে তাঁহার কিল্লার এতদ্রূপ দুর্দশা হয় এই ভয়ে অবিলম্বে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের শরণাপন্ন হইলেন। এই ব্যাপারে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কেবল এক জন হত ও পাঁচ জন আঘাতী হয় কিন্তু এমত মহাকীর্ত্তি প্রকাশিত হইল যে তাহাতে কি মহারাষ্ট্রীয় কি পিণ্ডারিরা সকলেই জ্ঞাত হইলেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে এমত দুর্গ নাই যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আক্রমণাসাধ্য।

ইতিমধ্যে নাগপুরে যে মন্ত্রিগণ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরুদ্ধ বিশেষতঃ আপা সাহেবের তৈনাতি সৈন্যের অধ্যক্ষ রামচন্দ্রওয়া ইঁহারদের পরামর্শ আপা সাহেব গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং নারায়ণ পণ্ডিত রঘুজীর এক জন প্রাচীন মন্ত্রী অথচ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অতি বিশ্বাসপাত্র তাঁহাকে তিনি অশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। কিন্তু

পৰ্শাজী যেপর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন এবং রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া আপনি যেপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবেন সেপর্য্যন্ত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরুদ্ধাচরণ করা পরামর্শসিদ্ধ নয় ইহা বুঝিয়া তিনি যাহাতে এতদ্রূপ বন্ধনহইতে মুক্ত হন এমত উপায় চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে যে নারোবার তাড়িতহওন সময়ে এক জন অত্যন্ত প্রবল জমীদার সদিকআলী খাঁর প্রতি আপা সাহেব বরং কিছু অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন কিন্তু ঐ আপা সাহেবের পরাক্রম যাহাতে খর্ব্ব হয় এমত চেষ্টা ঐ খাঁ নিত্য পাইতে লাগিলেন এবং সৈন্যেরদিগকে যে বেতন দিতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নিকটে আপা সাহেব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ঐ বেতনের বরাৎ তিনি সদিকআলী খাঁর দেয় রাজস্বের উপর দিলেন। অতএব যখন রেসিডেণ্ট সাহেব আপা সাহেবকে লিখিলেন যে সৈন্যের খরচা নিয়মিত পঁহুছে না তখন তিনি কহিলেন যে আমার অপরাধ কি আমি তাহার বরাৎ সদিকআলী খাঁর জমীদারীর উপর দিয়াছি অতএব অপরাধ তাঁহারি। ইহাতে আপা সাহেবের অভিপ্রায় এই যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা স্বীয় সৈন্যের দ্বারা ঐ খাঁকে বিনষ্ট করেন এবং তৎকর্ম্ম জন্য যে কলঙ্ক তাহা ইঙ্গলণ্ডীয়ের উপর পড়ে। অপর ১৮১৭ সালের জানুআরি মাসের শেষে আপা সাহেব কোন ছলে নাগপুর ত্যাগ করিয়া তাহার দক্ষিণ পঁয়ত্রিশ ক্রোশ অন্তরিত চান্দানামক অতিশয় দুরাক্রমণীয় কিল্লায় গিয়া থাকিলেন। তিনি প্রস্থান করিবামাত্র নাগোপণ্ডিত জিন্‌কিন্স সাহেবের নিকট আসিয়া এই কহিলেন যে সদিকআলী খাঁর দৌরাত্ম্যেতে আপা সাহেব নাগপুরহইতে প্রস্থান করিয়াছেন অতএব আপনারদের সৈন্য ও নাগপুরস্থ সৈন্য লইয়া সদিকআলী খাঁকে বিনষ্ট করুন এবং আপা সাহেবের এক লিখনো রেসিডেণ্ট সাহেবকে তাঁহারা দর্শাইলেন কিন্তু তাহাতে এমত স্পষ্ট কিছু লিখিত ছিল না কেবল এই ছিল যে নাগোপণ্ডিত আমার অতিবিশ্বস্ত পাত্র ইনি যাহা কহিবেন তাহা আমার কৃতের ন্যায় জ্ঞান করিবেন। কিন্তু রেসিডেণ্ট সাহেব ইহাতে স্বীকৃত না হইলে নারায়ণ পণ্ডিত ও নাগোপণ্ডিত ইঁহারা তাঁহার

নিকটে আসিয়া তদ্বিষয়ে বারম্বার বীনিতি করিতে লাগিলেন তথাপি সাহেব তাহা স্বীকার করিলেন না। ইতিমধ্যে সদিক আলী খাঁ স্বীয় বিনাশের কুমন্ত্রণা হইতেছে ইহা জ্ঞাত হইয়া আপনার বাটী অতিদৃঢ় করিতে লাগিলেন এবং উক্ত দুই পণ্ডিত তাঁহার ঐ ব্যাপার ধরিয়া রেসিডেণ্ট সাহেবকে কহিলেন যে দেখুন সদিকআলী খাঁ পিণ্ডারিরদের সঙ্গে যোগ করিয়া আপনার বাটী অতিদৃঢ় করিতেছে অতএব তাহাকে বিনষ্ট না করিলে নয়। ইহাতে রেসিডেণ্ট সাহেব ভাবিলেন যে ইঁহারা এইক্ষণে আমাকে অত্যন্ত লওয়াইতেছেন কিন্তু সদিকআলী খাঁ বিনষ্ট হইলে তাবৎ কলঙ্ক আমার উপর ফেলিবেন। অতএব তাঁহারদিগকে কহিলেন যে সদিকআলী খাঁকে দমনার্থ আপা সাহেবের স্পষ্ট লিখিত পত্র না পাইলে আমি কদাচ হাত দিব না এবং ঐ দুই পণ্ডিতকে কহিলেন যে আপনারদের আমার নিকটে আসিবার আবশ্যক কি আপাসাহেবের সৈন্য আছে তদ্দ্বারা যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করুন যদ্যপি তাহাতে কিছু ব্যাঘাত জন্মে তবে তাহার সাহায্য করিতে আমার কোন আপত্তি নাই। পরে নাগোপণ্ডিত সাহেবের এমত স্থিরপ্রতিজ্ঞতা দৃষ্টে তদ্বিষয়ক আর কিছু উল্লেখ না করিয়া নাগপুরহইতে চান্দাতে স্বীয় মুনীবের নিকটে গমন করিলেন।

১৮১৭ সালের ১ ফেব্রুআরিতে নাগপুরের রাজা পর্শাজীকে তাঁহার শয্যাতে মৃত দেখা গেল এবং তদ্বিষয়ে এই জনরব উঠে যে তিনি অন্যকর্ত্তৃক হত হইয়াছেন। জিন্‌কিন্স সাহেব তদ্বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কিছুই তত্ত্ব পাইলেন না কিন্তু ঐ বৎসরের শেষে আপা সাহেব যখন স্বপদভ্রষ্ট হইয়া নাগপুর হইতে পলায়ন করেন তখন জিনকিন্স সাহেব রাজার অন্তঃপুরের স্ত্রীগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া এই অবগত হইলেন যে আপা সাহেবের আজ্ঞাক্রমে ১ ফেব্রুআরিতে রামচন্দ্র ওয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া রাজাকে গললগ্ন রজ্জুদ্বারা হত করিতে আজ্ঞা দেওয়াতে মনভটনামক এক ব্যক্তি তাহা সম্পন্ন করে। তৎকালে পর্শাজীর ঊনচল্লিশ বৎসর বয়ল্ হইয়াছিল তাঁহার মৃ

ত্যুর পর আপা সাহেব মোদাজী ভুসলা নামে বিখ্যাত হইয়া রা জদণ্ড গ্রহণ করিলেন। রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াই আপা সাহেব সদিক আলী খাঁর প্রতি পুনর্ব্বার অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার যে মন্ত্রী নারায়ণ পণ্ডিত জিন্‌কিন্স সাহেবের দরবারে থাকি তেন তাঁহাকে বিদায় করিয়া পরশুরাম রাওনামক এক ব্যক্তিকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে জিন্‌কিন্স সাহেব তাঁহাকে কহিলেন যে ঐ পরশুরামের ধূর্ত্ততার বিষয় তুমি আপনিই আমা কে ইহার পূর্ব্বে জ্ঞাপন করিয়াছ অতএব কিরূপে তাহাকে আমি নিকট রাখিতে পারি এবং নারায়ণ পণ্ডিতেরো অকারণ অপ মান করিয়াছ। কিন্তু আপা সাহেব কদাচ নারায়ণ পণ্ডিতকে তৎ কর্ম্মে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হইলেন না কেবল রেসি ডেণ্ট সাহেবের অনুরোধে এই করিলেন যে পরশুরামকে নিযুক্ত না করিয়া তৎকর্ম্মে রামচন্দ্র ওয়াকে স্থির করিলেন। অপর যে কালাবধি আপা সাহেব স্বয়ং সিংহাসনারূঢ় হইলেন তৎকালা বধিই যাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয় এবং স্বয়ং স্বাধীন হন এমত চেষ্টা তিনি নিয়ত ব্যক্তরূপেই করিতে লাগিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয়েরদের দেশহইতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগ কে একেবারে বহিষ্কৃত করিতে তিনিও সিন্ধিয়া ও হোলকার পেসোআর সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

এইক্ষণে পুণ্যনগরের ব্যাপারবিষয়ক প্রস্তাব করা আবশ্যক। পূর্ব্বে লিখিত ছিল যে ত্র্যম্বকজী দাংলিয়া যে দুর্গে কয়েদ ছি লেন তথাহইতে পলায়ন করে এবং যদ্যপি তাঁহার প্রভু বাজি রাও তাঁহাকে ধৃতকরণার্থ কিছু উদ্যোগ করিলেন না তথাপি তি নি যে তাঁহাকে কোনরূপে আশ্রয় প্রদান করিতেছেন ইহা রেসিডে ণ্ট সাহেবের বোধ না হওয়াতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে বাজিরাও পেসোআর কিছু মিত্রতা ভঙ্গ হইল না। কিন্তু জানুআরি ও ফেব্রু আরি মাসে পুণ্যনগরের দক্ষিণপশ্চিম কোণে পাঁচিশ ক্রোশ অন্ত রিত মহাদেবনামক পর্ব্বতে সৈন্য সংগ্রহ হইতেছে শুনিয়া এল ফিনষ্টন সাহেব পেসোআকে কহিলেন যে তাহারদিগকে ছিন্ন ভিন্নকরণার্থ তথায় সৈন্য প্রেরণ করুন তাহাতে পেসোআ উত্তর

করিলেন যে এবিষয় আমি এপর্য্যন্ত কিছু শুনি নাই বুঝি জনরব মাত্র হইবে তথাপি আমার সেনাপতি গোকুলাকে সসৈন্য তথা য় প্রেরণ করিতেছি। গোকুলা সে স্থানে গমন করিয়া তিন চারি দিবসপর্য্যন্ত মহাদেবপর্ব্বতীয় সৈন্যেরদের সহিত কথোপকথ নান্তর পুণ্যনগরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন যে সেই স্থানেপ্রাণি মাত্র সৈন্য দেখিলাম না অতএব সমুদায় মিথ্যা। কিন্তু মার্চ মাসের প্রথমে এলফিনষ্টন সাহেব শুনিলেন যে ঐ পর্ব্বতে যে স কল সৈন্য সংগ্রহ হইতেছে তন্মধ্যে ত্র্যম্বকজী দাংলিয়া আছে এবং এমত জনশ্রুতি উত্থিত হইল যে মার্চ মাসে ঐ সকল সৈন্য ল ইয়া দাংলিয়া পুণ্যনগরে আসিবে। ঐ ত্র্যম্বকজীর সঙ্গে পেসোআর যে ঐক্য আছে ও তাহার সঙ্গে পেসোআর যে মধ্যেং সাক্ষাৎ হয় ইহাও এলফিনষ্টন সাহেব স্পষ্ট অবগত হইলেন। পরে শুনিলেন যে ঐ স্থানে পুণ্যনগরহইতে প্রতি দিনই সৈন্যে রদের খরচা টাকা প্রেরিত হইতেছে ও সেই অঞ্চলে অনেক পদা তিক ও অশ্বারূঢ় সৈন্য বৈতনিক করিয়া সংগৃহীত হইতেছে এবং পেসোআর অধিকারের মধ্যে যত কিল্লা তাহার মেরাম তী হইতেছে। এতাবদ্বার্ত্তা শুনিয়া এলফিনষ্টন সাহেব পেসো আকে কহিলেন যে এ সকল বৃত্তান্ত কি তাহাতে পেসোআ ও তাঁহার মন্ত্রিগণ কহিলেন যে কিছুই নয় যাহা শুনিয়াছেন সে সকলি অমূলক।

কিন্তু পেসোআ যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরুদ্ধে এই সকল আচরণ করিতেছেন তাহা এলফিনষ্টন সাহেব বিশেষ অবগত হইয়া তাঁহার সঙ্গে অনেক বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন তা হাতে পেসোআ কহিলেন যে এতদ্বিষয় কিছুমাত্র জ্ঞাত নহি অতএব আপনি যেখানে সৈন্য প্রেরণ করিতে কহিবেন সেই স্থানেই আমি সৈন্য প্রেরণ করিব। এলফিনষ্টনসাহেব উত্তর করিলেন তোমার সৈন্য প্রেরণ করায় আবশ্যক কি আমারদের সৈ ন্যের কিছু অপ্রতুল নাই কিন্তু তুমি যে এ সকল বিষয়ে লিপ্ত নহ ইহার প্রমাণ দর্শাওনার্থ ত্র্যম্বকজী দাংলিয়ার যে সকল কুটুম্ব পুণ্যনগরে আছে তাহারদিগকে কয়েদ করিয়া রাখ এবং যে

সৈন্যরদিগকে সম্প্রতি বেতন দিয়া রাখিতেছ তাহারদিগকে এ ইক্ষণেই বিদায় কর এবং যে সকল যুদ্ধসরঞ্জাম ও আহারীয় দ্রব্যেতে কিল্লা পরিপূর্ণ করিতেছ তাহা করণে ক্ষান্ত হও। অতএব বাজিরাও পেসোআ এলফিনষ্টন সাহেবকে ভুলাইবার নিমিত্ত ঐ দাংলিয়ার যেমন তেমন এক জন কুটুম্বকে আটক করিয়া রাখিলেন কিন্তু নূতন সৈন্য সংগ্রহ করাপ্রভৃতি কিছু রহিত করিলেন না বরং অতিসংগোপনে তাহা আরো অধিক করিতে লাগিলেন অতএক মার্চ মাসের মধ্যসময়ে এলফিনষ্টন সাহেব পুণ্যনগরের চতুর্দিকস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে সকল সৈন্য ছিল তাহারদিগকে পুণ্যনগরে আসিতে আজ্ঞা দিলেন। ১ আপ্রিলে এলফিনষ্টন সাহেব বাজিরাওর নিকটে লিখিলেন যে তুমি এইক্ষণে অকারণে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ অতএব তোমার সঙ্গে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের যে মৈত্রীভাব ছিল তাহা এই অবধি রহিত হইল এবং যে সকল নূতন সৈন্য স্থানে২ সংগৃহীত হইয়াছে তাহারদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নাই কহিতেছ এই প্রযুক্ত আমি রাজবিদ্রোহি জ্ঞান করিয়া ঐ সৈন্যেরদিগকে দমনার্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য প্রেরণ করি কিন্তু তোমার প্রতিকূলে কোন ব্যাপার করা যাইবেনা। তুমি যদি স্বস্থানহইতে এক বিন্দু লড় তবে তোমার সঙ্গে আমরা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধারম্ভ করিব।

অপর বাজিরাও রেসিডেণ্ট সাহেবকে এমত অত্যন্ত অনুপেক্ষক দেখিয়া অতিভীত হইলেন এবং আপনার মন্ত্রির দ্বারা রেসিডেণ্ট সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন যেআপনি যেমত আজ্ঞা করিবেন তাহাই আমি করিব কিন্তু যাহাতে পূর্ব্ববৎ মৈত্রী বজায় থাকে তাহা করিবেন কিন্তু রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহাকে কহিলেন যে তাহা এইক্ষণে কিরূপে হইতে পারে আমি বড়সাহেবের নিকটে তোমার এ সকল বিষয় লিখিয়াছি অতএব তাঁহার উত্তরাপেক্ষা অবশ্যই করিতে হইবে যদি আমারদের সঙ্গে তোমার সৌহার্দ্দ রাখিতে ইচ্ছা থাকে তবে যে সকল টাকা স্থানান্তর করিয়াছ তাহা ফিরিয়া আনাও এবং যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছ তাহারদিগকে বিদায় কর ও আমারদের বিরুদ্ধে যে সকল

উদ্যোগ করিতেছ তাহা এইক্ষণে রহিত কর। কিন্তু বাজিরাওর চিত্ত এমত অস্থির যে এলফিনষ্টন সাহেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে যে দিন স্বীকার করেন তৎপরদিনেই তদ্বিপরীতে ঐ সকল সৈন্যে রদিগকে টাকা প্রেরণ করেন এবং অপর দিনে পুণ্য নগর হইতে প্রস্থানার্থ তাবৎ ভৃত্যাদিগকে প্রস্তুত করান এতদ্রূপ ব্যাপারেতে মার্চ মাস গত হইল। ইতিমধ্যে রেসিডেণ্ট সাহেব পেসোআর নূতন সৈন্যেরদের প্রতিকূলে ইঙ্গলণ্ডীয় যে সৈন্যেরদিগকে প্রেরণ করিলেন তাহারা নানা স্থানে গিয়া কৃতকার্য্য হইল এবং ঐ ইঙ্গ লণ্ডীয় সৈন্যেরা যে সময়ে স্থানে২ এতদ্রূপ সফল হয় তৎ সময়ে এলফিনষ্টন সাহেবের এতদ্বিষয়ক পত্রপ্রাপ্তিতে শ্রীযুত তাবদ্বিষ য় জ্ঞাত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে এইক্ষণে কি কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে যাহা স্থির হইল তাহার এক পত্র ৬ আপ্রিলে পুণ্য ন গরে প্রেরণ করিলেন কিন্তু দৈবায়ত্ত তৎকালীন কটকপ্রদেশে এ কটা উৎপাত হওয়াতে ঐ পত্র দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত আটক থাকিলে এলফিনষ্টন সাহেবের অত্যন্ত উদ্বেগ জন্মিল যেহেতুক কোন এক কল্পাবধারণের আর বিলম্ব সহেনা অতএব তিনি আপ নিই স্থির করিলেন যে বড়সাহেবের পত্র না পঁহুছনেতে এই ক্ষণে আপনার বিবেচনানুসারেই কর্ম্ম করিতে হইল এবং ৬ মে তারিখে তিনি পেসোআর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে এক সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া ত্র্যম্বকজী দাংলিয়াকে আমারদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে এবং এতদ্বিষয়ে উপযুক্ত জামীন তোমার দিতে হইবে পেসোআ তাহাতে একেবারে সুস্পষ্ট কহিলেন যে আমি ত্র্যম্বকজীকে আপনারদের হস্তে কদাচ অর্পণ করিব না তৎ পরদিবসে তত্তদ্বিষয়সূচক এক পত্র রেসিডেণ্ট সাহেব পেসো আর নিকটে লিখিলেন যে এক মাসের মধ্যে ত্র্যম্বকজী দাংলিয়া কে আমারদিগকে সমর্পণ করিবা এবং জামিনস্বরূপ সিংগড় ও পুরন্দর ও রাইগড় এই তিন কিল্লা আমারদিগকে দিবা এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তুমি যদি ইহা স্বীকার না কর তবে আমরা যুদ্ধ করিতে আর বিলম্ব করিব না। পেসোআ রেসিডেণ্ট সাহে বের এই প্রস্তাবে তাদৃশ মনোযোগ করিলেন না কিন্তু তৎপর দি

বসে যখন চারিদিগে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের যুদ্ধার্থ সমাগম হই তে লাগিল তখন তিনি ভীত হইয়া অতিত্বরায় রেসিডেণ্ট সাহে বকে কহিলেন যে আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাতেই আমি স্বীকৃত আছি এবং উত্তরকালে গবর্নর্ জেনরল সাহেব এতদ্বিষয়ে যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই আমি প্রতিপালন করি ব। অনন্তর ঐ তিন দুর্গ অতিশীঘ্র রেসিডেণ্ট সাহেবের হস্তে সমর্পিত হইল।

অপর এই সকল বিষয়ে শ্রীযুত যাহা বিবেচনা করিলেন তদ্বোধক এক পত্র ১০ মে তারিখে রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে পঁহুছিল তাহাতে লেখেন যে এইক্ষণে পেসোআ আমারদের সঙ্গে যেরূপ শঠতা করিয়াছেন তৎপ্রতিফলদানার্থ তাঁহার সঙ্গে পুনর্ব্বার একটা বন্দোবস্ত করিতে হইবে। পূর্ব্বকৃত সন্ধিক্রমে পঞ্চ সহস্র অশ্বারূঢ় ও তিন সহস্র পদাতিক সৈন্য ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহকারিতার্থ পেসোআ নিজে বেতন দিয়া রাখিবেন এমত স্থির ছিল কিন্তু তিনি তত্তুল্য সৈন্য কখন প্রস্তুত করিয়া রাখেন নাই অতএব তৎপরিবর্ত্তে বার্ষিক ঊনত্রিংশ লক্ষ টাকা উৎপাদক দেশ তাঁহার দিতে হইবে এবং গুজরাট ও বুন্দেলখণ্ড ও হিন্দুস্থানের ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মিত্র অন্যং যে রাজারদের উপর তাঁহার যে সকল দাওয়া তাহা ত্যাগ করিবেন এবং মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের উপর পেসোআর যে প্রভুত্ব তাহা আর থাকিবে না ইত্যাদি নানা নিয়মক্রমে তাঁহার সঙ্গে একটা নূতন সন্ধি করিতে শ্রীযুতের আজ্ঞা হইল। এলফিনষ্টন সাহেব শ্রীযুতের এই পত্র পাইয়া মনে এই বিবেচনা করিলেন যে ত্র্যম্বকজী দাংলিয়াকে এক মাসের মধ্যে আমারদিগকে সমর্পণ করিবেন স্থির হইয়াছে অতএব ঐ মিয়াদ অতীত হইলেই শ্রীযুতের এই পত্র পেসোআকে জ্ঞাপন করিব। রেসিডেণ্ট সাহেব শ্রীযুতের পত্র প্রাপ্ত হইবামাত্রই পেসোআকে লিখিলেন যে তোমার প্রতি শ্রীযুতের যে বিশ্বাস ছিল তোমার শঠতাপ্রযুক্ত তাহা এইক্ষণে অন্যথা হইল এবং তোমার সঙ্গে একটা নূতন বন্দোবস্তকরণের এক পাণ্ডুলেখ্য শ্রীযুতের নিকটহইতে পঁহুছিয়াছে তাহাও অল্প কালের

মধ্যে জানিতে পারিবা। ইহা অবগত হইয়া পেসোআ যে কি করিবেন তাহার কিছু নির্দ্ধার্য্য করিতে না পারিয়া কখন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হন এবং কখন বা ভীত হইয়া বড়সাহেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে নিশ্চয় করেন। পরে ১ জুনে রেসিডেণ্ট সাহেব পেসোআর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ঐ নূতন বন্দোবস্তের পাণ্ডুলেখ্যের নিয়মসকল একং করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন তাহাতে তিনি ও তাঁহার মন্ত্রী ঐ লিখিত দাওয়ার টাকার কিছু কম হয় এমত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন যে রেসিডেণ্ট সাহেব তাহার কিছু ছাড়েন না তখন তাহাই স্বীকার করিয়া ৫ জুলাই তারিখে ঐ সন্ধিপত্র নিষ্পন্ন করেন।

২২ অধ্যায়।

পিণ্ডারিরদিগকে উচ্ছিন্নকরণার্থ লার্ড হেষ্টিংস সাহেব যে মহোদ্যোগ করেন এইক্ষণে তদ্বিবরণ প্রস্তাব্য।

তাঁহার অভিপ্রায় এই যে পিণ্ডারিরা যে স্থানে বসতি করে বোম্বে ও মান্দ্রাজ ও বঙ্গদেশস্থ ইঙ্গলণ্ডীয় তাবৎ সৈন্য লইয়া ঐ স্থান এমত বেষ্টন করা যায় যে তাহারা তথাহইতে কোনদিগে না সরিতে পায়। অতএব পাঠকবর্গ বুঝিবেন যদ্রূপ সৈন্যসংগ্রহদ্বারা এইক্ষণে মহোদ্যোগ করা গেল ইহার পূর্ব্বে কখন যুদ্ধার্থ এতাদৃশ উদ্যোগ করা যায় নাই। অপর হিন্দুস্থানে পিণ্ডারিরদের সঙ্গে যুদ্ধকরণার্থ শ্রীযুত চারিদল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এক দল বুন্দেলখণ্ডের কালঞ্জরে দ্বিতীয় দল যমুনা নদীর তীরে কাল্পি ও ইটায়ার মধ্যবর্ত্তি স্থানে তৃতীয় আগরাতে চতুর্থ দল রেবারিতে এতদতিরিক্ত যে সময়ে পিণ্ডারিরদের সঙ্গে যুদ্ধ হয় তৎসময়ে আপনারদের নিজরাজ্য রক্ষণার্থে অপর দুই দল সৈন্য প্রস্তুত করিয়া এক দল বারাণসের দক্ষিণে অন্য দল বেহারের দক্ষিণ সীমায় স্থাপন করিলেন। পরে মান্দ্রাজের সৈন্যাধ্যক্ষ সর তামস হিসলপ সাহেবকে শ্রীযুত আজ্ঞা দিলেন যে মান্দ্রাজস্থ সৈন্যের

দিগকে চারিদলে বিভক্ত করিয়া তৎসমভিব্যাহারপূর্ব্বক তুমি দক্ষিণ দিগরক্ষণার্থ নিযুক্ত থাকিবা এবং তিনি আরো এই স্থির করিলেন যে এই মহোদ্যোগের যাহাতে কোন ব্যাঘাত না হয় এতদর্থ আমি স্বয়ং রণভূমিতে উপস্থিত থাকিব।

অনন্তর মার্কুইস হেষ্টিংস ১৮১৭ সালের ৮ জুলাইতে কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিয়া সেপ্তম্বর মাসে কানপুরে পঁহুছেন এবং তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরে কলিকাতাধীন দেশস্থ সৈন্যেরা যাত্রা করিতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে পিণ্ডারিরদের সমূলোৎপাটনার্থ শ্রীযুত যে পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা স্বাধীন রাজা সকলকে জ্ঞাপন করিলেন যেহেতুক এই স্থির করিয়াছিলেন যে এই সর্ব্বসাধারণোপকারক কর্ম্মে কোন রাজা পক্ষপাত বিহীন থাকিতে পারিবেন না বরং পিণ্ডারিরদের উচ্ছিন্নকরণার্থ সকলেই সাহায্য করিবেন। পরে এই বৃহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওনের আজ্ঞা তিনি এককালীন ভারতবর্ষীয় তাবৎ সৈন্য দলেরদিগকে দিলেন। এবং হোলকার ও আমীর খাঁ ও জয়পুর যোধপুর উদয়পুর ও অন্যং রজপুতের রাজারদের সহিত তদ্বিষয়ক বন্দোবস্তকরণের ভার দিল্লীর রেসিডেণ্ট মেটকাফ সাহেবের প্রতি অর্পণ করিলেন। এবং গড়গয়লিয়রের রেসিডেণ্ট কাপ্তান ক্লোস সাহেব সিন্ধিয়ার সহিত তদ্বিষয়ক নিয়মকরণের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। বুন্দেলখণ্ডের অধ্যক্ষ ও সাগরের রাজার সহিত তদ্রূপ বন্দোবস্ত করিতে বুন্দেলখণ্ডের রেসিডেণ্ট উয়াখোপ সাহেব নিযুক্ত হইলেন। ভুপালের ব্যাপার নাগপুরের রেসিডেণ্ট জিন্কিন্স সাহেবকে অর্পণ করা গেল। এবং নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে যে রাজার সঙ্গে যাহা কর্ত্তব্য তাহার ভার সর তামস হিসলপ ওসর জন মালকম সাহেবের প্রতি অর্পিত হয়।

১৬ অক্তোবরের অতিপ্রত্যূষে যুদ্ধার্থ কানপুরহইতে শ্রীযুত যাত্রা করিয়া বিংশ দিবসে যমুনা নদীর তীরবর্ত্তি সিকান্দর স্থানে পঁহুছিলেন সেই স্থানেই তাঁহার মহাসৈন্যের দ্বিতীয় দল সংগৃহীত হয় ঐ দলে বার হাজার পাঁচ শত যোদ্ধা ছিল। ২৬ অক্তো

বরে শ্রীযুত ঐ সৈন্য লইয়া যমুনা নদী উত্তরণানন্তর ঋজু পথদি য়া গড়গয়লিয়রের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎসমকালে জেন রল ডনকিন সাহেবো আগরাহইতে গড়গয়লিয়রের প্রতি যাত্রা করেন। এই দুই ঝুণ্ড সৈন্যের এককালীন গড়গয়লিয়র লক্ষ্য করিয়া যাত্রাকরণের অভিপ্রায় এই যে সিন্ধিয়া তাঁহারদের এ তাদৃশ যুদ্ধ যাত্রা দেখিয়া পিণ্ডারিরদিগকে উচ্ছিন্নকরণার্থ ব্রি টিস গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধি করিয়া সাহায্য করেন। উক্ত সৈ ন্যেরদের সিন্ধিয়ার রাজধানী পঁহুছিতে যখন এক মঞ্জীলমাত্র অবশিষ্ট থাকে তখন ৫ নবেম্বর সিন্ধিয়া ঐ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ক রেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে সিন্ধিয়ার দরবারে যে সকল ব্যাপার হয় তাহা এইক্ষণে প্রস্তাব্য।

সেপ্তেম্বর মাসে রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহার দরবারে কহিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্য এইক্ষণে দক্ষিণ দেশে বুরহানপুর দি য়া নর্ম্মদা নদীর তীরপর্য্যন্ত যাত্রা করিতেছে ঐ বুরহানপুর সি ন্ধিয়ার অধিকারান্তর্গত এইপ্রযুক্ত রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহার নি কটে সৈন্যেরদের যাত্রার বিষয়ে এক পরওয়ানা যাচ্ঞা করিলে ন। তৎসময়ে সিন্ধিয়ার সিপাহীরা বেতন বাকী থাকাতে তাঁ হার অবাধ্য ছিল এবং তদানীং এমত জনরব উত্থিত হয় যে বাজিরাও এইক্ষণে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত অতএব সিন্ধিয়া যে ঐ বাজিরাওর সঙ্গে যোগ করেন তদ্বিষয়ে তাঁহার সৈন্য ও প্রধান২ আমলারদের বড় ইচ্ছা ছিল। অত এব যখন তাঁহার দরবারে রেসিডেণ্ট সাহেব পরওয়ানা প্রার্থনা করেন তখন সিন্ধিয়া এই উত্তর করিলেন যে আমি পূর্ব্বে পিণ্ডা রিরদিগকে দমন করিতে কল্প করিয়াছিলাম এবং এইক্ষণেও ক্ষান্ত নহি অতএব হইতে পারে যে শ্রীযুত ইহা জ্ঞাত হইলে তাঁহার সৈন্যেরদের যাত্রা রহিত করাইবেন কিন্তু রেসিডেণ্ট সা হেব কহিলেন যে ইহা কদাচ হইতে পারিবে না। এবং অগ ত্যা তাঁহাকে সিন্ধিয়ার পরওয়ানা দিতে হইল।

অপর অক্তোবরের ১০।১৫ তারিখের মধ্যে এক দিবস শ্রী

যুত পিণ্ডারিরদিগকে উচ্ছিন্নকরণার্থ যে সকল নিয়মস্থির করিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া সিন্ধিয়াকে জ্ঞাপন করিলেন। ঐ পত্রে তিনি সিন্ধিয়ার প্রতি কিছু শক্তাশক্তিরূপে লিখিলেন যে দুই বৎসরাবধি যে পিণ্ডারিরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকার লুঠপাট করিয়াছে তাহারদিগকে তুমি আশ্রয় দিয়াছ এবং যে সময়ে ঐ পিণ্ডারিরদিগকে শাসন করিবা বলিয়া আমারদের নিকটে অঙ্গীকার করিয়াছিলা তৎসময়েই তাহারদের সঙ্গে মৈত্রীভাবে তোমার লিখনপঠন চলে। এবং আরো লিখিলেন যে পিণ্ডারিরদিগকে দমনকরণেতে আমরা স্বার্থপর নহি অতএব তদ্বিষয়ে তোমার সাহায্য অবশ্য কর্ত্তব্য যদ্যপি তাহারদিগকে কোন প্রকারে তুমি কিছু আশ্রয় দেও তবে তৎক্ষণাৎ আমরা শত্রুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া তোমার সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ করিব। পরে শ্রীযুত রেসিডেন্ট কাপ্তান ক্লোস সাহেবকে লিখিলেন যে তুমি সিন্ধিয়ার নিকটে গিয়া আমারদিগকে সাহায্যকরণের এইং নিয়ম প্রস্তাব করিবা যে তাঁহার তাবৎ সৈন্য শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞাধীন থাকে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় সৈন্যের সঙ্গে এক জন ইউরোপীয় সেনাপতি সাহেব কর্ত্তৃত্বরূপে থাকেন ও সিন্ধিয়া বিশেষরূপে পিণ্ডারিদিগকে দমনকরণার্থ পাঁচ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য নিযুক্ত করেন এবং ১৮০৫ সালের নবেম্বরমাসের সন্ধিক্রমে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন ঐ বৃত্তি উক্ত অশ্বারূঢ়েদের বেতনস্বরূপ নিযুক্ত হয়। শ্রীযুত আব্রো এই প্রস্তাব করিলেন যে যুদ্ধ যত কাল থাকিবে তত কাল পর্য্যন্ত আসুর ও হিণ্ডিয়া তাঁহার এই দুই দুর্গ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। ইহাতে সিন্ধিয়া উত্তর করিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যে বৃত্তি বৎসরং দিতেছেন তাহা আমার কুটুম্বেরদের আমার নহে অতএব আমি তাহা কি রূপে ত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু তাঁহার আপত্তি শীঘ্র ভঞ্জন হইলে শ্রীযুতের ইচ্ছাক্রমে প্রদত্ত ঐ বৃত্তি তিনি ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু আসুর গড় সমর্পণ করিতে তাঁহার অত্যন্ত অনিচ্ছা জানাইলেন কারণ ঐ গড় ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুরাক্রমণীয়

এবং দক্ষিণ দেশের চাবি তুল্য। কথোপকথনেতে দৃষ্ট হইল যে কিল্লা সমর্পণকরণেতে তাঁহার অত্যন্ত অসম্ভ্রম হয় এই বোধে তিনি তাহা সমর্পণ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক অতএব ইহা শ্রবণে রেসিডেণ্ট সাহেব ঐ আপত্তি অতিশীঘ্র ভঞ্জন করিয়া কহিলেন যে ঐ কিল্লায় তোমার পতাকা উড্ডীয়মানা থাকিবে এবং তাহা তোমারি কিল্লাদারের অধীনে থাকিবে কেবল ইয়ৎ সংখ্যক ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য সে স্থানে নিযুক্ত করিতে হইবে যে কোন শত্রু আসিয়া তথায় আশ্রয় লইতে না পারে। ইহাতে সিন্ধিয়া দুর্গ সমর্পণের অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন যে ঐ কিল্লাদার যদ্যপি আমার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া তোমারদিগকে অধিকার করিতে না দেয় তবে কি হইবে ইহা শ্রবণে রেসিডেণ্টসাহেব ভাবিলেন যে অবশ্যই সিন্ধিয়া কিল্লাদারকে গোপনে এতদ্রূপ পরামর্শ দিবেন অতএব তিনি এই উত্তর করিলেন যে সুতরাং তাহা বলপূর্ব্বক আক্রমণার্থ আমারদের সৈন্য প্রেরণ করিতে হইবে কিন্তু তাহার খরচা তোমার লাগিবে এবং আমারদের যে বার্ষিক বৃত্তি তোমাকে দিতে হয় তাহা হইতেই ঐ খরচা বাদ দেওয়া যাইবে। এই নিয়মেতে এই ফল জন্মিল যে সিন্ধিয়া যদি কিল্লাদারকে ঐ দুর্গ সমর্পণ না করিতে গোপনে পরামর্শ দেন তবে তাঁহারি টাকার ক্ষতি এই নিয়ম সকল উভয়পক্ষে স্থির হইলে সিন্ধিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এবং ভাগ্যক্রমে ঐ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করাতে তিনি সে যাত্রা বাঁচিলেন যেহেতুক অন্য২ তাবৎ মহারাষ্ট্রীয় রাজারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরুদ্ধাচরণ করাতে কেহ একেবারে সিংহাসনভ্রষ্ট হন কাহারু বা অধিকার অপহৃত হয়। ঐ পত্র ৬ নবেম্বরে সিন্ধিয়াকর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং তদ্দিবসেই শ্রীযুতের মোহরাঙ্কিত হয়। অপর সিন্ধিয়া যে সৈন্য ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন ঐ সৈন্যের অধ্যক্ষতা কর্ম্মে অগৌণে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রেসিডেণ্ট সাহেব নানা সেনাপতি সাহেবেরদিগকে নিযুক্ত করিলেন।

অনন্তর সিন্ধিয়া যদ্রূপ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সন্ধি করেন আমীর খাঁও তদ্রূপ সন্ধি করিয়া দিল্লীতে তাঁহার প্রেরিত এক জন

উকীল ৯ নবেম্বরে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। তৎপত্রে এই নিয়ম লিখিত হয় যে হোলকারের সনন্দক্রমে আমীর খাঁ যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা তাঁহারি থাকিবে শ্রীযুত এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। এবং আমীর খাঁ বিলম্বমাত্র না করিয়া স্বীয় তাবৎ সৈন্যেরদিগকে বিদায় করিবেন ও তাঁহার বৃহত্তোপ সকল পাঁচ লক্ষ টাকায় ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নিকটে বিক্রয় করিবেন এবং এই নিয়মসকল তিনি যেপর্য্যন্ত প্রতিপালন না করিবেন সেই পর্য্যন্ত তাঁহার পুত্র দিল্লীতে রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে জামীনস্বরূপ থাকিবেন। তাঁহার পুত্র দিল্লীতে পঁহুছিলে শ্রীযুত দুই লক্ষ টাকা আমীর খাঁর নিকটে প্রেরণ করিলেন কারণ যে তিনি সৈন্যেরদিগকে বেতনস্বরূপ ঐ টাকা দিয়া বিদায় করিতে সমর্থ হন ইহার পর অন্য ক্ষুদ্র২ কএক জন রাজারাও আসিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন। সিন্ধিয়া ও আমীর খাঁ ও অন্য২ মহারাষ্ট্রীয়েরা পিণ্ডারিরদের সঙ্গে যোগ করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রতিকূলাচরণ করিতে ইহার পূর্ব্বে যে নিশ্চয় করিয়াছিলেন তাহাতে কিছু সন্দেহ নাই কিন্তু শ্রীযুত স্বীয় বুদ্ধিও চাতুর্য্যক্রমে সিন্ধিয়া ও আমীর খাঁকে এতদ্রূপে বদ্ধ রাখিয়া পরে পিণ্ডারিরদের উপর পড়িলেন।

২৩ অধ্যায়।

১৮১৭ সালের বর্ষাকালে পিণ্ডারিরা অর্থাৎ চিতু ও করিম খাঁ ও ওয়াসীল মহম্মদ এই তিন সরদারের অধীন তিন দররা অর্থাৎ সম্প্রদায় ছিল। চিতুর দররা আষ্টা ও ইথাবর মধ্যে ছাউনি করিয়া থাকে করিম খাঁর দররার ছাউনি ভূপালের উত্তর বাইরশাতে থাকে ওয়াসীল মহম্মদের দররা সাগরের পশ্চিমে গাসপুরে শিবির করিয়াছিল। বৃটিস গবর্ণমেণ্ট যে তাবৎ স্বীয় মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্য লইয়া তাহারদের উপর আক্রমণ করিবেন ইহা তাঁহারদের সুন্দর বোধ ছিল। অতএব কিরূপে রক্ষা

পাইবে এতদ্বিষয়ক উপায় চেষ্টাকরণার্থ ১৫ সেপ্টেম্বরে তাহা রা এক সভা করে কিন্তু চিতু ও ওয়াসীল মহম্মদের মধ্যে এমত বি রোধ ছিল যে তাহারা ঐক্যবাক্যরূপে ঐ বৈঠকে কিছু স্থির করি তে পারিল না। তৎপরে তাহারা ঐ অঞ্চলস্থ রাজারদিগকে এই প্রার্থনা করিল যে আমারদের পরিজন লোক যাহাতে রক্ষা পায় এমত একটা কিল্লা আপনারা আমারদিগকে দেউন তা হাতে কেহ স্বীকার করিলেন না। ইতিমধ্যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বামদিক্‌স্থ এক দল মহাসৈন্য জেনরল মার্সাল সাহেবের অধীনে বুন্দেলখণ্ডের কালঞ্জর স্থানে সংগৃহীত হইল ঐ সৈন্যেরা তথাহ ইতে যাত্রা করিয়া সাগরদিয়া ঐ মাসের ২৮ তারিখে হট্টা স্থানে পঁহুছে। ঐ ঝুণ্ড সৈন্যের এতদ্রূপ যাত্রাকালে ওয়াসীল মহম্মদ একটা অসমসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন বিশেষতঃ যে সময়ে তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যেতে বেষ্টিত তৎসময়েই তাঁহার এক দল সৈন্য বুন্দেল খণ্ড লুট করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহারা বুন্দেলার কএক জমীদারের অধিকার লুট করিল বটে কিন্তু ভাগ্যক্রমে তৎ সময়ে শ্রীযুত ঐ অঞ্চলে ছিলেন অতএব তাহারদের পশ্চাৎ অগৌ ণে কতক সৈন্য প্রেরিত হওয়াতে তাহারা তাড়িত হইল।

ইতিমধ্যে জেনরল মার্সাল সাহেব সসৈন্য হট্টা স্থানহইতে রৈলি স্থানে যাত্রা করিলেন এবং ১০ নবেম্বর তথায় পঁহুছিয়া হুসিঙ্গাবাদে কর্ণল আদমস সাহেবের সহিত তাঁহার লিখনপঠন চ লিতে লাগিল পরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যেরা যদ্রূপ অগ্রসর হই তে লাগিল তদনুসারে ওয়াসীল মহম্মদের সৈন্যেরা গাসাপুরহই তে হটিয়া পশ্চিমদিগে গঞ্জ বাসোদ্দাতে প্রস্থান করিল। যে দিবস জেনরল মার্সাল সাহেব রৈলিতে তদ্দিবসেই সর তামস হিসলপ সাহেব দক্ষিণ পঁহুছেন দিগহইতে নর্ম্মদানদীর তীরে পঁহুছেন। তা হাতে পিণ্ডারিরা দক্ষিণ দিগদিয়া পলায়ন করিতে অসমর্থ হইল এবং পশ্চিম দিগদিয়া তাহারদের পলায়নের উপায় রহিত কর ণার্থ সর উলিয়ম করসাহেব গুজরাটহইতে সেই দিগে আসি তে লাগিলেন এবং লার্ড হেষ্টিংস ও জেনরল ডনকিন সাহে বের সৈন্যের আগমনেতে উত্তর দিগদিয়াও তাহারদের পলা

য়নের পথ অবরুদ্ধ হইল এতদ্রূপে জালের ন্যায় ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য সমূহ চতুর্দ্দিগে ঘেরিয়া মধ্যস্থানে পিণ্ডারিরদিগকে রাখিয়া ক্রমেং অতিসন্নিকৃষ্ট হইতে লাগিল ইতিমধ্যে পুণ্য নগরে পেসোআ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হঠাৎ এলফিনষ্টন সাহেব ও তৎসমভিব্যাহারে যে সৈন্যেরা ছিল তাঁহারদের উপর আক্রমণ করিল এবং তদ্বার্ত্তা শুনিয়া সর তামস হিসলপ সাহেব উত্তর দিগে না গিয়া ঐ সৈন্যেরদের সাহায্যার্থ দক্ষিণ দিগে পুনর্ব্বার ফিরিয়া গেলেন। অতএব পিণ্ডারিরদের বিনাশের বিবরণ কিঞ্চিৎ রহিত করিয়া নবেম্বর মাসে পুণ্য নগরে ওনাগ পুরে যে আশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত হয় তাহা প্রস্তাব করা উচিত বোধ হয়।

১৮১৭ সালের জুনমাসে পুণ্য নগরে বাজিরাওর সহিত যে সন্ধি হয় তদ্বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে ঐ সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করণনান্তর তিনি স্থানান্তরে গমন করেন এবং ঐ বৎসরের সেপ্তেম্বর মাসের পূর্ব্বে প্রত্যাগত হইলেন না। সুন্দরনামক এক জন অবাধ্য অমাত্যকে দমনকরণার্থ এলফিনষ্টন সাহেব পূর্ব্বে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এইক্ষণে বাজিরাওর মন্ত্রিরা তৎ প্রতিপালনার্থ বারম্বার উত্তেজনাপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। তাঁহারদের ঐ সময়েই তদ্বিষয়ে উত্তেজনাকরণের অভিপ্রায় এই যে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা ঐ জায়গীরদারের প্রতিকূলে প্রেরিত হইলে সুতরাং তাহারা পিণ্ডারি যুদ্ধে সাহায্য করিতে পারিবে না ইহা এলফিনষ্টন সাহেব সুজ্ঞাত হইয়া আপনার অধীন সুশিক্ষিত যে সৈন্য ছিল তাহারদিগকে তৎ কর্ম্মে প্রেরণ না করিয়া ঐ সুন্দর জায়গীরদারকে দমনকরণের ভার বিজ্ঞতম কর্ণল মনরো সাহেবের প্রতি দিলেন এবং তিনি কতকগুলি নূতন সৈন্যকে বেতন দিয়া অতিত্বরায় শিক্ষিত করিয়া তাহারদের দ্বারা ঐ জায়গীরদারকে বশীভূত করিলেন। অপর অক্তোবর মাস ব্যাপিয়া বাজিরাও পুণ্য নগরে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং তাবৎ জায়গীরদারদিগকে স্বং অঙ্গীকৃত সৈন্যেরদিগকে পুণ্য নগরে প্রেরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে

এলফিনষ্টন সাহেব এই অপূর্ব্ব সৈন্য সংগ্রহের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বাজিরাও কহিলেন যে এইক্ষণে আপনারা পিণ্ডাররদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন অতএব তোমারদের সাহায্যার্থ প্রস্তুত করা যাইতেছে কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সাহায্য করা দূরে থাকুক ঐ সৈন্যেরা অপকারার্থ যে প্রস্তুত হইতেছে ইহা এলফিনষ্টন সাহেবের অগোচর ছিল না। অক্তোবর মাসের শেষে মহারাষ্ট্রীয়েরদের তাবৎ সৈন্য পুণ্যনগরে সংগৃহীত হইল এবং তাঁহারদের সেনাপতি কেবল গোকুলার পরামর্শানুগামী যে পেসোআ এমত বোধ হইল। তৎপরে ঐ মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের শিবিরের চতুর্দ্দিগে অবস্থিত হইয়া বিপক্ষতাচরণের উপক্রমে যদ্রূপ ব্যবহার হইয়া থাকে তদ্রূপ তাঁহারদিগকে কটুকাটব্য কহিতে লাগিল। তাহাতে এলফিনষ্টন সাহেব বাজিরাওকে এতদ্রূপ সৈন্য সংগ্রহ করিতে নিষেধ করিলেন এবং ঐ সৈন্যেরদিগকে বিদায় করিতে কহিলেন। কিন্তু বাজিরাও স্পষ্ট এই উত্তর করিলেন যে আমি এক সিপাহীকেও বিদায় করিবনা তাহাতে এলফিনষ্টন সাহেব এই স্থির করিলেন বাজিরাওর সঙ্গে যুদ্ধ অবশ্য ঘটিবে কিন্তু প্রথমতঃ আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। ৩১ অক্তোবরে বাজিরাওর সৈন্যেরদের আস্ফালন দেখিয়া এলফিনষ্টন সাহেব স্বীয় সৈন্যেরদিগকে পুণ্য নগরের নিকটবর্ত্তি কির্কি স্থানে আসিয়া প্রস্তুত থাকিতে আজ্ঞা দিলেন।

তাহার পর যুদ্ধব্যতিরিক্ত আর কোন কথাই ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে জেনরল স্মিথ সাহেবের যে সৈন্যেরা পুণ্য নগরে ছিল তাহারা তৎকালে খাণ্ডেসের সীমাতে পিণ্ডারিরদের সঙ্গে যুদ্ধকরণার্থ প্রেরিত হওয়া প্রযুক্ত তথায় অবর্ত্তমানতাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে বাজিরাওর যুদ্ধ করিতে সাহস জন্মিয়াছিল তাহারা বিদ্যমান থাকিলে কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। পরে ঐ জেনরল স্মিথ সাহেব পুণ্য নগরের এতদ্রূপ অশুভ বার্ত্তা শুনিয়া এলফিনষ্টন সাহেবের সাহায্যার্থ তথায় যাত্রা করিতে নিশ্চয় করিয়া এলফিনষ্টন সাহেবের সঙ্গে এই নিয়ম করি

লেন যে আমাকে প্রতিদিনের বার্ত্তা লিখিবা যে দিন তোমার লিখন আমি না পাইব সেই দিনই বিভ্রাট বুঝিয়া তোমার সাহায্যার্থ পুণ্য নগরে আসিব।

এতদ্রূপ বাজিরাওর সহিত এলফিনষ্টন সাহেবের বিরোধ হওনকালীন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ও সৈন্যেরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের শিবেরের চতুর্দ্দিকস্থ হইয়া তাঁহারদিগকে কটুকাটব্য কহিতে কিছু ত্রুটি করিলনা। অতএব রেসিডেণ্ট সাহেব স্বীয় সৈন্যেরদিগকে উক্তস্থানাপেক্ষা পুণ্যনগরের আরো কিঞ্চিন্নিকটে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। এবং তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওনে অনিচ্ছুক ইহা সকলের বোধগম্য হয় এতদর্থ যতকাল সামর্থ্য সেপর্য্যন্ত তিনি রেসিডেণ্টী ঘরে থাকিতে নিশ্চয় করিলেন। ৫ নবেম্বরে একদল ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য সিরুড়স্থান ছাড়িয়া পুণ্য নগরের অর্দ্ধপথপর্য্যন্ত আগত হইল তাহারদের আগমনের সম্বাদ বাজিরাও তদ্দিবসের প্রাতঃকালে পাইয়া স্বীয় সৈন্যেরদিগকে তথায় যাত্রার্থ আজ্ঞা দিলেন। এবং তৎসমকালীন গোকুলা একদল সৈন্য রেসিডেণ্ট সাহেবের ঘর ও আগমনশীল ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের মধ্যবর্ত্তিস্থানে প্রেরণ করিল। তাহাতে এলফিনষ্টন সাহেবের স্বীয় সৈন্যের নিকটে গমনাগমনের পথ অবরুদ্ধ হইল ইহা দৃষ্টে এলফিনষ্টন সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। তাহাতে পেসোআ এক জন ভৃত্য প্রেরণ করিয়া এই উত্তর দিলেন যে পূর্ব্বে দুইবার আমি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছি অতএব এইক্ষণে সিরুড়হইতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্য পুণ্যনগরের প্রতি আগমন করিতেছে ও জেনরল স্মিথ সাহেবের সৈন্যেরাও আসিতেছে ইহা শুনিয়া এবার সাবধান হইলাম। সম্প্রতি এলফিনষ্টন সাহেবের প্রতি আমার এই আজ্ঞা যে বোম্বেহইতে তিনি যে সৈন্য আনিয়াছেন তাহারদিগকে পুনঃ প্রেরণ করেন এবং রেসিডেণ্ট সাহেবের অধীনে যত সৈন্য থাকে তাহারদের সংখ্যার ন্যূনাধিক করা এবং তাহারা যে স্থানে থাকিবে তন্নিরূপণ আমার আজ্ঞানুসারে হইবে এবং এলফিনষ্টন সাহেব ইহাতে স্বীকৃত কি না ইহার উত্তর আমি অ

তিশীঘ্র চাহি। এলফিনষ্টন সাহেব তাঁহার ঐ প্রস্তাব সকল হেয়জ্ঞান করিয়া কহিলেন যে পেসোআ যদি এইক্ষণে আপনার সৈন্যেরদের সঙ্গে গিয়া মিলেন তবে আমিও স্বীয় সৈন্যেরদের সঙ্গে মিলিব এবং তাঁহার সৈন্যেরা যদি কিঞ্চিদগ্রসর হয় তবে আমি তাহারদের উপর চড়াউ করিব পেসোআর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আমার কদাচ ইচ্ছা নাই কিন্তু যুদ্ধ করিতেও ভয়াভাব। পেসোআর ভৃত্য উইট্রাজী নায়ক সাহেবের এই উত্তর শুনি. য়া তৎক্ষণাৎ বাজিরাওর নিকটে গেল কিন্তু যখন দূরহইতে দেখিলেন যে ঐ ভৃত্য রেসিডেণ্ট সাহেবের ঘর ছাড়িয়াছে তখ ন পেসোআ অশ্বারূঢ় হইয়া পুণ্যনগরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে পার্ব্বতী পর্ব্বতের উপরে স্বীয় সৈন্যেরদের সঙ্গে মিলিয়া তা হারদিগকে অবিলম্বে রেসিডেণ্ট সাহেবের উপর চড়াউ করি তে আজ্ঞা দিলেন। এবং রেসিডেণ্ট সাহেবও তৎসমভিব্যা হারী যে চারি পাঁচ জন তাঁহারদের তৎসময়ে কেবল অশ্বারো হণ করিবামাত্রের অবকাশ ছিল। পরে তাঁহারা সেই স্থানইহ তে স্বীয় তৈনাতি যে কএক অশ্বারূঢ় ছিল তাহারদিগকে লইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের শিবিরে গমনপূর্ব্বক নিরবকাশতাপ্রযুক্ত ঘর হইতে কিছুমাত্র দ্রব্যাদি বাহির করিতে পারিলেন না। তৎ ক্ষণাৎ পেসোআর সৈন্যেরা তথায় পড়িয়া লুটপাট করণোত্তর ঘরপ্রভৃতিতাবৎ পোড়াইয়া ফেলিল তাহাতে সাহেবেরদের অনে ক ক্ষতি কিন্তু এলফিনষ্টন সাহেবের এইমাত্র খেদ হইল যে অনে ক যত্নে যে সকল দুষ্প্রাপ্য পুস্তক তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন. তাহা বিনষ্ট হইল।

পরে এলফিনষ্টন সাহেব কির্কিতে আপনার শিবিরে পঁহু ছিয়া এইক্ষণে কি কর্ত্তব্য তদ্বিবেচনা করিতে নাগিলেন ঐ কির্কি স্থান এমত দুরাক্রমণীয় যে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা তথায় থাকিলে পেসোআর সৈন্যেরা যে তাহারদিগকে পরাজয় করিতে পারি বে এমত সম্ভব নয়। কিন্তু ঐ সৈন্যেরদের অধ্যক্ষ কর্ণল বর সা হেব রেসিডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করি লেন যে এই স্থানে বিপক্ষসৈন্যেরা না আসিতে২ অগ্রসর

হইয়া আমারদের চড়াউ করা উচিত। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্য অল্প পেসোআর সৈন্য তদপেক্ষা দশগুণ অধিক অত এব এতদ্রূপ তাহার উপর চড়াউ করা অতি অসম সাহসিক কর্ম্ম তথাপি রেসিডেণ্ট সাহেব তাবদ্বিবেচনাপূর্ব্বক স্থির করিলেন যে অন্যং কল্পাবলম্বন করা অপেক্ষায় এই কল্পই ভাল। অতএব কির্কিতে যৎকিঞ্চিৎ সৈন্য রাখিয়া কর্ণল বর্ সাহেব অবশিষ্ট সৈন্যসমভিব্যাহারে পেসোআর আগচ্ছৎ সৈন্যের দের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সর্ব্বযুদ্ধ চারি হাজার সৈন্যের অধিক ছিল না বিপক্ষেরদের চল্লিশ হাজারের ন্যূন নয়। এবং বিপক্ষীয় অশ্বারূঢ়েরা তাঁহারদের শিবিরের সম্মুখে আসিয়া অবিরত গোলাক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যদ্যপিও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা বারম্বার ইঙ্গলণ্ডীয় ক্ষুদ্র দল সৈন্যের উপর আক্রমণ করিল তথাপি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক তাহারা নিত্য নিবারিত হইয়া শেষে ক্ষান্ত থাকিল। এবং কর্ণল বর সাহেব স্বীয় তাবৎ সৈন্য লইয়া কির্কি স্থানের শিবিরে পঁহুছিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাত্রি যাপন করিলেন। তৎপরদিবসে শিরূড় হইতে অপর কতক সৈন্য আসিয়া কর্ণল বর সাহেবের দলপুষ্ট হইল এবং বাজিরাও স্বীয় সৈন্যের শ্রেণীবদ্ধ করিলেন বটে কিন্তু পুনরায় ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উপর চড়াউ করিতে সাহস করিতে পারিলেন না। এইরূপে পেসোআ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলে ইঙ্গলণ্ডীয় অনেক সেনাপতি সাহেবেরা এতদ্বিষয় কিছু অবগত না হইয়া বরং পেসোআর সঙ্গে যে শান্তি আছে ইহার উপর নির্ভর রাখিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহার দেশদিয়া গমনকরত অতিশয় নির্দয়তাপূর্ব্বক পেসোআর অমাত্যকর্ত্তৃক কেহ হত কেহ কারাগারে বদ্ধ হইলেন। তৎ সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রতি এমত রাগোন্মত্ত যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সিপাহীর পরিজনেরা যেং তাহারদের হস্তপতিত হয় তাহারদের কোনং অঙ্গচ্ছেদন করিয়া তাহারা ঐ কির্কি স্থানে প্রেরণ করিল।

পূর্ব্ব লিখিত হইয়াছে যে জেনরল স্মিথ সাহেব খাণ্ডেসে পিণ্ডারিদের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ নিযুক্ত ছিলেন এবং এলফিনষ্টন

সাহেব পোসোআর বিরুদ্ধাচরণবিষয় তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে অল্পকালের মধ্যে তাহারা আমার উপর চড়াউ করিবে এমত কল্প আছে অতএব প্রতিদিন আমি তোমার নিকটে পত্র লিখিয়া সম্বাদ জ্ঞাপন করিব যে দিন আপনার নিকটে সম্বাদ না পঁহুছিবে তাহাতেই জানিবেন যে আমার এখানে বিপদ্ ঘটিয়াছে। অতএব জেনরল স্মিথ সাহেব যে দিবসের সম্বাদপত্র না পাইলেন তদ্দিবসেই তিনি এলফিনষ্টন সাহেবের সাহায্য করণার্থ সৈন্য লইয়া অগৌণে যাত্রা করিলেন। ১৩ নবেম্বরে স সৈন্য ঐ সাহেব পুণ্য নগরে পঁহুছিলে তৎপর দিবসে পেসোআর সৈন্যের উপর আক্রমণ করণার্থ স্থির হইল কিন্তু কোন বিঘটনপ্রযুক্ত ১৬ তারিখপর্য্যন্ত তাহা না হওয়াতে ১৭ তারিখে তাবৎ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য পেসোআর শিবিরের প্রতি আক্রমণার্থ যাত্রাকরিল কিন্তু তথায় পঁহুছিয়া দেখে যে একেবারে সৈন্যমাত্র নাই শিবির শূন্য যেহেতুক পেসোআ তৎ পূর্ব্ব রাত্রিতে ঐ স্থানে তাম্বু সকল খাড়া রাখিয়া তাবৎ সৈন্যসমেত পলায়ন করিয়া ছিল এবং তোপপ্রভৃতি সঙ্গে লইয়া যায় কেবল মহাকালী নামক একটা অতি ভারি তোপ লইতে অসমর্থ হইয়া ছাড়িয়া যায় তৎপর দিবসেই পুণ্যনগর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পিত হইল। এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে সিপাহীরদের অঙ্গচ্ছেদনাদি হইয়াছিল পুণ্যনগরস্থেরদের প্রতি তাহার প্রতিফল দেওনার্থ চেষ্টা করাতে কর্ণল বর সাহেব অনেক যত্নে তাহারদিগকে বুঝিয়া সুঝিয়া থামাইয়া রাখিলেন। অপর ১৯ নবেম্বরে জেনরল স্মিথ সাহেব বাজিরাওর পশ্চাদ্ধাবমান হইতে প্রস্তুত হইলেন কিন্তু তদ্দিবসেই শুনিলেন যে সিঙ্গগড়নামক স্থানে বাজিরাও কতক আপনার তোপ ছাড়িয়া গিয়াছে। অতএব কাপ্তান টর্নর সাহেবকে ঐ সকল তোপ অধিকার করিতে প্রেরণ করিলেন কাপ্তান সাহেব তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া আঠারটা কামান এবং অন্য২ কতক দ্রব্য সামগ্রী লইয়া আপনারদের শিবিরে আগত হইলেন। অপর তাবৎ মহারাষ্ট্রীয়েরা যে এক কালীন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উপর চড়াউ করিবেন

ইহার উপর নির্ভর রাখিয়া পেসোআ ৫ নবেম্বরে এলফিনষ্টন সাহেবের উপর এতদ্রূপে আক্রমণ করেন কিন্তু তৎপরে তাঁহারদের সঙ্গে একটা অতিক্ষুদ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শেষে যখন ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাঁহারদের উপর চড়াউ করিতে অগ্রসর হইলেন তখন তাঁহারা আপনারদের ছাউনি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন এবং তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রাতিকূল্যাচরণ আরম্ভের তিন সপ্তাহ পরে আপনার দেশের মধ্যেই পলায়নপর এবং জেনরল স্মিথ সাহেব তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন। তদনন্তর ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা কিরূপ ধাবমান তাহা পশ্চাৎ লিখা যাইবে এইক্ষণে তৎসমকালীন নাগপুরের মধ্যে যে সকল ব্যাপার হয় তাহাতে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

আপা সাহেব নাগপুরে রাজমুকুট ধারণ কালাবধি নিয়ত বাজিরাওর সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রাতিকূল্যে কুমন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন কিন্তু পেসোআ নতমস্তক হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত জুনমাসে এক নূতন সন্ধিপত্র করাতে আপাসাহেব কিঞ্চিদ্ভীত হইলেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে স্বীয় বাধ্যতা দর্শাইয়া নারায়ণ রাওকে পুনর্ব্বার কর্ম্মে নিযুক্ত করেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সাহায্যার্থ তাঁহার যে সৈন্য নির্দ্ধার্য্য হইয়া ছিল রেসিডেণ্ট সাহেবের ইচ্ছাক্রমে তাহারদের সুনিয়ম করিতে স্বীকৃত হইলেন তাঁহার এতদ্রূপ সুমতি অক্টোবর মাসপর্য্যন্ত থাকিল কিন্তু ঐ মাসে পুণ্যনগরের ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অশুভ সম্বাদ নাগপুরে তাঁহার নিকটে পঁহুছিলে তিনি পেসোআকে তাবৎ মহারাষ্ট্রীয় চূড়ামণি জ্ঞান করিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে নিশ্চয় করিলেন। তাহাতে জিনকিন্স সাহেব কর্ণল আদম সাহেবকে এই সকল বিবরণ জ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিলেন যে তোমার একজুত্থ সৈন্য নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে এমত প্রস্তুত থাকুক যে তাহারা নাগপুরস্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের সাহায্যার্থ অনায়াসে আসিতে পারে।

এদিগে আপা সাহেব যুদ্ধার্থ আয়োজন করিতে লাগিলেন

এবং ৫ নবেম্বরে পেসোআর পরাজয় ও পলায়নের সম্বাদ প্রাপ্ত হইলেও তিনি তাহাতে ক্ষান্ত হইলেন না তথাপি অনেক কাল পর্য্যন্ত তাঁহার দ্বৈধ থাকিল কখনং তাঁহার সুমতি প্রবলা হইয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে নিশ্চয় করিতেন কখন বা মাদক দ্রব্য সেবনেতে তাঁহার বয়স্য যুব লম্পট ব্যক্তিরদের সমভিব্যাহারে প্রলাপ বাক্যেতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে একেবারে যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিতেন কিন্তু রেসিডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত মৈত্রীভাবে থাকিলেন এবং পেসোআর পরাজয়ের সম্বাদ তাঁহার নিকটে পঁহুছিলে তিনি রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে লোকদ্বারা স্বীয় সন্তোষ বিজ্ঞাপন করিলেন।

২৪ নবেম্বরের রাত্রিতে জিনকিন্স সাহেব রামচন্দ্র ওয়ার এক পত্র পাইলেন তাহাতে লিখিত ছিল যে নাগপুরের রাজা সংপ্রতি পুণ্যনগরে পেসোআর স্থান হইতে এক খেলোয়াৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পরদিবসে তিনি অতিজাঁক্‌জমকরূপে স্বীয় সৈন্যের নিকটে গমন করিয়া ঐ খেলোয়াৎ পরিধান করিবেন এবং আরো লিখিলেন যে পেসোআ তাঁহাকে সেনাপতি উপাধি দিয়া তচ্চিহ্নস্বরূপ এক জরীর পতাকাও প্রদান করিয়াছেন পর দিবসে তৎপতাকা উড্ডীয়মানা হইবে। পরে আপা সাহেব ঐ উৎসব দর্শনার্থ জিনকিন্স সাহেবকে বিনীতিপূর্ব্বক আহ্বান করিলেন তাহাতে জিনকিন্স সাহেব এই উত্তর করিলেন যে বাজিরাও পেসোআ এইক্ষণে আমারদের শত্রু অতএব তাঁহার স্থানে তুমি কিরূপে খেলোয়াৎ গ্রহণ করিতে পার আমার পরামর্শ যে তুমি এতদ্রূপ কর্ম্ম না কর। কিন্তু আপা সাহেব জিনকিন্স সাহেবের পরামর্শ কিছু না শুনিয়া আপনার সৈন্যেরদের নিকটে গিয়া ঐ খেলোয়াৎ পরিধান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সৈন্যেরাও জিনকিন্স সাহেবের উপর আক্রমণ করণোপযুক্ত স্থানে স্থাপিত হইল এতদৃষ্টে জিনকিন্স সাহেব আপন অধীন যে অল্প সৈন্য ছিল তাহারদিগকে একত্র হইতে আজ্ঞা দিলেন। ২৬ তারিখে আপা সাহেবের সৈন্যেরা যে জিনকিন্স সাহেবের প্রতি চড়াউ করিবে এমত লক্ষণ আরো স্পষ্ট বোধ হইল। ইতস্ততো রাজার

পদাতিক ও অশ্বারূঢ় দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং তাঁহারা তাবৎ কামান রেসিডেণ্ট সাহেবের শিবির লক্ষ্য করিয়া পাতিতে লাগিল, এবং রাজার কোন পত্র রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে না আসাতে সাহেব বুঝিলেন যে অবশ্যই যুদ্ধ হইবে। অত এব তিনি দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া যাহাতে স্বীয় অল্প সৈন্য রক্ষা পায় কর্ণল স্কটসাহেবের সঙ্গে এমত উপায় স্থির করিতে লাগি লেন রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে পনর শত সৈন্য মাত্র ছিল তন্ম ধ্যে অত্যল্প অশ্বারূঢ় বিপক্ষেরদের তাহার পনের গুণ অধিক। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্য সীতাবল্দীনামক দুই ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি অব স্থান করিয়া ছিলতন্মধ্যে এক পর্ব্বত আয়তনে কিঞ্চিৎ অল্প কিন্তু উচ্চ অপর পর্ব্বত কিঞ্চিন্নিম্ন কিন্তু প্রশস্ত এই ক্ষুদ্র স্থানে ইঙ্গলণ্ডী য় অল্প যোদ্ধারদের আপা সাহেবের প্রচুর সৈন্যে সঙ্গে যুদ্ধ করি তে হইল। অপরাহ্নে যুদ্ধারম্ভ হয় অস্তসময়ে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যেমন রাত্রিযাপনার্থ প্রহরিদিগকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন তে মনি আপাসাহেবের আরবীয় সৈন্যেরা তাহারদের প্রতি গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং তাহার অব্যবহিতোত্তরই রাজার তাবৎ কামান হইতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রতি গোলা বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরাও তত্তুল্য তোপবর্ষণেতে উত্তর দিতে লাগিলেন। অপর রাজার তাবৎ সৈন্যেরা একেবারে উভয় পর্ব্ব তোপরি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রতি আক্রমণ করিল কিন্তু ক্ষুদ্র পর্ব্বত স্থিত যাহারা তাহারদের অধিকাংশ মারা পড়িল এতদ্রূপ আক্র মণ করিতে২ রাত্রি দুই প্রহর দুই ঘণ্টাপর্য্যন্ত যাপন হইল এই যুদ্ধে ক্ষুদ্র পর্ব্বতের প্রধান সেনাপতি হত দ্বিতীয় সেনাপতি আঘা তী এবং সিপাহীরদের মধ্যে অনেক হত ও আঘাতী হয় অবশি ষ্টেরা অনির্ব্বচনীয় পরিশ্রমেতে ক্লান্ত। রাত্রিশেষে বিপক্ষেরদের গোলাবৃষ্টির কিঞ্চিৎ মান্দ্য হইল তথাপি ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা কিছুমাত্র বিশ্রাম করিতে পারিল না যেহেতুক অরুণোদয়ে বিপক্ষেরা অপর এক দল তাজা সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিবে এমত তাহারদের নিশ্চয় বোধ ছিল অতএব যুদ্ধের কিঞ্চিৎ শৈথিল্য সময়ে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা টোটা প্রস্তুত করিতে লাগিল এবং

তাহারদের চতুর্দ্দিগে গোম ও তণ্ডুল পূরা যে সকল বস্তা ছিল ত দ্দারা তাহারা দেয়ালের মত একটা আবরণ করিয়া প্রস্তুত থা কিল।

ঐ রাত্রিতে রাজার সৈন্যেরা আরো অনেক তোপ ঐ স্থানে পাতিয়া প্রভাত হইলে তাহারা গোলাবৃষ্টি পুনর্ব্বার আরম্ভ করি ল এবং আরবীয় সৈন্যেরা পুনর্ব্বার ক্ষুদ্র পর্ব্বতস্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈ ন্যেরদের উপর চড়াউ করিতে লাগিল প্রত্যূষাবধি বেলা দশঘণ্টা পর্য্যন্ত এতদ্রূপ আক্রমণ হয় দশঘণ্টাসময়ে তত্রস্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের একটা কামান কি প্রকার বিকল হইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইল। তদ্দৃষ্টে আরবীয় সৈন্যেরা অনিবার্য্য রাগোন্ম ত্ত হইয়া ঐ পর্ব্বতোপরি ধাবমান হইল এবং ইঙ্গলীয়েরদের যে সৈন্য ও সেনাপতিরা অবিশ্রামে চৌদ্দঘণ্টাপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া ছিল তাহারা পর্ব্বতে আর টেঁকিতে না পারিয়া হটিয়া নিকটবর্ত্তি বড় পর্ব্বতে চলিয়া গেল তৎক্ষণাৎ আরবীয় সৈন্যেরা সেই ক্ষুদ্র পর্ব্বত আয়ত্ত করিল অন্য যে পর্ব্বতের উপর তৎকালে তাবৎ ই ঙ্গলণ্ডীয়েরা ছিলেন তদপেক্ষা ঐ পর্ব্বত উচ্চ অতএব সেই পর্ব্বত হইতে তাহারদের গোলা নিক্ষেপদ্বারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরা একং করি য়া মারাপড়িতে লাগিলেন এবং তৎসমকালীন মাঠস্থ রাজার অগণ্য সৈন্যেরা ক্রমেং ঐ পর্ব্বতের নিকটানিকটি হইতে লাগিল।

এবং সিপাহীরদের পরিজনেরা ভীত হইয়া এমত চেঁচাইতে লাগিল যে তাহাতে সিপাহীরদেরো কিঞ্চিৎ উৎসাহ ভঙ্গ হইল অ তএব এই সকল বিভ্রাট দেখিয়া বোধ হইল যে বড়পর্ব্বতও বি পক্ষকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে এবং তত্রস্থ সাহেব ও সিপাহীরদের রক্ষা পাওয়া অতি দুঃসাধ্য। এই সঙ্কটাবস্থায় রেসিডেণ্ট সাহে বের নিকটে যে ক্ষুদ্র সম্প্রদায় অশ্বারূঢ় ছিল তদধ্যক্ষ কাপ্তান ফিট সেজরাল্দ সাহেব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে একেবারে উদ্ধার করি লেন। বিশেষতঃ তিনি পূর্ব্বলিখিত যুদ্ধে ব্যাপৃত না হইয়া সসৈ ন্য রেসিডেণ্ট সাহেবের উদ্যানে প্রস্তুত ছিলেন। পরে মাঠস্থ বি পক্ষ সৈন্যেরা তাঁহাকে প্রায় চতুর্দ্দিগে ঘেরিল এবং তাহারদের

সংখ্যাও নিয়ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অবশেষে তাহারদের দুই তোপের দ্বারা গোলা নিক্ষিপ্ত হওয়াতে ইতস্ততস্থ সৈন্যেরা মারা পড়িতে লাগিল। তাহাতে কাপ্তান সাহেব বিবেচনা করিলেন যে এইক্ষণে ইহার যদি কিছু উপায় না করা যায় তবে আমাদের এক প্রাণিরও বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব তাঁহার ঐ এক খামচা অশ্বারূঢ় লইয়া অসম সাহসে ঐ প্রবল বিপক্ষেরদের উপর আক্রমণ করিয়া তিনি কোন প্রকারে তাহারদের সেই দুই কামান লইতে নিশ্চয় করিলেন। তাঁহারদের উভয়ের মধ্যে এক টা ক্ষুদ্র শুষ্ক খালমাত্র ব্যবধান ছিল এবং বৈরিগণ যেমন অবি রত গোলা বৃষ্টি করিতেছিল তেমনি তিনি অগ্রসরহওত ঐ খাল উত্তরিয়া তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সৈন্যেরাও তদ্রূপাচরণ করিতে লাগিল। শত্রুগণ তাঁহার এই অসম সাহস দেখিয়া আপনারদের দুই কামান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্তব্ধ হইয়া ক্রমশঃ হঠিতে লাগিল। তাহাতে কাপ্তান পিট্স জে রাল্দ সাহেবের সৈন্যেরা বিপক্ষগণকে লক্ষ্য করিয়া ঐ দুই তো পের দ্বারা অনবরত গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল তৎপ্রযুক্ত তাহারা আরো হঠিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইল। অপর কাপ্তান সাহেব তাহারদের ঐ দুই কামান লইয়া তাহারদের প্রতি গোলা নিক্ষেপকরত ধীরে২ আপনারদের শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া যে কাপ্তান সাহেব ঐ অসংখ্যক বিপক্ষ সৈন্যেরদিগকে থামাইয়া তাড়িয়া দিলেন তদ্দৃষ্টে ঐ পর্ব্ব তস্থ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের উৎসাহ জন্মিল এবং শত্রুরদেরো তত্তুল্য অনুৎসাহ হইতে লাগিল এবং তাহারদের প্র তি ইঙ্গলণ্ডীয়েরা মহাশব্দপূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ গুলি চালাইতে গিলেন ইতিমধ্যে তাঁহারদের সৌভাগ্যক্রমে ঐ পর্ব্বতে যে বিপক্ষ আরবীয় সৈন্যেরা ছিল তাহারদের একটা বারুদের পিপাতে দৈ বাৎ অগ্নি লাগিয়া ঐ পিপা একেবারে উড়িয়া গেল এইপ্রযুক্ত তাহা রদের মধ্যে একটা মহাগণ্ডগোল হইল। তদ্দৃষ্টে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যে রা অপর পর্ব্বতহইতে ধাবমান হইয়া প্রাণপণে তাহারদের উপর

পড়িল। তাহাতে আরবীয় সৈন্যেরা তাড়িত হইলে ঐ পর্ব্বত পুন র্ব্বার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আয়ত্ত হইল এতদ্দৃষ্টে আপা সাহেবের তাবৎ সৈন্যেরদের সাহস কম হইয়া তাহারা চতুর্দ্দিগে হটিতে লাগিল কিন্তু কতক আরবীর সৈন্য বাজারে অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ ছাড়িল না। তাহাতে কর্ণাট স্মিথ সাহেব অত্যল্প সৈন্য লইয়া প্রাণপণে তাহারদের উপর আক্রমণ করাতে তথাহইতেও ঐ সৈন্যেরা পলায়ন করিল। তৎপরে যে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা অব শিষ্ট ছিল তাহারা পর্ব্বতহইতে নামিয়া বিপক্ষীয় তাবৎ সৈন্যের দিগকে দূরীকরণপূর্ব্বক তোপ প্রভৃতি কাড়িয়া লইল। এতদ্রূপে ২৭ নবেম্বরের মধ্যাহ্ন সময়ে এই যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যদবধি ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছেন তদবধি এই যুদ্ধের তুল্য অসম সাহসিক যুদ্ধ ঘটে হয় নাই যেহেতুক ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যা পেক্ষা বিপক্ষেরা পনেরগুণ অধিক এবং আঠার ঘণ্টাপর্য্যন্ত কি ঞ্চিন্মাত্র বিশ্রাম না করিয়া অবিরত যুদ্ধ করেন। ঐ যুদ্ধে সর্ব্বসুদ্ধ তাঁহারদের সৈন্য সংখ্যার পঞ্চমাংশ হত ও আঘাতী হয় আপা সাহেবের কত সৈন্য হত আঘাতী হয় তাহার কিছু নিরূপণ নাই কিন্তু অনেক হইয়া থাকিবে। অপর রাজার সৈন্যেরা এমত ভগ্নোদ্যম হইল যে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যের দিগকে পরাজয় করণের সম্ভাবনা জানিয়াও তাহারা পুনঃ প্রবৃত্ত হইতে পারিল না।

আপা সাহেবের এতদ্রূপ বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল অতিশীঘ্র প্রদত্ত হইল। এই যুদ্ধের সম্বাদ শ্রবণমাত্রেই চতুর্দ্দিগহইতে ইঙ্গ লণ্ডীয়েরদের সৈন্যেরা ঝাঁকে২ নাগপুরে আসিতে লাগিল। জিন্ কিন্স সাহেব এমত প্রবল হইলে ১৫ দিসেম্বরের প্রত্যূষে তিনি আপা সাহেবের নিকটে লিখিলেন যে এইক্ষণে কেবল এই নিয়মে তোমার সঙ্গে সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইব। আমারদের উপর বিশ্বা সঘাতকতা করিয়া এতদ্রূপ চড়াউ করাতে তোমার তাবদ্রাজ্য ইঙ্গ লণ্ডীয়েরদেরি হইল এবং তোমার সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল তাহা রহিত হইয়াছে ইহা তোমার স্বীকার করিতে হইবে এবং তো মার সমুদায় তোপ আমারদিগকে দিতে হইবে এবং তোমার তা

বৎ সৈন্যকে বিদায় করিয়া নাগপুর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে সমর্পণ করিতে হইবে কল্য অতিপ্রত্যূষপর্য্যন্ত তোমাকে মিয়াদ দেওয়া গেল যদ্যপি ইহার মধ্যে তুমি এই নিয়ম সকল স্বীকার করিয়া আমার আবাসে আইস তবে তোমার সঙ্গে আমারদিগের মিত্রতা ব্যবহার থাকিবে নতুবা কল্যই তোমার সৈন্যেরদের প্রতি আমরা আক্রমণ করিব তাহাতে উভয় পক্ষীয় মিত্র নারায়ণ পণ্ডিত জিনকিন্স সাহেবের নিকটে আসিয়া উত্তরদেওনার্থ কিছু অধিক মিয়াদ প্রার্থনা করিলেন তাহাতে তাঁহার অনেক অনুরোধে জিনকিন্স সাহেব সাতঘণ্টাপর্য্যন্ত মিয়াদ বাড়াইলেন। ছয় ঘণ্টার সময়ে নারায়ণ পণ্ডিত পুনর্ব্বার আসিয়া কহিলেন যে আরবীয় সৈন্যেরা এবং অন্য২ সৈন্যেরা আপনারদের নিকটে আপা সাহেবের আসিতে প্রতিবন্ধক আছে অতএব তাহারদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত আর অধিক কিছু কাল মিয়াদ না দিলে হয় না। তাহাতে সাহেব নয়ঘণ্টাপর্য্যন্ত দিলেন ঐ নয়ঘণ্টা পরে ও তিনি আইলেন না অতএব জেনরল ডফটন সাহেব স্বীয় তাবৎ সৈন্য লইয়া তাঁহার শিবিরের প্রতি যাত্রা করিলেন। আপা সাহেব তদ্দৃষ্টে অত্যন্ত ভীত হইয়া অশ্বারোহণে নাগোপণ্ডিত ও রামচন্দ্রওয়াকে সঙ্গে লইয়া রেসিডেণ্টসাহেবের ঘরে উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর আপা সাহেবের কামান সকল ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করণবিষয়ক অনেক কথোপকথন হইয়া এই স্থির হইল যে বেলা দুই প্রহরের সময়ে তাহা সম্পন্ন করা যাইবে এবং রামচন্দ্রওয়া অগ্রে তাহার ত্বরা করিতে গিয়া ঠিক দুই প্রহরের সময়ে প্রত্যাগত হইয়া কহিলেন যে তাবৎ প্রস্তুত। এবং আপা সাহেবের সেনাপতিরা জেনরল সাহেবের নিকটে দুই জন প্রেষ্যকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে এইক্ষণে কামান সকল লইতে এক জন বাহক প্রেরণ করুন কিন্তু হরকরারদের সঙ্গে জেনরল সাহেব কথোপকথন করাতে কিছু সন্দিগ্ধ হইয়া কহিলেন যে ইহাতে কিছু নিগূঢ় আছে অতএব অল্প সৈন্য প্রেরণ না করিয়া তাবৎ সৈন্য লইয়া স্বয়ং তথায় গমন করিলেন। অপর হরকরারা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া শহরের দক্ষিণে তোপখানাতে ছত্রি

শটা কামান লইতে দেখাইয়া দেওয়াতে তাহা গ্রহণ করিলেন কিন্তু আরো কামান আছে ইহা নিশ্চয় করিয়া তিনি শহুর দলির বাগানে গমন করিলেন। তথায় পঁহুছিবামাত্র সম্মুখে ও তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে একেবারে অকস্মাৎ গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল তাহাতে তিনি একঘণ্টাপর্য্যন্ত ঐ বিপক্ষেরদের প্রতি আক্রমণ করিয়া ছোট বড় আর পঁচাত্তরটা তোপ এবং বিপক্ষেরদের শিবির ও চল্লিশটা হস্তী হস্তগত করিলেন এই যুদ্ধে বৈরি পক্ষের একশত চল্লিশ জন হত ও আঘাতী হয়।

এই অতিবিশ্বাসঘাতকতা কর্ম্ম যে আপা সাহেবের জ্ঞাতসারে হয় এমত রেসিডেণ্ট সাহেবের নিশ্চয় বোধ হইল না কিন্তু অপরাধ তাঁহার সেনাপতি মনভট এবং গণপতিরাওর। তাঁহারা এতদ্রূপ পরাজিত হইলে ঐ সেনাপতিরা সসৈন্যে নগরান্তর্গত কিল্লায় আশ্রয় লইল তাহাতে জেনরল সাহেব তাহারদিগকে দুই দিনপর্য্যন্ত এমত বুঝাইতে লাগিলেন যে তাহারা কিল্লা তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া যায় তাহারা কহিল আমারদিগের যে বাকী বেতন আছে তাহা পাইলে আমরা শীঘ্র কিল্লা সমর্পণপূর্ব্বক চলিয়া যাই কিন্তু তাহারদিগকে ঐ বেতন দিলে তাহারা ফিরে কহিল যে আমরা কিল্লা ছাড়িব না অতএব জেনরল ডফটন সাহেব সুতরাং ঐ কিল্লা বেষ্টন করিয়া ২৪ দিসেম্বরে তাহার উপর চড়াউ করিলেন কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া জেনরল সাহেব এই স্থির করিলেন যে ভিত্তিভেদক তোপ আনয়ন না করিলে কিল্লা হস্তগত করা দুঃসাধ্য। অতএব আর কোনা স্থানে তাঁহার যে তোপ ছিল তাহা আনয়ন করিতে বাহক প্রেরণ করিলেন ইতিমধ্যে ঐ আরবীয় সৈন্যেরা বিবেচনা করিয়া দেখিল যে আমরা অবশ্যই শেষে মারা পড়িব। অতএব জেনরল সাহেবের নিকটে কহিল যে আমারদের যাহাতে অধিক ক্ষতি না হয় এমত এক নিয়ম করিলে আমারা এইক্ষণেই কিল্লা ছাড়িয়া দেই। জেনরল সাহেব ভাবিলেন যে এইক্ষণে আমার সময় পাওয়াই পরম লাভ অনেক কালক্ষেপণ করিয়াও যদি হস্তগত হয় সেও কিছু নয় অতএব তাহারদের সঙ্গে এই

নিয়ম করিলেন যে কিল্লাস্থ তাবৎ লওয়াজিমাসমেত তাহার দের পরিজন লোক লইয়া যায়। এবং ইহাতে স্বীকৃত হইয়া ৩০ দিসেম্বরে তাহারা আপনং পরিজন ও দ্রব্য সামগ্রী লইয়া গেল এবং ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা সঙ্গেং গিয়া আপনারদের সীমা স্তহইতে তাহারদিগকে বাহির করিয়া দেন। এতদ্রূপে এক মাসের মধ্যে তাবদ্বিভ্রাট মিটে গেল।

অপর রাজার ও রাজ্যের বিষয় লইয়া রেসিডেণ্টসাহেব কি করিবেন ইহার বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এ সকল উৎপাতে ডাকের কিছু ব্যাঘাত হওয়াতে শ্রীযুতের নিকটে যদ্রূপ লিখনপঠন অবাধে চলিত তাহার কিঞ্চিৎ বিঘ্ন হইয়াছিল সুতরাং রেসিডেণ্ট সাহেবের কেবল স্বীয় বিবেচনায় তাবৎ বন্দোবস্ত করিতে হইল। অতএব এইক্ষণে এই বিবেচনা করিলেন যে আপা সাহেব যদবধি আমার ঘরে আসিয়াছেন তদবধি তাঁহার কোন শঠতা দৃষ্ট হয় নাই তোপ সমর্পণ করণবিষয়ে যে অপরাধ সে তাঁহার নয় অতএব আপা সাহেবকে একেবারে রাজ্যচ্যুত করা পরামর্শসিদ্ধ হয় না। কিন্তু পূর্ব্বে আপা সাহেব একবার এতদ্রূপ বিশ্বাসঘাতকতার কর্ম্ম করাতে পুনর্ব্বার সিংহাসনারূঢ় হইলেও তাঁহাকে তত্তুল্য পরাক্রম দেওয়া উচিত হয় না অতএব এইরূপ নিয়ম করিয়া তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করিতে নিশ্চয় করিলেন যে দেশের তাবৎ কিল্লাতে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা যখন ইচ্ছা তখন যাতায়াত করিবে এবং দেশ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইবে এবং আপা সাহেব ইহার পূর্ব্বে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের সহকারিতার নিমিত্তে বেতন দিয়া যে সৈন্য নিযুক্ত করিয়া রাখিতে অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন তাহার পরিবর্ত্তে বার্ষিক চব্বিশ লক্ষ টাকা উৎপাদকদেশ তিনি দিবেন জিনকিন্স সাহেব এই সকল নিয়মসূচক এক সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিয়া আপা সাহেবকে দিতে উদ্যতহওনসময়েই শ্রীযুতের নিকটহইতে এক পত্র উপস্থিত হইল তাহাতে এই লিখেন যে আপাসাহেবের এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা কর্ম্ম এবং তোমার সৈন্যেরদের উপর তাঁহার আক্রমণের বার্ত্তা শুনিলাম অতএব নাগপুরের সিংহাসন ভোগদখল

করিতে তিনি যোগ্য নন এবং আমারও এমত মানস নহে। ঐ সিংহাসন রঘুজীভূসলার এক দৌহিত্রকে প্রদান করিতে স্থির করিয়াছি তদনন্তর তোপ সমর্পণ বিষয়ে ডফটন সাহেবের সঙ্গে মনভট রাও ও গণপতিরাওর বিশ্বাসঘাতকতার বার্ত্তা শ্রীযুতের নিকটে পঁহুছিলে তিনি জিনকিন্স সাহেবকে পুনর্ব্বার লিখিলেন যে আপা সাহেবের বিষয়ে যাহা আমি স্থির করিয়াছি তাহা আরো দৃঢ় জানিবা। ইহাতে রেসিডেণ্ট সাহেব যে কি করিবেন তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না এক দিগে আপা সাহেবকে সিংহাসন প্রদান করিতে তিনি যথার্থ বোধ করিলেন অপর দিগে তদ্বিষয়ে শ্রীযুতের নিষেধ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। অতএব জিনকিন্স সাহেব অবশেষে আপা সাহেবকে কহিলেন যে আপনি এইক্ষণে সিংহাসনারূঢ় হউন কিন্তু পরে শ্রীযুত ইহাতে যাহা স্থির করিবেন তাহাই সিদ্ধ থাকিবে। ইতি মধ্যে জিনকিন্স সাহেব যে সকল নিয়মে সন্ধি করিয়া আপা সাহেবকে সিংহাসন দিতে মানস করিলেন ঐ সকল নিয়মের তাবৎ কারণ ব্যক্ত করিয়া বড় সাহেবকে লিখিয়া জ্ঞাপন করিলেন। ঐ সকল কারণ শুনিয়া লার্ড হেষ্টিংস জিনকিন্স সাহেবের বিবেচনা উত্তম বোধ করিলেন এবং জিনকিন্স সাহেব যেং নিয়মে আপা সাহেবকে পুনর্ব্বার সিংহাসন প্রদান করিতে স্থির করিয়াছিলেন ঐ নিয়মে আপা সাহেবকে সিংহাসন দিতে বড় সাহেব তাঁহাকে লিখিলে তিনি আপা সাহেবকে ঐ সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেন। আপা সাহেব ইহা শুনিবামাত্র কহিলেন যে তাবদ্দেশ আপনারা গ্রহণ করিয়া আমাকে রাজস্বের চতুর্থাংশের একাংশ মাত্র বৃত্তিস্বরূপ দেন তাহা লইয়া বঙ্গদেশ ও কর্ণাট দেশের নবাবের ন্যায় আমি নির্চ্চেষ্টায় কালযাপন করি। কিন্তু জিনকিন্স সাহেব তাহা স্বীকার না করিয়া আপা সাহেবকে পুনর্ব্বার সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং সৈন্যের খরচার নিমিত্ত বার্ষিক সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা উৎপাদক দেশ তাঁহার স্থানে গ্রহণ করিলেন।

অপর জেনরল মালকম ও জেনরল আদম্স ও মার্সাল সাহেবেরদের তলাইন ও বাইর্সা ও বাসৌণ্ডা স্থানে নবেম্বর মাসের অব

সানে এক কালীন যাত্রা করাতে পিণ্ডারিরা মালবাতে আর টেঁকিতে না পারিয়া করিম খাঁ ও ওয়াসীল মহম্মদ উত্তর অঞ্চলে গমন করিলেন এবং চিতু হোলকারের সঙ্গে মিলিবার নিমিত্ত এবং সিন্ধিয়ার এক জন সেনাপতি যশোবন্তরাও ভাও তাঁহার সাহায্য করিতে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ঐ সাহায্যের ভরসায় তিনি পশ্চিমদিগে যাত্রা করিলেন। নবেম্বর মাসের প্রথমে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পক্ষে অনেক অমঙ্গল দৃষ্ট হইতে লাগিল যেহেতুক হোলকারের সৈন্যেরা বিপক্ষতাচরণ করিবে এমত অনুভব হইল এবং সিন্ধিয়া ও আমীর খাঁ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিষয়ে দোলায়মানচিত্ত থাকিলেন। এবং গুড়কারা আপনার সৈন্য সকল স্থানেং সংগ্রহ করিতেছিল অতএব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কোন স্থানে যদি কিঞ্চিৎ বিপদ্ হয় তবে তাবৎ বিপক্ষাগ্নি একেবারে ঐ বাতাসে প্রজ্বলিত হইবে কিন্তু নাগপুরে পূর্ব্বোক্তমতে আশ্চর্য্যরূপ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কৃতকার্য্যতা হওয়াতে তাবল্লোকের মন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইল। আমীর খাঁ ঐ সম্বাদ শ্রবণমাত্রেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন এবং যদ্যপি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে উচ্ছিন্নকরণাভিপ্রায়ে মহারাষ্ট্রীয়েরদের মধ্যে সকলে মিলিয়া একটা মহোদ্যম হইয়াছিল তথাপি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নাগপুরের ব্যাপার মনে করিয়া সকলেই ভাবিলেন যে তাঁহারদের পরাজয়করণের উপায়মাত্র নাই।

ইতিমধ্যে লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের শিবিরে ওলাউঠারোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে অনেক সৈন্যের বিনাশ হইতে লাগিল তিনি ঐ সময়ে বুন্দেলখণ্ডের নিম্ন একটা অস্বাস্থ্যজনক স্থানে ছাউনি করিয়াছিলেন তথাকার জল অতিমন্দ। দশ দিনঅবধি তদ্রোগের এমত প্রাদুর্ভাব হইল যে ঐ শিবির প্রায় রোগিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ তদ্রোগ কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় সকল ব্যক্তিতেই ভোগ করিতে লাগিল কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেতে অধিক। অপর স্বাস্থ্য স্থান প্রাপণাশয়ে শ্রীযুত ঐ শিবির উঠাইয়া পূর্ব্ব দিগে গমন করিলেন কিন্তু প্রতি দিনই পথে রোগি ও মৃতব্যক্তিদিগকে ফেলিয়া যাইতে হইল এবং পথি মধ্যে অত্যন্ত রুগ্ন অনেকেই

পড়িয়া থাকিল অগত্যা তাহারদিগকেও ছাড়িয়া যাইতে হইল। অপর নবেম্বর মাসের শেষে গবরনর্ জেনরল ও তাঁহার সঙ্গি সৈন্যেরা বেটূয়া নদীর তীরবর্ত্তি ইরিক স্থানে পঁহুছিলে তথায় ঐ রোগের ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। যে সময়ে শ্রীযুত ইরিক স্থানাভিমুখ গমন করিতেছিলেন তৎসময়েই ওয়াসীল মহম্মদ ও করিম খাঁ উত্তরদিগে যাইতেছিল অতএব শ্রীযুত স্বীয় সৈন্য সকল এমত স্থানেং স্থাপন করিলেন যে উক্তব্যক্তি দ্বয় গড় গয়লিয়রে পঁহুছিতে না পারে এবং এতদ্রূপ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের বিন্যাস হওয়াতে সিন্ধিয়া ভীত হইলেন এবং পিণ্ডারির সরদারেরা কোথায় যাইবেন তাহা কিছু স্থির করিতে পারিলেন না।

বিচিখালে পিণ্ডারিরা ছাউনি করিয়া আছে ইহা জেনরল সাহেব শুনিয়া তাহারদিগকে উচ্ছিন্নকরণার্থ স্বীয় অশ্বারূঢ়েরদিগকে প্রেরণ করিলেন। ঐ অশ্বারূঢ়েরদিগকে দেখিবামাত্র সহস্র পিণ্ডারি তাহারদের সঙ্গে যে যুদ্ধ করিবে এমত উদ্যোগ দর্শাইল কিন্তু তাহা ছলমাত্র যেহেতুক কর্ণল নিউবরি সাহেব তাহারদের নিকটে পঁহুছিবামাত্র তাহারা একদিগে পলায়ন করিলে ঐ সাহেব তাহারদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইলেন ঐ অবকাশে অবশিষ্ট অধিকাংশেরা অপর দিগে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইল তথাপি তাহারদের মধ্যে পঞ্চাশ বা যাইট জন হত হয়। এবং জেনরল মার্সাল সাহেব তাহারদের অনেক লওয়াজিমা লুঠ করিয়া লন। অনন্তর করিম খাঁ ও ওয়াসীলমহম্মদ সোহারি ঘাট দিয়া চম্বল নদী পার হইবেন এই অভিপ্রায়ে পশ্চিমদিগে গমন করেন। কিন্তু জেনরল ডনকিন্ সাহেব সসৈন্য ঐ ঘাটে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং পিণ্ডারিরা তাঁহার অভিমুখে যাইতেছে ইহা শুনিয়া তিনিও তাহারদের অভিমুখে যাত্রা করিয়া এবং রাত্রিযোগে হঠাৎ তাহারদের অগ্রস্থিত সৈন্যেরদের উপর আক্রমণপূর্ব্বক করিম খাঁর স্ত্রী ও তাঁহার হস্তী ও নহবৎ প্রভৃতি তাবৎ কাড়িয়া লইলেন। পিণ্ডারিরদের ভারি অংশ ঐ স্থানহইতে তিন ক্রোশ অন্তরে ছিল অতএব তাহারা আপ

নারদের গন্তব্য পথ এতদ্রূপ অবরুদ্ধ দেখিয়া সরদারেরা এক সভা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিলেন যে তাম্বু সকল দগ্ধ করিয়া লওয়াজিমাপ্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কেবল উত্তম সৈন্য সমভিব্যাহারপূর্ব্বক আমরা স্থানান্তর গত হই এবং অবশিষ্ট সৈন্যেরা প্রত্যেক জন আপন২ রক্ষার্থ উদ্যোগ করুক। ইহা স্থির হইলে উক্ত দুই সরদার চারি হাজার প্রধান২ সৈন্য লইয়া দক্ষিণদিগে গমনপূর্ব্বক কর্ণল আদমস সাহেবের অগোচরে জালিম সিংহের অধিকারদিয়া প্রস্থান করিলেন কিন্তু যাত্রাকালে পথিমধ্যে অনেক সৈন্য পিছে পড়াতে মেজর ক্লার্ক সাহেব তাহারদিগকে বিনষ্ট করিলেন। অতএব পিণ্ডারিরদের ঐ দুই দর্‌রার যে অবশিষ্ট ছিল তাহারা এইক্ষণে মেবারে আশ্রয় করিল চিতুর দর্‌রাও ঐ অঞ্চলে ছিল এইপ্রযুক্ত চতুর্দ্দিগে ঘেরিয়া ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা তাহারদিগকে সংহার করিতে নিশ্চয় করিলেন।

২৪ অধ্যায়।

পিণ্ডারিরদের শেষাবস্থা লিখনের পূর্ব্বে হোলকারের দরবারে তৎসমকালীন যে সকল ব্যাপার হয় তাহা প্রস্তাব করণের আবশ্যক। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে সর জন মালকম সাহেব ২৬ নবেম্বরে তালাইন স্থানে পঁহুছেন। পঁহুছিয়া শুনিলেন যে চিতু পশ্চিম দিগে যাত্রা করিয়াছে অতএব তিনি তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে নিশ্চয় করিলেন। কিন্তু হোলকারের সৈন্যেরদের অভিপ্রায় বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া মালকম সাহেব কর্ণল আদমস সাহেবের সহিত এই কৌশল করিলেন যে তাঁহার সাহায্যার্থে তিনি পশ্চিম দিগে রাজগড় পটন স্থানে স্বীয় সৈন্যসমবেত হইয়া আগমন করিবেন। অপর চিতু যদ্রূপে হোলকারের দরবারে গৃহীত হইলেন তাহাতে জেনরল সাহেবের বোধ হইল যে হোলকার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অবশ্য শত্রু। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরুদ্ধে

পেসোআ উঠিয়াছেন এই বার্ত্তা যখন ঐ দরবারে শুনা গেল তখন হোলকারের সরদারেরা কহিলেন যে এইক্ষণে দক্ষিণ দিগে যাত্রা করিয়া তাবৎ মহারাষ্ট্রীয়েরদের মধ্যে প্রধান যে পেসোআ তাঁহার সঙ্গে আমারা যোগ করি এবং তাঁহারদের এতদ্রূপ মানস অতিশীঘ্র সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল কিন্তু রাজপ্রতিনিধি তুলসী বাই ও তাঁহার মন্ত্রী তান্ত্রিয়াযোগ যে অতিসঙ্গোপনে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যোগ করিতেছেন ইহাতে সন্দিগ্ধ হইয়া যাত্রার পূর্ব্বে সরদারেরা তাহারদিগকে পদচ্যুত করিতে নিশ্চয় করিলেন। অতএব ২৪ নবেম্বরে সরদারেরদের দরবারে ঐ তান্ত্রিয়া যোগের নামে এই অভিযোগ হইল যে তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে দেশ প্রদান ক করিতে মন্ত্রণা করিতেছেন·অতএব ইহা কহত তাঁহাকে অপদস্থ করিয়া সরদারেরা গণপতিরাওকে উজীরী কর্ম্মের ভার দিলেন কিন্তু গণপতিরাও কেবল নামমাত্র উজীর হইলেন যেহেতুক তাবৎপরাক্রম আমীর খাঁর মুক্তিয়ার গপুর খাঁর হস্তে থাকিল।

কিঞ্চিৎ কালানন্তর সরদারেরা রামপুরাহইতে যাত্রাকরত মিহদ্‌পুরদিয়া চুলিমহেশ্বর স্থানে নর্ম্মদানদী উত্তীর্ণ হইতে নিশ্চয় করিলেন অতএব যাহাতে হোলকারের সৈন্যেরদের দলপুষ্ট হয় এমত উদ্যোগ করিতে কিছু ত্রুটি করিলেন না এবং পথি মধ্যে আর চৌদ্দ দল পদাতিক তাঁহারদের সঙ্গে মিলিল। ইত্যবস্থায় চিতু আপনার দররার অবশিষ্ট পিণ্ডারিরদের সমভিব্যাহারে তাঁহারদের সহিত মিলিলেন কিন্তু হোলকারের সৈন্যেরদের অনেক বেতন বাকী পড়াতে তাহারা অত্যন্ত অবাধ্য ছিল অতএব ইন্দোরে পঁহুছিলে তাহারদিগকে অনেক বেতন দেওয়া যাইবে এবং নর্ম্মদানদীর তীরপর্য্যন্ত পঁহুছিলে বাজিরাও অনেক টাকা দিবেন এই প্রবোধ দিয়া সরদারেরা তাহারদিগকে থামাইয়া রাখিলেন। সরদারেরা চিতুকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এতন্নিমিত্ত সর জন মালকম সাহেব তাঁহারদিগকে বিস্তর বুঝাইলেন কিন্তু তাহাতে তাঁহারা কিছু মনোযোগ করিলেন না। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে মৈত্রী ভাবে থাকা আমারদিগের উচিত ইহা কহিয়াও তাঁহারা দক্ষিণ দিগে গমন করিতে কিছু ত্রুটি করিলেন না।

অতএব সর জন মালকম সাহেব তদ্দৃষ্টে হটিয়া সৈন্যসমেত উজ্জ য়নীতে সর তামস হিসলপ সাহেবের সঙ্গে মিলিলেন।

অপর সর তামস হিসলপ সাহেবের ও সর জন মালকম সাহেবের দুই দল সৈন্য ১২ দিসেম্বরে একত্র হইয়া ১৪ তারিখে হোলকারের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিল। অনন্তর সিন্ধিয়ার সহিত যদ্রূপ সন্ধি হইয়াছিল হোলকারের সঙ্গে তদ্রূপ সন্ধি হওনার্থে এক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হইয়া তাঁহার শিবিরে প্রেরিত হইল এবং দৃষ্টতঃ তাঁহারা উত্তমরূপ স্বীকার করিয়া ঐ সন্ধির প্রত্যেক নিয়মের বিষয় বিবেচনার্থ এক জন উকীলকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদেরশিবিরে প্রেরণ করিলেন কিন্তু এ সকল ব্যাপার তাঁহারদের কপটমাত্র সন্ধিকরণের ইচ্ছা কদাচ ছিল না কেবল সময় লাভমাত্র অভিপ্রায়। অতএব কএক দিবসপর্য্যন্ত তদ্ব্যাপার এতদ্রূপাবস্থায় থাকিল এবং উভয় সৈন্যেরা পরস্পর সাত ক্রোশ অন্তরিত বিশেষতঃ হোলকারের সৈন্যেরা মিহদ্‌পুরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যেরা উজ্জয়নীর কিঞ্চিৎ দক্ষিণে অবস্থিতি করিল কিন্তু ১৭ দিসেম্বরে হোলকারের পাঠান সরদারেরা একেবারে অবাধ্য হইল এবং গণপতিরাও ও তুলসীবাই ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পক্ষপাতী এতদ্বিষয়ে তাঁহারদের সন্দেহ আরো দৃঢ় হওয়াতে তাঁহারা ঐ উভয়কে কয়েদ করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত তাবৎ সম্পর্করহিত করিলেন। সরদারেরা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরকরণাপেক্ষা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা শ্রেয়ঃকল্প বোধ করিলেন এবং তুলসী বাই তাঁহারদের মানসের কিছু ব্যাঘাত না করেন এতদর্থ গপুরখাঁ ও পাঠানসরদারেরা রাত্রিযোগে সুপ্রা নদীর তীরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া খুনকরে।

পরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে সৈন্যেরা আহারীয় দ্রব্যসকল আহরণ করিত তাহারদিগের উপরে তাহারা চড়াউ করিতে লাগিল। ২০ দিসেম্বরে সর তামস হিসলপ সাহেব সসৈন্য অগ্রসর হইয়া বিপক্ষেরদের শিবিরের সাড়ে তিন ক্রোশ অন্তরিত এমত স্থানে পঁহুছিলেন ২১ তারিখে পুনর্ব্বার অগ্রসর হইয়া মিহদ্‌পুরের নিকটে পঁহুছিয়া দেখেন যে বিপক্ষেরা সুপ্রা নদীর তীরে শ্রেণী

বদ্ধরূপে আছে। অনন্তর তাহারদের কিরূপ তথায় অবস্থিতি ইহা ইতস্ততঃ চতুর্দিগ্ নিরীক্ষণ করিয়া জেনরল সাহেব এই স্থির করিলেন যে নদী পার হইয়া একেবারে তাহারদের উপর আক্রমণ করা পরামর্শসিদ্ধ। ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের প্রধান সেনাপতি সর তামস হিসলপ দ্বিতীয় গণ্য সর জন মালকম। হোলকারের সৈন্যেরা নদীর পারে শিবির স্থাপন করিয়া থাকে এবং তাহারদের মধ্যে অনেক ঝুণ্ড পদাতিক ও অনেক অশ্বারূঢ় ছিল কিন্তু তোপ ও গোলন্দাজে তাহারা অত্যন্ত প্রবল। পরে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা যেমন নদী উত্তীর্ণ হইল তেমনি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিপক্ষেরদের উপর পড়িতে লাগিল। প্রথমতঃ তাঁহারদের যৎকিঞ্চিৎ অকৃতার্থতা প্রকাশ হইল কিন্তু শেষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তাবৎ সৈন্য পার হইয়া একেবারে বিপক্ষ সৈন্যেরদের উপর অবাধে আক্রমণ করিতে লাগিল। অপর বিপক্ষেরদের তোপ সকল অত্যুত্তমও তাহাহইতে অতিসুন্দররূপ গোলা নিক্ষেপ হইতে লাগিল অতএব তাঁহারদের ঐ সকল তোপ হস্তগত করা মহায়াসসাধ্য ঐ দুঃসাধ্য কর্ম্মের ভার সর জন মালকম সাহেব গ্রহণ করিলেন এবং তাহারদের এতদ্রূপ দুরাধর্ষ গোলা বৃষ্টি কিছুমাত্র বোধ না করিয়া তাঁহারা তোপের অতিসন্নিকৃষ্ট হইয়া সঙ্গিনের দ্বারা গোলন্দাজেরদিগকে হত করিয়া তাহা হস্তগত করিলেন। অপর বিপক্ষীয় পদাতিক সৈন্যেরা আপনারদের তোপ এতদ্রূপ হৃত দেখিয়া পলায়ন করিতে লাগিল এবং ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া তাহারদিগকে সংহার করিতে লাগিল। অনন্তর তাবৎ সৈন্য পলায়ন করিলে তাহাদের শিবির ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল তাহাতে অনেক সামগ্রী ও তেষট্টিটা তোপ প্রাপ্ত হওয়াগেল। এই যুদ্ধ মিহদ্ পুরের যুদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত ইহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অনেক সৈন্য মারাপড়ে বিশেষতঃ ছয় শত চৌয়াত্তর জন হত এবং ছয়শত চারিজন আঘাতী তন্মধ্যে তিনজন সেনাপতি সাহেব হত এবং পঁয়ত্রিশজন আঘাতী হন। যুদ্ধানন্তর সর তামস হিসলপ সাহেব মিহদ্পুরে থাকিয়া আঘাতি ব্যক্তি

দের চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। এবং হোলকারের সরদারেরা আপনারদের অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া মন্দিশূর স্থানে প্রস্থান করিলে সর জন মালকম সাহেব তাঁহারদের পশ্চাৎ চলিলেন। কিঞ্চিৎ কাল-পরে সর উলিয়ম কর বোম্বেস্থ সৈন্য লইয়া সর তামস হিসলপ সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে ইঙ্গলণ্ডীয় তাবৎ সৈন্য তথাহইতে উঠিয়া মন্দিশূরের অভিমুখে যাত্রা করিল।

কিন্তু এই মিহদপুরের যুদ্ধেতে হোলকারের পরাক্রম এমত বিলুপ্ত হয় যে সরদারেরা একেবারে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইল। বিপক্ষেরা এতদ্রূপ অবনত হইলে তাহারদের সঙ্গে কিরূপ নিয়ম কর্ত্তব্য তাহা পূর্ব্বেই সর জন মালকম সাহেবকে শ্রীযুত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন অতএব তদনুসারে তিনি কার্য্য করিলেন। হোলকারের প্রধান সেনাপতি গপুর খাঁ এক জন উকীলকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের শিবিরে প্রেরণ করিয়া যুদ্ধে আঘাতী তাঁহার জামাতার সম্বাদ জিজ্ঞাসাচ্ছলে সর জন মালকম সাহেবকে হোলকারের সরদারেরদের অত্যন্ত দুর্দশা ও অতিনম্রতা ঐ উকীলের দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন তাহাতে সর জন মালকম সাহেব কহিলেন যে তোমরা যদি এক্ষণে সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হও তবে তান্তিয়া যোগকে আমার নিকটে পাঠাও। গপুর খাঁ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এতদ্রূপ সৌজন্যবার্ত্তা শ্রবণমাত্র ঐ তান্তিয়া যোগকে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে অতিশীঘ্র সর জন মালকম সাহেব এই নিয়মে এক সন্ধিপত্র করেন যে মলহর রাও হোলকার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আশ্রয়ে থাকিবেন এবং তিনি আমীর খাঁকে যে সকল জমীদারী দিয়াছিলেন তাহা খাঁয়েরি থাকিবে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যে এতদ্রূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা হোলকার স্বীকার করিবেন এবং কোটার রাজা জালিম সিংহ যে চারি পরগনা হোলকারের স্থানে ইজারা লইয়াছেন তাহা হোলকার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে দিবেন যেহেতুক ঐ পরগনা পারিতোষিকস্বরূপ জালিম সিংহকে প্রদান করিতে তাঁহারদের মনঃস্থ আছে এবং বুণ্ডি পর্ব্বতের উত্তরে ও সাতপুরের দক্ষিণে তাবদ্দেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে খারীজ দাখিল করিয়া দিবেন

এবং যুদ্ধকালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সাহায্যার্থ তিন হাজার অশ্বারূঢ় যোগাইয়া দিবেন। পরে হোলকারের দরবারে বহুকালাবধি পাঠান সরদারেরদের মধ্যে যে নিত্য বিরোধ চলিতেছিল তদ্ভঞ্জনার্থ শ্রীযুত ঐ সরদারেরদের অগ্রগণ্য গপুর খাঁকে হোলকারের অধিকারের মধ্যে পুরুষানুক্রমে ভোগ্য এক জায়গীর প্রদান করিতে স্থির করিলেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সেই জায়গীরের জামীনস্বরূপ থাকিবেন। শ্রীযুত এই বিবেচনা করিলেন যে এতদ্রূপ নিয়ম করিলে পাঠান সরদারেরা তৃপ্ত হইয়া দেশমধ্যে আর কিছু দৌরাত্ম্য করিবে না। সন্ধিপত্রের এবম্প্রকার পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়া সর জন মালকম সাহেব তাহা তান্তিয়া যোগকে দিলেন তিনি ইহাতে প্রথমে কিছু উচ্চবাচ্য করিয়া শেষে স্বীকৃত হইলেন। অপর ১৮১৮ সালের ১৭ জানুআরিতে ঐ সন্ধিপত্র শ্রীযুত স্বাক্ষর ও মোহরাঙ্কিত করেন। স্বাক্ষর হইবামাত্র মলহর রাও হোলকার এবং গণপতিরাও ও গপুর খাঁ সরজন মালকম সাহেবের শিবিরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। পরে গণপতি রাও পুরুষানুক্রমে যে দেওয়ানী কর্ম্ম করিয়া আসিতেছিলেন তাহাতে কেবল তিনি নামমাত্র দেওয়ান থাকিলেন কিন্তু তান্তিয়া যোগের হস্তে তাবৎ পরাক্রম আগত হইল।

মিহদপুরের যুদ্ধানন্তর ছিন্নভিন্নীকৃত কিয়ৎ সৈন্য রোসন বেগ ও রোসন খাঁর সঙ্গে রামপুরায় আশ্রয় লইলেন এবং হোলকার যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বাধ্য হইয়াছেন ইহা শ্রবণে তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বাধীনস্বরূপে যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন। ইহার পূর্ব্বে জেনরল ব্রোণ সাহেবকে সসৈন্য শ্রীযুত দক্ষিণদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং উক্ত রোসনদ্বয় যৎ সময়ে এতদ্রূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন তৎসময়ে তিনি ঐ অঞ্চলে সসৈন্য অতি মান্দ্যরূপে যাইতেছিলেন। অতএব তদ্বার্ত্তা শ্রবণমাত্র অযৌগে রামপুরার উপর আক্রমণ করিয়া তিনি চারি শত পদাতিক ও কতক অশ্বারূঢ় বিনষ্ট করিয়া ঐ স্থান আয়ত্ত করেন তাহাতে ঐ সরদারেরা তথাহইতে পলায়ন করিলে তদ্দেশ পুনর্ব্বার শান্তাবস্থ হইল।

এতদ্রূপে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আপনারদের মহাপরাক্রম দর্শাইয়া মহারাষ্ট্রীয়েরদের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ এক জন রাজা মলহর রাও কে নতমস্তক করিয়া তাঁহার সঙ্গে সন্ধি করেন। মিহদ্‌পুরের যুদ্ধে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা এতদ্রূপ প্রবলহওয়াতে ভারতবর্ষের অন্যং স্থানে তাঁহারদের অতিশীঘ্র সুফল দর্শিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে সিন্ধিয়ার মন কিঞ্চিৎ দোলায়মান ছিল কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরা পেসোআ ও নাগপুরের রাজাকে বিলুপ্ত করিয়াছেন ও হোলকারের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন এসকল অবগত হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যে নিতান্ত অনিবার্য্য তিনি এই বিবেচনা করিলে শ্রীযুত যে সকল নিয়ম তাহার নিকট প্রস্তাব করিলেন তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার অবাধ্য সেনাপতি যশোবন্ত রাও ভাও এই সকল ব্যাপার দৃষ্টে কিঞ্চিৎ অপ্রফুল্ল হইয়া চিতু ও তাঁহার দরবাকে বিদায় করিয়া শ্রীযুতের উকীল কাপ্তান কলাফল্দ সাহেবকে স্বীয় শিবিরে গ্রহণ করেন কিন্তু কলাফল্দ সাহেবের অতিশীঘ্র বোধ হইল যে তাঁহার এতদ্রূপ নম্রতা ছলমাত্র গোপনে ইনি পিণ্ডারিরদের সহকারী আছেন তাহার স্পষ্ট এক প্রমাণ এই যে পিণ্ডারিরদের পাঁচশত জনকে তিনি আপন সৈন্য বলিয়া কাপ্তান কল ফিল্দ সাহেবের স্থানে তাহারদের রক্ষণস্বরূপ এক পরওয়ানা চাহিয়া লইলেন। অপর সর উলিয়ম কর চিতুর পশ্চাৎ২ ধাবমান সময়ে শুনিলেন যে চিতুর সরদার ফাজীল খাঁর সঙ্গে পাঁচশত পিণ্ডারি গ্রামের মধ্যে আছে অতএব কতক অশ্বারূঢ় লইয়া তিনি তাঁহারদের অনেককে সংহার করিলেন। সংহার করিতে২ ফাজিল খাঁ কাপ্তান কলফিল্দ সাহেবের পরওয়ানা তাঁহাকে দর্শাওনেতে জেনরল সাহেব তৎক্ষণাৎক্ষান্ত হইলেন বটে কিন্তু কর সাহেব সেই স্থানে বিলক্ষণ অনুসন্ধান করাতে অবগত হইলেন যে ইহারা সকলেই চিতুর অনুগত। অপর যশোবন্ত রাওর ক্রমশঃ এমত সাহস বৃদ্ধি হইল যে তিনি চিতুর সরদার ভিক্কু সৈয়দকে ব্যক্তরূপে আপনার শিবিরে আশ্রয় দিলেন এবং কাপ্তান কলফিল্দ সাহেবের তাম্বুর নিকটে তাঁহাকে সৈন্য স্থাপন করিতে অনুমতি দিলেন। ১৮১৫ সালে যে পিণ্ডারিরা

মামদার খাঁ ৩ ফেব্রুআরিতে আপনি ও অবশিষ্ট সৈন্য অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ সাতাশী জনমাত্র ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পিত হইলেন এবং কেবল এই নিয়ম ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে স্বীকার করাইলেন যে কলিকাতায় বা ইঙ্গলণ্ডদেশে তাঁহাকে প্রেরণ করিবেন না। অনন্তর দিনং অন্যং পিণ্ডারিরা আসিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আশ্রয় লইতে লাগিল। কিন্তু ওয়াসীল মহম্মদ পলায়ন করিয়া গড়গয়লিরে সিন্ধিয়ার নিকটে কিছুকাল গোপনে থাকিয়া পরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে আপনাকে সমর্পিত করিলে প্রথমতঃ গাজীপুরে তাঁহাকে অতিসাবধানে রাখাগেল। কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে কোন বন্দোবস্ত করিতে স্বীকৃত না হইয়া অবশেষে পুনঃ পলায়ন করিতে উদ্যোগ পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ উদ্যোগ সফলহওনের পূর্ব্বে ব্যক্ত হওয়াতে তিনি বিরক্ত হইয়া বিষপান করত আত্মঘাতী হইলেন।

যে সময়ে যাওদে যশোবন্ত রাও ভাওর উপর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আক্রমণ করেন করীম খাঁ তৎ সময়ে ঐ স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন এবং অতিকষ্টে কিছুকাল বনে ফলমূল ইত্যাদি ভক্ষণেতে তিনি প্রাণধারণ করিয়া অবশেষে ১৫ ফেব্রুআরিতে সর জন মালকম সাহেবের হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিলে গোরক্ষপুরের মাসিক সহস্র মুদ্রোৎপাদক এমত এক জায়গীর তাঁহাকে শ্রীযুত নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ২৫ জানুআরিতে অল্প অনুচর সমভিব্যাহারে চিতু পলায়ন করিলেন পরে শ্রুত হওয়া গেল যে তিনি কর্ণোদ স্থানে আছেন এবংরাত্রিযোগে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কোন এক জন সেনাপতি তাঁহারদের উপর আক্রমণ করাতে তাঁহার দলেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। অনন্তর তিনি দুইশত লোক সমভিব্যাহারপূর্ব্বক মালব দেশের ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া পরে ভূপালের রাজার নিকটে কহিলেন যে মালব দেশে আমাকে যদি একজায়গীর নিযুক্ত করিয়া দেন এবং আপনারদের সৈন্যের মধ্যে ভুক্ত করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরা উপযুক্ত বেতন দেন তবে আমি তাঁহারদের হস্তগত হই কিন্তু ভূপালের রাজা কহিলেন যে শ্রীযুত কেবল হিন্দুস্থানে তোমাকে কোন ক্ষুদ্র জায়গীর দিতে পারেন ইহা শুনি

য়া তিনি প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহার অনুচরেরা অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া একং করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ১৮১৮ সালের বর্ষাকালে তিনি আপা সাহেবের সঙ্গে যোগ করিয়া মহাদেব পর্ব্বতোপরি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ১৮১৯ সালের ফেব্রুআরি মাসে আপা সাহেব তথাহইতে তাড়িত হইলে তিনিও তাঁহার সঙ্গে আসুর গড়পর্য্যন্ত গমন করিলেন কিল্লাদার কেবল আপা সাহেবকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু চিতুকে স্বীকার করিলেন না তাহাতে তিনি নিকটবর্ত্তি একবনে আশ্রয় লইলেন এবং একাকী অশ্বারূঢ় হইয়া ব্যাঘ্রসমাকীর্ণ একটা ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যুক্ত হইলেন পরে কএক দিনপর্য্যন্ত তিনি কোন্ স্থানে আছেন তাহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। অনন্তর ঐ বনের এক প্রান্তে লাগাম জিন ইত্যাদি সাজসমেত তাঁহার অশ্ব দৃষ্টহইল এবং জিন মধ্যে আড়াইশত টাকা প্রাপ্তহওয়া গেল তাহার কিঞ্চিদন্তরে অন্বেষণ করত রক্তাক্ত কিয়দ্বস্ত্র প্রাপ্ত হওয়া গেল এবং তাহার কিঞ্চিৎদ্দূরে ঐ চিতুর মস্তক ও কিয়দস্থি দেখা গেল। পরে শবের যে কিঞ্চিদবশিষ্ট মিলিল তাহা সমাধি ক্রিয়াকরণার্থ তাঁহার পুত্রকে দেওয়া গেল। চিতুর ঐ মস্তকাস্থি দর্শনেতে তাঁহার বিপক্ষ সপক্ষ সাধারণ সকলেই খেদার্ণবে মগ্ন হইলেন যেহেতুক য়িনি বিংশতি সহস্র অশ্বারূঢ়ের কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন তাঁহার কি পর্য্যন্ত দুরবস্থা যে একাকী গহনবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাঘ্রভক্ষিত হইলেন। এবং এতদ্রূপ লার্ডহেষ্টিংস সাহেবের প্রতাপেতে ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সাহসেতে পিণ্ডারিরদের সমূলবিনষ্ট হইল এবং তদবধি পিণ্ডারিরদের প্রাণিমাত্র আর দৃষ্টি হয়নাই।

২৫ অধ্যায়।

১৮১৭ সালের নবেম্বর মাসে পুণ্যনগরহইতে বাজিরাও পেসোয়ার পলায়নাবধি তাঁহার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তেপতিত

হওনপর্য্যন্ত প্রস্তাব অবিচ্ছেদে এইক্ষণে বক্তব্য। পুণ্যনগরহইতে পেসোআ পলায়ন করিয়া প্রথমতঃ সেতারার অভিমুখে যাত্রা করেন সেতারাগড়হইতে বসতাগড়ে প্রস্থান করেন ঐ গড় তাঁহার তাবদধিকারের মধ্যে দুরাক্রমণীয়প্রযুক্ত তথায় সেতারার রাজবংশ্যকে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরা হাতরাশ কিল্লার ন্যায় তাহা লইয়া পাছে তাঁহারদিগকে উদ্ধার করেন এইভয়ে তিনি ঐ রাজবংশ্যদিগকে আপনার সঙ্গে২ করিয়া লইয়া যান। ২৯ নবেম্বর জেনেরল স্মিথ সাহেব সসৈন্য পেসোআকে ধৃতকরণার্থ যাত্রা করিয়া পেসোআ যে স্থানে যান সেই স্থানেই তাঁহার পশ্চাং২ চলিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে পেসোআ ফিরিয়া উত্তরদিগে গমন করিতে লাগিলেন, এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরাও তাঁহার তদ্রূপ পশ্চাৎ ছাড়িলেন না কিন্তু নর্ম্মদা নদী পার হইয়া হিন্দুস্থানে তিনি গমন করিতে পারিবেন না এমত তাঁহার বোধোদয় হইলে পুনর্ব্বার ফিরিয়া তিনি দক্ষিণ দিগে পুণ্যনগরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পুণ্যনগরে তৎসময়ে কর্ণল বর সাহেব সেনাপতি ছিলেন তিনি পেসোআর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সিরুড়হইতে নূতন সৈন্যেরদিগকে তথায় আসিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে কাপ্তান ষ্টনটন সাহেব সহস্র সৈন্যসমভিব্যাহারে প্রেরিত হইলেন। ঐ কাপ্তান সাহেব সসৈন্য সিরুড়হইতে ১৮১৭ সালের ১ দিসেম্বরের অপরাহ্নে যাত্রা করিয়া সমস্ত রাত্রি অবিরত গমনকরত পর দিন দশঘণ্টার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে করিগ্রামে পঁহুছিয়া হঠাৎ দেখেন যে পেসোআর বিংশতি সহস্র অশ্বারূঢ় ও বহু সহস্র পদাতিক তথায় প্রস্তুত আছে তাহাতে সাহেব বিবেচনা করিলেন যে সহস্র সৈন্য মাত্র যদ্যপি আমার নিকটে থাকে তথাপি অবিশ্রামে ভোজনাদি না করিয়াও বিপক্ষেরদের এই সম্মুখবর্ত্তি ত্রিশহাজার সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ না করিলে নয়। অতএব কাপ্তান ষ্টনটন সাহেব ঐ করিগ্রাম শীঘ্র আয়ত্ত করিতে উদ্যুক্ত হইলেন কিন্তু কাপ্তান সাহেব ঐ অত্যল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াও করিগ্রামের অর্দ্ধেকমাত্র অধিকার করিতে ক্ষম হইলেন যেহেতুক পেসোআর বহু সংখ্যক সৈন্য আসিয়া অপর অর্দ্ধেক অধিকার করিল তাহাতে কাপ্তান

সাহেবের ঐ এক মুষ্টিমিত সৈন্যের সঙ্গে পেসোআর পর্ব্বতসম সৈন্যেরদের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল তাবদ্দিন ব্যাপিয়া পেসো আর সৈন্যেরা ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যের উপর চড়াউ করে। কিন্তু অসম সাহসপূর্ব্বক ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা তাহরাদিগকে কোন প্রকারে থামাইয়া রাখাতে তদ্দিবসের অপরাহ্নপর্য্যন্তও পেসোআর বহু সংখ্যক সৈন্যেরাও কিছুমাত্র জয়ী হইল না। কিন্তু ইঙ্গল ণ্ডীয়েরদের অনেক সৈন্য মারা পড়িল.এবং সেনাপতি সাহে বেরদের মধ্যে তিন ব্যক্তিভিন্ন অন্য সকল হত ও আঘাতী হইলেন এবং তাবদ্যোদ্ধারা অনাহারে ও আয়াসে এমত পরি শ্রান্ত ক্লান্ত যে তাহারা লড়িতেও সমর্থ ছিল না। অপর ইঙ্গল ণ্ডীয়েরদের মধ্যে যাহারা আঘাতী হয় তাহারা এক দেবা লয় আশ্রয় করিয়াছিল এবং তচ্চতুর্দ্দিগে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আর২ সৈন্য ও তোপ প্রভৃতি ছিল। অপরাহ্নে পেসোআর সৈন্যের মধ্যে যে আবরীয় সৈন্যেরা তাজা ছিল তাহারা হঠাৎ ঐ দেবালয়স্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের উপর আক্রমণ করিয়া এক জন আঘাতি সেনাপতি সাহেবকে একেবারে খণ্ড২ করি য়া ছেদন করিল অন্য সেনাপতিরদিগকে তদ্রূপ অঙ্গচ্ছেদন করিতে যেমন উদ্যত হইল তেমনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অতি শ্রান্ত ঐ সকল সৈন্যেরা পুনর্ব্বার রাগোন্মত্ত হইয়া তাহারদের উপর পড়িল এবং যে লেপ্টেনন্ত পাটর্সন সাহেবের অঙ্গ আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল তিনিও অস্ত্রধারী হইয়া ঐ সৈন্যেরদের সঙ্গে চলিলেন এতদ্রূপ সাহসে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা কৃতকার্য্য হইয়া ঐ দেবালয়ে আরবীয় যত সৈন্য পাইলেন তাহারদিগের প্রত্যেক কে সংহার করিলেন অবশিষ্টেরা পলায়ন করিল তদ্দিবসের এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার এতদ্রূপে সম্পন্ন হইল। তৎপর দিবসে পেসোআর বহুসৈন্য প্রস্তুত থাকিতেও তিনি পুনর্ব্বার যুদ্ধ ক রিতে সাহসী হইলেন না। অতএব কাপ্তান ষ্টনটন সাহেব স সৈন্যে সিরুড় স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। করিগ্রাম নামেবিখ্যাত মহাযুদ্ধই এই। ইহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহস্র সৈন্য মাত্র বিপক্ষেরদের ত্রিশ সহস্র যোদ্ধারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিল এবং

পিণ্ডারি যুদ্ধে সীতাবল্দীর যুদ্ধব্যতিরেকে ইহাহইতে অদ্ভুত কীর্ত্তিজনক যুদ্ধ অপর হয় নাই।

এই য়শস্কর যুদ্ধ নির্ব্বাহানন্তর জেনরল স্মিথ সাহেব সসৈন্য করিগ্রামে পঁহুছিয়া দেখেন যে বাজিরাও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মুষ্টিমিত সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক কিন্তু তাঁহার বহু সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধার্থ অসম্মত। এবং ঐ জেনরল স্মিথ সাহেবের আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র পেসোআ সসৈন্য তথাহইতে উঠিয়া দক্ষিণ দিগে যাত্রাপূর্ব্বক পুণ্যনগরের দক্ষিণে বুরঘাট দিয়া গমন করত পরে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পূর্ব্ব পুসা ওলি স্থানদিয়া মেরিকে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে জেনরল প্রিট্সলের সাহেব দক্ষিণাভিমুখে বিজয়পুরদিয়া গমন করত শুনেন যে বাজিরাও দক্ষিণ দিগে আগমন করিতেছেন। অপর ৭ ফেব্রুআরিতে বাজিরাওর পশ্চাদ্দলের সৈন্যের সঙ্গে ঐ জেনরল প্রিট্সলের সাহেবের সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহারদের ষাইট কি সত্তর জন মারাপড়ে এবং তাহার কিঞ্চিদনন্তর জেনরল স্মিথ সাহেব তাঁহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া একুড় স্থানে কৃষ্ণানদী উত্তীর্ণ হইলেন। তাহাতে পেসোআ সর্ব্বত্র এই ঘোষণা করিলেন যে আমি এইক্ষণে মহীশূর রাজ্য আক্রমণার্থ দক্ষিণ দিগে যাত্রা করিলাম এবং গটপর্ব্ব নদী তীরস্থ গোকাক পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দেখেন যে ঐ নদীর উভয় তীরস্থ দেশীয়েরদিগকে তাঁহার গমনাবরোধ করিতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে তিনি পূর্ব্ব দিগে গমন করত জেনরল প্রিট্সলের সাহেবকে ভুলাইয়া তাহার উত্তরে মেরিকে পঁহুছেন।

কিন্তু যৎসময়ে জেনরল প্রিট্সলের সাহেব পোসোআর পশ্চাৎ২ এতদ্রূপ ধাবমান ছিলেন তৎসময়ে জেনরল স্মিথ সাহেব পেসোআকে ধৃতকরণার্থ উত্তর দিগহইতে আসিতেছিলেন। ঐ সাহেব ১৮ জানুআরিতে সিরুড় স্থানহইতে প্রস্থান করিয়া সঞ্চিত আহারীয় দ্রব্যসকল ও তোপপ্রভৃতি তাঁহার পশ্চাৎ২ আনয়ন করিতে কর্ণল বোল্স সাহেবকে আজ্ঞা দিলেন। তদনন্তর

জেনরল স্মিথ সাহেব দক্ষিণদিগে যাত্রাকরত ফলতনের নিকটে মালবেলিতে পঁহুছিয়া শুনিলেন যে পেসোআ জেনরল প্রিট্‌স লের সাহেবকে প্রায় প্রদক্ষিণ করিয়া উত্তরদিগে মেরিকে চলি তেছেন। জেনরল স্মিথ সাহেব নিকটবর্ত্তী আছেন ইহা শুনিয়া পেসোআ আম্বাঘাটদিয়া কঙ্কন দেশে যাইবেন এমত দর্শাইলেন কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহা দুঃসাধ্য দেখিয়া কৃষ্ণানদীর উজানে উত্তর পার্শ্বদিয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং জেনরল স্মিথ সাহেবো তাঁহার সমান২ দক্ষিণ পার্শ্বদিয়া চলিতে লাগিলেন এতদ্রূপ যাত্রাকরত ২৮ তারিখে পেসোআ সেতারার নিকটে পঁহুছিয়া জেনরল স্মিথ সাহেবকে পুনর্ব্বার ভোগা দিয়া পূর্ব্বদিগে পন্দরপুরহইয়া শোলাপুরে গমন করিলেন। তথায় গমনের অভিপ্রায় এই যে তাঁহার মন্ত্রী সদাশিব ভৌ ঐ শোলাপুরে আপনার তাবদ্ধন রাখিয়া সম্প্রতি পরলোক প্রাপ্ত হন অতএব পেসোআ ঐ সম্পত্তি প্রাপণাশয়ে তথায় গমন করেন।

পূর্ব্ব দিগে শোলাপুর অনেক দূর জানিয়া জেনরল স্মিথ সাহেব তাঁহার প্রতি আর গমন না করিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরদের প্রাচীন রাজধানী সেতারা গড় অধিকারকরণার্থ গমন করিলেন। পরে যে দিবসে তিনি তথায় পঁহুছেন তদ্দিবসেই ভিত্তিভেদক তোপ পাতিলেন এবং ঐ তোপে গোলা প্রস্তুত দেখিবামাত্র তত্রস্থেরা কিল্লা তাঁহাকে সমর্পণ করিল। এবং ১৮১৮ সালের ১১ ফেব্রুআরিতে জেনরল স্মিথ সাহেব তাহা অধিকার করেন কিন্তু আপনারদের পতাকা ঐ কিল্লার উপর না তুলিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরদের সংস্থাপক সেবাজীর পতাকা তদুপরি উঠাইয়া দিলেন। এবং এলফিনষ্টন সাহেব তৎসময়েই মহারাষ্ট্রীয়েরদের নিকটে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়া জ্ঞাপন করিলেন যে পেসোআ বহুকালাবধি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিশ্বাসঘাতকতাচরণ করাতে শ্রীযুত তাঁহার তাবদধিকার বাজেআপ্ত করিতে এবং চিরকালের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রভুত্বহইতে বহিষ্কৃত করিতে নিশ্চয় করিয়া সেবাজীর প্রাচীন বংশের স্বতন্ত্র এক রাজ্য স্থাপন করিতে স্থির করিয়াছেন। শ্রীযুত এতদ্বিষয়ে এই বিবেচনা করিলেন যে বাজিরা

ও পেসোআ পূর্ব্বে সেবাজীর বংশের কেবল ভৃত্য পরে ক্রমেং প্রভুত্ব আপন হস্তগত করিয়া ঐ রাজবংশ্যেরদিগকে কারাবদ্ধ করিয়াছেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করিতে অন্যং মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে নিত্য প্রবোধ দিতেছেন এবং তিনি যতকাল মহারাষ্ট্রীয়েরদের প্রভুর ন্যায় খ্যাত্যাপন্ন থাকিবেন তত কাল ভারতবর্ষের মধ্যে কোন প্রকারে শান্তির সম্ভাবনা নাই এবং বহু কালাবধি তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যে রূপ-শঠতাচরণ করিতেছেন তদ্দৃষ্টে তাঁহার প্রতি আর প্রত্যয় রাখা হয় না ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া পেসোআর পদ একেবারে রহিত করিতে এবং তাঁহার যে সকল অধিকার তাহা ইঙ্গলণ্ডীয়াধিকারান্তর্গত করিতে নিশ্চয় করিলেন। পরে সেতারার রাজা সেবাজীর বংশ্যের বিষয় তিনি এই স্থির করিলেন যে পেসোআর অধিকারের মধ্য হইতে সেতারার চতুর্দ্দিগস্থ এক প্রদেশের প্রভুত্ব তাঁহারদিগকে প্রদান করিয়া ঐ বংশের রাজ্য পুনর্ব্বার স্থাপন করেন।

এতদ্রূপে সেতারা গড় অধিকার করিলে জেনরল স্মিথ সাহেব আপনার সৈন্য জেনরল প্রিট্সলের সাহেবের সৈন্যের সঙ্গে একত্র করিয়া তন্মধ্যহইতে বাচনিপূর্ব্বক সুশিক্ষিত অতি শীঘগামি এক দল সৈন্য লইয়া ১৩ ফেব্রুআরিতে পেসোআকে তাড়াইতেং চলিলেন। অপর ১৯ তারিখে তাঁহারা এলাপুরে পঁহুছিয়া শুনেন যে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা যৎসময়ে সেতারা গড় আক্রমণ করে তৎসময়ে বাজিরাও শোলাপুরে কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করিয়া তৎপরেই পশ্চিম দিগভিমুখ যাত্রা করেন। অতএব পন্দরপুরে গিয়া তাঁহার লাগাইল ধরিতে পারেন এতদভিপ্রায়ে জেনরল সাহেব দিবারাত্রি চলিয়া পন্দরপুরে পঁহুছিয়া শুনেন যে পেসোআ এইমাত্র এই স্থানহইতে উঠিয়া ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যদের নিকটবর্ত্তিতার কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে না পারিয়া উত্তর দিগে গমন করিয়াছেন এই সম্বাদ প্রাপ্তিমাত্রই জেনরল সাহেব কেরাউলি স্থানে ভীমা নদী উত্তীর্ণ হইয়া কেবল আপনার অশ্বারূঢ় ও অশ্বাকৃষ্ট তোপ লইয়া বাজিরাওরকে প্রায় ধরিলাম এমত বোধে তাঁহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইলেন। পরে

যে ক্ষুদ্র পর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশে পঁহুছিলেন ঐ পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে পেসোআর নহবৎ বাজিতেছে শুনিয়া তাঁহারা একেবারে আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন ঐ ক্ষুদ্রপর্ব্বতের দ্বারা উভয়ের শিবিরই উভয়ের অদৃশ্য ছিল। তাহাতে জেনরল স্মিথ সাহেব পেসোআর আগমনাপেক্ষা করিয়া পর্ব্বতের নিম্ন ভাগে সৈন্যেরদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিঞ্চিদনন্তর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যাভিমুখে আগমনশীল পেসোআর তাবৎ সৈন্য ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি দৃষ্ট হইল তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে সন্নিহিত দেখিয়া পেসোআ এককালে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহার সৈন্যের অধিপতি গোকুলা তদ্দৃষ্টে এই বিবেচনা করিলেন যে আমারা যদি এ স্থানহইতে এইক্ষণে পলায়ন করি তবে আমারদের যুদ্ধসরঞ্জাম ও তোপ প্রভৃতি তাবৎ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইবে অতএব তাহা না করিয়া যুদ্ধ করাই পরামর্শসিদ্ধ। এতদ্রূপে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে স্থৈর্য্যাবলম্বি দেখিয়া জেনরল স্মিথ সাহেব তাবদশ্বারূঢ়সমভিব্যাহারে তাঁহারদের প্রতি ধাবমান হইয়া প্রথমতঃ গোকুলার অধীনে যে সৈন্য ছিল তাহারদের উপর পড়িলেন এবং যদ্যপিও তাহারা অতিসাহসে যুদ্ধ করিল তথাপি অবশেষে পরাজিত হয় এবং তাহাতে গোকুলাও মারা পড়িলেন বটে কিন্তু বীর পুরুষবোধক ব্যাপার না করিয়া যে মারা পড়েন এমত নহে বিশেষতঃ হত হওনের অব্যবহিত পুর্ব্বেই স্বহস্তে ইঙ্গলণ্ডীয়ের কতক সৈন্য সংহার করিলেন এবং লেপ্তেনন্ত উয়ারণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকেও আঘাতী করেন। অপর গোকুলা হতহওয়াতে বিপক্ষ সৈন্যেরা এককালে নায়কহীন হইল যেহেতুক যুদ্ধারম্ভেই পেসাআ পাল্কী হইতে বহির্গত হইয়া অতিভীতরূপে অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন। তৎপরে তাঁহার সৈন্যের মধ্যে আজ্ঞা দিতে বা প্রতিপালন করিতে এমত কেহ ছিল না। অবশিষ্টেরদের যাহাতে আপন২ রক্ষা হয় এমত প্রত্যেকের উদ্যোগ তাহাতে বিপক্ষেরদের তাবৎ শিবির ও লওয়াজিমা প্রভৃতি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল কিন্তু এই যুদ্ধে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পক্ষে এই পরম শুভফল জন্মিল যে সেতা

রার রাজা ও তাঁহার পরিজন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হই লেন। পাছে ঐ রাজা ও তাঁহার পরিজন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে পড়েন এই ভয়ে পেসোআ তাঁহারদিগকে স্বতন্ত্র কোন কিল্লাতে না রাখিয়া নিত্য আপনার সঙ্গেং সর্ব্বত্র লইয়া যান। আষ্টির যুদ্ধনামে বিখ্যাত এই যুদ্ধ। পেসোআর ভীরুতা ও গোকুলার মরণ ও সেতারার রাজা ও তাঁহার পরিজনের প্রাপ্তিতে ঐ যুদ্ধ চিরস্মরণীয় হইল।১৭১৮ সালে তাহা সম্পন্ন হয়। সৈন্যেরা এতদ্রূপে পরাজিত হইলে পেসোআ খাণ্ডেশে পলায়ন করিলেন কিন্তু প্রায় প্রতি দিবসেই তাঁহার সরদারেরা স্বং সৈন্য লইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতেলাগিল এবং প্রত্যহই তাঁহার কোন না কোন কিল্লা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইতে লাগিল অতএব তাহাকে এতদ্রূপে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক তাড়িত দেখিয়া এবং তাঁহার তাবদধিকার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইয়াছে এবং তাঁহার রাজ্য খণ্ডং হইয়া কতক সেতারার রাজাকে প্রদত্ত কতক ইঙ্গলণ্ডীয়েরা গ্রহণ করিয়াছেন ইত্যাদি দৃষ্টে মহারাষ্ট্রীয়েরদের মনোমধ্যে এমত উদয় হইল যে পেসোআর বিষয়ে আর কিছু ভরসা নাই।

অপর পেসোআর শেষপর্য্যন্ত তাবদ্ব্যাপার যে পাঠকগণের দৃষ্টিগোচর হয় এতদর্থ তৎসমকালীন অন্যং স্থানীয় যে সকল ব্যাপার তাহার প্রস্তাব এইক্ষণে রহিত করিয়া যে কালে বাজিরাও আপনাকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পিত করেন তৎকাল পর্য্যন্ত উপস্থিত কার্য সকল অবিচ্ছেদে কহি। পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে গণপতি রাও আপা সাহেবের অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া যখন নাগপুরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বশীভূত হন তখন জেনরল সাহেব তাঁহাকে সসৈন্য দেশের সীমাপর্য্যন্ত লইয়া গিয়া বিদায় করিলেন। পরে পেসোআ যৎ সময়ে শোলাপুরে অবস্থিতি করেন তৎসময়ে গণপতিরাও তাঁহার সঙ্গে মিলেন এবং আষ্টির যুদ্ধের ও ফলভোগী হন। তদনন্তর বাজিরাও যখন উত্তর দিগভিমুখে পলায়ন করেন তখন আপা সাহেবের অতি বিশ্বস্ত দুই মন্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে কহেন যে এইক্ষণে আমারদের প্রভুর অতি

দুরবস্থা অতএব তাঁহার উপকারার্থে অবশ্য আপনার কোন উপায় করিতে হইবে। তাহার কিঞ্চিদ নন্তর অপর দুই দূত এক ক্ষুদ্রপত্র আনিয়া বাজিরাওকে দিল তাহাতে আপা সাহেব লেখেন যে গঙ্গানাডোবিয়ারপ্রতি সমানামীর বরাবরেষু আপনি যে প্রকারে আমার উপকার করিতে সমর্থ হন তাহা করুন। উক্ত দুই নাম মহারাষ্ট্রীয়েরদের ইতিহাসের মধ্যে দুই মুনির নাম অতএব এই পত্র পাছে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে পড়ে এই ভয়ে আপনার ও বাজিরাওর নাম না লিখিয়া ঐ দুই নাম লেখেন। বাজিরাও তৎপত্র পাইলে ঐ দুই দূতকে আপনার সঙ্গেং লইয়া উত্তরাভিমুখে চলিলেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরা পূর্ব্ববৎ তাহার পশ্চাৎদ্ধাবমান নন দেখিয়া নাসিকা গড়ে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথাহইতে চান্দোরের অভিমুখে গমন করিলেন সেই স্থানে রামদীননামে হোলকারের এক সরদার ভগ্ন পদাতিক ও পিণ্ডারিরদের কতক অশ্বারূঢ় লইয়া পেসোআর সঙ্গে মিলিল এবং ঐ স্থানহইতে পেসোআ আপা সাহেবের দুই দূতকে বিদায় করিলেন। অনন্তর গণপতিরাও পেসোআর স্থানে কিঞ্চিৎ টাকা চাহিয়া এই অঙ্গীকার করিলেন যে যৎকিঞ্চিৎ টাকাতে আমরা পুষ্ট হইয়া ভুসলার তাবৎ প্রজারদিগকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রতিকূলাচরণ করিতে প্ররোচনা করিতে পারিব। তাহাতে বাজিরাও কহিলেন যে তোমরা কিঞ্চিৎকাল আমার সঙ্গে থাক ইহা কহিয়া তিনি ঘাট অর্থাৎ পর্ব্বতীয় পথদিয়া খাণ্ডেশে গমন করিলেন কিন্তু আরকিতে পঁহুছিয়া শুনিলেন যে সর তামস হিসলপ সাহেব উত্তর দিগহইতে আগমন করিতেছেন তাহাতে বুরহাংপুরে গমন করিতে তাঁহার পথ পাছে অবরুদ্ধ হয় এনিমিত্ত তিনি প্রাণপণে দক্ষিণদিগে পলায়ন করিয়া পীরি নদীর দক্ষিণতীরে কপরগ্রামে প্রবেশ করিলেন তথায় গিয়া শুনিলেন যে জেনরল স্মিথ সাহেব দক্ষিণদিগহইতে এই স্থানের অভিমুখে আসিতেছেন অতএব তখন আপনাকে উপায়হীন দেখিয়া তিনি নাগপুরের রাজার অধিকারে প্রবিষ্ট হওনাভিপ্রায়ে পূর্ব্বদিগে প্রস্থান করিলেন এবং জালনার দক্ষিণ রাক্ষসবনদিয়া নর্ম্মদা নদী উত্তীর্ণ হইলেন।

পেসোআ এতদ্রূপে পলায়ন করিয়াছেন দেখিয়া সর তামস হিসলপ সাহেব শ্রীযুতের স্থানে প্রাপ্তাজ্ঞানুসারে স্বীয় সৈন্যেরদিগকে দলং করিয়া অন্য সৈন্যদলভুক্ত করিলেন এবং আপনি তৈনাতি অল্প সৈন্যসমভিব্যাহারে মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু তৎপরেই পুনর্ব্বার বিবেচনা করিয়া বোধ করিলেন যে জলপথে বোম্বেহইতে মান্দ্রাজে গেলে ভাল হয় যে কারণ আমার সঙ্গে যে অল্প সৈন্য আছে ইহারাও পেসোআকে ধৃতকরাণার্থ উপকার করিতে পারিবে।

ইতিমধ্যে পেসোআ নাগপুর রাজ্যান্তর্গত অতিদৃঢ় চান্দা কিল্লার অভিমুখে পলায়ন করিতেছিলেন ঐ কিল্লাতে আপা সাহেবের তাবৎ বিষয় ও বহুমূল্য দ্রব্যসকল ন্যস্ত ছিল। যুদ্ধের পর জেনরল স্মিথ সাহেব পেসোআর পশ্চাৎ আর ধাবমান না হইয়া সেতারার রাজাকে স্বীয় সৈন্যসমভিব্যাহারে সেতারা গড়ে লইয়া গেলেন এবং তথায় তাহাকে এলফিনষ্টন সাহেবের রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। এই কর্ম্ম সম্পন্ন হইলেই জেনরল স্মিথ সাহেব পেসোআর পশ্চাৎ পুনর্ব্বার ধাবমান হইলে পথিমধ্যে জেনরল ডফটন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল তাহাতে উভয়ে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন যে হিন্দুস্থানে পেসোআ প্রবেশ করিতে না পারেন এতদর্থ জেনরল ডফটন সাহেব সসৈন্য উত্তর দিগে যাত্রা করিলেন এবং জেনরল স্মিথ সাহেব পেসোআর পশ্চাৎ২ গোদাবরী নদীর তীরদিয়া গমন করিলেন। ইতিমধ্যে পেসোআর সৈন্য নিজামের অধিকারের উত্তরভাগে পশ্চিমাবধি পূর্ব্বদিগপর্য্যন্ত গমন করিয়া আপ্রিল মাসের আরম্ভে উনি নামক যে স্থানে বরদা নদী ও পাইন.গঙ্গার সঙ্গম হয় তথায় পঁহুছিলেন কিন্তু সেই স্থানেও তিনি অনুপায়ী যেহেতুক চতুর্দ্দিগ হইতে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা ঘেরিয়া আসিতেছে।

কর্ণেল আদম্‌স সাহেব তৎসময়ে চৌরীগড় অধিকারকরণার্থ নর্ম্মদা নদীর তীরহইতে দক্ষিণ দিগে যাত্রা করিতেছিলেন। মার্চ মাসের প্রথমে চান্দাগড়ে যে বিরুদ্ধচারিরদের সমাগম স্থান

হইবে জিনকিন্স সাহেব ইহা শুনিয়া কর্ণল আদমস সাহেবকে লিখিলেন যে তুমি সসৈন্য চৌরীগড়ের প্রতি আক্রমণ না করিয়া বরং চান্দা গড়ের উপর আক্রমণ করিলে ভাল হয়। জিনকিন্স সাহেবের তৎসময়ে এমত বোধ ছিল না যে পেসোআও সেই স্থানে আগত হইবেন। এতদ্রূপ জিনকিন্স সাহেবের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কর্ণল আদমস সাহেব সসৈন্য দক্ষিণদিগভিমুখে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে বাজিরাও চান্দার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন তখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া যত সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহা লইয়া নাগপুরে গমন করিলেন ইতিমধ্যে চান্দাগড়ে পেসোআর গমন নিবারণার্থ জিনকিন্স সাহেব কর্ণল স্কট সাহেবকে ঐ অঞ্চলে প্রেরণ করিলেন। ৩ আপ্রিলে তিনি চান্দাহইতে পনর ক্রোশ অন্তরে বরুণাস্থানে পঁহুছিয়া গণপতিরাওর অধীন পেসোআর অগ্রবর্ত্তি সৈন্যেরদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহারদিগকে বরদা নদীর পারে তাড়িয়া দিলেন এতদ্রূপে পেসোআর গমন অবরুদ্ধ হইলে এবং আপা সাহেব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদেরকর্তৃক ধৃত হওয়াতে তাঁহার উপকার করিতে পারিবেন না বাজিরাও ইহা শুনিয়া তাহাতে কি কর্ত্তব্য কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। তিন চারি দিবস পর্য্যন্ত কখন বরদা নদীর তীরে কখন বা পাইন গঙ্গার তীরে আপনার শিবির স্থাপন করে কিন্তু বরদা নদী পার হইতে সাহস পাইলেন না। কর্ণল স্কট সাহেব পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র যুদ্ধানন্তর চান্দার প্রতি গমন করিলেন বটে কিন্তু ঐ স্থান অতিদুরাক্রমণীয় ও বৃহৎ ইহা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন যে আমার অত্যল্প সৈন্য অতএব সৈন্যের দলপুষ্ট না হইলে ঐ স্থানের উপর কিছু করিতে পারিব না। তদনন্তর কর্ণল আদমস সাহেব নাগপুরে পঁহুছিয়া তথায় আর কোন ব্যাপার না করিয়া আপন সৈন্যসমভিব্যাহারে দক্ষিণদিগে বাজিরাওর প্রতি যাত্রা করিয়া হিঙ্গন ঘাটপর্য্যন্ত পঁহুছিলেন কর্ণল স্কট সাহেব তথায় তাঁহার পঁহুছনের বার্ত্তাপ্রাপ্তিমাত্র তাঁহার নিকটে লিখিলেন যে এখানে আমারদের আহারীয় দ্রব্যের অপ্রতুল হইয়াছে অতএব তোমার ভাণ্ডারহইতে কিছু

প্রেরণ কর পরে কর্ণল আদমস সাহেব তাহা তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিলেন ভক্ষণীয় দ্রব্য প্রেরিত হওয়াতে কর্ণল আদমস সাহেব ভাবিলেন যে এইক্ষণে আমারদের দ্রব্যের অনাটন হইয়াছে বাজিরাওর প্রতি কত দূর যাইতে হইবে তাহার কিছু নিশ্চয় নাই অতএব নাগপুরহইতে আর কিছু দ্রব্যানয়ন না করিলে যাত্রা করা পরামর্শ সিদ্ধ নয় এ নিমিত্ত তিনি কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করিয়া নাগপুরহইতে কিছু দ্রব্যানয়নার্থ লোক প্রেরণ করিলেন ইতিমধ্যে পেসোআ যে স্থানে ছিলেন সেই স্থানেই থাকিলেন অপর কোন স্থানে গমন করিলেন না ইত্যবসরে জেনরল ডফটন সাহেব উত্তর পশ্চিমহইতে ও জেনরল স্মিথ সাহেব দক্ষিণ দিগহইতে পেসোআর শিবিরের নিকটে আগমন করিতেছিলেন। পরে ১৩ আপ্রিলে বরদা নদী পার হইতে পেসোআর সাহস জন্মিল এবং কর্ণল আদমস সাহেব তাঁহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হওত ১৭ আপ্রিলে পিপল কোটে পঁহুছিয়া শুনিলেন যে তাহার পূর্ব্বরাত্রেই পেসোআ সেই স্থানে ছাউনি করিয়াছিলেন অতএব তাঁহার অতিশীঘ্র লাগাইল পাইবেন এই ভরসায় তথায় কিঞ্চিন্মাত্র অবস্থিতি না করিয়া আপনার কেবল অশ্বারূঢ় ও অশ্বাকৃষ্ট তোপ সঙ্গে লইয়া চলত অশ্বারূঢ়েরদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে তোমরা মন্দ২ রূপে আমার পশ্চাৎ২ আইস। পরে কর্ণল সাহেব শুনি স্থানে পঁহুছিয়া শুনিলেন যে পেসোআ ঐ স্থানহইতে দক্ষিণদিগে যাত্রা করত অবগত হইলেন যে জেনরল ডফটন সাহেবের সৈন্য তাঁহার পুরোবর্ত্তিপ্রায় ইহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ সে দিগহইতে পরাঙ্মুখ হইয়া উত্তরদিগভিমুখে চলিলেন কিন্তু যে পথে কর্ণল আদমস সাহেব সসৈন্য আগমন করিতেছিলেন সেই পথে একেবারে তাহার সম্মুখে পড়িলেন। কর্ণল সাহেব যেমন অশ্বারূঢ় হইয়া অগ্রে যাইতেছিলেন তেমনি প্রথমতঃ পেসোআর অগ্রসর সৈন্যেরদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অতএব আপনার লঘু অস্ত্রধারি সৈন্যেরদিগকে লইয়া পেসোআর অগ্রসর সৈন্যেরদিগকে দুই তিনক্রোশপর্য্যন্ত দূরীকরণ করত তাহারদের পশ্চাৎ২ দৌড়িতে২ একটা উচ্চ ভূমির উপরিভাগে পঁহুছিয়া দেখেন যে তা

হার নিম্নভাগে পেসোআর তাবৎ সৈন্য অমনি গোলমালাবস্থায় আছে। অনন্তর কর্ণল আদম্‌স সাহেব তৎক্ষণাৎ ঐ সৈন্যেরদের প্রতি উচ্চ ভূম্যুপরি তোপ পাতিয়া অনবরত গোলাক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং তৎসমকালীন আপনার সঙ্গি সৈন্যেরদিগকে লই য়া বিপক্ষ সৈন্যেরদের মধ্যে পড়িয়া তাহারদিগকে কাটিতে আ রম্ভ করিলেন তাহাতে পেসোআর সৈন্যেরা একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কর্ণল সাহেবের সঙ্গে তৎকা লীন কেবল ক্ষুদ্র তিন দল সৈন্য অপর সৈন্য সকল পশ্চাৎ ছিল অতএব যৎকিঞ্চিৎ সৈন্য লইয়া কর্ণল সাহেব তাহারদের পশ্চাৎ২ দৌড়িতে নিশ্চয় করিলেন তদ্রূপ করত অপর একটা ক্ষুদ্র মৃত্তিকা স্তূপের উপর পঁহুছিয়া দেখেন যে তাহার নিম্নভাগে মহারাষ্ট্রীয় অনেক সৈন্য শ্রেণীবদ্ধরূপে আছে। তৎক্ষণাৎ তিনি ঐ ঢিপির উপরি অশ্বাকৃষ্ট তোপ পাতিয়া ঐ সৈন্যের প্রতি গোলাক্ষেপ এবং অশ্বারূঢ় লইয়া তাহারদিগকে কাটিতে আরম্ভ করাতে ছি ন্নভিন্ন হইয়া তাহারা কে কোথায় পলায়ন করিল তাহার কিছু নিরূপণ নাই। এই যুদ্ধেতে পেস্নোআর যে অবশিষ্ট তোপ ও তিন হস্তী ও দুইশত উষ্ট্র তাবৎ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল। বাজিরাও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্য সমাগম দেখিবামাত্র অশ্বারূঢ় হইয়া পলায়ন করিলেন। এই যুদ্ধের দ্বারা তাঁহার পরাক্রম এ কেবারে ভগ্ন হইল তাহাতে কেবল ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের দুই জন আঘাতী হয় কিন্তু বিপক্ষেরদের সহস্র ব্যক্তি মারা পড়িয়া রণ ভূমিতে পতিত থাকে।

এই যুদ্ধ যে দিবসের প্রত্যূষে হয় তদ্দিবসেই জেনরল ডক্টন সাহেব শুনিহইতে ছয় ক্রোশ অন্তর পন্দর কৌরাস্থানে পঁহুছি য়া জেনরল আদমস্‌ সাহেবের কৃতকার্য্যতার বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন এবং আরো শুনিলেন যে ঐ যুদ্ধে পেসোআ পরাজিত হইয়া দক্ষিণ পশ্চিম কোণে পলায়ন করিয়াছেন অতএব তিনি অবিল ম্বে সেইদিগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পাঁচ দিবসপ র্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়েরদের সৈন্যের পশ্চাৎ২ দৌড়িতে২ মহারাষ্ট্রী য়েরা যেপর্য্যন্ত ক্লেশ পাইলেন তাহা বর্ণনা অসাধ্য। পরে

পেসোআ উমরখেরে পঁহুছিয়া তথাহইতে বুরিস্থানে গমন করিলেন পেসোআর সৈন্যেরা নিত্য অকৃতকার্য্যতাতে ভগ্নোৎসাহ হইয়া সেই স্থানে ক্রমেং তাঁহাকে ত্যাগ করিতে লাগিল তিন অংশের একাংশমাত্র অবশিষ্ট তাঁহার নিকটে থাকিল এবং প্রায় যে অগণ্য সৈন্য লইয়া তিনি বরদা নদী উত্তীর্ণ হন তন্মধ্যে কেবল আট দশ হাজার সৈন্য অবশিষ্ট তাঁহার সঙ্গে রহিল। স্তনি স্থানে পরাজিত হওনের পর প্রায় তাবৎ সরদারেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেল কেবল ত্র্যম্বকজী ও রামদীনও বিন সরকারের জায়গীরদার বালুবা ও গোকুলার বিধবা ও তাঁহার কিয়ন্মাত্র সৈন্য তাঁহার নিকটে থাকিল। অপর সরদারেরা তাবৎ ইতস্ততঃ কেহ এদিগে কেহ ওদিগে চলিয়া গেল কিন্তু গমন কালে তাহারদের অনেকেই ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে পড়িল।

পেসোআ যৎ সময়ে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সমক্ষহইতে এতদ্রূপ পলায়নপর ছিলেন তৎ সময়ে জেনরল প্রিট্‌সলের সাহেব ৩১ মার্চে বসতাগড়ের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাহার উপর চড়াউ করেন কিন্তু ঐ কিল্লা এমত দুরাক্রমণীয় স্থানে ও এমত দুরাক্রমণীয়রূপে গুম্ফিত যে ৫ আপ্রিলের পূর্ব্বে জেনরল সাহেব স্বীয় ভিত্তিভেদক তোপ তাহার উপর চালাইতে সমর্থ হইলেন না পরে উপযুক্তরূপে তোপ পাতিত হইয়া এমত গোলা নিক্ষিপ্ত হইল যে কিল্লাদার এক দিনমাত্র তিষ্ঠিতে না পারিয়া ৬ আপ্রিলে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে কিল্লা সমর্পণ করিল এবং সেতারার রাজবংশ্যের মধ্যে পূর্ব্বে যাহারদিগকে না পাওয়া গিয়াছিল তাঁহারদিগকে ঐ দুর্গে পাওয়া গেল। ঐ কিল্লাদারকে পেসোআ এমত আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে সেতারার রাজবংশ্যেরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে পতিত না হওনের উপায়ান্তর না থাকিলে বরং তাঁহারদিগকে কাটিয়া ফেলিবা। ঐ কিল্লাতেও তদ্বংশ্যের তিন লক্ষ টাকার বহুমূল্য দ্রব্য পাওয়া গেল তাহা তাঁহারদিগকেই প্রত্যর্পিত হইল ঐ বসতাস্থান এতদ্রূপ আক্রান্ত হইলে জেনরল প্রিট্‌সলের সাহেবের সৈন্যেরা নানা দলে বিভক্ত হইয়া এক ঝুণ্ড বাজিরাওর শোলাপুরস্থিত অবশিষ্ট পদাতিক ও তোপ আক্রম

পার্শ্ব দক্ষিণ দিগহইতে আগচ্ছৎ জেনরল মনরো সাহেবের অধী
নে রাখা গেল। এবং অবশিষ্ট সকল স্বং শিবিরে প্রত্যাগমন
করিল তাহার কিঞ্চিদনন্তর খাণ্ডেশে বাজিরাওর যে অবশিষ্ট
কিল্লা ছিল মালিগ্রামছাড়া সে সকল আয়ত্ত হইল।

জেনরল মনরো সাহেব ৯ মে তারিখে শোলাপুরে পঁহুছিয়া
দেখেন যে বাজিরাওর অবশিষ্ট পদাতিকেরা এগার টা তোপ
লইয়া সেই স্থানে শিবির স্থাপনপূর্ব্বক রহিয়াছে এবং আর
বীয় সৈন্যেরা তৎকালে শোলাপুরের কিল্লারক্ষার্থ নিযুক্ত আছে
মনরো সাহেবের ঐ স্থান বেষ্টনকরণের কিঞ্চিৎ পরে বিপক্ষীয়
পদাতিকেরা অতি সঙ্গোপনে স্থানান্তর হইতে উদ্যোগ করিল তা
হাতে জেনরল মনরো সাহেব সাত শত অশ্বারূঢ়সমভিব্যাহারে
দিয়া জেনরল প্রিট্সলের সাহেবকে তাহারদিগকে সংহার
করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। প্রিট্সলের সাহেব তাহার
দিগকে লাগাইল পাইয়া আপনার সৈন্যেরদিগকে তিন দলে
বিভক্ত করিয়া এক ঝুণ্ডু তাহারদের দক্ষিণে অপর ঝুণ্ডু বামে নি
যুক্ত করিয়া স্বয়ং এক ঝুণ্ডু লইয়া পশ্চাৎহইতে তাহারদের প্রতি
আক্রমণ করিলেন তাহাতে বিপক্ষ সৈন্যেরা ভগ্ন হইলে একং
করিয়া মারাপড়িতে লাগিল। ঐ বিভ্রাটে অধিকাংশ পদাতি
কেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল কিন্তু কিল্লার মধ্যে যে
আরবীয়েরা ছিল তাহারা যুদ্ধ করিতে ছাড়িল না কিন্তু নিরন্তর
একদিন তাহারদের প্রতি গোলাক্ষেপ হওয়াতে তাহারা ক্ষান্ত হ
ইলে ১৫ মে তারিখে শোলাপুর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পিত
হইল এবং তন্মধ্যে বাজিরাওর যে অবশিষ্ট তোপপ্রভৃতি ছিল
তাহা তাঁহারদের হস্তগত হইল। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ঐ কিল্লাতে
সর্ব্বসুদ্ধ সাইত্রিশটা তোপ প্রাপ্ত হন। তাঁহারদের পক্ষে সাতা
নব্বই জন সৈন্য আঘাতী হয়।

অপর যে সময়ে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নানা ঝুণ্ডু সৈন্যেরদ্বারা এত
দ্রূপ ইতস্ততহইতে বাজিরাও তাড়িত হন তৎসময়ে কর্ণল আদ
মৃস সাহেব এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে সম্প্রতি জেনরল ডফ

টন ও জেনরল স্মিথ সাহেব বাজিরাওর প্রতি অবিরত ধাবমান আছেন অতএব চান্দা গড় আক্রমণার্থ আমার পূর্ব্বে যে সঙ্কল্প ছিল এইক্ষণে তাহার উদ্যোগ করা যাউক। চান্দাগড় নাগপুরের রাজ্যের মধ্যে এক কিল্লা অতিদুরাক্রমণীয় এপ্রযুক্ত আপা সাহেবের তাবৎ সম্পত্তি তাহাতে ন্যস্ত ছিল। পরে কর্ণল আদমস সাহেব তাহার নিকটে তোপ পাতিয়া কিল্লাদারকে এক পত্র লিখেন যে তোমার জিম্মায় যে সকল সরকারী ধন আছে তাহা আমার হস্তে অর্পণ করিলে তোমার নিজ ধন ও সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যথেচ্ছা যাইতে পার তাহাতে বাধক হইব না। কিন্তু কিল্লাদার কিছু উত্তর না করিয়া ঐ পত্র বাহককে বাঁধিয়া এক গোলাদ্বারা তাহার শরীর ছিন্নভিন্ন করিল তদ্দৃষ্টে কর্ণল আদমস সাহেব সৈন্যের দ্বারা ঐ কিল্লা বেষ্টন করিলেন কিন্তু সেই দুর্গ এমত আয়ত ও বৃহৎ যে তাহা প্রদক্ষিণপুর্ব্বক তদন্তকরণার্থ তাঁহার একদিন ক্ষেপণ হইল। তৎপরে চতুর্দ্দিগে পাতিত তোপ অবিরত কিল্লার প্রতি খেলিতে লাগিল তাহাতে তদ্দুর্গস্থ সৈন্যেরদের বিশ্রামার্থ কিচ্ছুমাত্র অবকাশ থাকিল না। অনন্তর ১৯ আপ্রিলে ভিত্তিভেদক তোপ প্রস্তুত হইয়া তদ্দ্বারা অনবরত গোলাক্ষেপ করাতে তৎপর দিবস ভিত্তিতে প্রবেশযোগ্য এক টা ছিদ্র হইল এবং এই স্থির হইল যে ২০ তারিখে সৈন্যেরা ঐ ছিদ্রদ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া কিল্লা আক্রমণ করিবে। তদ্দিবসের মধ্যেই কর্ণল আদমস সাহেব উক্তরূপ দুর্গাধিকার করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এগার জন হত ও একান্ন জন আঘাতী হয় বিপক্ষেরদের কিল্লাদার গঙ্গা দীন ও পাঁচশত সৈন্য হত হয়। পরে কর্ণল আদমস সাহেব চান্দাগড় এতদ্রূপ অধিকার করিয়া সসৈন্য হুসিঙ্গাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার অনেক সৈন্য উলাউঠা রোগে মারা পড়িল।

পূর্ব্বোক্ত শুনির যুদ্ধে বাজিরাও এমত সঙ্কুচিত হইলেন যে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবেন প্রায় এমত তাঁহার মানস হইল। আপনার পুর্ব্বাধিকার পুন্য নগরে গমন করিলে কিছু ফলোদয় হইবে

না ইহা নিশ্চয় করিয়া তিনি বুরিস্থানহইতে হিন্দুস্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে দৌলাৎরাও সিন্ধিয়ার নিকটে একবার পঁহুছিতে পারিলে হয়তো তিনি আমার কোন বিশেষ সাহায্য করিবেন নতুবা বড় সাহেবের নিকটে আমার নিমিত্তে কোন একটা বন্দোবস্ত করিবেন এবং তৎসমকালীন নাগপুরে জিনকিন্স সাহেবের ও পুণ্য নগরে এলফিনষ্টন সাহেবের নিকটে বাজিরাও পত্র প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে আমি এইক্ষণে আপনাকে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত। ইতিমধ্যে সিন্দুয়া ঘাট ও ইন্দোরদিয়া হিন্দুস্থানে প্রবেশকরণাভিপ্রায়ে ৫ মে তারিখে তিনি তপ্তিনদী পার হইলেন কিন্তু উত্তীর্ণ হইবামাত্র শুনিলেন যে সিন্দুয়া ঘাটে সর জন মালকম সাহেব সসৈন্য বিরাজমান সে দিগে যাওনের উপায় নাই অতএব ত্তদ্দিগের পথ এতদ্রূপ অবরুদ্ধ দেখিয়া বহরম্পুরে গমন করিয়া সর জন মালকম সাহেবের নিকটে এক উকীল প্রেরণ করিলেন। তৎসময়ে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা চতুর্দিগহইতে তাঁহাকে ঘেরিয়া নিকটা নিকটি হইতেছে অতএব পেসোআ যে তাঁহারদের হস্তহইতে নিস্তার পাইবেন এমত কিছুমাত্র ভরসা থাকিল না এপ্রযুক্ত তিনি সন্দিগ্ধ হইয়া আসুরগড়ের অঞ্চলে শিবির স্থাপন করিলেন ঐ গড়ের অধ্যক্ষ তাঁহার সাহায্য করণার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগী হইলেন। সর জন মালকম সাহেবের নিকটে পেসোআ পত্র প্রেরণ করিয়া তাহাতে লেখেন যে এইক্ষণে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সচ্ছীলতার উপর নির্ভরব্যতিরেকে আমার কোন উপায় নাই অতএব আপনি বিবেচনা করুন যে হোলকার ও সিন্ধিয়া যুদ্ধপর্য্যন্ত করিয়াছিলেন তাহাতেও শ্রীযুত তাঁহারদিগকে দেশ ফিরিয়া দিয়াছেন অতএব আমার প্রতিও তাঁহার তাদৃশ কারুণ্য প্রকাশ অবশ্য করিতে হইবে। সর জন মালকম সাহেব তাঁহার এতদ্রূপ পত্র পাইয়া ভাবিলেন যে এইক্ষণে বাজিরাওর সঙ্গে একটা বন্দোবস্তকরণের সদুপায় উপস্থিত এবং বাজিরাওর উকীল তদ্দৃষ্টে সাহেবকে অনেক অনুরোধ করিলেন যে এইক্ষণে আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া যদি একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তবে তাবৎ সম্পন্ন হয়।

সর জন মালকম সাহেব স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইলেন না বটে কিন্তু তাঁহার আসিষ্টাণ্ট ইউরোপীয় দুই জন সাহেবকে বাজিরাওর নিকটে প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে এইং নিয়ম স্বীকার করিলে তোমার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে পারি।

প্রথম তুমি ও তোমার উত্তরাধিকারিরা চিরকালের মত দক্ষিণদেশের তাবৎ প্রভুত্ব ত্যাগ করিবা। দ্বিতীয় দক্ষিণ দেশে তুমি কদাচ ফিরিয়া যাইতে পারিবা না। তৃতীয় বন সাহেবকে যাহারা খুন করিয়াছে তাহারদিগকে ও ত্র্যম্বকজীকে আমারদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। চতুর্থ রামদীন ও পিণ্ডারিরদের অন্যং যে সরদারেরা তোমার নিকটে আছে তাহারদিগকে বিদায় করিবা। এই সকল নিয়ম স্বীকার করিয়া তুমি আপনি আমার হস্তে সমর্পিত হইবা এবং আমিও শ্রীযুতের পক্ষে এই নিয়ম অঙ্গীকার করিব যে শারীরিক কোন ক্ষতি না করিয়া পুণ্যজনক কোন স্থানে তোমাকে বার্ষিক বৃত্তি দিয়া স্থাপন করিব।

এই সকল নিয়মের প্রস্তাব ধরিয়া বাজিরাও ও ঐ সাহেবের মধ্যে অনেক কথোপকথন হইল তাহাতে বাজিরাও কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যেরা আরো অতিসন্নিকৃষ্ট হইতেছে তখন ৩১ মে তারিখে বিন সরকার জায়গীরদারের দেওয়ান বালুবাকে সর জন মালকম সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে আমি এইক্ষণেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত অতএব তৎপর দিবসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওনার্থ স্থির হইল। অনন্তর ১৮১৮ সালের ১ জুন তারিখে সূর্য্যোদয় হইবামাত্র বাজিরাও আপনার তাবৎ পরিজন ও অমাত্যভৃত্যসমভিব্যাহার করিয়া সর জন মালকম সাহেবের শিবিরে আগত হইলেন। তাহাতে আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা যে সকল নিয়মের কথা পূর্ব্বে তাঁহার নিকটে কহিয়াছিলেন তাহা সর জন মালকম সাহেব স্বয়ং প্রস্তাব করিয়া কহিলেন যে ত্র্যম্বকজী দাংলিয়াকে আ

পারিবে না তাহাতে পেসোআ উত্তর করিলেন যে কিরূপে তাহা কে আমি আপনারদিগকে সমর্পণ করিতে পারি দেখুন আমার অবাধ্য এক দল মহাসৈন্য লইয়া ত্র্যম্বকজী এইক্ষণে স্বতন্ত্র আছে। সর-জন মালকম সাহেব কহিলেন যে তবে আমি আপনার সৈন্য তাহারদের প্রতি চড়াউ করিতে প্রেরণ করি তাহাতে বাজিরাও কহিলেন এইক্ষণেই কিন্তু আমার কতক লোক তাহার নিকট আছে তাহারদিগকে ডাকিয়া আনিলে পরে যথেষ্টাচরণ করুন তাহাতে কিছু বাধা নাই। পরন্তু বাজিরাও এই ছল করিয়া ত্র্যম্বকজী দাংলিয়ার নিকটে লোক প্রেরণ করিয়া সর জন মালকম সাহেবের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তাহাতেই ত্র্যম্বকজীর পলায়নের উপায় হইল। পরে দশঘণ্টা পর্য্যন্ত মালকম সাহেবের সঙ্গে কথোপকথনানন্তর বাজিরাও কিছু স্থির করিতে না পারিয়া পরাঙ্মুখে পুনরায় পর্ব্বতোপরি গমন করিলেন সেই পর্ব্বতে তাঁহার কতক তোপ ও আরবীয় পদাতিক সৈন্যেরা এতদ্রূপ নিযুক্ত ছিল যে কোন বিপক্ষের তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করা ভার হইত। শ্রীযুত সর জন মালকম সাহেব আপনার তাম্বুতে ফিরিয়া গিয়া সন্ধিপত্রের এক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিলেন তাহাতে এই বিশেষ লিখিত ছিল যে পেসোআ দিনমাত্র বিলম্ব না করিয়া হিন্দুস্থানে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারে বাসকরণার্থ যাত্রা করিবেন এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সর জন মালকম সাহেবের শিবিরের মধ্যে আসিয়া অবস্থিতি করিবেন ঐ সন্ধিপত্রে সর জন মালকম সাহেব আরো লিখেন যে পেসোআকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যে বার্ষিক বৃত্তি দিবেন তাহা আট লক্ষ টাকার ন্যূন হইবে না। এই সকল নিয়ম যাহাতে পেসোআ অবশ্য স্বীকার করেন এতদর্থ জেনরল ডফটন সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে আসুর গড়ে পেসোআর গমন অবরুদ্ধ করণার্থ ঐ কিল্লা ও বাজিরাওর শিবিরের মধ্যবর্ত্তি স্থানে সৈন্য স্থাপন করে। পরিশেষে অনেক গতিক্রিয়া করণানন্তর ৩ জুন তারিখে দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাজিরাও সর জন মালকম সাহেবের শিবিরে আসিয়া ঐ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এইরূপ সন্ধির

নিয়ম লার্ডহেষ্টিংস সাহেবের অভিপ্রেত ছিল না যেহেতুক বার্ষি ক বৃত্তি দুই লক্ষ টাকার অধিক দেওনের তাঁহার মানস ছিল না কিন্তু সর জন মালকম সাহেব যেরূপ নিয়মে সন্ধি করিয়াছেন তাহা দৃষ্টিমাত্রই তিনি স্বীকার করিলেন এবং কানপুরহইতে কিঞ্চিদ্দূর বৈঠুর নামে এক তীর্থস্থান বাজিরাওর বাসার্থ স্থির করিলেন।

যদ্যপি ঐ বৃত্তি গুরুতর বোধ হয় তথাপি বাজিরাও যে ইঙ্গ লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইলেন ইহাতে অনেক উপকার বোধ হইল। যখন পেসোআ এতদ্রূপ দেশ বহিষ্কৃত হওত কয়েদীর ন্যায় ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বাধ্য হইয়া মালবপ্রভৃতি দেশদিয়া গমন করিলেন তখন তত্তৎস্থানীয় লোকেরদের মনে এই উদয় হইল যে এমত পরাক্রান্ত বাজিরাওর যদি এতাদৃশ অবস্থা ঘটিল তবে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বাধ্য সকলেরি হইতে হইবে। যখন প্রথ মতঃ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের শিবিরে তিনি উপস্থিত হইলেন তখন তাঁ হার সঙ্গে তিন হাজার পদাতিক ও দুই হাজার অশ্বারূঢ়ের কম ছিল না পশ্চাৎ অপর দুই হাজার পদাতিক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিল এবং বিনসরকার ও গোকুলার বিধবা বাজিরাওর নি কটে ঐ তীর্থস্থানে বাস করিতে নিশ্চয় করিলেন অবশিষ্ট অমা ত্যগণ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বাধ্য হওনোত্তর এক২ করিয়া বাজি রাওকে ত্যাগ করিয়া স্ব২ গৃহে চলিয়া গেল এবং সৈন্যেরাও তদ্রূপ তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিল তাহাতে বৈঠুর স্থানে পঁহুছিলে তাঁহার সঙ্গে কেবল ছয় শত অশ্বারূঢ় দুই শত প দাতিক ছিল। তদবধি অদ্যপর্য্যন্ত বাজিরাও বৈঠুরে কালযা পন করিতেছেন।

এতদ্রূপে পেসোআর সঙ্গে বহুকালব্যাপক বিরোধের নিষ্পত্তি হয় এবং তিনি রাজ্যচ্যুত ও দেশবহিষ্কৃত হইয়া পরিশেষে বিপক্ষেরদের বৃত্তিভোগী হইলেন। ত্র্যম্বকজী দাংলিয়া ইঙ্গল ণ্ডীয়েরদের সঙ্গে কোন এক নিয়ম করিতে ইচ্ছুক হওয়াতে ইঙ্গ লণ্ডীয়েরা কহিলেন যে তোমার প্রাণমাত্র রক্ষণ হইবে অপর আ নুকূল্য কিছু হইবে না পরে ত্র্যম্বকজী আপনার অধীন যে গ্রাম

ছিল তাহাতে কিয়ৎ কালপর্য্যন্ত গোপনে থাকিল কিন্তু জুলাই মাসে এলফিনিষ্টন সাহেব তাহাকে ধৃত করিয়া প্রথমতঃ কিছুকাল তালাস্থানে বদ্ধ রাখিয়া পরে চণ্ডাল গড়ে কয়েদ রাখিলেন। অনন্তর রাইগড় কিল্লাতে বাজিরাওর স্ত্রী পীড়িতা হইলেন অতএব যে পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্বামির নিকট প্রেরণ না করা গেল সেপর্য্যন্ত রেসিডেণ্ট সাহেব অনুগ্রহ করিয়া প্রাচীন এক রাজবাটীতে রাখিলেন। তৎপরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে কোন যুদ্ধকরণক্ষম ব্যক্তি দৃষ্ট হইল না কিন্তু মে মাসের শেষে পেঁসোআর রাজ্যের মধ্যে কোন কিল্লা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে সমর্পিত না হয়। কিন্তু যে আরবীয়েরদিগকে তাহারদের দেশহইতে বাজিরাও আনাইয়াছিলেন তাহারদের সঙ্গে কিছু লটখট্ বাধিল এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাহারদিগকে একেবারে দেশহইতে বহিষ্কৃত করিতে স্থির করিয়াছিলেন।

ঐ আরবীয়েরদিগকে বাজিরাও অনেক জায়গীর দিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা তদ্দেশে নানা উৎপাত আরম্ভ করাতে প্রজাগণ তাহারদিগের হস্তহইতে মুক্ত হওনের আকাঙ্খী ছিল। পরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন যে এইক্ষণে তোমারদের অধিকার ও কিল্লাপ্রভৃতি আমারদিগকে সমর্পণ করিলে আমরা নিজ খরচে তোমারদিগকে স্বদেশে পঁহুছাইয়া দিব কিন্তু আরবীয়েরা যদি ইহাতে স্বীকৃত হয় তবে অনেক আয়াসে যে সকল দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা একেবারে হস্তান্তর হয় এবং উত্তর কালে তদ্বিষয়ে আর ভরসা থাকে না ইহা বোধ করিয়া প্রাণপণে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে তাহারা যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিল। মে মাসের মধ্যকালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা খাণ্ডেশ অধিকার করণে প্রবৃত্ত হন এবং কর্ণল মেকডৌয়াল সাহেব তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। আরবীয়েরা অন্যং স্থান ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত দুরাক্রমণীয় মালিগ্রামে আপনারদের সৈন্যসকল সংগ্রহ করিয়াছিল তাহারদের ঐ স্থান অধিকাররূপ প্রাপ্তির পূর্ব্বে যিনি জায়গীরদার ছিলেন অর্থাৎ রাজাবাহাদুর তিনি আসিয়া কর্ণল সাহেবকে কহিলেন যে আমি আপনারদের মি

তাস্ত স পক্ষ কিন্তু আরবীয়েরা আমাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। পরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ছাউনিতে আসিয়া তিনি আরো কহিলেন যে গড়ের মধ্যে নিযুক্ত সৈন্যরা তোমারদের মিত্রতাচরণকরণেচ্ছু এমত বোধ হইতেছে কিন্তু পেট্টা অর্থাৎ গড়ের তলস্থিত দুর্গে যে আরবীয়েরা আছে তাহারা অত্যন্ত প্রবল অতএব তাহারদিগের ভয়ে ঐ সৈন্যেরা কিছু করিতে পারে না আমার পরামর্শ এই যে গড়ের ও পেট্টার মধ্যস্থানে অবস্থিতি করেন এতদর্থে কর্ণল ব্রিগসসাহেরকে সসৈন্য প্রেরণ করুন কিন্তু জেনরল সাহেবের এতদ্রূপ শঙ্কাজনক স্থানে কদাচ সৈন্যস্থাপন করা পরামর্শসিদ্ধ হইল না। অতএব রাজা বাহাদুর যাথার্থ্য কি কাপট্যরূপে এতদ্রূপ পরামর্শ দিতেছেন ইহা নিশ্চয় করণার্থ জেনরল সাহেব তাহাকে কহিলেন যে আমারদিগের কএক ঝুণ্ডু সৈন্যকে গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেউন কিন্তু ইহা তাহারা হেয় বোধ করাতে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যাধ্যক্ষ জ্ঞান করিলেন যে ইহারা কেবল আমারদের সঙ্গে কাপট্য ব্যবহার করিতেছে। অপর ১৮ মে তারিখে সেনাপতি সাহেব তোপ পাতিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহারদের কর্ম্ম সম্পন্ন না হইতেং আরবীয় সৈন্যেরা কিল্লা বহির্গত হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয় কর্ম্মকারক সিপাহীরদিগকে তাড়িয়া দিল। কর্ণল সাহেব ইহা দেখিয়া ঐ তাড়িত সৈন্যেরদের সাহায্যকরণার্থ স্বীয় তাবৎ সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং অনেক কাল যুদ্ধের পর বিপক্ষেরা নিরাকৃত হইয়া পুনর্ব্বার গড়ে আশ্রয় লইল। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পক্ষে কেবল এক জন সেনাপতি লেপ্টেনন্ত ডজ সাহেব মারা পড়িলেন কিন্তু সেনাপতিরদের মধ্যে তিনি অতিবিজ্ঞ বিচক্ষণ ছিলেন অতএব তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই শোকার্ণবে মগ্ন হইলেন। ইত্যাদি ব্যাপার দ্বারা কর্ণল সাহেব দেখিলেন যে ঐ মালিগ্রাম অতিশীঘ্র আক্রম্য নয় অতএব ইতস্ততঃ যে সকল ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য ছিল তাহারদিগকে আনাইলেন। ২৮ মে তারিখে এমত সম্বাদ হইল যে ভিত্তি এতাদৃশ ভেদিত হইয়াছে যে তাহাতে প্রবেশ করা যায় তৎকালে সৈন্যেরদের বারুদ প্রভৃতি প্রায় শেষ হইয়া আইল ইহা দেখিয়া কর্ণল সাহেবঐ ভেদি

র স্থানদিয়া প্রবেশ করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু তৎকর্ম্মে তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না যেহেতুক আরবীয়েরা ঐ ভেদিত স্থানের ইতস্ততঃ অতিশীঘ্র এমত দৃঢ় করে যে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা প্রবেশ করিবামাত্র অগ্রগামি নাটর সাহেব প্রথমতই মারা পড়িলেন এবং তদ্দ্বারা নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হওন দুঃসাধ্য বোধ হওয়াতে সৈন্যেরা ফিরিয়া আইল। এতদ্রূপ অকৃতকার্য্য হইয়া এবং আপনারদের শিবিরে বারুদপ্রভৃতি নাই ইহা জানিয়াও কর্ণল সাহেব এমত পণ করিলেন যে আমি এই স্থান অধিকার না করিয়া কদাচ ফিরিব না অতএব মলিগ্রাম স্বীয় সৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ করিয়া চতুর্দিকস্থ অন্যং ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি সাহেবেরদের স্থানে আহারীয় দ্রব্য ও সৈন্য ও যুদ্ধ সরঞ্জামপ্রভৃতি প্রেরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

ইতিমধ্যে জেনরল স্মিথ সাহেব সিরুড়ে পঁহুছিয়া আহমদ নগরহইতে তোপ ও যুদ্ধের সরঞ্জামপ্রভৃতি মালিগ্রামে প্রেরণ করিলেন এবং ঐ সকল সরঞ্জাম ৯ জুন তারিখে সেইস্থানে পঁহুছিলে ১১ তারিখে অতিপ্রত্যূষে নয়টা বোমহইতে অবিরত গোলাক্ষেপ হইতে লাগিল কিল্লার মধ্যে বারুদ খানা কোন্ স্থান তাহা ইঙ্গলণ্ডীয়েরা চরের দ্বারা অবধারণপূর্ব্বক সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া তিনশত বোমের গোলাক্ষেপ করিলে পরিশেষে তাহাতে অগ্নিসংযোগ হইল তদ্দ্বারা ঐ বারুদখানা একেবারে উড়িয়া গেল এবং ঐ পর্ব্বতের বৃহৎকোংশ ফাটিয়া গিয়া তচ্চতুর্দিগস্থ লোক সকল মারা পড়িল তাহাতে আরবীয়েরা একেবারে হতাশ হয় এবং তাহারা ১২ জুনে দুই জন জমাদারকে প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলু যে কিরূপ নিয়ম হইলে আমারদিগকে কিল্লা সমপণ করিতে অনুমতি দেন সাহেব উত্তর করিলেন যে কিছু নিয়ম করিব না অমনিই সমর্পণ করিতে হইবে। ১৩ তারিখে কিল্লাদার কর্ণল মেকডৌয়াল সাহেবের নিকটে আসিয়া কহিলেন যে আমরা এইক্ষণেই কিল্লা সমর্পণ করিতে প্রস্তুত কিন্তু আমারদের প্রাণ রক্ষাপাওনের এক একরার লিখিয়া দিতে হইবে কর্ণল সাহেব কহিলেন যে তোমারদের প্রাণ রক্ষা পাইবে এবং

তোমারদের সঙ্গে আর কোন কঠিন ব্যবহারও আমরা করিব না ইহা লিখিয়া দেওনের কোন বাধা নাই। অপর কর্ণল সাহেব ত দ্দেশীয় ভাষানভিজ্ঞপ্রযুক্ত এক জন মহারাষ্ট্রীয় মুন্সির দ্বারা ঐ একরার লেখাইলেন কিন্তু অনবধানে বা শঠতা করিয়া মুন্সি এই লিখিলেন যে আরবীয় সৈন্যেরদের যাহাতে পরমোপকার হয় এমত কর্ণল সাহেব করিবেন এবং তাহারদের বাকীবেতনের বিষয়েও শ্রীযুতের নিকটে অনুরোধ করিবেন এবং আঘাতি ব্যক্তিরদিগকে যথোচিত ভরণপোষণ ও ঔষধাদি দিবেন এবং আরবীয়েরা যথায় যাইতে চাহে তথায় তাহারদিগকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা স্বীয় খরচে পাঠাইবেন এবং যেপর্য্যন্ত তাহারদিগকে না পাঠান যায় সেপর্য্যন্ত এমত ব্যবহার করিবেন যে তাহারদের কোন বিষয়ের অপ্রতুল থাকিবে না কর্ণল সাহেব ইহার কিছুমাত্র না বুঝিয়া অমনি ঐ একরারে স্বাক্ষর করিলেন। পর দিবসে ঐ কিল্লাস্থ তিন শত আরবীয় এবং ষাইট জন হিন্দুস্থানী কিল্লার বাহিরে আসিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সম্মুখে অস্ত্রশস্ত্র তাবৎ স্থাপন করিল। পরে কর্ণল সাহেব যখন তাহারদিগকে কয়েদ করিতে আজ্ঞা দিলেন তখন কাপ্তান বৃিগস্‌সাহেব কহিলেন আপনি যে একরার লিখিয়া দিয়াছেন তাহাতে কি প্রকারে তাহারদিগকে কয়েদ করিতে পারেন কর্ণল সাহেব উত্তর করিলেন যে কিল্লা আমাকে সমর্পণ করিলে তাহারদের প্রতি কিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশ করা যাইবে আমি এই মাত্র লিখিয়া দিয়াছি। পরে এলফিনিষ্টন সাহেবের নিকটে এতদ্বিষয় জিজ্ঞাস্য হইলে তিনি কহিলেন যে যদ্যপি ভ্রমপ্রযুক্ত এতদ্রূপ একরার লিখিত হইয়াছে তথাপি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সম্ভ্রমে কলঙ্ক লেশ স্পর্শ না হয় এতদর্থ একরারে লিখিত নিয়ম তাবৎ পূর্ণ অবশ্য করিতে হইবে অতএব ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আপনারদের ভাণ্ডারহইতে তাহারদিগকে তাবৎ বাকী বেতন দিলেন এবং তাহারা যে স্থানে যাইতে ইচ্ছুক হইল সে স্থানে পঁহুছনপর্য্যন্ত যথাযোগ্য তাহারদিগকে আহার ও পরিচ্ছদাদি দিলেন। এবম্প্রকারে বাজিরাও পেসোআর যুদ্ধ বিবরণ সমাপ্ত হইল।

[২৫ অধ্যায়।] [১৮১৮ সাল।]

২৬ অধ্যায়।

অপর বাজিরাওর বিশ্বাসঘাতকতা কর্ম্ম করণাবধি তাঁহার তৎ কর্ম্মের প্রতিফল দেওনপর্য্যন্ত যে সকল ব্যাপার হয় তাহা অবিকল অবিচ্ছেদে কথনপ্রযুক্ত তৎসমকালীন অন্য২ স্থানে যে সকল ব্যাপার হয় তৎ প্রস্তাবের অবকাশ ছিল না অতএব এইক্ষণে তাহার প্রসঙ্গ করি।

হোলকার ও পেসোআ ও নাগপুরের রাজার সহিত যুদ্ধে যদ্রূপ ইঙ্গলণ্ডীয়েরা কৃতকার্য্য হইলেন তদ্দৃষ্টে জানুআরি মাসের মধ্য সময়ে তাবল্লোকের এই বোধ হইল যে লার্ড হেষ্টিংস সাহেব দক্ষিণ দেশের বিষয়ে যে বন্দোবস্ত করিবেন তাহা আমারদিগের অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমীর খাঁ ইহার পূর্ব্বে এক সন্ধিপত্র স্বীকার করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহার নিয়মসকল তিনি পূর্ণ করেন নাই পরন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এতদ্রূপ কৃতকার্য্য তাদৃষ্টে তাহা অবশ্য পূর্ণ করিতে হইবে এমত তাঁহারও বোধ হইল। কিন্তু আমীর খাঁর সরদারেরদের এমত বোধ জন্মিল না যেহেতুক ঐ সন্ধিপত্রের নিয়মে কেবল আমীর খাঁরই উপকার কিন্তু সরদারেরদের তাদৃশ উপকার নাই এপ্রযুক্ত তাহারা তাহাতে সম্মত হইল না।

অতএব সরদারেরা নিতান্ত অবাধ্য না হন এতদর্থ তাঁহারদিগকে আমীর খাঁ নিত্য ভোঁগাদিয়া রাখিতেন এবং দিল্লীতে তাঁহার যে উকীল ছিল তাঁহাকে কহিলেন যে সন্ধির আন্দোলন বিষয়ে সরদারেরদের যাহাতে সন্তুষ্টি জন্মে এমত নিত্য আমাকে পত্র লিখিবা পরে তত্তৎ পত্র সরদারেরদিগকে দর্শাইয়া থামাইয়া রাখিলেন। অনন্তর ১৮ দিসেম্বরে যখন সরদারেরদের সমভিব্যাহারে সর ডেবিড অক্তোরলোনি সাহেবের নিকটে আমীর খাঁ ঐ

সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরকরণার্থ গমন করিলেন তখন কহিলেন যে দি ল্লীতে মেটকাপ সাহেব আমার উকীলের সহিত সরদারেরদের জায়গীর দেওনের বিষয়ে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা এই সন্ধিপত্রে দৃষ্ট হইতেছে না। পাঠান জাতীয়েরদের যেরূপ স্বাভাবিক শঠতা তাহা অক্তোরলোনি সাহেবের সুগোচর ছিল এবং ইহারপূর্ব্বে সন্ধিপত্রের বিষয়ে যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল তাহা মেটকাপ সাহেব তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়াছি লেন অতএব তিনি এই উত্তর করিলেন যে এতদ্রূপ অঙ্গীকার মেট কাপ সাহেব কখন করেন নাই। যে সন্ধিপত্রে তুমি স্বীকৃত হইয়াছ তাহাতে তোমার স্বাক্ষর করণার্থ আমি আসিয়াছি অতএব তাহা স্বাক্ষর করিতে হয় কর নতুবা আমারদিগের সৈন্য প্রস্তুত। ইহা শুনিয়া তৎপর দিবসে আমীর খাঁ সন্ধিপত্র স্বাক্ষর ও মোহরাঙ্কিত করিয়া সর ডেবিড অক্তোরলোনি সাহেবের শি বিরে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন।

তথাপি তাঁহার সরদারেরা আপনারদের কামানপ্রভৃতি সম র্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। প্রত্যেক ঝুণ্ডু সৈন্য এবং সঙ্গের তোপপ্রভৃতি প্রত্যেক জন সরদারেরদের নিজের এমত তাঁহার দের জ্ঞান ছিল এবং আমীর খাঁর নৈপুণ্যদ্বারা কৃতকার্য্য হও নের এবং লুঠে প্রাপ্তির অধিক সম্ভাবনা ইহা ভাবিয়া সরদারেরা আমীর খাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতেন আমীর খাঁকে ইঙ্গ লণ্ডীয়েরা কেবল পাঁচলক্ষ টাকা নগদ দিয়াছিলেন ইহাতে অনা য়াসে বোধ হয় যে তাঁহার যে বহুসংখ্যক সৈন্যেরা অনেক কালাবধি লুঠে কাল যাপন করিয়াছিল তাহারা এইক্ষণে ঐ পরিমিত টাকা পাইয়া স্বং জীবনোপায়রূপ অস্ত্রত্যাগ করিবে ইহা সম্ভব হয় না। এইপ্রযুক্ত সরদারং ও সৈন্যেরা তাহাতে বহুকালাবধি অস্বীকৃত থাকিল কোন প্রকারে কামানপ্রভৃতি অ র্পণ করিল না। তাহাতে সর ডেবিড অক্তোরলোনি সাহেবের স্বীয় সৈন্যেরদিগকে যাত্রা করাইয়া পাঠান সৈন্যেরদের দলদ্ব য়ের মধ্যস্থানে শিবির স্থাপন করিতে হইল ঐ দুই দলের অধিপ তি মহতব খাঁ ও রাজা বাহাদুর তাঁহারা ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের

আগমনেতে ভীত হইয়া জানুআরি মাসে সর ডেবিড অক্তোর লোনি সাহেবকে আপনারদের কামানপ্রভৃতি অর্পণ করিলেন কিন্তু যমশির খাঁ মার্চ মাসপর্য্যন্ত অবাধ্য থাকিলেন এবং ঐ মাসে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা তাঁহারদের প্রতি আসিতেছে কেবল ইহা দেখিয়াই আপনারদের কামানপ্রভৃতি তাঁহারদিগকে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। অপর তাহারদের স্থানে কামানপ্রভৃতি পাওয়া এক প্রকার সহজ বটে কিন্তু তাহারদিগকে একেবারে যুদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া অন্যং শান্তিব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করা দুঃসাধ্য। ঐ সৈন্যেরা এইবোধ করিল যে আমারা যদি স্বং আচার ব্যবহার এইক্ষণে ত্যাগ করি তবে আমারদের আর জীবনোপায় কি অনাহারেই মারা পড়িব এইপ্রযুক্ত তাহারা আমীর খাঁকে চতুর্দ্দিগে ঘেরিয়া নানা মিনতিদ্বারা উত্ত্যক্ত করিতে লাগিল এবং তিনি যথাসাধ্য তাহারদিগকে থামাইয়া রাখণের উদ্যোগের ত্রুটি করিলেন না কিন্তু ঐ উদ্যোগসকল নিষ্ফল দেখিয়া তিনি পলায়ন করত কোটার রাজা জালিম সিংহের এক গড়ে আশ্রয় লইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পুত্র পূর্ব্বোক্ত সন্ধিপত্রের জামীন স্বরূপ দিল্লীহইতে আসিয়া সর ডেবিড অক্তোরলোনি সাহেবের হস্তে সমর্পিত হইলেন ঐ সৈন্যেরদের অবাধ্যতাতে আমীর খাঁর প্রতি যে কোন দোষ অর্হে সর ডেবিড অক্তোরলোনি সাহেবের কখন এমত বোধ ছিল না।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব ইহার পূর্ব্বে মনে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে এত অস্ত্রধারি ব্যক্তিরদের জীবনোপায় একেবারে নষ্ট করিয়া তাহারদিগকে হতাশ করা পরামর্শসিদ্ধ নয় যেকারণে তাহারা দেশের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হইয়া নানা উৎপাত করিতে পারে অতএব তিনি পূর্ব্বেই নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে তাহারা উপযুক্তমতে নম্র হইলেই তাহারদের অনেককে বেতন দিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যান্তঃপাতী করা যাইবে। অপর এই কর্ম্ম সম্পন্ন করণের ভার তিনি সর ডেবিড় অক্তোরলোনি সাহেবকে অর্পণ করিলেন। এতদ্দেশীয় লোকেরদের আচার ব্যবহার ও ভাবজ্ঞ ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের সঙ্গে কর্ম্ম করিতে তিনি

য়াদৃশ নিপুণ তত্তুল্য অপর ব্যক্তি দুর্লভ। শ্রীযুতের এতদ্রূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে জানুআরি মাসে সর ডেবিড অক্তোরলোনি সাহেব এই প্রস্তাব করিলেন যে পাঠান সৈন্যেরদের মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট আট দল সৈন্য এবং তিন হাজার অশ্বারূঢ় বেতনভোগী করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যভুক্ত কর। ইহারদিগকে লইয়া তিনি সর্ব্বসুদ্ধ চারি ঝুণ্ড সৈন্য নিরূপণ করিলেন এবং তাহারদের উপর ইউরোপীয় সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নানা প্রদেশ রক্ষাকরণের ভার দিলেন এবং তাহারদের দ্বারা অনেক সুফল দর্শিল। প্রথমতঃ তাহারদের বিষয়ে সুতরাং খরচের বাহুল্য হইল কিন্তু ঐ সৈন্যেরদের মধ্যএক জনের মরণোত্তর অপরকে গ্রহণ করিতে নিষেধ অতএব সে খরচের ক্রমেং লাঘব হইতে লাগিল। এতদ্রূপে সর ডেবিড অক্তোরলোনি সাহেবের বিজ্ঞতাপ্রযুক্ত আমীর খাঁর যে প্রায় অগণ্য সৈন্যেরদিগকে দমনার্থ মহাদল সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইত তাহা না হইয়া গোলাক্ষেপব্যতিরেকে অমনিই তাহারা আয়ত্ত হইল তাহারদের তোপপ্রভৃতি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকৃতএবং উৎকৃষ্ট সৈন্য তাবৎ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যভুক্ত হইল এবং রেজা সৈন্য যত সব বিদায় হইয়া সুতরাং তাহারা দেশের কিছু অহিতাচার করিতে পারিল না।

অপর সর্ব্ববিষয়ে শান্তিহওনের এতদ্রূপ সম্ভাবনা দেখিয়া লার্ড হেষ্টিংস সাহেব ফেব্রুআরি মাসের মধ্যকালে রণস্থলে সংগৃহীত সৈন্যেরদিগকে শিবিরে প্রেরণ করিলে কিছু অনিষ্ট হইবে না অথচ ব্যয়ের লাঘব হইবে ইহা বুঝিয়া তাঁহার নিজ অধীনে যে সৈন্য ছিল তাহারদের কতককে শিবিরে প্রেরণ করিলেন অপর কতককে রণস্থলে যেং দল না রাখিলে নয় তদ্দলভুক্ত করিয়া রাখিলেন। তৎসময়েও সিন্ধিয়া এমত বাধ্য যে সে অঞ্চলে কোন সঙ্কটের সম্ভাবনা ছিল না। মিহদ্‌পুরে হোলকারের সৈন্যেরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্ত্তৃক যদ্রূপ পরাজিত হয় তদ্দৃষ্টে সিন্ধিয়ার মনোমধ্যে এমত উদয় হইল যে শ্রীযুত যাহা বলিবেন তাহাই আমার অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে অতএব গড়গয়লিয়

রে কৃত সন্ধিপত্রে সিন্ধিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সাহায্যার্থ যে সৈন্য প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন তাহা প্রেরণ করিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। কিন্তু প্রহরীস্বরূপ ইঙ্গলণ্ডীয় যে সকল সৈন্য নিযুক্ত ছিল তাহারদিগকে তত্তৎস্থানহইতে উঠাই য়া প্রেরণকরণের পূর্ব্বে উত্তরকালে মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের মধ্যে যে ফেরফার করিতে শ্রীযুত স্থির করিয়াছিলেন তাহাতে সিন্ধিয়াকে সম্মত করিতে উপযুক্ত বোধ করিলেন। অতএব তাঁহার নিকটে শ্রীযুত এই প্রস্তাব করিলেন যে রজপুতানা দেশের মধ্যে মহারা ষ্ট্রীয়েরদের কিছু বাধ্যতা না থাকে এতদর্থ ঐ দেশ ইঙ্গলণ্ডীয়ের দিগকে দিতে হইবে এবং ভূপালের অঞ্চলের ব্যাপারে তাঁহারা কিছু হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন এনিমিত্ত ইসলাম নগর দিতে হইবে এবং বুণ্ডির অঞ্চলে সিন্ধিয়ার যে দাওয়া তাহা ত্যাগকরি বেন এবং ঐ দাওয়া বলিয়া তিনি যে দেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা ফিরিয়া দিতে হইবে। অপর শ্রীযুত তাঁহাকে আরো কহিলেন যে বাজিরাওর সহচর হইয়া বিনসরকার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন তদপরাধে তাঁহার যে সকল প্রদেশ বাজেআপ্ত হইয়া ছে তত্তৎ প্রদেশের কতক তোমাকে এই সকল স্থানের বিনিময়ে দেওয়াযাইবে বাস্তবিক সিন্ধিয়ার পূর্ব্বোক্ত প্রদেশাপেক্ষা বিনসর কারের অধিকার উত্তম এইপ্রযুক্ত সিন্ধিয়া তাহাতে কিছু প্রতিব ন্ধক না হইয়া সম্মত হইলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীযুত বিবেচনা করিলেন যে এইক্ষণে সিন্ধিয়ার দেশমধ্যে যে সৈন্য নিযুক্ত আছে তাহারদিগকে উঠাইয়া লওনের কিছু বাধা নাই।

পুণ্য নগরে কৃত শেষ সন্ধিতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সাগর দেশে প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইলেন অতএব সেপ্তেম্বর মাসে তদ্দেশাধ্যক্ষ বিনায়ক রাও কে এইআজ্ঞা হইল যেন্তুমি আপন দেশ যে২ নিয়মে প্রাপ্ত হইয়া ছিলা সেই নিয়মসকল পূর্ণ করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে ছয় শত ছেষট্টি অশ্বারূঢ় যোগাইয়া দেও এবং বার্ষিক লক্ষ টাকা কর দেও কিন্তু তিনি এইউভয়ের কিছু স্বীকার না করিয়া বরং ইঙ্গল ণ্ডীয় সৈন্যেরা যখন তাঁহার দেশদিয়া গমন করে তখন তাহার দের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করেন। অপর শ্রীযুত অন্যান্য শত্রুসকল

দমন হইলে বিনায়ক রাওকে ঐ কুব্যাবহারের প্রতিফল দেও নার্থ নিশ্চয় করিলেন। ফেব্রুআরি মাসেরমধ্য কালে সাগরের রাজধানীর প্রতিকূলে সসৈন্য যাত্রা করিয়া তাহা অধিকার করিতেজেনরল মার্সাল সাহেবের প্রতি আজ্ঞা হয়। তদ্দেশের বিষয়ে শ্রীযুত এই স্থির করিয়াছিলেন যে ঐ দেশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের খাসে থাকিবে এবং তাহার রাজস্ব এতদ্রূপে বিলি হইবে যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে দাতব্য কর লক্ষ টাকাও ছয় শত ছেষট্টিঅশ্বারূঢ়ের বেতন এবং অন্যান্য সৈন্যসম্পর্কীয় খরচের নিমিত্ত এক লক্ষ যাইট হাজার টাকা নির্দ্ধারিত হইবে। বিনায়ক রাওর এবং পূর্ব্বাধিপতির বিধবা রুক্মা বাইর ভরণপোষণার্থ আড়াই লক্ষ টাকা স্থির হইল এতদতিরিক্ত যত টাকা বাঁচিবে তাহা তদ্দেশের পুরুষানুক্রমিক জালাউনের প্রাচীন অধিপতিকে দেওয়া যাইবে।

জেনরল মার্সাল সাহেব ৮ মার্চে সাগরের সম্মুখে পঁহুছিলেন এবং বিনায়ক রাও তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে স্বীয় অক্ষমতা জানিয়া তাহার তিন দিবসের পর নগর অর্পণ করিলেন এবং ঐ মাসের মধ্যেই তাবদধিকার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকৃত হইল। তৎপরে জেনরল মার্সাল সাহেব আপা সাহেবের ধামুনিনামক এক কিল্লার প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন এবং স্বীয় ভিত্তিভেদক তোপ তৎসম্মুখে পাতিয়া গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিলে ২৪ মার্চে সেস্থানও তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। তদনন্তর তিনি নর্ম্মদা নদীর তীরে মণ্ডিলাগড়ের প্রতিকূলে যাত্রাকরিলেন ২৬ আপ্রিলে দুই শ্রেণী তোপহইতে ঐ কিল্লার প্রতি গোলাক্ষেপ হইতে লাগিলপরে ভিত্তিভেদিত হইলে তাহা আক্রমণ করিতে সৈন্যেরদের প্রতি আজ্ঞা হয় তাহাতে মণ্ডিলানগর তৎক্ষণাৎ আক্রান্ত হইল এবং তন্মধ্যস্থ সৈন্যেরা কিল্লার মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইলে তাহাও তৎপরদিবসে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হয় কিল্লাদার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে ঐ নগর সমর্পণ করিতে ত্রুটির অপরাধে বিচারিত হইলেন কিন্তু আপা সাহেবের এমত এক লিখিত পত্র তিনি দর্শাইলেন তাহাতে এই লিখিত ছিল যে আমার বিশেষাজ্ঞাব্যতিরেকে কিল্লা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিবা না তদ্দৃষ্টে কিল্লাদার

নির্দোষী কৃত হইলেন। ইহার পর রণস্থলে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদি গকে রাখণের তাদৃশ আবশ্যক নাই দেখিয়া সর তামস হিসলপ সাহেবকে শ্রীযুত আজ্ঞা করিলেন যে মান্দ্রাজের সৈন্যেরদিগকে এইক্ষণে স্বং স্থানে প্রেরণ কর তাহাতে হিসলপ সাহেব কতক সৈন্য অন্যং দলভুক্ত করিয়া অবশিষ্ট সঙ্গে লইয়া স্থলপথে মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে মন্দেশ্বর স্থানে নর্ম্মদা নদী উত্তীর্ণ হইয়া ২২ ফেব্রুআরিতে সিন্দুয়া ঘাটে পঁহুছেন। এবং তথাহইতে ২৭ তারিখে তপ্তি নদীর তীরে তালনেরে পঁহুছেন হোলকারের সহিত সংপ্রতি যে সন্ধি হয় তাহাতে ঐ তালনের ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে প্রদত্ত হয় এবং কিল্লাদারের উপর ঐ স্থান তাঁহারদিগকে অর্পণ করণের আজ্ঞাপত্র তৎসময়ে জেনরল হিসলপ সাহেবের নিকটে ছিল।

যখন ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা তালনেরে পঁহুছে তখন কিল্লাদার তাহারদিগকে কিল্লা সমর্পণ না করিয়া বরং তাঁহারদের প্রতি গোলাক্ষেপ করিতে লাগিলেন তাহাতে জেনরল সাহেব বারম্বার তাঁহাকে কহিয়া পাঠাইলেন যে এতদ্রূপ ব্যাপার যদি তুমি কর তবে রাজবিদ্রোহির ন্যায় জ্ঞান করিয়া আমরা তাহার উপযুক্ত প্রতিফল তোমাকে দিব ইহা শুনিয়াও তিনি গোলাক্ষেপ করিতে ছাড়িলেন না। তাহাতে সর তামস হিসলপ সাহেব গড়ের তলস্থ নগর আয়ত্তকরণপূর্ব্বক তোপ পাতিয়া গড়ের উপর গোলাক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। অপরাহ্ণে কিল্লার দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিতে সাহেবেরা নিশ্চয় করিলেন কিন্তু তাহার অতিসন্নিহিতে তোপ আকৃষ্ট হইলে এই দৃষ্ট হইল যে পূর্ব্ব দিবসের গোলাক্ষেপেতে ভিত্তি এমত ভগ্ন হইয়াছে যে অনায়াসে তাহা উল্লঙ্ঘন করা যায়। অতএব আপনারদের তোপ বাহিরে রাখিয়া ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা কিল্লার দ্বিতীয় দ্বারপর্য্যন্ত পঁহুছিল ঐ দ্বার মুক্ত দেখিয়া ভিতরে গমন করিল। তৃতীয় দ্বারে পঁহুছিলে কিল্লাদার এবং কতক বণিক্ তন্নিকবর্ত্তি একটা ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বাহিরে আসিয়া ঐ স্থান তাঁহারদিগকে সমর্পণকরণের প্রস্তাব করিলেন। তৎপরে তৃতীয় চতুর্থ দ্বার মুক্ত হইল

অনন্তর পঞ্চম অর্থাৎ কিল্লার প্রকৃত দ্বারপর্য্যন্ত তাহারা পহুছিল কিন্তু ঐ দ্বার রুদ্ধ ছিল এবং তন্মধ্যস্থিত সৈন্যেরা ইঙ্গলণ্ডীয়ের দের আগমনেতে বিরক্ত হইয়া কহিল যে আমারদের সঙ্গে কোন নিয়ম না করিলে দ্বার মুক্ত করিব না কিঞ্চিৎ কথোপকথনান্তর ঐ দ্বার মুক্ত হইলে পাঁচ জন সেনাপতি এবং বার জন গোরা সিপাহী তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাহার ভিতরে যে আরবীয়েরা ছিল তাহারদের ভাষা দুর্ভাগ্যক্রমে কেহই বুঝিতে পারিল না। তাহারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া এবং এইক্ষণেই উদ্যোগ না করিলে সর্ব্বস্ব গেল ইহা বুঝিয়া রাগোন্মত্ততাপূর্ব্বক প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিল এবং যে অল্পসংখ্যক সাহেব প্রভৃতি কিল্লার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহারদের উপর বর্শা ছুরি তলওয়ার প্রভৃতি যাহা পাইল তাহা লইয়া আঘাত করিতে লাগিল তাহাতে মেজর গার্ডন সাহেব ও কাপ্তান মাগ্রিগর সাহেব তৎক্ষণাৎ মারা পড়েন এবং অবশিষ্ট তিন জন সেনাপতি সাহেব আঘাতী হন এবং আর যত সৈন্য প্রবেশ করিয়াছিল তাহারা এমত আঘাতী হয় যে একেবারে কর্ম্মাক্ষম হইল। কিন্তু অন্যং ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা ধাবমান হইয়া কিল্লার মধ্যে প্রবেশ করিল তাহাতে আরবীয়েরা তাড়িত হইয়া নিকটবর্ত্তি গৃহে আশ্রয় লইল এবং অবশেষে তাহারা সকলেই অর্থাৎ তিনশত লোক সংহার হয়। তৎপরদিবস পূর্ব্বাহ্নে কিল্লাদার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে বলিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক ফাঁসী পাইল কিন্তু বড়সাহেব তাহার ফাঁসীর বার্ত্তা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং ইঙ্গলণ্ডদেশেও তদ্বিষয় অতি অন্যায় হইয়াছে বলিয়া জেনরল সাহেবের প্রতি দোষ অর্পিত হইল।

এইক্ষণে আপা সাহেবের বিষয়ের বিবরণ প্রস্তাব্য। যে কালে আপা সাহেব স্বীয় রাজবাটীতে প্রত্যাগত হন তদবধি যুদ্ধ সমাপন পর্য্যন্ত তাবদ্বৃত্তান্ত প্রসঙ্গ করি। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ৯ জানুআরিতে শ্রীযুত গবরনর জেনরলের অনুমতিতে আপা সাহেব প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় বাটীতে আসিয়া পুনর্ব্বার রাজদণ্ড ধারণ করেন। ইহার পূর্ব্বে আপা সাহেব ও বাজিরাওর সঙ্গে যে

কথোপকথন তাহা নারায়ণ পণ্ডিতের দ্বারা হয় অতএব ইঙ্গল ণ্ডীয়েরদের সপক্ষপ্রযুক্ত পুরস্কারস্বরূপ নারায়ণ পণ্ডিতকে রেসি ডেণ্ট সাহেব রাজকর্ম্মে দ্বিতীয় গণ্য অথবা পেস্কারী কর্ম্মে নি যুক্ত করিলেন কিন্তু নাগোপণ্ডিত আপা সাহেবের বিশ্বাস পাত্রহ ওয়াতে তিনি তাঁহাকে দেওয়ানী কর্ম্মে রাখিলেন রামচন্দ্র ও য়াকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন না। কিন্তু আপা সাহেব এতদ্রূপে বৃটিস গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক পুনর্ব্বার গদীতে স্থাপিত হইলেও প্রায় তৎক্ষণাৎ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রাতিকূল্যে পুনর্ব্বার কুমন্ত্রণা ক রিতে আরম্ভ করিলেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে যখন তিনি অ ত্যন্ত প্রবল দেখিলেন তখন যৎপরোনাস্তি বাধ্যতা স্বীকার করিলেন কিন্তু শঙ্কাপরিহর হইলে ঐ বাধ্যতার বিষয়ে লজ্জিত হইয়া আপনাকে প্রবল করিতে পুনর্ব্বার উদ্যুক্ত হইলেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পুনশ্চ বিশ্বাসপাত্র হইলে তাঁহার ভারি কল্প না সকল গোপনে রাখিতে পারিবেন এই অভিপ্রায়ে রেসিডেণ্ট সাহেব যেং নিয়ম তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। পরন্তু রেসিডেণ্ট সাহেবের ঘরে তিনি যে সময়ে বাস করিতেছিলেন নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরকরণের পূর্ব্বে অতিগোপনে প্রতারণা করিয়া গোন্দজাতীয় এবং অন্যা ন্য জঙ্গল ও পর্ব্বতনিবাসি সরদারেরদের নিকটে এই পত্র লি খিলেন যে তোমারা যথাসাধ্য ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে ক্লেশদিয়া তাহারদের আহারাদি দ্রব্য সংগ্রহকরণের বাধা জন্মাইবা। পরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করণসময়ে রেসিডেণ্ট সাহেব আপা সাহে বের এই সকল আজ্ঞা নিরর্থক করিতে আজ্ঞা না দেওয়াতে তিনি এই নিশ্চয় বোধ করিলেন যে সাহেব এতদ্বিষয় অবগত নহেন। এবং তৎপরে দৃষ্ট হইল যে তিনি মণ্ডিলা ও ধামুনি ও চৌড়াগড় যে সময়ে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন তৎসময়েই তত্তদ্দুর্গাধ্যক্ষেরদিগকে লিখিলেন যে কোন প্রকা রেই ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে কিল্লা দিবা না। অপর রাজবাটী তে পঁহুছনের নয় দিবস পরে বিশেষতঃ ১৮ জানুআরিতে তিনি চান্দার কিল্লাদারকে লিখিলেন যে তুমি অতি ত্বরায় আরবীয় সৈ

ন্যেরদিগকে বেতন দিয়া রাখ। অপর আরো দৃষ্ট হইল যে গণপতিরাও যখন আপা সাহেবের অবশিষ্ট ভগ্ন পদাতিক লইয়া চলিয়া গেলেন তখন তাঁহার সঙ্গি একজন অমাত্যের হস্তে আপা সাহেব এক রাজ মোহর দিয়া বাজিরাওর নিকটে প্রেরণ করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

অপর মণ্ডিলা ও চৌড়াগড়ের কিল্লাদারেরদের নিকটে তাঁহারদিগকে ও তাঁহারদের আনুষঙ্গিক লোকেরদিগকে বাকী বেতন দেওনের প্রস্তাব ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি সাহেব করিলে ও তাঁহারা যখন ঐ কিল্লা সমর্পণ করিতে স্বীকার করিলেন না তখন আপা সাহেবের শঠতার বিষয়ে জিনকিন্স সাহেবের সন্দেহ জন্মিল। এবং তিনি তাঁহারদিগকে বিপরীত আজ্ঞা করিয়াছেন ইহা চাহিয়া যে বিশ্বস্ত দূতেরা আপা সাহেবের দরবারহইতে নিত্য গতায়াত করিত তাহারদের কোন একজনকে ধৃত করিতে সতত চেষ্টিত হইলেন। আপা সাহেব নারায়ণ পণ্ডিতের সঙ্গে অপ্রত্যয়িরূপে ব্যবহার করিতেন এবং নাগোপণ্ডিত ও রামচন্দ্র ওয়ার সঙ্গে অতি বিশ্বাসরূপে পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তাহা যে অতি গোপনে রাখিতেন ইহা জিনকিন্স সাহেবের সুগোচর ছিল এবং নাগোপণ্ডিত দেওয়ানী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করত যাহারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিপক্ষ ছিল তাহারদের প্রতিই নিত্য অনুগ্রহ দর্শাইতেন। যখন জিনকিন্স সাহেব এতদ্বিষয় আপা সাহেবের নিকটে অভিযোগ করিলেন তখন আপা সাহেব কহিলেন যে দেওয়ানের বিশ্বস্ততার বিষয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করিতে পারি অতএব তাঁহার নামে কোন নালিশ শুনিব না। পরে জিনকিন্স সাহেব যখন দেখিলেন যে আপা সাহেব আপনার পরিজন ও টাকা কড়ি সকল নাগপুরে ফিরে না আনিয়া অতি সঙ্গোপনে চান্দাগড়ে ও অন্যান্য কিল্লাতে প্রেরণ করিয়াছেন তখন রেসিডেণ্টসাহেবের প্রবল সন্দেহ হইল ইত্যাদি সকলবিষয় বিবেচনা করিয়া জিনকিন্স সাহেব শ্রীযুতের নিকটে লিখিলেন যে এইক্ষণে আপা সাহেবের এতদ্রূপ ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে অতএব স্পষ্টত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরুদ্ধাচরণ করা দেখিলে আমার কি কর্ত্তব্য তাহা আজ্ঞা

করিবেন তাহাতে শ্রীযুত এই আজ্ঞা করিলেন যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে তুমি আপা সাহেবের কোন প্রাতিকূল্যব্যবহার না করিয়া কেবল তাঁহার মন্ত্রির প্রতি করিবা। ইতিমধ্যে চতুর্দ্দিগহইতে জিনকিন্স সাহেবের নিকটে এইসম্বাদ পঁহুছে যে আপা সাহেব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরুদ্ধে বাজিরাওর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন এবং গণপতিরাও তাঁহার সাহায্যার্থ সসৈন্য আগমন করিতেছেন অতএব তাঁহারদের কি গূঢ় পরামর্শ হইতেছে তাহার অনুসন্ধানার্থ জিনকিন্স সাহেব দ্বিগুণ যত্নবান্ হইলেন। তৎসময়ই তাঁহার নিকটে এই সম্বাদ পঁহুছে যে রামচন্দ্র ওয়া এইক্ষণে দুই জন বিশ্বস্ত দূত বাজিরাওর নিকটে প্রেরণ করিতেছেন অতএব ঐ দূত যেমন রামচন্দ্র ওয়ার ঘরহইতে বাহির হয় তেমনি জিনকিন্স সাহেবের হুকুমক্রমে ধৃত হইল তন্মধ্যে আত্মারামনামক এক ব্যক্তি ধৃত হইবামাত্র তাহার নিকটে আপা সাহেবের স্বাক্ষরী কৃত যে পত্র ছিল তাহা চিরিয়া ফেলিল তৎপর দিবসের সকালে যখন আপা সাহেব শুনিলেন যে দূতদ্বয় ধরা পড়িয়াছে তখন তিনি অতিব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহারদের স্থানে কোন পত্র পাওয়া গিয়াছিল কি না যখন পাওয়া যায় নাই শুনিলেন তখন অত্যাহ্লাদিত হইলেন। তৎসমকালীন রেসিডেণ্ট সাহেব অবগত হইলেন যে গণপতিরাও সসৈন্য নাগপুরে গমন করিতেছেন এবং পেসোআও তৎপশ্চাৎ২ আসিতেছেন এবং আপাসাহেব চান্দাগড়ে পলায়ন করিতে উদ্যত।

এতদ্রূপে বাজিরাওর সহিত আপা সাহেব যে নিতান্ত লিপ্ত ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলে এবং আপা সাহেব পলায়ন করিলে আমরা যে উদ্যোগ করিয়াছি তাহা তৎক্ষণাৎ নির্ম্মূল হইবে ইহা রেসিডেণ্ট সাহেব জানিয়া শ্রীযুতের আজ্ঞাপত্রের অপেক্ষা না করিয়া কর্ম্মের ঝুকী আপনার উপর লইয়া কোন এক পক্ষ অবলম্বন করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং আপা সাহেবকে বদ্ধ রাখিতে অবধারণ করিলেন। অতএব মৃত রঘুজী ভুসলার অতি প্রিয়া স্ত্রী বক্কা বাইর নিকটে লোক প্রেরণ করিয়া আপনার

ঐ মানস জ্ঞাপন করিলেন পরে ১৫ মার্চের অতি প্রত্যূষে আপা সাহেবের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে তোমার বিষয়ে আমার কিছু সন্দেহ হওয়াতে ঐ সন্দেহ দূর হওয়া পর্য্যন্ত আমার ঘরে আসিয়া তোমার বাস করা আবশ্যক যদ্যপি ইহাতে তুমি কিছু শৈথিল্য কর তবে অগত্যা তাহা বলপূর্ব্বক তোমাকে স্বীকার করাইতে হইবে। ঐ বক্কা বাই এতদ্বিষয়ে তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিলেও তিনি হঠাৎ তাহা স্বীকার করিলেন না তাহাতে জিন্‌কিন্স সাহেব এক দল সিপাহী প্রেরণ করিয়া আপা সাহেব ও নাগোপণ্ডিত ও রামচন্দ্র ওয়াকে ধরিয়া রেসিডেণ্টী ঘরে আনয়ন করিলেন। তথায় পঁহুছিয়া নাগোপণ্ডিত আপা সাহেবকে অনেক তিরস্কার করিয়া কহিলেন যে এইক্ষণে আমারদিগের সর্ব্বনাশের মূল তুমি এবং কুমন্ত্রণা করণের তোমার যে স্বাভাবিক দোষ ছাড়েনা তাহাতেই আমারদের এই সকল দুরবস্থা ঘটিতেছে। পরে নাগোপণ্ডিত রেসিডেণ্ট সাহেবকে এই অনুরোধ করিলেন যে আপনকার যদ্যপি আমারদিগকে কয়েদ করিতেই হয় তবে আপা সাহেবের সঙ্গে আমাকে কদাচ কয়েদ না করেন।

ইহার পর বাজিরাওর সঙ্গে আপা সাহেবের যে মন্ত্রণা হইতেছিল তাহার প্রমাণ নানা প্রকারে পাওয়া যাইতে লাগিল এবং আপা সাহেবও তাহা অপহ্নব করিলেন না। বাজিরাও তৎসময়ে নাগপুরের অভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন। আপা সাহেব যে সময়ে রেসিডেণ্ট সাহেবের ঘরে বদ্ধ ছিলেন ঐ সময়ে তাঁহার বিষয় উত্তরকালে কি কর্ত্তব্য ইহাতে রেসিডেণ্ট সাহেব শ্রীযুতের আজ্ঞাপেক্ষিত ছিলেন। ইতিমধ্যে পেসোআ পাচে নাগপুরের উপর আক্রমণ করেন এতদর্থ রেসিডেণ্ট সাহেব যথাসাধ্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু তদ্বিষয়ে রেসিডেণ্ট সাহেবের যে ভাবনা ছিল তাহা পূর্ব্বলিখিত শুনির যুদ্ধে পেসোআর পরাজিত হওন ও তৎপশ্চাৎ তাঁহার হিন্দুস্থানাভিমুখে পলায়ন দ্বারা দূর হইল। তাহার কিঞ্চিৎকাল পরে শ্রীযুতের নিকট হইতে পত্র পঁহুছিল তাহাতে এই লিখিত ছিল যে আপা সাহে

বকে কোন প্রকারে পুনর্ব্বার সিংহাসনে বসাইবা না এবং আমারদের অধিকারের মধ্যে নিঃশঙ্কিত কোন স্থানে তাঁহাকে প্রেরণ করা উচিত অতএব তাঁহার কয়েদ থাকিবার নিমিত্ত আমি আলাহাবাদ মনোনীত করিলাম। এই পত্রপ্রাপ্ত হইয়া রেসিডেট সাহেব আপা সাহেবকে ও তাঁহার মন্ত্রি নাগোপণ্ডিত ও রামচন্দ্র ওয়াকে কাপ্তান ব্রৌণ সাহেবের অধীন এক ঝুণ্ড অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সমভিব্যাহারে দিয়া আলাহাবাদের অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। এতদ্রূপ তাঁহারা যাত্রা করিলে জবলপুরেঐ অশ্বারূঢ় ও পদাতিকেরদের বদলি হইবে এমত নিয়ম হইল এবং ১২ মে তারিখে কাপ্তান ব্রৌণ সাহেব তাহারদিগকে সঙ্গে লইয়া রাইচরে পঁহুছেন।

কিন্তু যাত্রাকালে আপা সাহেব পলায়নের যে কিছু উদ্যোগ করেন নাই এমত বোধ করিবেন না। তৈনাতী সৈন্যের মধ্যে কতক সিপাহীরদিগকে আপা সাহেব কিছু উৎকোচ প্রদান করিলেন এবং সেবাজীর বংশজ এক হিন্দু রাজাকে উদ্ধার করাতে তাহারদের কিপর্য্যন্ত সম্মান হইবে ইত্যাদি তোষামোদি বাক্যের দ্বারা ঐ সিপাহারদিগকে সপক্ষ করিলেন অতএব ১৩ মে তারিখে রাত্রি দুই প্রহর দুই ঘণ্টাসময়ে এক সিপাহীর পোশাক আপা সাহেবের তাম্বুমধ্যে আনীত হয় ঐ পোশাক তিনি পরিধান করিয়া সিপাহীর ন্যায় তাম্বুহইতে বাহির হইয়া তৈনাতী সৈন্যেরদের সঙ্গেং চলত ছাউনির বাহিরপর্য্যন্ত গেলেন। পলায়ন সময়ে তিনি ধৃত না হন এতন্নিমিত্ত পূর্ব্বই অনেক যত্ন করিয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত ধরা না পড়িয়া তিনি স্বচ্ছন্দে প্রস্থান করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে আর ছয় জন সিপাহীও পলায়ন করে তদনন্তর আরো কএক জন প্রস্থান করিয়া তাঁহার নিকটে আশ্রয় লয়। ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি এতদ্বিষয়ে কিছু না বুঝিতে পারেন এতদর্থ তাঁহার তাম্বুর জিনিসপত্র যেখানে যাহা ছিল সেই খানেই তাহা অমনি থাকিল এবং যে দুইজন ভৃত্য তাঁহারপা যাঁতিতে নিযুক্ত ছিল তাহারা একটা বালিশের উপর তদ্রূপ ব্যাপার ঐ তাম্বুর মধ্যে করিতে লাগিল। তাহাতে প্রতিদিন প্রাতঃকালে

দেখিবা যে আপা সাহেব তাম্বুমধ্যে আছেন কি না এই ভার এত দ্দেশীয় যে হুদ্দাদারের উপর ছিল তিনি ঐ দিন প্রাতঃকালে তাম্বুমধ্যে উকিদিয়া দেখিলেন যে চাকরেরা উক্তরূপ পা যাঁতিতেছে তাহাতে বোধ হইল যে আপা সাহেব অবশ্য তথায় আছেন। পরে কাপ্তান ব্রৌণ আপা সাহেবের পলায়নের বিষয় শ্রবণমাত্রই তচ্চতুর্দিকস্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যাধিপতি সাহেবদিগকে লিখিলেন যে এইক্ষণেই তোমরা আপা সাহেবকে ধৃতকরণার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ করিবা কিন্তু যদ্যপি তাঁহারা উদ্যোগের কিছু ত্রুটি করিলেন না তথাপি কোন প্রকারে তাঁহাকে ধৃত করিতে পারিলেন না। ইহার পর কাপ্তান ব্রৌণ সাহেব স্বীয় অনবধানতার বিষয়ে কোর্ট মার্স্যালের দ্বারা বিচারিত হইলেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছু সপ্রমাণ হইল না। পশ্চাৎ শ্রুতহওয়া গেল যে রাইচরের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে হরাই স্থানে আপা সাহেব পলায়ন করিয়াছেন এবং তথাহইতে মহাদেব পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়া গোন্দ জাতীয়েরদের সরদার বিশেষতঃ চাইন সার দ্বারা তিনি লুক্কায়িত হন। বর্ষার প্রায় অবসান সময়ে তিনি বাজিরাওর ছিন্নভিন্নীকৃত কতক সৈন্য ও আরবীয়েরদিগকে একত্র করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে কিঞ্চিৎ ক্লেশ দিলেন।

ঐ আরবীয়েরদের বিষয়ে ১৮১৮ সালের ১৮ জুলাইতে কাপ্তান স্পার্ক্স সাহেব সন্ধান পাইয়া অতিত্বরায় যত সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহা লইয়া তাহারদিগকে ধৃতকরণার্থ যাত্রা করিলেন তাঁহার সঙ্গে কেবল এক শত সাত জন সৈন্য ছিল। ২০ জুলাইতে আরবীয়েরদের বহু সংখ্যক সৈন্যের একদল যেমন তপ্তি নদী পার হইতে ছিল তেমনি তাহারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া যদ্যপি অনেক ঘণ্টাপর্য্যন্ত তিনি ও তাঁহার সঙ্গি সৈন্যেরা পরম সাহসে যুদ্ধ করিলেন তথাপি পরিশেষে তাঁহারা সকলেই মারা পড়িলেন। ইহার পর আরবীয়েরা বেইটুল উপত্যকা ভূমিতে মুলতাই স্থান অধিকার করে এবং গোন্দের সরদারেরদের সঙ্গে বিশেষতঃ মহাদেব পর্ব্বতস্থিত আপা সাহেবের সঙ্গে লিখনপঠন চলিতে লাগিল এবং আরবীয়েরা যে সকল কর্ম্ম করিল

তাহা আপা সাহেবের আজ্ঞাপ্রযুক্ত হইয়াছে বলিল। কর্ণল আদমস সাহেব তৎসময়ে হুসিঙ্গাবাদে অবস্থিতি করেন এবং আরবীয়েরা অধিক প্রবল না হয় এতদর্থ তাহারদিগকে অতি শীঘ্র দমনকরণের আবশ্যক বুঝিয়া তিনি বেইটুলের উপত্যকা ভূমিহইতে তাহারদিগকে বহিষ্কৃতকরণার্থ কএক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যদ্যপিও তৎসময়ে অতি প্রাবল্যরূপে বর্ষার আরম্ভ হইয়াছিল এবং নীচ ভূমির পঙ্কের দল্‌দলিতে সৈন্যেরা অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে লাগিল তথাপি বারম্বার আরবীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করত তাহারদিগকে তাবৎ মাঠহইতে দূরীকরণ করিলেন এবং তাহারা অগত্যা পর্ব্বতে ও জঙ্গলব্যতিরেকে আর কোন স্থানেই তিষ্ঠিতে পারিল না। তৎপরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা মুলতাই বেষ্টন করিলে তন্মধ্যস্থ সৈন্যেরা কিঞ্চিৎকাল পরে তাহা তাঁহারদের হস্তে সমর্পণ করিয়া অন্যং আরবীয়েরদের সঙ্গে পর্ব্বত ও জঙ্গলে গিয়া মিলিল। সেপ্তেম্বর মাসে অন্যান্য ক্ষুদ্র স্থান ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আয়ত্ত হয় এবং আরবীয়েরদের ক্ষুদ্রং দল যেমন পর্ব্বতহইতে নামিয়া মাঠেরমধ্যে দৃষ্ট হইল তেমনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্ত্তৃক তাহারা পরাজিত হইলে পরিশেষে আপা সাহেব ও আরবীয় সৈন্যেরা ঐ পর্ব্বতে বদ্ধ রহিল কিন্তু সেই পর্ব্বত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রায় অগম্য ছিল। এতদ্রূপে অবিরত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কৃতকার্য্য হওয়াতে ঐ তাবৎ প্রদেশীয়েরা তাঁহারদের বাধ্য হইল এবং অক্তোবর মাসের আরম্ভে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অনধীন স্থানেরমধ্যে কেবল আপা সাহেবের আলয় মহাদেব পর্ব্বত রহিল।

ঐ পর্ব্বতের চতুর্দ্দিগে স্থানেং ঝুণ্ডুং অশ্বারূঢ় ও পদাতিক স্থাপিত হইল এবং কর্ণল আদমস সাহেব তৎপর্ব্বত আক্রমণার্থ কেবল শীতঋতু প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন তিনি এতদ্রূপ প্রতীক্ষা করত দেশময় নানা ক্ষুদ্র স্থান আয়ত্ত করণার্থ সৈন্য প্রেরিত হইতে লাগিল এবং তত্তদুদ্যোগে তিনি কতকার্য্য হইলেন। পরে কর্ণল আদমস সাহেব ঐ পর্ব্বতের অঞ্চলে পঁহুছিয়া তাঁহার সৈন্যেরা যেমন সেই পর্ব্বত ক্রমশঃ ঘেরিয়া আসি

ত্তে লাগিল তেমন গোন্দের সরদারেরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধে কৃতকার্য্য হওনের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া একং করিয়া আপনারদের অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাঁহারদের বাধ্য হইল অবাশ্যের মধ্যে কেবল চাইন্‌সা ও পঞ্চমলির প্রভু মোহন সিংহ রহিলেন। ঐ চাইন্‌সা হরাই স্থানে শিবির করিয়াছিলেন অতএব পর্ব্বতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে কর্ণল ওব্রেএন সাহেবের উপর আজ্ঞা হইল।

১৫ ফেব্রুআরিতে তিনি হঠাৎ চাইন্‌সার শিবিরের প্রতি আক্রমণপূর্ব্বক সৈন্যেরদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তাঁহার দুইজন ভাগিনেয়কে ধৃত করিলেন। পরে কর্ণল আদ্‌মস সাহেব পর্ব্বতমধ্যে প্রবেশ করিলে আপা সাহেব তথাহইতে পলায়ন করিয়া ৩ ফেব্রুআরিতে চিতু পিণ্ডারি এবং কতক অমাত্যের সমভিব্যাহারে বুরদই স্থানদিয়া গমন করিলেন তাঁহার পশ্চাৎ যে পাঁচশত সৈন্য মন্দং রূপে চলিতে ছিল তাহারা তৎপরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক হত হয়। ঐ অঞ্চলের সেনাপতি কর্ণল পলক আপা সাহেবের পলায়নের বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রই আমুর গড়ে তাঁহার গমনের অবরোধ করণাভিপ্রায়ে স্থানেং অশ্বারূঢ়েরদের ক্ষুদ্রং দল স্থাপন করিলেন। ফেব্রুআরি মাসের ৩ দিবসের রাত্রিতে আপা সাহেব শূলিগড়ে অবস্থিতি করেন ৪ তারিখের প্রায় নিশীথে গুড়াগ্রামে কর্ণল পলক সাহেবের স্থাপিত সৈন্যেরদের নিকটে কতিপয় অশ্বারূঢ় দৃষ্টহইল এবং ঐ সৈন্যেরা যেমন তাহারদিগকে ধৃতকরণার্থ বাহির আইসে তেমনি তাহারা ছড়িয়া পড়ে পাঁচ ছয় জন অতিবেগে উপত্যকা ভূমিদিয়া পলায়ন করিল তাহারদের মধ্যে আপা সাহেব এবং চিতু ছিলেন এতদ্রূপ চিতুর সাহায্যে আপা সাহেব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যচক্র পার হইয়া আমুর গড়ে আশ্রয় পাইলেন। তৎপরে তাঁহার অনুষঙ্গি কতকং পদাতিক ঐ গড়ের প্রতি গমনকালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে পতিত হইল এবং দৃষ্টহইল যে কাপ্তান ব্রৌণ সাহেবের জিম্মাহইতে আপা সাহেবের পলায়ন সময়ে যে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পলায় তন্মধ্যে ইহারা ক এক জন

অতএব তদপরাধে বিচারিত হইয়া তাহারা দোষীকৃত হইল এবং তাহারদিগকে তোপে উড়িয়া দেওয়া গেল।

ইতিমধ্যে আপা সাহেব আমুর গড়ে পঁহুছিয়া কিল্লাদার যশোবন্ত রাও লারকর্ত্তৃক অতিসমাদরপূর্ব্বক গৃহীত হইলেন কিন্তু চিতুকে কদাচ দুর্গাধ্যক্ষ কিল্লায় আশ্রয় লইতে দিলেন না। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে এবম্প্রকারে চিতু ভগ্নাশ হইয়া এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করাতে ব্যাঘ্রভক্ষিত হন। ইহাতে তাঁহার পুত্র মহম্মদ পান্না সর জন মালকম সাহেবের নিকটে গিয়া এই বৃত্তান্ত তাবদ্ব্যক্ত করিয়া কহিলেন যে যশোবন্ত রাও আপা সাহেবকে কিল্লার মধ্যে আশ্রয় দিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুতের এমত আজ্ঞা ছিল যে আপা সাহেব আমুর গড়ে যদ্যপি আশ্রয় লন তবে তৎক্ষণাৎ ঐ গড় আক্রমণ করিতে হইবে এবং কিল্লাদারকে রাজবিদ্রোহির ন্যায় দোষী জ্ঞান করিয়া তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে। পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবে যে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা বাজিরাওকে তাড়াইতেং যেমন আমুর গড়ের তলাদিয়া চলিতে ছিল তেমনি কিল্লাদার তাহারদের প্রতি গোলাক্ষেপ করিতে লাগিল। অপর এতদ্বিষয়ে সিন্ধিয়ার নিকটে শ্রীযুত নালিশ করিলেন এবং সিন্ধিয়া যশোবন্ত রাও লারকে তৎক্ষণাৎ গড়গয়ালিয়রে আসিতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু সেই আজ্ঞা তিনি প্রতিপালন করিলেন না। তৎপরে সিন্ধিয়াকে শ্রীযুত কহিলেন যে আপা সাহেব যদি আমুর গড়ে আশ্রয় পান তবে আমরা ঐ গড় অবশ্য বেষ্টন করিব এবং তাহার কিল্লাদার সিন্ধিয়ারো অবাধ্য এই বোধে তাঁহাকে কহিলেন যে আমারদের সৈন্যের সাহায্যে তুমিও কিছু নিজসৈন্য ঐ গড় আক্রমণার্থ প্রেরণ কর তাহাতে সিন্ধিয়াং সৈন্য প্রেরণ না করিয়া হুজরিয়া অর্থাৎ আপনার অতি বিশ্বস্ত এক জন অমাত্যকে প্রেরণ করিয়া এই আজ্ঞা করিলেন যে তুমি ঐ কিল্লা আপন জিম্মায় লইবা এবং যশোবন্ত রাও লারকে গড়গয়ালিয়রে প্রেরণ করিবা। কিন্তু যদ্যপিও সর জন মালকম সাহেব যশোবন্ত রাওকে কহিলেন যে সিন্ধিয়ার আজ্ঞাক্রমে কিল্লা আমারদিগকে সমর্পণ করিলে তোমার প্রাণের কিছু হানি

হইবে না এবং তোমার যে সম্পত্ত্যাদি আছে তাহা তোমারি থা কিবে তথাপি তিনি কিল্লা সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না তাহা তে সর জন মালকম সাহেব দেখিলেন যে বলব্যতিরেকে তাহা আয়ত্ত করণের কোন উপায় নাই।

পরে ১৭ মার্চে কিল্লাদার ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কথোপকথন সকল রহিত হইল এবং আমুর গড় বেষ্টনকরণার্থ চতুর্দ্দিগ্‌হইতে সৈন্য এবং তোপপ্রভৃতির আয়োজন হইতে লাগিল। পাঁচ শত হাত উচ্চ একপর্ব্বতোপরি ঐ গড় গ্রথিত কিন্তু ঐ পর্ব্বতপ্রায় এমত সমসূত্রপাতী যে অনারোহণীয় এবং তাহার যে অংশ কিঞ্চিদারোহণ যোগ্য তাহা অতিদৃঢ় দুর্গেতে রক্ষিত। মধ্যম হিন্দুস্থানের মধ্যে ঐ দুর্গ সর্ব্বাপেক্ষা দুরাক্রমণীয়রূপে প্রসিদ্ধ। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অন্যান্য স্থানের তাবৎ শত্রু পরাজিত হওয়াতে এই ক্ষণে কেবল এই দুর্গ অধিকার করিতে অবশিষ্ট রহিল এইপ্রযুক্ত ভারতবর্ষস্থ তাবল্লোকের দৃষ্টি ঐ ব্যাপারের প্রতি পড়িল। ১৭ মার্চের প্রত্যূষে কিল্লার তলস্থিত গ্রাম ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অধিকার করিলেন এবং নিম্নস্থানে গ্রথিত কিল্লার উপর গোলাক্ষেপকরণের উদ্যোগ হইতে লাগিল তৎসমকালীনও সর জন মালকম সাহেব কিল্লার উত্তরদিগে যুদ্ধোদ্যোগ দর্শাইতে লাগিলেন। ১৯ তারিখের অপরাহ্নে দুর্গস্থ সৈন্যেরা বাহিরে আসিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পাতিত তোপের কিঞ্চিৎ বিনষ্ট করল। ২০ তারিখে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বৃহত্তোপসকল নিম্নস্থ কিল্লার উপর খেলিতে লাগিল এবং তাবদ্দিন ব্যাপিয়া গোলাক্ষেপ করাতে অপরাহ্নে তাহাতে প্রবেশযোগ্য এক ছিদ্র হইল। তদ্দিবসেই বিপক্ষেরা পুনর্ব্বার দুর্গহইতে বাহিরে আসিয়া দুর্গের তলস্থ গ্রাম পুনরধিকার করিয়া কর্ণল ফ্রেজর সাহেবকে হত করে। ঐ বিংশ দিবসের তাবৎ রাত্রি ব্যাপিয়া যে স্থান ভেদিত হইয়া ছিল সেইস্থানে গোলাক্ষেপ করিতে কিছু ত্রুটি হইল না এবং তৎপরদিবসপ্রত্যূষে বিপক্ষেরা তথায় আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া শৃঙ্গোপরিস্থ কিল্লায় গমন করিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তথাকার

বারুদখানায় অগ্নিসংলগ্ন হওয়াতে এতদ্দেশীয় এক শত সি পাহী মারা পড়ে।

তদনন্তর শৃঙ্গোপরিস্থ কিল্লা লক্ষ্য করিয়া কোন্ স্থানে তোপ পাতা উচিত ইহা নিশ্চয় করাতে দুই তিন দিন গত হইল তৎ পরে ১৪ তারিখে পূর্ব্বদিগহইতে ঐ কিল্লার উপর আক্রমণ করিতে নিশ্চয় হইল এবং তদর্থ তাবদায়োজন যে সময়ে হইতে ছিল বিপক্ষেরা তাহা অবধারণ করিতে না পারে তন্নিমিত্ত অন্য দিগ্‌হইতে নিম্নভাগস্থ কিল্লার প্রতি অবিরত গোলাক্ষেপণ হইতে লাগিল তাহাতে বিপক্ষেরা এই ভাবিল যে এইক্ষণে ইঙ্গলণ্ডীয়ের দের মনোযোগ কেবল নিম্নস্থ কিল্লার প্রতি আছে। ঐ ক্ষুদ্র কিল্লার ভিত্তিতে যে ছিদ্র হইয়াছিল তাহা প্রবেশযোগ্য দেখিয়া বিপ ক্ষেরা সে কিল্লা ত্যাগ করিলে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা তৎক্ষণাৎ তাহা অধিকার করে। ৩১ মার্চে পূর্ব্বদিগহইতে উপরিস্থ কিল্লার উপর অনবরত ভারিং কামানের গোলা চালান যাইতে লাগিল তথাপি কিল্লাদার তাহা সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইল না। ৩ আপ্রিলে সাগরহইতে অন্য এক শ্রেণী তোপ পঁহুছিলে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মে লা গান গেল এবং তদবধি দুইদিবসপর্য্যন্ত দুই দিগ্‌হইতে নিরন্তর গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। ৫ আপ্রিলে উপরিস্থ কিল্লার এক দুর্গ গোলাতে ভগ্ন হইয়া অতিশয় শব্দ করত নীচে পতিত হইল। ৭ তারিখে জমাদার হত হইয়াছেন এবং নিরন্তর গোলাক্ষেপ হই তেছে দেখিয়া এবং অনেক কাল তিষ্ঠিতে পারিব না বুঝিয়া কি ল্লাদার দুর্গ সমর্পণ করণের প্রস্তাব করিলেন তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়ে রা গোলাবৃষ্টি নিবারণ করিলেন। তৎপর দিবসে কিল্লাদার যশো বন্ত রাও লার নিম্নস্থ কিল্লাতে আসিয়া সর জন মালকম সাহেবের সহিত কিল্লা সমর্পণ করণের নিয়ম সকল স্থির করেন এবং ৯ আপ্রিলে আসুর গড়ের উপর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পতাকা উত্থিত হই লে বিপক্ষীয় বার শত সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়ের দের হস্তে সমর্পিত হয়। কিল্লার উচ্চতাপ্রযুক্ত যুদ্ধকালে বিপক্ষের দের অধিক লোক হত বা আঘাতী হয় নাই কিন্তু কিল্লাদারের তা বদ্বারুদ শেষ হইয়াছিল যখন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কিল্লা হস্তগত

হয় তখন তিন মোন দারুদমাত্র ছিল। সন্ধির নিয়ম নির্দ্ধার্য্যকর ণার্থ যখন কিল্লাদারের সঙ্গে সর জন মালকম সাহেবের সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি তাঁহাকে কহিলেন যে এই কিল্লা আমারদিগকে সমর্পণ করিতে সিন্ধিয়ার হুকুম ছিল তুমি কি নিমিত্ত নিরর্থক যুদ্ধ করিলা। তাহাতে যশোবন্ত রাও কহিলেন হুকুম পাইবামাত্র যে এতাদৃশ কিল্লা ত্যাগকরা এতদ্রূপ ব্যবহার ইঙ্গলণ্ডয়েরদের মধ্যে থাকিতে পারে কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েদের মধ্যে নাই।

ঐ আসুর গড় প্রথমতঃ ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সিন্ধিয়ার নামে অধিকার করিয়া কিল্লার উপরি আপনারদের পতাকার স্থানেই তাঁহার পতাকা উত্থাপিত করিলেন কিন্তু যশোবন্ত রাওকে এতদ্বিষয়ের বিশেষ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন যে ইহার পুর্ব্বে সিন্ধিয়া আমাকে এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে কিল্লা সমর্পণসূচক কোন বিশেষ চিহ্ন আমার স্থানে না পাইলে তুমি কিল্লা সমপণ করিবা না এবং সিন্ধিয়ার নিকটহইতে যে হুজরিয়া অর্থাৎ দূত আসিয়া ছিল তাহার নিকটে সেই চিহ্ন ছিল না অতএব কিরূপে কিল্লা দিতে পারিতাম। তৎপরে যশোবন্ত রাওর প্রতি সিন্ধিয়ার স্বহস্তে লিখিত এক পত্র তাঁহার বাক্সে প্রাপ্ত হওয়া গেল তাহাতে তিনি এই লিখেন যে তুমি বাজিরাওর যথাসাধ্য উপকার করিবা না করিলে আমার শপথ মিথ্যাহয়। যে সময়ে সিন্ধিয়া এতদ্রূপ পত্র লেখেন তৎসময়েই তিনি শ্রীযুতের নিকটে কহেন যে আমি যথাশক্তি বাজিরাওর প্রাতিকূল্যাচরণ করিতেছি। শ্রীযুত তাঁহার শঠতার এইরূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া আসুর গড় তাঁহাকে ফিরিয়া না দিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে রাখিতেই নিশ্চয় করিলেন এবং যে সময় শ্রীযুতের এইরূপ মানস সিন্ধিয়াকে জ্ঞাপন করা গেল তৎসময়েই তাঁহার দরবারে তাঁহাকে তাঁহার ঐ পূর্ব্বলিখিত পত্র দর্শান গেল তাহাতে কিপর্য্যন্ত তিনি অপ্রতিভ হইলেন তাহা কথন অসাধ্য। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার শঠতার প্রতিফল স্বরূপ শ্রীযুত কেবল আসুর গড় লইবেন তখন তাঁহার ভয় দূর হইল তৎপরেও শ্রীযুত তাঁহাকে এই কহিলেন যে উত্তর কালে তোমার আচার ব্যব

হার যদি সরল হয় তবে পূর্ব্বকৃত তোমার কৌটিল্য ব্যবহারাদি আমি স্মরণও করিব না ইহা শুনিয়া সিন্ধিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

তাবল্লোকের এই বোধ ছিল যে আসুর গড় ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকৃত হইলে আপা সাহেব তথায় ধরা পড়িবেন কিন্তু কিল্লার তাবৎ অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। যশোবন্ত রাও প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন যে তিনি কিল্লার মধ্যে নাই এবং কখন ছিলেন না কিন্তু কোন্ স্থানে আছেন ইহার সন্ধান কহিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন না এবং আপা সাহেব ঐ কিল্লা হইতে কিরূপে পলায়ন করেন তাহা কখন প্রকাশ হইল না। কএক মাসপর্য্যন্ত তাঁহার বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান পাওয়া গেল না পরে শুনা গেল যে তিনি অল্প পরিচারকসমভিব্যাহারে রণজিৎসিংহের দেশের মধ্যে বাস করিতেছেন এবং ফকীরের বেশ ধারণপূর্ব্বক হিন্দুস্থানদিয়া তিনি তথায় পঁহুছেন। সীকের রাজা তাঁহাকে ভরণপোষণার্থ কিঞ্চিদ্বৃত্তি স্থির করিয়া দিলেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরা বিরক্ত হইবেন এ নিমিত্ত তাঁহাকে নাগপুরের রাজাস্বরূপে আপন দরবারে স্বীকার করিলেন না।

আসুর গড় এতদ্রূপে অধিকৃত হইলে মহারাষ্ট্রীয় ও পিণ্ডারি যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। ঐ যুদ্ধ কেবল একবৎসর ব্যাপিয়া থাকে পূর্ব্ব২ যুদ্ধে যদ্রূপ ফল এই যুদ্ধে তদপেক্ষা অধিক গুরুতর হয়। মহারাষ্ট্রীয় রাজারদের সঙ্গে যুদ্ধের মানস না করিয়া শ্রীযুত কেবল পিণ্ডারিরদিগকে দমনার্থ অস্ত্রধারণ করিলেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা যখন রণস্থানে উপস্থিত এবং পিণ্ডারিরা প্রায় বিনষ্ট তখন দৃষ্ট হইল যে তাবৎ মহারাষ্ট্রীয় রাজারা পিণ্ডারিরদের সাহায্যে এককালীন উঠিয়া ভারতবর্ষহইতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে তাড়িয়া দিতে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরা জয়ী হইলেন পিণ্ডারিরা উচ্ছিন্ন হইল বাজিরাও পরাজিত এবং তাঁহার অধিকারের অধিকাংশ ইঙ্গলণ্ডীয়াধিকারভুক্ত আপা সাহেব পলাতক হোলকার স্বীয়াধিকারের অর্দ্ধচ্যুত এবং

সিন্ধিয়া উপায়হীন ও নিতান্ত বাধ্য এই যুদ্ধের ইত্যাদি ফল হইল। এই যুদ্ধের দ্বারা ভারতবর্ষ প্রকৃতরূপে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধীন হইল তৎপরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বদিগে প্রভু হইলেন এবং তাঁহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে কোন রাজার বা কোন যোদ্ধার ক্ষমতা থাকিল না।

২৭ অধ্যায়।

মহারাষ্ট্রীয় ও পিণ্ডারি যুদ্ধে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা কৃতকার্য্য হওয়াতে মহারাষ্ট্রসম্পর্কীয় তাবদ্দেশের নূতন বন্দোবস্তকরণের আবশ্যক হইল অতএব ঐ বন্দোবস্তের বিবরণ ব্যাখ্যা করিয়া আমরা এই পুস্তক সমাপ্ত করি।

ভূপালের নবাব।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ভূপালের নবাব উজীর মহম্মদের মরণোত্তর নজর মহম্মদ তৎসিংহাসনারোহণ করিয়া ১৮১৭ সালের নবেম্বর মাসে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নর্ম্মদা নদী পারহওনের পূর্ব্বে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিপত্র করেন। তদবধি তাঁহারদের পক্ষে তিনি অতিদৃঢ় থাকিলেন এবং পিণ্ডারিরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উপায়হীন হইলে শ্রীযুতের প্রস্তাব ঐ পিণ্ডারিরদিগকে স্বীকার করাওণেতে তিনি অত্যুপকার করিলেন। এই সকল উপকারের পুরস্কারস্বরূপ পঞ্চমহল এবং বিনসরকারের জায়গীরের মধ্যে যে অংশ ঐ ভূপালের সন্নিহিত ছিল তাহা নবাবকে প্রদত্ত হয় এবং কালী সিন্দ নদীপর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারের সীমা বিস্তারিত হইল। তৎপর সজাবলপুরের এক অংশ এবং সিন্ধিয়া স্থানে যে ইসলামনগর লওয়াযায় তাহাও ভূপালের নবাবকে দেওয়াযায়। অপর ১৮১৮ সালের ২৬ জানুআরি মাসে তাঁহার সঙ্গে যে চূড়ান্ত সন্ধিপত্র হয় তাহা নবাব কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত এবং ঐ বৎসরের মার্চ মাসে গবরনর জেনরল

কর্ত্তৃক তাহা স্বাক্ষর ও মোহরাঙ্কিত হইল তাহাতে এই স্থির হয় যে নবাব কোন কর দিবেন না কিন্তু প্রতিবৎসরে আপনার সরকারহইতে ছয় শত অশ্বারূঢ় ও চারি শত পদাতিক ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে যোগাইয়া দিবেন। নজর মহম্মদ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ইত্যাদি উপকার বিস্মৃত না হইয়া যাবজ্জীবন তাঁহারদের অতিবাধ্য থাকিলেন। ইহার পূর্ব্বেকেবল কএক দুর্গ লইয়া তাঁহার অধিকার ছিল এবং তথাহইতেও নিঃশঙ্করূপে তিনি বহির্গত হইতেন না কিন্তু এইক্ষণে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আনুকূল্যে তিনি মহারাজ্যাধিপতি হইলেন। উজীর মহম্মদের আমলে তাবৎ রাজস্ব লক্ষ টাকার অধিক ছিল না কিন্তু লার্ড হেষ্টিংসের উপকারিতায় ঐ রাজস্ব দশ, পনর লক্ষ টাকারও অধিক হইল। যে রাজ্য তাঁহাকে প্রদত্তহয় তাহাতে অধিক মনোযোগ করিলে ত্রিশ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত উৎপন্ন হওনের কিছু বাধা ছিল না। এতদ্রূপে তিনি সুখে কালযাপন করত ১৮১৯ সালের ১২ নবেম্বরে স্বীয় কটিবদ্ধ পিস্তলের এক গুলি দৈবাৎ নিঃসরিত হইয়া ঐ যুব নবাবের মৃত্যু হইল। এবং মনির মহম্মদনামক তাঁহার এক ভ্রাতৃপুত্রকে গদি প্রদত্ত হইল এবং তিনি ঐ নজর মহম্মদের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। তৎকালাধি তদ্দেশ শান্তাবস্থ আছে এবং ক্রমেং সমৃদ্ধিশালী হইতেছে।

রজপুতানা দেশ।

রজপুতানা দেশীয় রাজগণ যেং দিনে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বাধ্যতা স্বীকার করেন তত্তদ্দিনানুসারে যথাক্রমে তাহার তাবদ্বিবরণ লেখা যাইবে।

কোটার রাজরাণা।

পিণ্ডারি ও মহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে রজপুতানা দেশের রাজার মধ্যে প্রথমতঃ কোটার রাজা জালিম সিংহ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধীন হন। ১৮১৭ সালের ১৭ সে

প্তেম্বরে তিনি দিল্লীতে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন তাঁহার তেহাত্তর বৎসর বয়ঃক্রম এবং পঞ্চাশ বৎসরাবধি অবিচ্ছেদে রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ঐ কোটা স্থানের রাজস্ব বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরদের বার্ষিক ২৬৪৭২০ টাকা দাওয়া ছিল। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরকরণাবধি ঐ রাজা অবিকল ঐ টাকা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে বৎসরং দিয়াছেন। কিন্তু এতদ্বিষয়ে ইহাও মন্তব্য যে কোটা বুন্দির প্রকৃত রাজা মহারাও উমেদ সিংহ এবং জালিম সিংহ দেশের কেবল দেওয়ান ছিলেন কিন্তু বাস্তবিক তাবৎ পরাক্রম দেওয়ানের হস্তেই ছিল। ঐ রাজার সঙ্গে যখন লার্ড হেষ্টিংস সাহেব সন্ধিপত্র করেন তখন তিনি জালিম সিংহকে কহিলেন যে তুমিই দেশের কর্ত্তা অতএব রাজার ন্যায় জ্ঞান করিয়া তোমার সঙ্গেই সন্ধি করি তাহাতে জালিম সিংহ কহিলেন ইহা কদাচ হইতে পারে না দেশের যিনি প্রকৃত প্রভু তাঁহার নামেই সন্ধিপত্র হইবে আমি দেওয়ানরূপেমাত্র তাহাতে স্বাক্ষর করিব। জালিম সিংহ পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধকালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অত্যন্তোপকার করিয়াছিলেন অতএব সন্ধিকরণসময়ে শ্রীযুত তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন সন্ধিপত্রের আন্দোলন সময়ে প্রকৃত প্রভু ঐ মহারাওর নাম একবারও উল্লেখ না করিয়া জালিম সিংহকে সকলেই কর্ত্তার ন্যায় জ্ঞান করিলেন কিন্তু ১৮১৯ সালে মহারাও তিন উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া পরলোক গত হন। ঐ পুত্রেরদের মধ্যে কেশর সিংহ জ্যেষ্ঠ তিনি নামমাত্র প্রভুত্বেতে অসন্তুষ্ট হইয়া জালিম সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র যে মধু সিংহ দেওয়ান হইবেন তাঁহার প্রতি অত্যন্ত রাগান্ধ হইলেন। ১৮২১ সালের আরম্ভে ঐ কেশর সিংহ দেশের মধ্যে নানা উৎপাত করিয়া শেষে দিল্লীতে পলায়ন করেন ঐ স্থানে কএক মাস তিনি অবস্থিতি করিলেন কিন্তু সর ডেবিড অক্তোরলোনি সাহেব তাঁহাকে পদস্থত্বরূপে স্বীকার করিলেন না। কিঞ্চিৎ কাল পরে তিনি ফিরিয়া কোটাতে প্রস্থান করিলেন এবং পথিমধ্যে কতক গুলা যে রেজা লোককে সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহারদিগকে লইয়া তিনি দেশমধ্যে প্রবিষ্ট হন তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়

সৈন্যেরদের প্রতি রণস্থলে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা হয় এবং কেশর সিংহ তাঁহার ঐ সকল ভগ্নপেক্ষ্যে সৈন্যেরদিগকে বিদায় করিতে স্বীকৃত না হইলে তাঁহার সঙ্গে কোটার নিকটে এক যুদ্ধ হয় ঐ যুদ্ধে তিনি পরাজিত এবং তাঁহার মধ্যম ভ্রাতাও হত পশ্চাৎ তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বাধ্য হন। অপর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এইং প্রস্তাবিত নিয়ম স্বীকার করেন রাজবাটী তাঁহারি থাকিবে এবং তিনি প্রচুর বৃত্তি পাইবেন ও রাজচিহ্ন সকল তাঁহারি রহিবে কিন্তু তাবৎ কর্ম্মের কর্তৃত্ব অর্থাৎ দেওয়ানী কর্ম্ম পুরুষানুক্রমে জালিম সিংহের বংশ্যের থাকিবে। এতদ্রূপ বন্দোবস্ত করণসময়ে কোটার রাজস্ব বার্ষিক সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা ছিল। ১৮২৪ সালের জুন মাসে জালিম সিংহ অশীতিবর্ষবয়স্ক হইয়া পরলোকগত হন।

যোধপুর।

কোটার রাজার সঙ্গে বন্দোবস্ত হওনের পর যাঁহার সঙ্গে বন্দোবস্ত হয় তিনি রাথোর রজপুতেরদের পুরুষানুক্রমে প্রভু রাজা মানসিংহ। পাঠান জাতীয়েরদের উৎপাতে তাঁহার রাজ্য যোধপুর অত্যন্ত দুরবস্থ হইয়াছিল কিন্তু সিন্ধিয়াব্যতিরেকে তাঁহার রাজস্বের উপর অপর কাহারু দাওয়া ছিল না তাঁহার দাওয়া বার্ষিক সাতানব্বই হাজার টাকামাত্র। ঐ টাকা সিন্ধিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে দিলেন তৎ প্রযুক্ত উত্তর কালে ঐ দাওয়ার টাকা রাজা মান সিংহের ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে দিতে হইল। পরে দৃষ্ট হইল যে সন্ধির আন্দোলন সময়ে রাজা মানসিংহ বার্ষিক এগার হাজার টাকা উৎপাদক এক জায়গীর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উকীলকে দিতে প্রস্তাব করেন কিন্তু উকীল তাহা আপনি কদাচ না লইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রাপ্য রাজস্বভুক্ত করিয়া দিলেন তাহাতে এক লক্ষ আট হাজার টাকা প্রতিবৎসর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পাওনা হইল এবং আবশ্যক হইলে রাজা আরো পনর শত অশ্বারূঢ় যোগাইয়া দিতে স্বীকার করিলেন অপর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যে সন্ধি করেন তাহার এই সুফল দর্শিল

যে আমির খাঁ তাঁহার অধিকারের মধ্যে যে সকল থানা বসাইয়া ছিলেন তাহা উঠান গেল।

উদয়পুর।

রজপুতের নানা রাজ্যের মধ্যে পিণ্ডারি ও মহারাষ্ট্রীয়েরদের দৌরাত্ম্যেতে উদয়পুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপাতগ্রস্ত ছিল। উদয়পুরের রাজা রজপুতেরদের মধ্যে অগ্রগণ্য কিন্তু তাঁহার অধিকার প্রায় সকলই তাঁহার হাতছাড়া হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ঠাকুর উদিত সিংহ ১৮১৮ সালের ১৬ জানুআরিতে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিকরণার্থ দিল্লীতে আগমন করিয়া এই নিয়ম করেন যে এইক্ষণে উদয়পুরের রাজস্বের চতুর্থাংশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে দেওয়া যাইবে এবং ইহার পাঁচ বৎসর পরে ঐ রাজ্যের উন্নতি হইলে রাজস্বের ষোল আনার পাঁচ আনা দেওয়া যাইবে এবং বৃটিস গবর্ণমেণ্ট স্বীয় পক্ষে এই স্বীকার করিলেন যে দেশের পারিপাট্য করিবেন এবং পরের অত্যাচারহইতে দেশীয়েরদিগকে রক্ষা করিবেন। এই সন্ধিপত্রের এই ফল হইল পাঠানেরা তৎক্ষণাৎ দেশ বহিষ্কৃত হইল এবং যে পাঠান দলীল খাঁ বহুকালাবধি উদয়পুর রাজ্য বিনষ্ট করিতেছিল দেশহইতে সে দূরীকৃত হইল।

অপর তদ্দেশের তাবদ্বিষয়ের পারিপাট্যকরণার্থ কাপ্তান টাড সাহেবকে তথায় গমন করিতে হুকুম হয় কিন্তু তিনি সেই দেশে পঁহুছিয়া দেখেন যে রাজার দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত এবং দেশের সরদারেরদের পরস্পর ঈর্ষাপ্রযুক্ত সম্প্রীতিরূপে কোন বন্দোবস্ত হওনের সম্ভাবনা নাই। পরে কাপ্তান টাড সাহেবের অনুরোধে ঠাকুরেরদের এক সাধারণ সভা হয় এবং কিয়দ্দিবসপর্য্যন্ত তাঁহারা অনর্থক কথোপকথনেতে কালক্ষেপণ করত শেষে কাপ্তান টাড সাহেব ঐ রাজ্যের সুধারার নিমিত্ত আপনিই এক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। পরে ১৮১৮ সালের ৪ মে তারিখে ষোল জন প্রধান ঠাকুরেরা একত্র হইয়া দুই প্রহর রাত্রিপর্য্যন্ত কাপ্তান সাহেবের

ঐ পাণ্ডুলেখ্য বিবেচনা করত শেষে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন উ দয়পুরে যেমন ঠাকুরেরদের ও প্রধানং জমীদারেরদের মধ্যে পর স্পর অনৈক্য ও ঈর্ষা এমত রজপুতানা নানা রাজ্যের মধ্যে অপর কোন রাজ্যে ছিল না। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরাবধি ঐ ঠাকুরেরা ক্রমেং স্বাধীন হইয়া আসিতেছিলেন এবং সরকারী ভূমিতে ও পরস্পর আপনারদের ভূমিতে নিত্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরে কাপ্তান সাহেব তাহার পরিষ্কারার্থ উদ্যুক্ত হইয়া প্রায় কৃত কার্য্য হইলেন। তথাপি বন্দোবস্ত করণের পর পাঁচ বৎসরপ র্য্যন্ত রাজস্বহইতে খরচা অধিক ছিল এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে রাজা যে কর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা দিতে পা রিলেন না। ১৮২২ সালে উদয়পুরের তাবৎ রাজস্ব বার কি তের লক্ষ টাকার অধিক ছিল না এবং তৎসময়ে ইঙ্গলণ্ডীয়ের দের পাওনা টাকার দেওনার্থ তাঁহারা কিঞ্চিৎ উদ্যোগী হইতে লাগিলেন।

বুণ্ডির রাজা।

বুণ্ডীর রাজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে ১৮১৮ সালের ১০ ফেব্রু আরিতে বন্দোবস্ত করেন তিনি হারানামক রজপুতেরদের মধ্যে প্রধান। মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে তাঁহার দাতব্য কর বার্ষিক আশী হাজার টাকা ছিল কিন্তু ১৮০৪ সালে যখন কর্ণল মনসন সা হেবের বিভ্রাট হয় তখন বুণ্ডির রাজা তাঁহার অনেক সাহায্য করেন অতএব এক্ষণে চৌদ্দবৎসরের পর তাঁহার ঐ প্রিয়কারিতার ফল গবর্নর্ জেনরল সাহেব তাঁহাকে দিতে নিশ্চয় করিয়া হোলকার ও অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয়েরা বুণ্ডির যেং অধিকার হরণ করিয়া লইয়াছিলেন সে সকল তাঁহাকে ফিরিয়া দেওয়াইলেন। ইহার অনেক পূর্ব্বকালে পাঠান নগর বুণ্ডি রাজ্যান্তর্গত ছিল পরে ছাড়া হয় কিন্তু ঐ নগর বুণ্ডির রাজার অতিপ্রিয় তাহার উপর হোলকার ও সিন্ধিয়া ও জালিম সিংহপ্রভৃতি সকলে রি দাওয়া ছিল তাহাতে বড় সাহেব অনেক যত্নের দ্বারা ঐ

তিন জনকে সম্মত করিয়া পাঠান নগর বুণ্ডির রাজাকে এই নিয়মে দেওয়াইলেন যে ঐ নগরের উপর সিন্ধিয়ার যে বহুল দাওয়া ছিল তন্নিমিত্ত বুণ্ডির রাজা বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে দেন। পরে ১৮২১ সালের জুলাই মাসে রাজা বিষ্ণু সিংহ লোকান্তর গমন করেন তাহাতে কাপ্তান টাড সাহেব তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাও রাজারামসিংহকে সিংহাসনোপবেশন করাইলেন।

বিকানীর।

তৎপরে মরুভূমির অন্তর্গত বিকানীর রাজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া ১৮১৮ সালের ১৩ মার্চে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। ঐ রাজা মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে কখন কর দেন নাই অতএব ইঙ্গলণ্ডীয়েরাও তাঁহার উপর করের কিছু দাওয়া করিলেন না তাঁহার সঙ্গে যে বন্দোবস্ত হয় তাহার নিয়ম এইং ঐ রাজা কাহারু স্থানে বলপূর্ব্বক কিছু লইবেন না এবং পূর্ব্বহৃত বস্তুসকল ফিরিয়া দিবেন এবং প্রয়োজনমত সসৈন্য ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সাহায্য করিবেন ও সৈন্যের আবশ্যক হইলে তিনি কেবল ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের স্থানে প্রার্থনা করিবেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যে সৈন্যের দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিবেন তাহার খরচা তিনিই দিবেন। তিনি ১৮০৫ সালে ভটি জাতীয়েরদের প্রভুবংশ মোসলমানের স্থানে ভটনেরনামক রাজধানী জয়প্রাপ্ত হন এবং ঐ ভটনের রাজধানী ভটি জাতীয়েরদিগকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে কি না সন্ধিকরণসময়ে এতদ্বিষয়ক আন্দোলন হয়। কিন্তু পরিশেষে এই স্থির হইল যে ঐ রাজধানী বিকানীরের রাজা সুরথ সিংহেরি থাকিবে এই বন্দোবস্ত করণাবধি তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে অতিশয় সদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন তাঁহার দেয় রাজস্ব অত্যল্প ছিল।

[২৭ অধ্যায়।] [১৮১৮ সাল।]

অন্যঽ ক্ষুদ্র রাজা।

এতৎসময়ে অন্যঽ ক্ষুদ্র রাজা ও ঠাকুরপ্রভৃতির সঙ্গে যে সন্ধি হয় তাহা প্রত্যেকরূপে লেখা দুঃসাধ্য ও নিষ্প্রয়োজন। ১৮১৭ সালে লার্ড হেষ্টিংসকর্তৃক যখন মহারাষ্ট্রীয়েরদের সাম্রাজ্য একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল তখন মহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে যে সকল রাজার সম্পর্ক ছিল তাঁহারদের সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নূতন বন্দোবস্ত করণের আবশ্যক হইল। অতএব ঐ তাবৎ বন্দোবস্তের বিষয়ে সাধারণরূপে এই কহা যায় যে লার্ড হেষ্টিংসের এতদ্রূপ মনোযোগ ছিল যে ঐ সকল রাজারদের মধ্যে পরস্পর প্রীতিপ্রণয় থাকে এবং তাঁহারদের বিরোধে মধ্যম হিন্দুস্থান দেশের আর শান্তি ভগ্ন না হয়। ঐ বন্দোবস্ত প্রায় সকলই সর জন মালকম সাহেবের দ্বারা নির্ব্বাহ হয় তিনি এতদ্দেশীয় আচার ব্যবহারের বিষয়ে যেমন বিজ্ঞ ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে যেমন মান্য তৎসময়ে তেমন অপর কোন ব্যক্তি দুর্লভ। তাঁহার কৃত বন্দোবস্ত সকলের বিষয়ে আর কি প্রশংসা করিব ইহার দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে সেবাজী যখন মহারাষ্ট্রীয়েরদের রাজ্য স্থাপন করেন তদবধি তত্তদেশে যদ্রূপ শান্তি কখন না হইয়াছে এমত শান্তি গত তের বৎসরাবধি ঐ বন্দোবস্তের দ্বারা হয় এবং মধ্যম হিন্দুস্থানে কোন উপদ্রব হওনের উদ্যোগ কোন রাজাকর্তৃক হয় নাই।

জয়পুর।

রজপুতানা রাজ্যের মধ্যে জয়পুর সর্ব্বাপেক্ষা সুসমৃদ্ধ ও পরাক্রমশালী। ঐ রাজ্য দিল্লীর অন্তিকতম হইলে ঐ রাজা অন্যান্য রাজার পর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে স্থির করেন অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাবৎ প্রধানঽ মহারাষ্ট্রীয় রাজারদিগকে দমনকরণপূর্ব্বক একাধিপত্যরূপে ভারতবর্ষের প্রভু হইলে

১৮১৮ সালের ফেব্রুআরি মাসে জয়পুরের রাজা আপনার উকীলকে দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন তিনি কেবল ভয়প্রাপ্ত হইয়া এবং আমীর খাঁ ও কতক জমীদারেরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সন্ধি করিতে উদ্যত দেখিয়া তাহা করেন। রজপুতানার ঐ রাজ্যের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়েরদের কিছু দাওয়া ছিল না কিন্তু ঠাকুরেরদের আন্তরিক বিরোধে জয়পুরের রাজা বিনষ্ট প্রায় হইয়াছিলেন। অতএব অন্যান্য রাজা সকলেই ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সন্ধি করিলে সন্ধিকরণবিষয়ে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হওয়াতে কিছু অমঙ্গলের সম্ভাবনা ভাবিয়া দিল্লীতে উকীল প্রেরণ করেন এবং ঐ রাজ্যের প্রধানং জমীদার ও ঠাকুরপ্রভৃতিও তাঁহার পশ্চাৎ২ দিল্লীতে গমন করিলেন তাহাতে জয়পুরের দরবার বাস্তবিক দিল্লীতেই হয়। অপর সন্ধিকরণের বিষয়ে প্রধান আপত্তি এই দৃষ্ট হইল যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ঐ দেশ পাঠান জাতীয় ও অন্যান্য দস্যুরদের হস্তহইতে রক্ষা করিলে তাঁহারদিকে বার্ষিক কত টাকা দিতে হইবে। রেসিডেণ্ট সাহেব বার্ষিক পনর লক্ষ টাকা চাহিলেন কিন্তু প্রথম এক বৎসরের জন্যে তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষমা করা যাইবে জয়পুরের উকীলেরা দুই লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন। পরে এতদ্বিষয়ে অনেক আন্দোলন হওনানন্তর এই নিয়ম স্থির হইল যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা প্রথম বৎসরে কিছু পাইবেন না তৎপরঅবধি পাঁচ বৎসর ক্রমশো বৃদ্ধি হইয়া ৪। ৫। ৬। ৭। ৮ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত পাইবেন তৎ পরে প্রতিবৎসর ঐ আট লক্ষ টাকা করিয়া পাইবেন এবং জয়পুরের রাজস্ব যখন বর্দ্ধিত হইয়া চল্লিশ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত হইবে তখন ইঙ্গলণ্ডীয়েরা রাজস্বের ষোল আনার পাঁচ আনা পাইবেন। তৎসময়ে এমত অনুমান হইল যে জয়পুরের পারিপাট্য হইলে বৎসরে আশী লক্ষ টাকা রাজস্বোৎপন্ন হওনের কিছু বাধা নাই।

কিন্তু জয়পুর দেশের মধ্যে সুনিয়ম স্থাপন করা রাজস্ব নির্দ্ধার্য্যকরণাপেক্ষা দুঃসাধ্য বোধ হইল। ১৮১৭ সালে রাজার এক অতিপ্রিয় ভৃত্যকে বধকরণের হেতুতে মাঞ্জি দাস ও তাঁহার

দলস্থ তাবৎ ব্যক্তিরা স্বং কর্ম্মহইতে বহিষ্কৃত হইলেন। রাজা ঐ কঠিন ব্যাপারেতে একেবারে রাগোন্মত্ত হইয়া সকলের সম ক্ষেই মাঞ্জি দাসকে মুষ্ট্যাঘাত করেন তদ্দৃষ্টে ঠাকুরেরা তৎক্ষণাৎ রাজার অবাধ্য হইলেন এবং রাজা নানা লোকের উপর নানা দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন। পরে ১৮১৮ সালের মে মাসে সর ডেবিড অক্তরলোনি সাহেব স্বয়ং জয়পুরে যাত্রা করিয়া রাজশাসনের যথাসাধ্য সুনিয়মকরণের চেষ্টায় তিনি তাবৎ ঠাকুরেরদিগকে এক সমাজে আহ্বান করিলেন কিন্তু তাঁহারদের মধ্যে কেহং তাহাতে সম্মত না হইলে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা তাঁ হারদের প্রতিকূলে প্রেরিত হইল। এবং যে কিল্লা আমীর খাঁ বহুকালাবধি বেষ্টন করিয়া আক্রমণ করিতে পারেন নাই এমত কএক দুরাক্রণীয় কিল্লা অনায়াসে তাঁহারদের হস্তগত হয় ইহাতে অন্যান্য ঠাকুরেরা ভয় পাইয়া তাঁহারদের সঙ্গে বন্দো বস্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অপর ১৮১৮ সালের দিসেম্বর মাসে বন্দোবস্তের কিছু সমাধা না হইতে রাজা জগৎ সিংহ লোকান্তর গত হন তাঁহার কোন পুত্র কি উত্তরাধিকারী ছিল না অতএব তাঁহার রাজ্য অত্যন্ত গোলমালে পতিতপ্রায় ইতি মধ্যে ঠাকুরেরা স্ত্রীমহলহইতে রাজার মরণানন্তর ভটি জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্রকে আনাইয়া কহিলেন যে ইনিই রাজপুত্র। পরে সর ডেবিড অক্তরলোনি সাহেব তদ্বিষয় নিষ্পত্তিকরণার্থ জয়পুরে পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন এবং ঐ পুত্র প্রায় তাবল্লোককর্ত্তৃক রাজপুত্রের ন্যায় স্বীকৃত জানিয়া তাঁহাকে সেওয়ায় জয়সিংহনামে বিখ্যাত করিয়া সিংহাস নোপবেশিত করিলেন। রাজকীয় ব্যাপারসকল তাঁহার মাতার হস্তে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাওল বৈরিশালকে প্রধান মন্ত্রি ত্বে নিযুক্ত করেন কিন্তু ঐ দরবারের কুমন্ত্রণাসকল রহিত নাহ ইয়া বরং বর্দ্ধিত হইলে তথায় বাসার্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পক্ষে একজন উকীলকে প্রেরণ করা শ্রীযুতের আবশ্যক বোধ হই লে তৎকর্ম্মে কর্ণল ষ্টুআর্টকে মনোনীত করেন। তিনি তথায় পঁহুছিয়া দেখেন যে তাবদ্ব্যাপারই গোলমালাবস্থায় আছে

সর ডেবিড অক্তরলোনি সাহেব যখন ইহার পূর্ব্বে দুইবার ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার এতদ্রূপ মানস ছিল যে ১৮০৫ সালে ঐ রাজ্য যদ্রূপাবস্থায় ছিল তদ্রূপে পুনর্ব্বার স্থাপিত হয় অতএব ঠাকুরেরা সরকারহইতে যে সকল ভূম্যাধিকার হরণ করিয়া লন তাহা তাঁহারদিগকে ফিরিয়া দিতে আজ্ঞা হইল।

কিন্তু বৈরিশাল মন্ত্রী যদ্যপি এতদ্রূপ নিয়মেতে ঐ রাজ্যের পারিপাট্য করিতে যথাসাধ্য উদ্যোগ করিলেন তথাপি ঠাকুরেরদের কুমন্ত্রণাতে তাঁহার ঐ উদ্যোগ সকল নিষ্ফল হয়। ঠাকুরেরা তাঁহাকে অতিশয় দুর্ব্বল জ্ঞান করিয়া প্রায় স্বাধীনরূপে ব্যবহার করিতে এবং দৈশময় দস্যুপ্রভৃতি দুষ্ট লোকদিগকে আশ্রয় দিতে লাগিলেন পরে ঐ রাজ্য ১৮২২ সালপর্য্যন্ত এতদ্রূপ দুরবস্থায় থাকে। ঐ বৎসরে শ্রীযুতের এমত বোধোদয় হইল যে অবিলম্বেই ইঙ্গলণ্ডীয়েরা হস্তক্ষেপ নাকরিলে রাজ্যের কিছু থাকে না তাহাতে ১৮২৩ সালের জানুআরি মাসে সর ডেবিড আক্তরলোনি সাহেবের তথায় পুনরায় অর্থাৎ তৃতীয় বার গমনের আবশ্যক হইল এবং তথায় পঁহুছিয়া তিনি দরবারের মন্ত্রিরদিগকে অনেক চেতাইয়া কহিলেন দেশ এইক্ষণে প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে এবং তোমারদের পরস্পর বিরোধ হওয়াই এই দুরবস্থার মুখ্য কারণ। অনন্তর তিনি রাণীকে এই আজ্ঞা করিলেন যে তোমার তোষামোদি ঝোলা রামকে এইক্ষণেই বিদায় কর এবং বৈরিশালকে উজীরের তাবৎ কর্ম্ম অর্পণ কর। ঠাকুরেরদের মধ্যে অনেকে রাণীর সপক্ষ ছিলেন তাহাতে বৈরিশাল সর ডেবিড আক্তরলোনি সাহেবকে কহিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে আনয়ন না করিলে যে এই স্থানে শান্তি হয় এমত আমার বিবেচনায় হয় না কিন্তু সর ডেবিড অক্তরলোনি কহিলেন যে অন্য উপায়সকল নিষ্ফল না হওয়াপর্য্যন্ত ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে আমি এ স্থানে আনিতে ইচ্ছুক নহি। পরে রাণী পূর্ব্বোক্ত ঠাকুরেরদের সাহায্যে সদম্ভা হইয়া সর ডেবিড অক্তরলোনি সাহেবকে এই উত্ত

র করিলেন যে আমার রাজ্যের মধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইঙ্গলণ্ডী য়েরদের কি ক্ষমতা আছে রাজত্ব আমি ঈশ্বরহইতে পাইয়াছি এবং কিছু মন্দ হইয়া থাকে তাহার জবাব আমি ঈশ্বরের নিক টে দিব। তাহাতে সর ডেবিড অক্তরলোনি উত্তর করিলেন যা হারদের দুষ্কর্ম্মের দ্বারা দেশের প্রজাগণের অহিত হইতেছে তাহারদিগকে দমনার্থ ঈশ্বর উপায় কি করিতে পারেন না এবং আরো কহিলেন যে রাজার মৃত্যুসময়ে তোমাঅপেক্ষা মহাবংশপ্রসূতা ও মান্যা রাজার অন্যা এক রাণী ছিলেন তাঁ হাকে রাজপ্রতিনিধিত্বে নিযুক্তা করণের বাধা কিছু নাই। রাণী ইহা শুনিবামাত্র সর ডেবিড অক্তরলোনি সাহেবের সঙ্গে আর বিরোধ না করিয়া ঠাকুরেরদের সঙ্গে পরামর্শপূর্ব্বক সাহেবের তাবৎ কথা স্বীকার করিয়া ঝোলারামকে বিদায় করিয়া বৈরিশা লকে পুনর্ব্বার তাবৎ পরাক্রম অর্পণ করিলেন। এতদ্রূপে জয় পুর রাজ্যের মধ্যে পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপন হয়।

পেসোআর অধিকার।

পেসোআর রাজ্যের কিয়দংশ সেবাজীর রাজবংশের উত্তরাধি কারি সেতারার রাজাকে দেওয়া যায় কিন্তু ঐ প্রদত্ত রাজ্য চতুর্দিগে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের দেশে এমত বেষ্টিত যে ঐ স্বাধীন রাজা প্রযুক্ত তাঁহারদিগের কিছু সঙ্কট হইতে পারে না। বাজিরাওর অবশিষ্ট অধিকার প্রায় সকলেই ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারান্তর্গত হইল। সেতারার রাজাকে যে দেশ প্রদত্ত হয় তাহার রাজ কর্ম্ম প্রথমতঃ ইঙ্গলণ্ডীয় সাহেব লোককর্তৃক নির্ব্বাহ হয় কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরে ঐ সেতারার রাজার আমলাকে তদ্দেশের প্রভুত্ব সম র্পিত হয় রাজা নামমাত্রে স্বাধীন ফলতঃ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বশ তাপন্ন। খোলাপুরের রাজার অধিকার পেসোআর রাজ্যের মধ্যগত এবং পেসোআ অপদস্থ হওনের পূর্ব্বে ঐ রাজা তাঁহাকে কর দিতেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের খোলাপুর রাজ্যঅধিকার করণসময়ে ঐ খোলাপুরের রাজার যেং দেশ ছিল তাহা তাঁহারি দ

খলে থাকিবে এমত ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অঙ্গীকার করেন তাঁহার রাজ্যে
র পরিমাণে ও রাজস্বে প্রায় সেতারা রাজ্যের তুল্য। খোলাপুরের
রাজ্য ও পোর্ত্তুগীশেরদের নিবাস গুআর মধ্যবর্ত্তি সাবন্তবারির
রাজার অধিকার সমুদ্রের তটে ছিল তত্রস্থেরা বারম্বার বোম্বেটি
য়াগিরিতে প্রবৃত্তহওয়াতে তাহারদিগকে দমনার্থ ইঙ্গলণ্ডীয়ের
দের যুদ্ধ জাহাজ তথায় প্রেরণের আবশ্যক হইল এবং তাহারা
ঐ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হয় এবং ঐ কুকর্ম্মে রাজা পুন
র্ব্বার প্রবৃত্ত না হন এতদর্থ তাঁহার দরবারে এক জন রেসিডেণ্ট
সাহেব নিযুক্ত হইলেন। সেতারার ও খোলাপুরের রাজাব্যতি
রেকে পেসোআর রাজ্যান্তবর্ত্তি পাঁচ জন প্রধান জায়গীরদার পে
সোআ পরাজিত হইবামাত্র ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বাধ্য হইলেন তা
হাতে ঐ জায়গীরদারেরদের অধিকার রক্ষাপাইয়া তাঁহারদেরি
থাকিল অতএব বাজিরাওর অন্যান্য জায়গীরদারেরদের অধিকা
র ইঙ্গলণ্ডীয়েদের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া ঐ জায়গীরদারেরা ইঙ্গল
ণ্ডীয়েরদের আশ্রয়ে থাকিয়া স্বাধীনত্বরূপে রাজ্য ভোগ করিতে লা
গিলেন। তাঁহারদের নাম এই২ প্রতিনিধি ও সখিম পণ্ডিত ও সে
নাপতি ও আম্বাইট পণ্ডিত ও নেপানির জমীদার আপা দিসাই
ও খোলাবার অধিকারী অঙ্গ্রিয়ার রাজবংশ। ইহাঁরদের উপর সে
তারার রাজার কোন কর্তৃত্ব নাই এবং ঐ পাঁচ জন জায়গীরদারে
রদের পরস্পর এমত ঈর্ষাঈর্ষি হইতেছে যে তাঁহারদেরদ্বারা ইঙ্গল
ণ্ডীয়েরদের কোন সঙ্কটের সম্ভাবনা নাই ঐ পাঁচ জায়গীরদারের
অধিকার ও খোলাপুর রাজ্যব্যতিরেকে বাজিরাওর দক্ষিণদেশে
র অন্যান্যসকল অধিকার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারান্তর্গত হইয়া
এইক্ষণে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্ম্ম কারকের দ্বারা শাসিত হইতেছে
ঐ সকল শাসিত দেশ পাঁচ জিলায় বিভক্ত হয় ঐ জিলার
প্রধান২ স্থান এই২ ধারওয়ার ও পুণ্য নগর ও সেতারা ও আহ
মদনগর ও খাণ্ডেশ এবং এই দেশ সকল কমিস্যনরের পদধা
রি এলফিনিষ্টন সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। পরে এলফিনিষ্টন
সাহেব বোম্বের বড় সাহেবীপদে নিযুক্ত হইলে চাপলিন সা
হেব তাঁহার ঐ পদপ্রাপ্ত হন। ১৮২০ সালপর্য্যন্ত ঐ সকল

দেশের তাবৎ কার্য্য শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞা তেই নির্ব্বাহ হইত কিন্তু তদ্বৎসরাবধি ঐ দেশসকল বোম্বের বড় সাহেবের হস্তাধীন হইয়া ঐ রাজধানীর অন্তর্গত হইয়াছে।

ভুসলার রাজ্য।

আপা সাহেব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পলায়ন করিলে শ্রীযুত ঐ রাজ্যের অধিকাংশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারভুক্ত করিলেন এবং ভুসলার রাজবংশ্যের নিমিত্ত যে অবশিষ্টাংশ স্থির করিয়া দিলেন তাহা সেতারার রাজার অধিকারাপেক্ষা আয়তনে বৃহৎ কিন্তু উপস্বত্বে প্রায় তত্তুল্য। তাহার অধিকাংশ পর্ব্বত ও জঙ্গল তাহাতে প্রায় কিছুই উৎপন্ন হয় না তন্মধ্যে যে কিঞ্চিৎ যে স্থানে জন্মে সেই স্থানও পর্ব্বতীয় অবাধ্য রাজারদের অধীন এবং তাহারদের স্থানে কর পাওয়া অতি সুকঠিন। ১৮১৮ সালের জুন মাসে আপা সাহেব সিংহাসনভ্রষ্ট হওনানন্তর রাজ্য বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে শ্রীযুত বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে রঘুজীর দৌহিত্র অর্থাৎ তাঁহার কন্যার গুজার আপ্পার সহিত বিবাহানন্তর যে পুত্র জন্মিবে তিনি রঘুজীর বিধবা বক্কা বাইকর্তৃক রঘুজীর বংশে পোষ্য পুত্রত্বরূপে গৃহীত হইয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। তদ্বিষয়ে শ্রীযুতের এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে নাগপুরের রাজাকে যে রাজ্য ফিরিয়া দেওয়া গিয়াছে তাহার ব্যাপার মহারাষ্ট্রীয়েরদের মধ্যে বিজ্ঞতম মন্ত্রির দ্বারা নির্ব্বাহ হয় এবং ঐ স্বাতন্ত্রিক রাজ্যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা কদাচ হস্তক্ষেপ না করেন এপ্রযুক্ত নারায়ণ পণ্ডিতকে অন্যান্যাপেক্ষা রাজকর্ম্মে নিপুণ বোধ করিয়া তাঁহাকে উজীরী কর্ম্মে নিযুক্ত করা গেল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে ঐ নারায়ণ পণ্ডিত রাজকর্ম্মকরণে নিতান্ত অক্ষম ইহা বক্কা বাইর সুগোচর হইলে তিনি তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া যে গুজারা দাদা আপা সাহেবের নিষ্ঠুর কর্ম্মের দ্বারা ভীত হইয়া পলায়ন করত প্রয়াগে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাঁহাকে আনিয়া ঐ উজীরী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন।

নাগপুরে তিনি পঁহুছিলে পূর্ব্বোক্ত রঘুজীর দৌহিত্র বাজিরাও ভুসলা নামে বিখ্যাত হইয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু তৎ পরে আপা সাহেব নাগপুরের প্রধান২ লোকেরদের সঙ্গে কুম ন্ত্রণা করিতে ক্ষান্ত হন নাই ইহা ব্যক্ত হইলে রেসিডেণ্ট সাহেব দেখিলেন যে দরবারে মহারাষ্ট্রীয় কোন লোকেরই বিশ্বাস করা যায় না অতএব অগত্যা রাজকীয় তাবৎ কর্ম্ম ইঙ্গলণ্ডীয় কর্ম্ম কারকের দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে হইল। এতদ্দেশীয় রাজার দের ব্যাপারে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা হস্তক্ষেপ না করেন এতদ্বিষয়ে বড় সাহেব নিয়ত চেষ্টান্বিত ছিলেন অতএব এই সকল বৃত্তান্ত শুনি য়া তিনি স্বীয় অত্যন্ত অসন্তোষ জানাইলেন কিন্তু রেসিডেণ্ট সা হেব তাহাতে উত্তর করিলেন যে এইরূপ ব্যাপার না করিলে নিতান্ত রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না। পরে যৎ সময়ে নাগপুরের সরকারী কর্ম্ম এতদ্রূপে ইঙ্গলণ্ডীয় কর্ম্মকারকেরদের অধীনে থা কে তৎ সময়ে রাজস্বের বিষয়ে দুইবার বন্দোবস্ত করিতে হইল। শেষ কিস্তিবন্দীকরণসময়ে গবরনর জেনরল এই বিশেষ আজ্ঞা দিলেন যে এই বন্দোবস্তের পাঁচ বৎসর মিয়াদগতে যে বন্দোবস্ত হইবে তাহা রাজার আমলারদের সহিত করিতে হইবে ইহা জ মীদারেরদিগকে স্পষ্ট জ্ঞাপন করিবা। যদ্যপি এইক্ষণে তাহা না হয় তথাপি অল্পকালের মধ্যে ভুসলার রাজা মুরশিদাবাদ ও আ ড়কাটের নবাব ও তঞ্জাউরের রাজার অবস্থা ঘটিবে। সম্প্রতি নাগপুরের রাজার ক্ষমতা ও সম্মান অতিক্ষীণ হইয়াছে। নর্ম্মদা নদীর তীরস্থ এবং অন্যান্য স্থানস্থ যে ভূম্যাদি ভুসলার রাজবং শহইতে ছাড়া হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারভুক্ত হইয়াছে তাহা এক কমিসানর সাহেবের দ্বারা বাজিরাওর অধিকারহইতে প্রাপ্তদেশের ন্যায় শাসিত হইতেছে।

মলহর রাও হোলকার।

মলহর রাও হোলকারের দরবারের মন্ত্রিরা সুসময়ে ইঙ্গল ণ্ডীয়েরদের বাধ্য হওয়াতে অন্যং মহারাষ্ট্রীয় রাজারা যদ্রূপে রাজ্যভ্রষ্ট হন তদ্রূপে রাজ্যচ্যুত না হইয়া মন্দিশূর স্থানে কৃত

সন্ধিপত্রের দ্বারা তাঁহার স্বাধীনরূপে অনেক ভূম্যধিকার রহিল সন্ধিকরণসময়ে তিনি অপ্রাপ্তব্যবহার ছিলেন এবং অতিবিশ্বস্ত মান্য কর্ম্মক্ষম ও অতি নিপুণ তাঁতিয়া যোগের উপর রাজ্যকর্ম্মের তাবদ্ভার অর্পিত হয় তিনি তদবধি অতিবিজ্ঞরূপে রাজ্যের কর্ম্ম তাবৎ নিষ্পন্ন করিয়া যেমন রাজস্বের বৃদ্ধি তেমন প্রজাগণেরো সুখবৃদ্ধি করিয়াছেন হোলকারের উৎপন্ন রাজস্ব বার্ষিক পঁচিশ লক্ষ টাকা। ইন্দোর স্থান ঐ রাজ্যের রাজধানী হইয়া তাহাতে হোলকারের বংশেরা বাস করেন। ঐ দরবারে শ্রীযুতের তরফে এক জন রেসিডেণ্ট সাহেব নিযুক্ত আছেন এবং হোলকারের ও রজপুতের নানা রাজারদের কিম্বা সিন্ধিয়ার মধ্যে যে বিরোধ হয় তাহা ঐ রেসিডেণ্ট সাহেবের হস্তে অর্পিত হইয়া থাকে ইহাতে কোন ভারি বিরোধ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে যে অশ্বারূঢ় সৈন্য যোগাইয়া দিতে তাঁহার অঙ্গীকার আছে তাহার সংখ্যা তিন হাজার কিন্তু ঐ অশ্বারূঢ়েরদিগকে দাওয়াকরণের কোন কারণ অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই। হোলকারের অধিকারের মধ্যে যে অংশ লইয়া আমীর খাঁকে দেওয়া গিয়াছিল তাহার বার্ষিক রাজস্বাৎপন্ন অনুমান সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা এবং হোলকারের রাজার মধ্যে গপুর খাঁকে যে জায়গীর দত্ত হয় তাহার বার্ষিক রাজস্ব উক্ত রাজস্বের অর্দ্ধেক হইবে। পরে গপুর খাঁকে যে জায়গীর প্রদত্ত হইয়াছে গপুর খাঁ আমার ভৃত্য ছিল ইহা বলিয়া ঐ রাজ্যের উপর আমীর খাঁ দাওয়া করিলেন তাহাতে শ্রীযুত এই উত্তর করিলেন প্রতিজ্ঞা করিয়া যে জায়গীর গপুর খাঁকে একরার প্রদান করিয়াছি তাহা আমরা কদাচ ফিরিয়া লইব না কিন্তু আমীর খাঁ ইহাতে খেদিত না হন এতদভিপ্রায়ে মন্দিশূরে কৃত সন্ধিপত্রক্রমে রামপুরাভংনামে যে জায়গীর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হয় তাহা শ্রীযুত তাঁহাকে দেওয়াইলেন এবং তৎপরে তাঁহার পুত্রকে বার্ষিক এক বৃত্তি স্থির করিয়া দিয়া ঐ আমীর খাঁকে সন্তুষ্ট করিলেন। এতদ্রূপ নিয়ম করাতে শ্রীযুতের মুখ্যাভিপ্রায় এই যে মধ্যম হিন্দুস্থানের নানা রা

জারা সঙ্কুচিত হইয়া কোন বিরোধ করিতে ক্ষম না হন। এত ন্নিমিত্ত আমীর খাঁ ও গপুর খাঁকে শ্রীযুত জায়গীর নির্দ্দিষ্ট করিয়াদিলেন এবং ভূপালের রাজাকে প্রবল করিলেন ইহাঁরা সকলেই মুসলমান অতএব তাঁহারা সবল হইলে মধ্যম হিন্দুস্থানের হিন্দুরাজারা প্রবল হইতে পারিবেন না এতদ্রূপে ঐ মহারাজ্যের মধ্যে চিরকালের নিমিত্তে শান্তির সম্ভাবনা থাকে।

দৌলৎ রাও সিন্ধিয়া।

মহারাষ্ট্রীয় তাবৎ রাজারদের মধ্যে কেবল দৌলত রাও সিন্ধিয়ার রাজ্যের কিছু ন্যূনতা হয় নাই। তাঁহার অধিকার অদ্যাপি অধিকতর এবং ইদানীও তাহাতে বার্ষিক কোটি টাকারও অধিক উৎপন্ন হয় কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে পূর্ব্বে তাঁহার যে বৈরিতা ছিল তাহা এইক্ষণে নিবৃত্ত হইয়াছে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে তিনি ইদানীং অতি মৈত্রীভাবে কাল যাপন করিতেছেন। বাস্তবিক তাঁহার মন্ত্রিগণ বারম্বার রেসিডেণ্ট সাহেবকে কহিয়াছেন যে মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধেতে অন্যান্য রাজারদের যেমন অবস্থা হউক কিন্তু আমারদের প্রভুর পরম মঙ্গল হইয়াছে। সন্ধিক্রমে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে পাঁচ সহস্র অশ্বারূঢ় যোগাইয়া দিতে তাঁহার অঙ্গীকার ছিল ঐ অশ্বারূঢ় যোগাওন বিষয়ে তিনি এমত শৈথিল্য করিলেন যে পিণ্ডারিরদের সঙ্গে যুদ্ধ সমাপ্ত না হইলে তাহারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নিকটে পঁহুছিল না অতএব ঐ সৈন্যের দ্বারা যুদ্ধে তাহারদের কিছু ফল দর্শিল না কিন্তু তৎপরে ঐ পাঁচ হাজার অশ্বারূঢ় ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে প্রদান করিলে শ্রীযুত তাহারদিগকে ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি সাহেবেরদের হস্তে অর্পিত করিয়া সুশিক্ষিত করাইলেন। ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুতের এই অঙ্গীকার ছিল যে আবশ্যক হইলে ঐ সৈন্যেরা সিন্ধিয়ার রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইবে অতএব সিন্ধিয়া তাহারদিগকে আপন সৈন্যাপেক্ষা সুশিক্ষিত জানিয়া স্বীয় অনেক সৈন্য বিদায় করণ

পূর্ব্বক ঐ অশ্বারূঢ়েরদের দ্বারা আপনার অবাধ্য জমীদারেরদিগকে দমন করিয়া রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন।

এতদ্রূপে লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের আমলের বিবরণ সমাপ্তে আমরা ভারত বর্ষের ইতিহাসও সমাপ্ত করিলাম। ১৮১৯ সালে আসুর গড় আক্রমণানন্তর পিণ্ডারিরদের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল তৎপর লার্ড হেষ্টিংসের রাজ্যকালে অপর কোন স্মরণীয় ব্যাপার হয় নাই। ঐ সালের পর অবধি করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্ম্মকারক সাহেবেরা যুদ্ধকরণের উৎসাহ নিবৃত্তি করিতে এবং যুদ্ধের দ্বারা দেশের যে অমঙ্গল হইয়াছিল তাহার প্রতিকার করিতে এবং প্রজারদের সুখবর্দ্ধনে যথাসাধ্য উদ্যোগী হইলেন। লার্ড হেষ্টিংস সাহেব যে সময়ে ভারতবর্ষহইতে স্বদেশে প্রস্থান করেন তৎসময়ে উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতঅবধি দক্ষিণে সিংহল দ্বীপপর্য্যন্ত পূর্ব্বে বর্ম্মারদের রাজ্যঅবধি পশ্চিমে সিন্ধুনদীপর্য্যন্ত তাবদ্দেশের তিন অংশের দুই অংশ ইঙ্গলণ্ডীয় কর্ম্মকারকেরদের দ্বারা শাসিত ছিল অবশিষ্টাংশ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধীন স্বতন্ত্র রাজারদের দ্বারা রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত কেবল পাঞ্জাবের মহারাজ শ্রীযুত রণজিৎসিংহ থাকিলেন।

অপর ১৮২৩ সালে লার্ড হেষ্টিংস সাহেব স্বদেশে যাত্রা করিলেন এবং তাহার তিন চারি বৎসর পরে সপ্তাত বৎসরেরও অধিক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইটালি দেশে লোকান্তরগত হন।

এইক্ষণে তাঁহার আমল কলিকাতা রাজধানীর অন্তর্গত দেশের আয়ব্যয়ের হিসাব লিখনমাত্রের আবশ্যক।

[২৭ অধ্যায়।] [১৮১৮ সাল।]

১৮১৪ সালের বঙ্গদেশের রাজস্ব। ৯৬৪৪৫২৮৫
ঐ সালের ব্যয়। ৭৫৯০৪০৭২
ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক। ২০৫৪১২১৩

১৮১৫ সালের সরকারী জমা। ৯৫৫৪৯৮৫৯
ঐ সালের ব্যয়। ৭৭১৪৬০০৬
ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক। ১৮৪০৩৮৫৩

১৮১৬ সালের সরকারী জমা। ৯৭০৫২১৪১
ঐ সালের ব্যয়। ৮২২৭৩৩৬৬
ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক। ১৪৭৭৮৭৭৫

১৮১৭ সালের সরকারী জমা। ১০২২৬৮১৩০
ঐ সালের ব্যয়। ৮৪৭৬৫১০২
ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক। ১৭৫০৩০২৮

১৮১৮ সালের সরকারী জমা। ১০০৪৬৬৭৫৬
ঐ সালের ব্যয়। ৮৯৫৮১৪৭৪
ব্যয়অপেক্ষা আয় অধিক। ১০৮৮৫২৮২

১৮১৯ সালের সরকারী জমা। ১০৫৯১৫১৫৮
ঐ সালের ব্যয়। ৯২৮৫৫৬২৯
ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক। ১৩০৫৯৫২৯

১৮২০ সালের সরকারী জমা। ১০৫২৯৭৮৪০
ঐ সালের ব্যয়। ৯৪৬৩৮৮২৮
ব্যয় অপেক্ষা আর অধিক। ১০৬৫৯০১২

১৮২১ সালের সরকারী জমা। ১১৬৮১৫৮৩৫
ঐ সালের ব্যয়। ৯৪০৫৭০২৮
ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক। ২২৭৫৮৮০৭

১৮২২ সালের সরকারী জমা। ১১৫১৫৪৫৮১
ঐ সালের ব্যয়। ৯০৫৫২৯৬৪
ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক। ২৪৬০১৬১৭

১৮২৩ সালের সরকারী জমা। ১২০৫৩৩০৯৩
ঐ সালের ব্যয়। ৯০৯৮৯৮৫৮
ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক। ২৯৫৪৩২৩৫

সমাপ্ত।